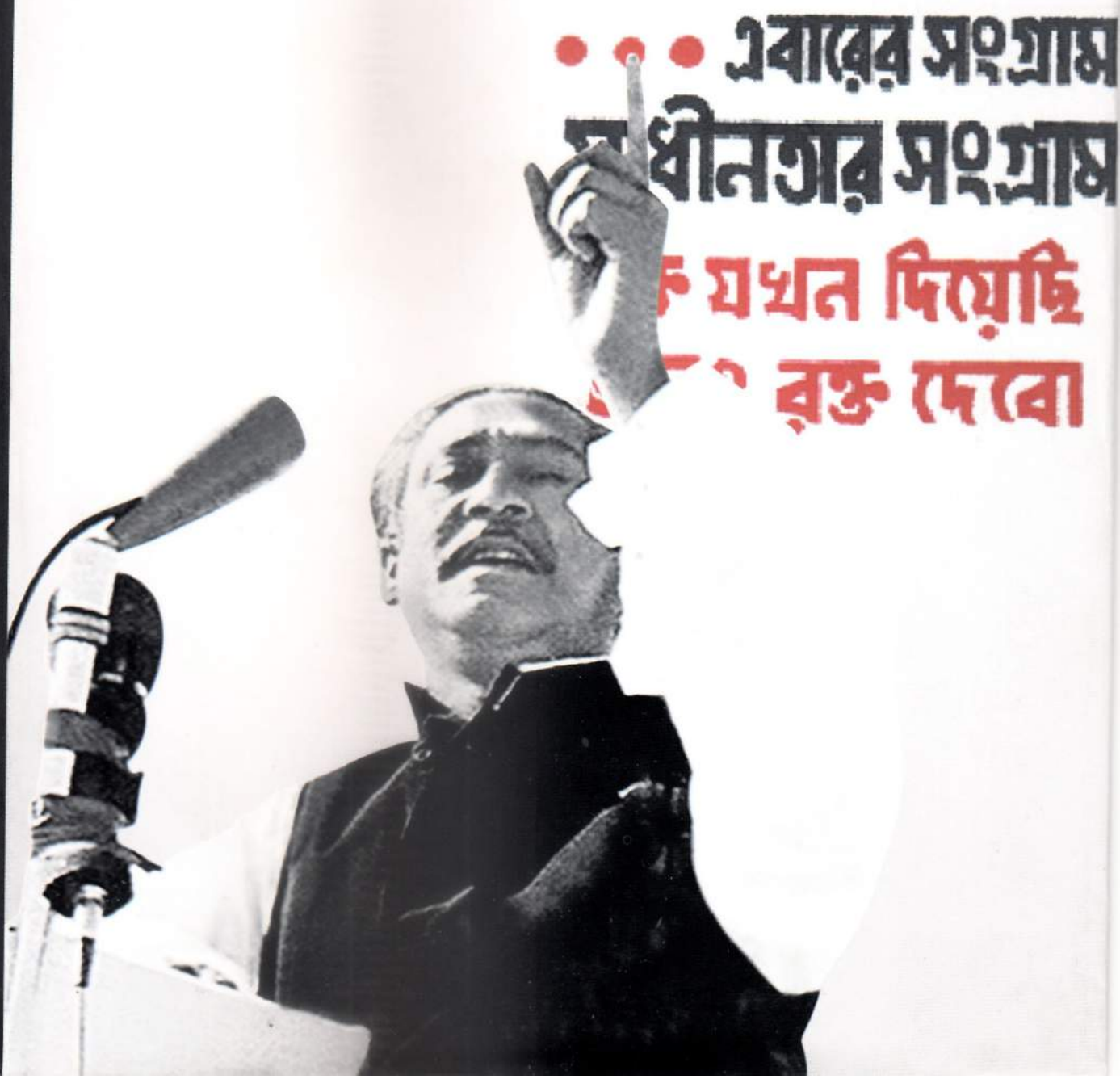
ওঙ্কারসমগ্র

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি



ওঙ্কারসমগ্র বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি



ওঙ্কার সমগ্র

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি

ওঙ্কারসমগ্র

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি

শ্রুতিলিখন ও সম্পাদনা
নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

ঐতিহ্য

ওঙ্কারসমগ্র
বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি
শ্রুতিলিখন ও সম্পাদনা : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
সাতশত পঞ্চাশ টাকা

OMKARSHAMAGRA : Bangabandhur Nirbachito Bhashaner Srutilipi
Edited by Nirzhar Noishabdya
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2017
website : www.oitijjhya.com
email : oitijjhya@gmail.com

All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

Price : Taka 750.00 US$ 20.00
ISBN 978-984-776-313-2

বাংলাদেশের সকলশ্রেণির মানুষকে,
যারা স্বাধীনতা অর্জন করতে জানে,
কিন্তু কীভাবে রক্ষা করতে হয় তা জানে না।

ভূমিকা

শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। তিনি স্বনামেই দেদীপ্যমান। শৈশব থেকে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, সাত মার্চের অনুষ্ঠানসহ নানা উপলক্ষে তাঁর বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শুনে শুনেই তাকে চিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে একটা সময় মনে হলো এইসব ভাষণকে বই আকারে ডকুমেন্টেশন হওয়া জরুরি। এই ভেবে ইন্টারনেটে যে দুয়েকটা অডিও পাওয়া যায় তা নামিয়ে শ্রুতিলিখন করি। তারপর আরো বেশ কয়েকছর পর হাতে আসে বঙ্গবন্ধুর প্রায় শতাধিক ভাষণের অডিও সিডি, যেগুলো 'শেকড় সন্ধান' নামক একটি প্রতিষ্ঠান 'পিপল্‌স ভয়েস' নামে প্রকাশ করেছে। তাদেরকে কারিগরি সহযোগিতা দিয়েছে 'শতাব্দী প্রযুক্তি ডিজিটাল আর্কাইভ।' সেই শতাধিক ভাষণ থেকে বাছাই করে এই বইতে শ্রুতিলিপি রূপে প্রকাশ পেল ৬৭টি ভাষণ, যেইসব ভাষণকে আমি নানা কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এইসব শ্রুতিলিপির বানান বঙ্গবন্ধুর মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী রাখার চেষ্টা করেছি। ফলত ভাষণগুলো আমাকে বারংবার টেনে টেনে শুনতে হয়েছে। রেকর্ডের অস্পষ্টতার কারণে কিছু শব্দ বা কথা বাদ পড়েছে, সেইসব জায়গা ডট (...) দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কারণ মনগড়া বা অনুমেয় কিছু লিখে দিলে ভাষণের চরিত্র ও মূলগত বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হবে বলে আমার মনে হয়েছে।

এই অতিব কষ্টসাধ্য কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে, কারণ বঙ্গবন্ধুকে আমি দল, মত নির্বিশেষে সবকিছুর উর্ধ্বে মনে করেছি বলে।

পরিশেষে নাইমভাই (আরিফুর রহমান নাইম, স্বত্বাধিকারী, ঐতিহ্য) কে আন্তরিক ধন্যবাদ যে তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এই শ্রুতিলিপি বই আকারে আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ করেছেন।

সম্পাদক
জানুয়ারি, ২০১৭

ভাষণক্রম

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ঢাকা/ ১১
৭ মার্চ, ১৯৭১, ঢাকা/ ১৪
২৩ মার্চ, ১৯৭১, ঢাকা/ ১৮
১০ জানুয়ারি, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৯
১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২, ঢাকা/ ২৫
৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, কলকাতা/ ২৮
৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, কলকাতা/ ৩৪
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, ঢাকা/ ৩৫
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, পাবনা/ ৩৭
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, ঢাকা/ ৪৩
৬ মার্চ, ১৯৭২, ঢাকা/ ৪৪
২৬ মার্চ, ১৯৭২, ঢাকা/ ৪৬
২৬ মার্চ, ১৯৭২, ঢাকা/ ৫২
২৯ মার্চ, ১৯৭২, চট্টগ্রাম/ ৫৫
২ এপ্রিল, ১৯৭২, ঠাকুরগাঁও/ ৬১
৫ এপ্রিল, ১৯৭২, ঢাকা/ ৬৭
৫ এপ্রিল, ১৯৭২, ময়মনসিংহ/ ৭০
৯ এপ্রিল, ১৯৭২, ঢাকা/ ৭৬
১০ এপ্রিল, ১৯৭২, ঢাকা/ ৭৯
৩০ এপ্রিল, ১৯৭২, ঢাকা/ ৮০
১০ মে, ১৯৭২, পাবনা/ ৮৫
২৬ জুন, ১৯৭২, নোয়াখালী/ ৯৩
২৮ জুন, ১৯৭২, সিলেট/ ৯৯
৩ জুলাই, ১৯৭২, কুষ্টিয়া/ ১০২
৪ জুলাই, ১৯৭২, কুমিল্লা/ ১১০
১৬ জুলাই, ১৯৭২, ঢাকা / ১১৮
১৬ জুলাই, ১৯৭২, ঢাকা/ ১২৩
১৯ জুলাই, ১৯৭২, নারায়ণগঞ্জ/ ১৩২
২৬ জুলাই, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৪০
১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৪১
৯ অক্টোবর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৪৩

২০ নভেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৪৯
৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৫৪
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২, চট্টগ্রাম/ ১৫৮
১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, চট্টগ্রাম/ ১৬৩
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৬৫
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৬৬
১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২, ঢাকা/ ১৭৩
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২, ফরিদপুর/ ১৮০
২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২, যশোর/ ১৮৮
২ জানুয়ারি, ১৯৭৩, পিরোজপুর/ ১৯৪
৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩, বরগুনা/ ২০৩
৯ জানুয়ারি ১৯৭৩, ঢাকা/ ২১০
১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, ঢাকা/ ২১২
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, টাঙ্গাইল/ ২১৯
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, সুনামগঞ্জ/ ২২৫
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ ২৩১
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, মৌলভীবাজার/ ২৩৬
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, চাঁদপুর/ ২৪১
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, বরিশাল/ ২৪৬
২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, রাজবাড়ি/ ২৫০
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, নীলফামারী/ ২৫৬
২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, জয়পুরহাট/ ২৬৩
২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, সিরাজগঞ্জ/ ২৬৫
২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, কুড়িগ্রাম/ ২৭০
১৮ মার্চ, ১৯৭৩, ঢাকা/ ২৭২
১৯ শে আগস্ট, ১৯৭৩, ঢাকা/ ২৮১
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, ঢাকা/ ২৮৯
১৮ আগস্ট, ১৯৭৪, ঢাকা/ ৩০৩
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, ঢাকা/ ৩০৯
৬ নভেম্বর ১৯৭৪, কায়রো/ ৩১২
৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৪, ঢাকা/ ৩১৪
৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪, ঢাকা/ ৩২৩
১৯ জানুয়ারি ১৯৭৫, চট্টগ্রাম/ ৩২৫
২০ জানুয়ারি, ১৯৭৫, ঢাকা/ ৩৩০
২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫, ঢাকা/ ৩৩৪
৮ মার্চ ১৯৭৫, টাঙ্গাইল/ ৩৪৬



২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ঢাকা

১৯৭০-এর নির্বাচনোত্তর গণ-আন্দোলনের সময়ে
বঙ্গবন্ধু মহান ভাষাদিবস উপলক্ষে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে
আয়োজিত জনসভায় এই ভাষণ দেন।

আজ মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি। শহিদ দিবসে আপনারা এখানে এসেছেন, ১২টা ১ মিনিটের সময় আমরা মাজারে গিয়েছি, সেখান থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। বাঙালিরা বহু রক্ত দিয়েছে। ১৯৫২ সালে যে রক্ত দেয়া শুরু হয়েছে সে রক্ত আজো শেষ হয় নাই, কবে শেষ হবে তা জানি না। আজ শহিদ দিবসে শপথ নিতে হবে, যে পর্যন্ত না ৭ কোটি মানুষ তার অধিকার আদায় করতে না পারবে সে পর্যন্ত বাংলার মা-বোনেরা বাংলার ভাইয়েরা আর শহিদ হবে না, গাজী হবে।

আমরা জানি, যে ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৫২ সালে গুলি করে আমার ভাইদের শহিদ করেছিল, তারা আজো তাদের কাজ শেষ করে নাই। ষড়যন্ত্র আজও চলছে। ষড়যন্ত্র ভবিষ্যতে চলবে, কিন্তু বাংলাদেশের চেহারা তারা দেখে নাই। এ আন্দোলন ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে শুরু হয়। ১৯৫২ সালে আমাদের ভাইয়েরা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে বাংলা ভাষাকে অমর্যাদা করতে আমরা দেবো না। রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবো, ইনশাল্লাহ্ বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। যারা আজ বাংলার স্বাধিকারকে দমাতে চায়, যারা আজ বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মানুষকে আজ লুট করতে চায়, কলোনি করতে চায়, বাজার করতে চায়, এত বড় বিজয়ের পরে যারা ষড়যন্ত্র করতে চায়, তাদের জেনে রাখা উচিত যে ১৯৫২ সালের বাঙালি আর ১৯৭১ সালের বাঙালির মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন আজ পবিত্র দিন। আজ আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনাদের কাছে এইটুকু বলতে চাই, আমাদের বাংলাদেশের ভাইয়েরা, বোনেরা রক্ত দিয়ে দেখায়ে গেছে, যে দরকার যদি হয় আমরা বাংলার মানুষ রক্ত দিতে জানি। আজ তাই এই শহিদ দিবসে শহিদদের আত্মার কথা মনে করে, যারা শহিদ হয়েছে ১৯৫২ সালে '৫৪ সালের অত্যাচার, '৫৮ সালের অত্যাচার, '৬২ সালের শহিদ, ৭ই জুনের শহিদ, গত গণ আন্দোলনের শহিদ

যাদের চিনি না নাম না জানা অজানা কত ভাই রক্ত দিয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ শহিদ হচ্ছে মানুষ। শুধু গুলি খেয়ে শহিদ হচ্ছে না। না খেয়ে শহিদ হচ্ছে। কাপড় পায় না, পেটে খাবার নাই, শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, বাংলার মানুষকে বাজার করেছে, বাংলার সম্পদ লুট করেছে, বাংলার মানুষকে পথের ভিখারি করেছে। আমরা কারো ওপর বে-ইনসাফ করতে চাই না। পাঞ্জাবি তার অধিকার পাক, সিন্ধি তার অধিকার পাক, পাঠান তার অধিকার পাক, বেলুচ তার অধিকার পাক, আমিও বাঙালি আমিও আমার স্বাধিকার চাই। এখানে আপোষ নাই।

তাই আপনাদের কাছে আজকে আমি অনুরোধ করবো বাংলার ঘরে ঘরে যান প্রস্তুত হয়ে যান বাংলাদেশের ভায়েরা আর শহিদ নয়। বাংলার গাঁ ছেলেদের গাজী হয়ে মার কোলে ফিরে যেতে হবে। শহিদ নয় গাজী। আর নয়, আমাদের ভায়েদের কথা আমরা ভুলতে পারি না। যাদের মা আজও কাঁদে। যাদের বাপ আজও কাঁদে। যাদের ছেলে-মেয়ে আজো বাপ মা করে চিৎকার করে বেড়ায়। তাদের আত্মা বাংলার ঘরে-ঘরে বাংলার দুয়ারে-দুয়ারে আজকে আঘাত করছে। বলছে, বাঙালি তুমি কাপুরুষ হয়ো না, বাঙালি তুমি জানের জন্য ভয় কোরো না, বাঙালি তুমি সংগ্রাম করে এগিয়ে যাও। তাই শহিদ দিবসে আজ আমরা শপথ নিয়েছি, রক্ত দেবো, দাবি ছাড়বো না, দাবি আদায় করে ছাড়বো।

তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল ভায়েরা, সামনের দিন আরো কঠিন হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীরা থামে নাই। তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সকলের সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব কামনা করি তার অর্থ এই নয় যে আমার ৭ কোটি মানুষকে কেউ গোলাম করে রাখবে। তার অর্থ এই নয় আমার দেশকে কেউ বাজার বা কলোনি করে রাখবে। যে রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষ একদিন আগরতলা থেকে আমাকে বের করে নিয়ে এসেছিল আমি ওয়াদা করতে পারি তোমাদের কাছে এই শহিদ দিবসে আল্লাহ্‌র নামে আমার রক্ত দিয়ে তোমাদের রক্তদান আমি নিশ্চয়ই শোধ করতে চেষ্টা করবো।

তাই আজ আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি, জীবনে মানুষ পয়দা হয় মৃত্যুর জন্য। বেঁচে আছি এ তো একটা এক্সিডেন্ট। আজ ঘুরছি কালও মরে যেতে পারি। যারা মরে গেছে তারা পথ দেখিয়ে গেছেন। যারা শহিদ হবেন তারাও পথ দেখিয়ে যাবেন। ভবিষ্যৎ বংশধর তারা মুখ উঁচু করে দাঁড়ায়ে দুনিয়া আসরে বলতে পারবে– আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমার স্বাধিকার আছে, আমার অধিকার আছে।

তাই আজকে শহিদ দিবসে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ ঘরে ঘরে আপনারা দুর্গ গড়ে তোলেন। আমরা সকলের সহানুভূতি, ভালোবাসা চাই। কারো প্রতি আমাদের হিংসা নাই। কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের ওপর শক্তি ব্যবহার করতে চায় নিশ্চয়ই এদেশের মানুষ আর সহ্য করবে না। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল– যতদিন পর্যন্ত বাংলা থাকবে, বাংলার আকাশ থাকবে, বাংলার মাটি থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমার একুশের শহিদের কথা কেউ ভুলতে পারবো না। কারণ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এই ইতিহাস

খুঁজে পাওয়া যায় না আমার বাংলার মাটিতে ছাড়া। এ আন্দোলনের সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে আমি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই। ১৯৫২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করি আর আমার ভাইদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করে ঠিক করি তারা ২১ শে থেকে আন্দোলন শুরু করবে। ২৭ তারিখে আমাকে স্ট্রেচারে করে বের করে দেয়া হয় জেলের থেকে, আমি মরে যদি যাই জেলের বাইরে যেন মরি। এই আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। আজও জড়িত আছি। জানি না কতদিন থাকতে পারবো। আমি প্রস্তুত আছি। তবে আপনাদের কাছে আমার এইটুকু বলার রইল যে এই বাংলার মানুষ যেন আর অপমানিত না হয়। আর শহিদ যারা হয়ে গেছে এদের রক্তের সঙ্গে আমরা বেইমানি যেন না করি। মনে রাখবেন আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন এবং জানেন শহিদের রক্ত কোনদিন বৃথা যায় নাই, আর যাবেও না ইনশাল্লাহ্। তাই আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি এই রাত্রিবেলা। জানি না কবে দেখা হয় আপনাদের সঙ্গে। আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান। ইনশাল্লাহ্ যখন রক্ত দিতে শিখেছি, বাঙালি তার দাবি আদায় করবে।

আসসালামু আলাইকুম।
শহিদ স্মৃতি– অমর হোক,
শহিদ স্মৃতি– অমর হোক,
শহিদ স্মৃতি– অমর হোক।
জয় বাংলা।



৭ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা

এই দিনে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স মাঠে লক্ষ লক্ষ জনতার এক বিশাল জনসভায়
এই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

ভা'য়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবি জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম ঠিক

আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন, যে আলোচনার দরজা বন্ধ না আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন, বসুন আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখি নিরস্ত্র মানুষের মধ্যে তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের... আসতেছি, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ঐ শহিদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর

রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে– প্রথম, সামরিক আইন 'মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেই জন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না– রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের ওপর হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা কোরো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়া দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। শুনেন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনও বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনও বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে

হলে আপনারা চালাবেন কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।

মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা!



২৩ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা

দেশজুড়ে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে পালিত হয় প্রতিরোধ দিবস।
পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে সর্বত্র বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়।
শহরের সব মিছিল গিয়ে শেষ হয় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে।
এই দিন বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আমি আপনাদের কাছে মাত্র একটা কথা বলতে পারি। সাত কোটি মানুষ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। আপনাদের মনে রাখা দরকার, নীতির সঙ্গে আপোস হয় না। যদিও আমরা শান্তি-পূর্ণভাবে ফয়সালা করতে চাই কিন্তু নীতির সঙ্গে আপোস হয় না। এদেশের মানুষকে আর কলোনি আর বাজার করতে দেয়া হবে না এবং যেভাবেই হয় ৭ কোটি মানুষকে আমাদের মুক্ত করতে হবে যে কোনও ত্যাগের বিনিময়ে। আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, শহিদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না এবং যেভাবেই হয় এদেশের থেকে বাজার আমরা ধ্বংস করে দেবো এবং বাংলার মানুষকে আমরা মুক্ত করবো। কারো সামনে মাথা নত করবো না। দরকার হয় আরো রক্ত দেবো কিন্তু বাংলার মানুষকে আর আমরা পরাধীন থাকতে দেবো না। আপনাদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার সংগ্রাম চলবে। জয় বাংলা।

আমার দেশ তোমার দেশ– বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
জাগো জাগো– বাঙালি জাগো।
সংগ্রাম সংগ্রাম– চলবে চলবে।
জয় বাংলা।



১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

ঢাকা

এই দিনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় লক্ষ লক্ষ জনতা তাকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানায়। সেই জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স মাঠে এই ভাষণ দেন।

আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেপাই, সৈনিক, জনগণকে, হিন্দু-মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু-একটি কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমার বাংলা স্বাধীন থাকবে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যারা সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবেই। আমি আমার সেই যে ভায়েরা যারা আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে তাদের আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

আজ শতকরা, আমার মনে হয়েছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে এই বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহিদ হয় নাই। যা আমার এই সাত কোটির বাংলাদেশে হয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। তাই আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম। তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিয়ো। এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে রাখলাম।

আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের জনসাধারণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের

সামরিক বাহিনীকে। আমি মোবারকবাদ জানাই রাশিয়ার জনসাধারণকে। আমি মোবারকবাদ জানাই ব্রিটিশ, জার্মানি, ফ্রান্স সব জায়গায় যে গভর্নমেন্ট জনসাধারণ আছে, তাদের আমি মোবারকবাদ জানাই যারা আমাকে সমর্থন করেছে। আমি মোবারকবাদ জানাই আমেরিকার জনসাধারণকে। আমি মোবারক বাদ জানাই বিশ্ব দুনিয়ার মজলুম জনসাধারণকে যারা আমার এই মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করেছে। আমার বলতে হয় এক কোটি লোক এই বাংলাদেশের থেকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনসাধারণ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাদের খাবার দিয়েছে। তাদেরকে মোবারকবাদ জানাতে পারি নাই। যারা অন্যরা সাহায্য করেছে, তাদেরকেও মোবারকবাদ দিতে হয়। তবে মনে রাখা উচিত বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। বাংলাদেশকে কেউ দাবাতে পারবে না। বাংলার মধ্যে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি বলেছিলাম যাবার আগেও বাঙালি, এবার তোমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার তোমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, তোমরা তাই করেছ। আমি বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সংগ্রাম করেছ। আমি আমার সহকর্মীদের মোবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই, আমার বহু কর্মী, আমার বহু মা-বোন, আজ দুনিয়ায় নাই। তাদের আমি দেখবো না। আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম, বাংলার আবহাওয়া অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি সালাম জানাই। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় বড় ভালোবাসি। খোদা তার জন্যই আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

আমি আশা করি, দুনিয়ায় সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন, যে আমার রাস্তা নাই, ঘাট নাই, আমার জনগণের খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা, আমার মানুষ পথের ভিখারি, তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য কোরো। মানবতার খাতিরে আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাই। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার বাংলাদেশকে তোমরা রিকগনাইজ কর, জাতিসংঘে স্থান দাও। দিতে হবে উপায় নাই। দিতে হবে। আমরা হার মানবো না, আমরা হার মানতে জানি না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙালেরে হে বঙ্গজননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ কোরোনি। কবি গুরুর মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ। আমার বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে, দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, এত লোক জান দেয় নাই। তাই আমি বলি, আমায় দাবায় রাখতে পারবা না। আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম, ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়। আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার

যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্র সমাজ, কর্মীবাহিনী তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। তোমরা গেরিলা হয়েছ, তোমরা রক্ত দিয়েছ, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই। একটা কথা, আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়। বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। বাংলায় যে লোকেরা আছে, অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, বাংলায় কথা বলে না। আজও বলছি তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। আর আমরা আমার ভাইদের বলছি, তাদের ওপর হাত তুলো না। আমরা মানুষ, মানুষ ভালোবাসি। তবে যারা দালালি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। বিচারের দায়িত্ব বাংলার স্বাধীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেন, একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। তবে, আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মতো স্বাধীন আদালতে বিচার হয়ে এদের শাস্তি হবে। আপনারা, আমি দেখায় দিবার চাই দুনিয়ার কাছে যে শান্তিপূর্ণ বাঙালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে। আমারে আপনারা পেয়েছেন আমি আসছি। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম, আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু আইসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাবো, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করা যাবে না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না এবং যাবার সময় বলে যাবো জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান। ভাইয়েরা আমার, যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে। আপনারা জানেন আমি সমস্ত জনসাধারণকে বলতে চাই যেখানে রাস্তা ভেঙে গেছে নিজেরাই রাস্তা করতে শুরু করে দাও। আমি চাই জমিতে যারা ধান বুনাও। সব কর্মচারীদের বলে দিবার চাই একজনও ঘুস খাবেন না। মনে রাখবেন তখন সুযোগ ছিল না। আমি দোষ ক্ষমা করবো না। ভাইয়েরা আমার যাবার সময় যখন আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তাজউদ্দিন, নজরুল এরা আমার কাছে যায়। আমি বলেছিলাম সাত কোটি বাঙালির সাথে আমাকে মরতে দে তোরা। আমি আশীর্বাদ করছি। তাজউদ্দিনরা কাঁদছিল, তোরা চলে যা, সংগ্রাম করিস, আমার আত্মা রইল, আমি এই বাড়িতে মরতে চাই, এই হবে বাংলার জায়গা, এই শহরে আমি মরতে চাই। ওদের কাছে মাথা নত করে আমরা পারবো না।

ভাইয়েরা আমার, ডক্টর কামালকে নিয়ে তিন মাস পর্যন্ত সেখানে ইন্টারোগেশন হয়েছে মজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দাও। কয়েকজন বাঙালি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। তাদের আমরা জানি এবং চিনি। তাদের বিচার হবে। আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছি না। আপনারা বুঝতে পারেন। 'নম নম নম সুন্দরী মম, জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর সিক্ত সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।' আমার জীবন আজ যখন আমি ঢাকায় নামছি। তখন অমি চোখের পানি রাখতে পারি নাই। আমি জানতাম না, যে মাটিকে আমি এত ভালোবাসি, যে মানুষকে আমি এত ভালোবাসি, যে জাতিকে আমি এত ভালোবাসি, যে বাংলাদেশকে আমি এত

ভালোবাসি, সেই বাংলায় আমি যেতে পারবো কিনা? আজ আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি, আমার ভাইদের কাছে, আমার মা'দের কাছে, আমার বোনদের কাছে, বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলার মানুষ আজ আমার স্বাধীন।

আমি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি, তোমরা সুখে থাকো, তোমাদের মধ্যে আমাদের ঘৃণা নাই। তোমাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা করবো। তোমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা যা করেছে, আমার মা-বোনের ওপর রেপ করেছে। আমার ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দিয়েছে। যাও সুখে থাকো। তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের সঙ্গে আর না। শেষ হয়ে গেছে। তোমরা স্বাধীন থাকো। আমিও স্বাধীন থাকি। তোমাদের সঙ্গে আমার স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বন্ধুত্ব হতে পারে; তাছাড়া বন্ধু হতে পারে না। তবে যারা অন্যায় করেছে তাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হবে। আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আর একদিন আমি বক্তৃতা করবো, কিছুদিন পরে একটু সুস্থ হয়ে নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সেই মুজিবর এখন আর নাই। আমার বাংলার দিকে চাইলেই দেখেন সমান হয়ে গেছে জায়গা, গ্রাম গ্রাম পোড়ায় দিয়েছে। এমন কোনও ঘর নাই যার মধ্যে আমার লোকদের হত্যা করা হয় নাই। কত বড় কাপুরুষ যে নিরাপরাধ মানুষকে এভাবে হত্যা করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা। আর তারা বলে কি আমরা পাকিস্তানের মুসলমান সামরিক বাহিনী। ঘৃণা করা উচিত, তাদের জানা উচিত দুনিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে এই বাংলাদেশই দ্বিতীয় স্থান মুসলিম কান্ট্রি। মুসলমান সংখ্যায় বেশি; দ্বিতীয় স্থান। আর ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থান, আর পশ্চিম পাকিস্তান চতুর্থ স্থান। আমরা মুসলমান, মুসলমান মা-বোনদের রেপ করে। আমরা মুসলমান! আমার রাষ্ট্রে এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র। এই বাংলাদেশে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই, আসার সময় দিল্লিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সে সব আলোচনা হয়েছে। আমি আপনাদের বলতে পারি যে, আমি জানি তাকে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে পণ্ডিত নেহেরুর কন্যা, সে মতিলাল নেহেরুর ছেলের মেয়ে। তারা রাজনীতি করেছে, ত্যাগ করেছে। তারা আজকে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। যেদিন আমি বলবো, সেইদিন ভারতের সৈন্য বাংলার মাটি ছেড়ে চলে যাবে এবং তিনি আস্তে আস্তে কিছু কিছু সরায় নিচ্ছেন। তবে যে সাহায্য করেছেন, আমি আমার সাত কোটি দুঃখি বাঙালির পক্ষ থেকে ইন্ধিরা গান্ধীকে, তার সরকারকে, ভারতের জনসাধারণকে, মোবারকবাদ জানাই। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে এমন কোনও রাষ্ট্র প্রধান নাই যার কাছে তিনি আপিল করেন নাই, যে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দাও। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কাছে বলেছেন, তোমরা ইয়াহিয়া খানকে বলো শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। একটা রাজনৈতিক সলিউশন করার জন্য। ১ কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে গেছে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে লোক সংখ্যা ১০ লাখ, ১৫ লাখ, ২০ লাখ, ৩০ লাখ, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ। শতকরা ৬০টা রাষ্ট্র আছে যার জনসংখ্যা ১

ভালোবাসি, সেই বাংলায় আমি যেতে পারবো কিনা? আজ আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি, আমার ভাইদের কাছে, আমার মা'দের কাছে, আমার বোনদের কাছে, বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলার মানুষ আজ আমার স্বাধীন।

আমি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি, তোমরা সুখে থাকো, তোমাদের মধ্যে আমাদের ঘৃণা নাই। তোমাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা করবো। তোমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা যা করেছে, আমার মা-বোনের ওপর রেপ করেছে। আমার ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দিয়েছে। যাও সুখে থাকো। তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের সঙ্গে আর না। শেষ হয়ে গেছে। তোমরা স্বাধীন থাকো। আমিও স্বাধীন থাকি। তোমাদের সঙ্গে আমার স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বন্ধুত্ব হতে পারে; তাছাড়া বন্ধু হতে পারে না। তবে যারা অন্যায় করেছে তাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হবে। আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আর একদিন আমি বক্তৃতা করবো, কিছুদিন পরে একটু সুস্থ হয়ে নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সেই মুজিবর এখন আর নাই। আমার বাংলার দিকে চাইলেই দেখেন সমান হয়ে গেছে জায়গা, গ্রাম গ্রাম পোড়ায় দিয়েছে। এমন কোনও ঘর নাই যার মধ্যে আমার লোকদের হত্যা করা হয় নাই। কত বড় কাপুরুষ যে নিরাপরাধ মানুষকে এভাবে হত্যা করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা। আর তারা বলে কি আমরা পাকিস্তানের মুসলমান সামরিক বাহিনী। ঘৃণা করা উচিত, তাদের জানা উচিত দুনিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে এই বাংলাদেশই দ্বিতীয় স্থান মুসলিম কান্ট্রি। মুসলমান সংখ্যায় বেশি; দ্বিতীয় স্থান। আর ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থান, আর পশ্চিম পাকিস্তান চতুর্থ স্থান। আমরা মুসলমান, মুসলমান মা-বোনদের রেপ করে। আমরা মুসলমান! আমার রাষ্ট্রে এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র। এই বাংলাদেশে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যারা জানতে চান, আমি বলে দিবার চাই, আসার সময় দিল্লিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সে সব আলোচনা হয়েছে। আমি আপনাদের বলতে পারি যে, আমি জানি তাকে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে পণ্ডিত নেহেরুর কন্যা, সে মতিলাল নেহেরুর ছেলের মেয়ে। তারা রাজনীতি করেছে, ত্যাগ করেছে। তারা আজকে সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। যেদিন আমি বলবো, সেইদিন ভারতের সৈন্য বাংলার মাটি ছেড়ে চলে যাবে এবং তিনি আস্তে আস্তে কিছু কিছু সরায় নিচ্ছেন। তবে যে সাহায্য করেছেন, আমি আমার সাত কোটি দুঃখি বাঙালির পক্ষ থেকে ইন্ধিরা গান্ধীকে, তার সরকারকে, ভারতের জনসাধারণকে, মোবারকবাদ জানাই। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে এমন কোনও রাষ্ট্র প্রধান নাই যার কাছে তিনি আপিল করেন নাই, যে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দাও। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কাছে বলেছেন, তোমরা ইয়াহিয়া খানকে বলো শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। একটা রাজনৈতিক সলিউশন করার জন্য। ১ কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে গেছে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে লোক সংখ্যা ১০ লাখ, ১৫ লাখ, ২০ লাখ, ৩০ লাখ, ৪০ লাখ, ৫০ লাখ। শতকরা ৬০টা রাষ্ট্র আছে যার জনসংখ্যা ১

কোটির কম। আর আমার বাংলা থেকে ১ কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে স্থান নিয়েছিল। কত লোক সেখানে অসুস্থ অবস্থায় মারা গেছে। কত লোক না খেয়ে খেয়ে কষ্ট পেয়েছে। কত লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এই পাষণ্ডের দল। ক্ষমা কোরো আমার ভাইয়েরা ক্ষমা কোরো। আজ আমার কারও বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেই। একটা মানুষকে তোমরা কিছু বল না। অন্যায় যে করেছে তাকে সাজা দেব। আইন শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে তুলে নিও না। মুক্তিবাহিনীর যুবকরা, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কোরো। ছাত্র সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কোরো, শ্রমিক সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কোরো, কৃষক সমাজ, তোমরা আমার সালাম গ্রহণ কোরো। বাংলার হতভাগ্য হিন্দু-মুসলমান আমার সালাম গ্রহণ কোরো। আর আমার কর্মচারী, পুলিশ, বিডিআর, ইপিআর, যাদের ওপর মেশিনগান চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা মা-বোন ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে। তার স্ত্রীদেরকে গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা নিয়ে যাওয়া হয়েছে তোমাদের সকলকে আমি সালাম জানাই, তোমাদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য। আমি যেন এই দেশে এই চিন্তা করেই মরতে পারি। এই দোয়া এই আশীর্বাদ আপনারা আমাকে করবেন। এই কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার চাই। আমার সহকর্মীদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই, যারা আমার, যাদেরকে আমি যে কথা বলে গেছিলাম তারা সকলেই এখানে আছে। তারা একজন একজন করে তা প্রমাণ করে দিয়েছে যে না মজিব ভাই বলে গেছে তোমরা সংগ্রাম কোরো, তোমরা স্বাধীন কোরো, তোমরা জান দাও, বাংলার মানুষকে মুক্ত কোরো, আমার জন্য চিন্তা কোরো না, আমি চললাম, যদি ফিরে আসি আমি জানি ফিরে আসতে পারবো না, কিন্তু আল্লাহ্ আছে। তাই আজ আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। তোমাদের আমি, আমার সহকর্মীরা, তোমাদের আমি মোবারকবাদ জানাই। আমি জানি কী কষ্ট তোমরা করেছ। আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। নয় মাস পর্যন্ত আমাকে কাগজ দেয়া হয় নাই। এ কথা সত্য, আসার সময় ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাহেব চেষ্টা করেন দুই অংশের কোনও একটা বাঁধন রাখা যায় কি-না। আমি বললাম, আমি কিছু বলতে পারি না, আমি কোথায় আছি জানি না। আমার বাংলা, আমার মাটিতে যেয়ে আমি বলবো। আজ বলছি ভুট্টো সাহেব, সুখে থাকো বাঁধন ছুটে গেছে। তুমি যদি কোনও বিশেষ শক্তির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে আমার বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে চাও, এবার মনে রেখো, এবার তাদের নেতৃত্ব দেবে শেখ মজিবুর রহমান, মরে যাবো, স্বাধীনতা হারাতে ছাড় দেবো না। ভাইয়েরা আমার, আমার ৪ লক্ষ বাঙালি আছে পশ্চিম পাকিস্তানে। আমি তাদের অনুরোধ করবো, তাদের একটা জিনিস আমি বলতে চাই, তোমাদের এপ্রুভাল নিয়ে আমার সহকর্মীরা, ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে, অথবা ওয়ার্ল্ড জুরিসডিকশনের পক্ষ থেকে একটা ইনকোয়ারি হতে হবে, যে কী পাশবিক অত্যাচার,

কীভাবে হত্যা করেছে আমাদের লোকদের, এ সত্য দুনিয়ার মানুষকে জানাতে হবে। আমি দাবি করবো জাতিসংঘকে, হিউম্যান রাইটসকে, বাংলাদেশকে আসন দাও এবং একটি ইনকোয়ারি কোরো।

ভাইয়েরা আমার, যদি কেউ চেষ্টা করেন ভুল করবেন। আমি জানি ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। সাবধান বাঙালিরা ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। একদিন বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি কোরো, বলেছিলাম? বলেছিলাম যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ কোরো, বলেছিলাম? বলেছিলাম এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এই জায়গায়। ৭ই মার্চ তারিখে। আজ বলে যাচ্ছি, তোমরা ঠিক থাকো, একতাবদ্ধ থাকো। কারও কথা শুনো না। ইনশাআল্লাহ্ স্বাধীন যখন হয়েছি, স্বাধীন থাকবো। একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে কেউ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারবে না।

আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারছি না। একটু সুস্থ হলে আবার বক্তৃতা করবো। আপনারা আমারে মাফ করে দেন। আপনারা আমারে দোয়া করেন। আপনারা আমারে দোয়া করবেন। আপনারা আমার সাথে সকলে আজকে একটা মোনাজাত করেন, আল্লাহুম্মা আমিন।

জয় বাংলা
জয় বাংলা
জয় বাংলা
বাংলাদেশ ভারত– ভাই ভাই..

ভাইয়েরা আমার,
শহিদের স্মৃতি, অমর হউক,
স্বাধীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।



১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২

ঢাকা

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শুরু করলেন দেশ গড়ার কাজ তথা উন্নয়ন কর্মসূচি।
প্রেসিডেন্ট ভবনে এই ভাষণ দেন।

আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আপনারা একটু শান্ত হোন। আপনারা কষ্ট করে না আসলেও পারতেন। আমি জানি, যে রাত্রে আমাকে গ্রেফতার করে সেই রাত্রে আপনাদের ঘর-বাড়ি সব জ্বালায়া দেয়া হয়। আমাকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তখন আমি দেখতে পেয়েছিলাম যাদের ঘর নাই, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বানায়ে আছে সেইগুলিও জালিম পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর লোকগুলো পুড়ায়ে দিয়েছিল। আমি জানি যে আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। আপনারা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু কত রক্ত দিতে হয়েছে তার হিসাব এখনো নাই। কোনও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ৩০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে নাই, লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। জালেমের দল চলে গিয়েছে সত্য, আমার দেশের ৭ কোটি লোককে বাস্তুহারা করে গেছে। কিন্তু আমার মাটি আছে। আমার মানুষ আছে। আমার ইমান আছে। আমার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সোনার বাংলাকে নতুন করে গড়তে হবে এবং নতুন করে মানুষের ভালো খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। আপনারা শহরে আছেন, আমি আপনাদের বহু আগে বলেছিলাম আপনাদের জন্য শীঘ্রই আমি একটা জমির বন্দোবস্ত করবো। সেখানে আপনাদের সকলে এক জায়গাতে আপনাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে। রাস্তা-ঘাটে, এখানে-ওখানে বাড়িঘর আপনারা যা করেছেন আপাতত থাকেন। আমি আমার ছোট ভাইকে এনে বলে দিয়েছি লিস্ট বানাও। কত আমার বাস্তুহারা ঢাকা শহরে আছে। তাদের জন্য আমি একটা জমি এরিয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আপনারা সব সেখানে উঠে যেয়ে আপনাদের জায়গায় থাকবেন, পরে আমি আপনাদের জন্য ঘর-বাড়ির কী করতে পারি দেখবো। আপনারা ধৈর্য ধরেন, আইন-শৃঙ্খলা রাখতে হবে। দেশের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। টাকা নাই, পয়সা নাই, চাল নাই, অর্থ নাই, কড়ি নাই, জামা নাই, কিছুই নাই।

কিছু কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার চেষ্টা করছে। তাদের জানা উচিত, এই যে বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলার সরকার দুষ্কৃতিকারীকে ক্ষমা করবে না। তাদের আমি অনুরোধ করছি। জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে পারবে না। যাতে ন্যায্য মূল্যে আমার জনসাধারণ জিনিসপত্র পায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। না হলে ভবিষ্যৎ তোমাদের অন্ধকার হয়ে যাবে। আমি আপনাদের কাছে বলবো, যে আমি খবর পাই জায়গায় জায়গায় দু-এক জায়গাতে একজন আরেকজনের ওপর অত্যাচার করা হয়। স্বাধীনতা মানে বিশৃঙ্খলা নয়, স্বাধীনতা মানে গুণ্ডামি বদমাইশি নয়। স্বাধীনতা মানে একজনের কাছ থেকে জুলুম করে পয়সা উপার্জন করা নয়। স্বাধীনতা মানে মানুষ মুক্ত দেশের মুক্ত মানুষ তারা সসম্মানে ইজ্জতের সঙ্গে বাস করবে এবং তারা মানুষের মতো বাস করবে। এই সমাজে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা আমি গ্রহণ করেছি। আমি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি, লাক্ষ লক্ষ মা-বোন-ভাই আমার জীবন দিয়েছে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা আমি গ্রহণ করেছি। তিরিশ লক্ষ লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমার মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। আমার দেশের মানুষের ঘর-বাড়ি পোড়ায়া দেয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। যা করেছে, নমরুদ, ফেরাউন বোধহয় লজ্জা পেত, যা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর লোকেরা করেছে। চিন্তা নাই, আমার এত সুন্দর জনগণ, আমার এমন সোনার মানুষ, আর আমার এই সোনার বাংলাদেশ ধৈর্য ধরে যদি কাজ করেন সকলে মিলে, ইনশাল্লাহ্ নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারবো।

আমার কোনও লোভ নাই আপনারা জানেন। আমি সমস্ত সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম আপনারা জানেন। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি চাই নাই। আমি চেয়েছিলাম ফাঁসি কাষ্ঠ, এই জন্য, যে বাংলার মানুষকে আমি অপমান করতে চাই না। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, আপনারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা পায় তার দিকে নজর রাখবেন। একজন আরেকজনের ওপর অত্যাচার করবেন না। আর দ্বিতীয় কথা আমার বাস্তহারা ভাইরা সাত কোটি বাঙালি আজ বাস্তহারা হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি গ্রামে-গ্রামে পোড়ায়ে দিয়েছে। এ জন্য বার বার এই কথা আমি বলছি, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যত তাড়াতাড়ি হয় আপনাদের নিজের জায়গার বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি। এখানে-ওখানে রাস্তার পাশে এভাবে থাকলে চলবে না, কারণ আপনাদের অসুবিধা, জনসাধারণের অসুবিধা। আপনাদের কষ্ট জনসাধারণের কষ্ট। একটা এরিয়া আমি দেবো যার মধ্যে আপনারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ঐ জায়গা আপনার নিজের জায়গা হবে। আমি ... বলেছি ১৫ দিন সময় দিলাম, ১৫ দিনের মধ্যে লিস্ট করে তুমি আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবা, আমি আশা করি ১-২ মাসের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেবো। আপনারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আজ আমি দেখি আমার এই নীল আকাশের তলে এই সবুজ মাঠে ঐ আমার জাতীয় পতাকা ওঠে। ঐ পতাকায় আপনারা সালাম দেন। আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করেন, আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করেন। আপনারা দোয়া করেন আমার সহকর্মীদের যেন

সকলে ইমানের সঙ্গে রাখে এবং আপনাদের জন্য যেভাবে দেশের যুবক-ছেলেরা রক্ত দিয়েছে, সমস্ত দলের মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা জীবন দিয়েছে আমার সামরিক বাহিনীর ভাইয়েরা যতটুকু রক্ত দিয়েছে, পুলিশ রক্ত দিয়েছে, বুদ্ধিজীবী রক্ত দিয়েছে, মা-বোন রক্ত দিয়েছে, এই রক্ত যেন বৃথা না যায়। যারা রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতা দিয়ে গেল, তারা মরে নাই তাদের আত্মা বেঁচে আছে। তারা দেখবে, তাদের আত্মা দেখবে, যে বাংলার মানুষ সুখে বাস করছে কি-না। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাচ্ছে কি-না। বাংলার মানুষ শান্তিতে বাস করছে কি-না। ওদের আত্মা সেদিন শান্তি পাবে যেদিন আপনারা পেট ভরে ভাত খাবেন, গায়ে আপনাদের কাপড় হবে, থাকার বন্দোবস্ত হবে, বেকার সমস্যা দূর হবে, সেদিনই আমি সত্যিকারের স্বাধীন বাংলার নাগরিক হিসেবে আপনাদের দাবি করতে পারবো এর আগে আমার দাবি করার অধিকার নাই। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি বিদায় নিচ্ছি।

বলেন, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।
আমার দেশ-তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
আমার দেশ, তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
জয় বাংলা, জয় বাংলা।
আসসালামু আলাইকুম।



৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

কলকাতা

বঙ্গবন্ধু কলকাতায় বাংলাদেশি শরণার্থীদের উদ্দেশে
এই ভাষণ দেন।

আমার ভাই ও বোনেরা, আপনাদের আমি ৬-৭ কোটি বাঙালিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছি। কৃতজ্ঞতার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছি। আপনারা জানেন যে, ৭ কোটি বাঙালি কীভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে। আমি আপনাদের যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে চেষ্টা করি অন্যায় করা হবে, কারণ, পাকিস্তানের নরপশুর দল, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দল, আমার ৭ কোটি মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। আজ আমার গ্রামে-গ্রামে গৃহহারার আর্তনাদ। আজ আমার গ্রামে গ্রামে সর্বহারার আর্তনাদ। আজ আমার মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। আমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার প্রায় ১ কোটি লোক এক এক করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, আপনাদের মহান নেতা, ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণ, মেঘালয়ের জনসাধারণ, আসামের জনসাধারণ তাদের স্থান না দিত, তাদের খাবার না দিত, তাদের আশ্রয় না দিত, তাদের অবস্থা কী হতো? আমি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি তাহলে অন্যায় করা হবে। আমি আপনাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারি, এর বেশি জানাতে পারি না।

আপনাদের এ দান কোনদিন আমরা শোধ করতে পারবো না। স্বাধীনতা পেয়েছি বহু রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি। এত রক্ত, কোনও জাত, কোনও দেশে কোনও দিন দেয় নাই যা আমার বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। না হলেও ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। শতকরা ৪০ খানা ঘর আমার বাংলাদেশে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কার্ফ্যু আইন জারি করে আমার জ্ঞানী-গুণী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদদের হত্যা করেছে। আমার এক কোটি লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। আমার সহকর্মীরা আপনাদের কাছে এসেছে ভেগে, জানের ভয়ে সংগ্রাম করার জন্য। সংগ্রাম তারা করেছে। মানুষের প্রতি সংগ্রাম করেছে। আমি যাবার

সময় তাদের অস্ত্র দেবার পারি নাই। আমাকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় আমি জানতাম না আমি মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারবো কিনা। কিন্তু আমার মানুষকে আমি বলে গিয়েছিলাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার কথা তারা রেখেছে। গত বার ৭ই মার্চ তারিখে আমি জানতাম পৈশাচিক বাহিনী আমার মানুষের আক্রমণ করবে। আমি বলেছিলাম, আমি যদি কিছু দিবার না পারি, তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ তৈয়ার কোরো। আমি বলেছিলাম যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কোরো। আমি বলেছিলাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার লোকেরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বৃদ্ধ থেকে বালক পর্যন্ত সকলেই সংগ্রাম করেছে। এ সংগ্রাম কামিয়াব হতে পারতাম না ভারতের জনসাধারণ, ভারতের সরকার, ভারতের সামরিক বাহিনী, আজ শ্রীমতি গান্ধীর নেতৃত্বে এগিয়ে না আসত। আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমার দেবার মতো কিছুই নাই, শুধু আমি এইটুকু দিতে পারি রিক্ত আমি শূন্য আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা, দিলাম শুধু তাই।

ভাইয়েরা আমার, আমাদের যে সংগ্রাম আজ থেকে শুরু হয় নাই। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। কলকাতার কথা বলছি, এই খানে আমি লেখাপড়া করেছি। এই মাটির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বহুদিনের ছিল। কিন্তু আমরা যদিও দু'দেশ হয়েছিলাম কিন্তু এমন একটা চক্রের হাতে পড়েছিলাম যে আপনাদের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ রাখতে পারি নাই, তারা শুধু আমার স্বাধীনতা হরণ করে নাই, তারা আমার মাতৃভাষার ওপর আঘাত করেছিল। তারা আমার সংস্কৃতির ওপর আঘাত করেছিল। তারা শুধু তাই করে নাই, শোষণ করে বাংলাকে সর্বস্বান্ত করেছিল। আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, বার বার মোকাবিলা করেছি। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন আপনাদের জানা আছে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে আমার ছেলেরা জীবন দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে যখন সামান্য গণতন্ত্র সবাই আশা করলাম, সেই দিন আমার আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল, আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। অনেক বন্ধুর বোধ হয় জানা আছে যখন আমি ঢাকায় পৌছি কলকাতায় কয়েক মিনিট আমি ছিলাম তারা জানত। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই ঢাকার শহরে আমি গ্রেপ্তার হই। ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করেন পাকিস্তানে। এই আইন করা হয়েছিল বাংলাকে কলোনি করার জন্য, এই আইন করা হয়েছিল বাংলাদেশ শোষণ করার জন্য, এই সামরিক আইন তারা করেছিল বাংলার মানুষকে পথের ভিখারি করার জন্য, আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ভাইয়েরা জীবন দিয়েছিল। আমরা কারাবরণ করেছিলাম কিন্তু বাংলার মানুষ মাথানত করে নাই। বাংলার মানুষ সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং সংগ্রাম চালিয়েছিল ১৯৬৫ সালে। আমার ছেলেদের ওপর গুলি চালাল। ১৯৬৪ সালে আমার ছেলে, মা-বোনদের ওপর গুলি চালাল, ১৯৭০ সালের সকল ইতিহাস আপনারা জানেন। আপনাদের কাছে কী বলবো? এ সংগ্রাম আজ থেকে শুরু হয় নাই। বহুদিন থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের তিনটা আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ সভ্য জগতে চলতে

পারে না। দ্বিতীয় আদর্শ ভাগ করেছে কিন্তু দেশ হয়েছে। তাদের একমাত্র স্লোগান ছিল সব নেতাদের ইসলাম ... হিন্দু হামারা দুশমন হ্যায়। আর কোনও স্লোগান নাই। আর কোনও আদর্শ নাই। মানুষ না খেয়ে মরছে, তার কথা বলবে না। কতটা মানুষ পথের ভিখারি হচ্ছে তার কথা বলবে না। দুঃখি মানুষের গায়ে কাপড় নাই তার কথা বলবে না। হিন্দুস্থান আমার শত্রু। হিন্দুস্থান কেন আমার দুশমন হবে? ভারতবর্ষ কেন আমার দুশমন হবে? তারা তো আমার ভাই। তাদের সঙ্গে আমরা ভাই হিসেবে বাস করবো। তার মধ্যে বাংলায় প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু আপনারা জানেন যে ২৩ বৎসর পর্যন্ত শতকরা ৯৬ জন লোক আমাদের সারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হতো। বাঙালিদের সামরিক বাহিনীতে নেয়া হতো না। কারণ বাঙালি হাতে অস্ত্র পেলে তারা তাদের উপায় ছিল না। তাই বাঙালিদের অস্ত্র দেয়া নিষেধ ছিল। আমার মতো মানুষও যদি একটা বন্দুক লাইসেন্স দিতে হতো তাহলে দশবার ঘুরে একটা লাইসেন্স করতে হতো। মনে করেছিল বন্দুক দিয়েই বাংলাদেশকে দাবায়া রাখবে। আহাম্মকেরা তো আর জানে না যে জাতি একবার জেগে ওঠে, সে জাতি মুক্তি পাগল, যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে, সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়া রাখা যায় না। আহাম্মকের দল তা জানে না। ইতিহাস তারা পড়ে না।

ভাইয়েরা আমার, তাই আপনারা জানেন, যা কিছু সামান্য আমার পুলিশের লোক ছিল তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, শতকরা ৬০ জন বাঙালি পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। যা কিছু আমার সামরিক বাহিনীর লোক ছিল, তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যা কিছু আমার শিক্ষিত লোক ছিল তাদের অনেককেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রাস্তা বাংলাদেশে নাই, শেষ করে দিয়ে গেছে। শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, যাওয়ার আগে যতগুলো খাবার গুদাম ছিল, যার মধ্যে আটা, ময়দা, চাউল ছিল তা পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। কী অবস্থায় আমাদের ফেলে গেছে তারা। আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ জানাবো, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতি গান্ধীর সরকার এবং ভারতের জনসাধারণ আমাদের সাহায্য দিয়েছেন, যাতে অন্তত পক্ষে আমার লোকগুলো দাঁড়াতে পেরেছে। তবে একথা সত্য আমার লোক না খেয়ে সংগ্রাম করেছে। আমার লোক দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আমার লোকের একতা আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, একতাবদ্ধভাবে যদি আমি সংগ্রাম করি তা আমার দেশকে গঠন করার জন্য, বিশ্বাস করি সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ আবার জেগে উঠবে। কেউ দাবায়া রাখতে পারবে না। বাংলার মাটি বড় সুন্দর মাটি। বাংলার মাটি পলি মাটি। বর্ষাকালে বাংলার মাটি বড় নরম হয় না। আমি একবার এই বক্তৃতা করেছিলাম পল্টন ময়দানে। পশ্চিম পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলাম যে, ভুলে যেয়ো না, এই বাংলা তিতুমীরের বাংলা। ভুলে যেয়ো না এই বাংলা সূর্যসেনের বাংলা। ভুলে যেয়ো না এই বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাংলা। ভুলে যেয়ো না এই বাংলা ফজলুল হকের বাংলা, ভুলে যেয়ো না এই বাংলা সোহরাওয়ার্দীর বাংলা। এই বাংলা যেমন পলি মাটির বাংলা, চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রের সময় এই বাংলার মাটি এমন শক্ত হয় যার আঘাতে অনেকের মাথা

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তারা আমার কথা মানে নাই। তারা বার বার আমাকে একবার করল আগরতলা মামলার আসামি। তারা আমাকে ফাঁসি দেবে। দিতে পারল না, বাংলার মানুষ আমাকে কেড়ে আনল ওদের কয়েদখানা থেকে। এবার আমি আপনাকে মোবারক বাদ জানাতে আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়েছিল। আমাকে ফাঁসি দেবার জন্য তারা সমস্ত কিছু ঠিক করে ফেলেছিল। তারা সমস্ত কিছু ঠিক করে ফেলেছিল। আমি জানি আপনি দেশে দেশে ঘুরেছেন। আমার দুঃখি মানুষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য। সেই জন্য আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার দুঃখ ছিল না, আমি মরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই হুকুম দিয়েছিলাম। মৃত্যু স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাই অস্বাভাবিক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার বাংলাদেশের মানুষকে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী ও দানবগোষ্ঠী দাবায়া রাখতে পারবে না। দুনিয়ার অনেক দেশ আমাদের সহানুভূতি দেখিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের সহানুভূতি দেখিয়েছে, ইংরেজের জনসাধারণ আমাদের সহানুভূতি দেখিয়েছেন। জনসাধারণ আমাদের সহানুভূতি দেখিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমেরিকার জনসাধারণ এবং তাদের সাংবাদিকরা আমাদের অনেক সমর্থন করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু আমেরিকার সরকারকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবো না। ভারত যখন এগিয়ে এল আমার জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য, যখন আমার বাংলার গ্রামে গ্রামে হত্যাকাণ্ড চলছিল, যখন দুধের বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল, আমেরিকার সরকার কি জানতেন না সে খবর? তার মিশনারি আমার বাংলায় ছিল। তারা জানতেন, কেমন করে তিনি অস্ত্র দিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে। কেমন করে তিনি ভারতবর্ষে সাহায্য বন্ধ করে দিলেন? ভারতের জনসাধারণও দুঃখি জনসাধারণ। তাদেরও কষ্ট আছে। তারাও তাদের মুখের গ্রাস ভাগ করে আমার বাংলার মানুষকে খাইয়েছে। সেই সময় তাদের সাহায্য বন্ধ করার অর্থ কী? ৭ কোটি লোকের বাজার রাখার জন্য? আপনাদের দালালরা পশ্চিম পাকিস্তানের দালালরা বাংলাদেশকে বাজার রাখবে? এই উদ্দেশে? আমেরিকার সরকারকে আমি তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারলাম না। আর আপনাদের অনুরোধ করছি। আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, মুখে মুখে। মেহেরবানি করে গণতন্ত্রের কথা না বলে গণতন্ত্র কীভাবে চলে সেই দিকে একটু খেয়াল রাখুন। দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের দিন চলে গেছে। ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের খেলা চলবে না এ বিশ্বাস আমার আছে।

ভাইয়েরা আমার, নীতির জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। আজ আমার দেশ স্বাধীন। আজ আমার দেশ সার্বভৌম। বিশ্বাস করেন পশ্চিম পাকিস্তানের গরিব ভাইদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নাই। আমি চাই তারা সুখে থাকুক। আমি প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তারা যদি মনে করে থাকেন এখনো বিদেশে ঘুরে ঘুরে বলেন, যে বাংলাদেশ তাদের অংশ, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে তাদের পাগলাগারদে ছাড়া তাদের কোনও স্থান নাই। আমরা ছিলাম সংখ্যায় বেশি। আমরা ঘোষণা করেছি আমার দেশ স্বাধীন। তুমি কোন

জায়গায় মাতবর হয় বললা তুমি বলছ বাংলাদেশ তোমাদের অংশ। ভুলে যাও বন্ধু সুখে থাকো বন্ধু। বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। তোমার ক্ষমতা নাই বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে পারো। বিনা অস্ত্রে যদি আমার বাংলার মানুষ আমার অনুপস্থিতিতে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা নিয়ে আসতে পারে। আর বাংলাদেশকে যদি ষড়যন্ত্র করতে চাও, আর কোনও খেলা খেলতে চাও মনে রেখো ৭ কোটি বাঙালির একটা প্রাণ বেঁচে থাকতে বাংলার মাটিতে ঢুকবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আমি জানি তোমরা সাপ। আমার জানার আছে। সেই জন্য কবিগুরুর একটা কবিতা পড়তে হয়। নাগিণীরা চারদিকে ফেলিয়াছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির দ্বৈতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, যাওয়ার বেলায় ডাক দিয়ে যাই, দানবের তরে লড়িবারে প্রস্তুত হতে হবে ঘরে ঘরে। আমার বাঙালি প্রস্তুত আছে। নাগিণীদের আমরা চিনি, ভয় নাই। আমাদের নীতি আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে, যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে দুনিয়ায় দুনিয়ায় ঘুরে আপনার জন্য মুক্তি কামনা করেন আর বাংলার স্বাধীনতা ব্যাপারটা কী? আমি বলি ব্যাপারটা পরিষ্কার এবং সোজা আপনারা যদি বুঝতে চান বুঝতে পারেন। বুঝবার চান না বলেই বোঝেন না। এটা হলো নীতির মিল, এটা হলো আদর্শের মিল। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, তিনি বিশ্বাস করেন গণতন্ত্রে। আমি বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, তিনি বিশ্বাস করেন সমাজতন্ত্রে। আমি বিশ্বাস করি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তিনি বিশ্বাস করেন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমি বিশ্বাস করি জাতীয়তাবাদ, তিনি বিশ্বাস করেন জাতীয়তাবাদ। এটা নীতির মিল, এটা আদর্শের মিল। এ জন্যই আমাদের বন্ধুত্ব। ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। কারো ক্ষমতা নাই আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করতে পারে।

ভাইয়েরা আমার, আমার দেশে সাম্প্রদায়িকতা বাংলার বুকে নাই আপনারা দেখেছেন। ভারতের জনসাধারণকে আমি অনুরাধ করবো যে ভারতের বুকে যেন সাম্প্রদায়িকতার বীজ আর না আসে। কারণ, এটা মনুষ্যত্বের বাইরে। এটা মানবতার বাইরে। এটা যে কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে। সেই জন্যই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে বলা হয় তো পুরাপুরি আপনাদের ধারণ করতে হবে। আমি আপনাদের কোনও রকমের অ্যাডভাইস দিতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, কারণ অনেক সময় আমি দেখেছি, যখন আমি বাংলার জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছি তখন মাঝে মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকারীরা পূর্ব বাংলায় চেষ্টা করেছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ সৃষ্টি করতে। তার ফল হয়েছে ভারতবর্ষে যাতে আন্দোলন অনেক পিছিয়ে গেছে। তাই এ জন্যই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন। আজ আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি বাংলাদেশ চারটি স্তম্ভের ওপর চলবে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আর ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর মধ্যে কোনও কিন্তু ফিন্তু নাই। এটা সোজাসুজি আমরা করবো। আপনারা জানেন আমি সোজা মানুষ। সোজা কথা বলি। যা বলি সেটা বুঝি। যেটা বলি সেটা করি। ভয় করি না। আমার মানুষ চমৎকার মানুষ। সোনার বাংলা সত্যিই সোনার বাংলা। তাই আমরা আমাদের জাতীয়

সংগীত করেছি– সোনার বাংলা তোমায় বড় ভালোবাসি। তাই আমি আপনাদের সকলকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় বার্তায় বলে যাই। আমার আপনাদের বন্ধুত্ব অটুট এবং অক্ষয়।

আপনারা আমার সঙ্গে স্লোগান দেন।
জয় ভারত, জয় ভারত
জয় বাংলা, জয় বাংলা,
জয় শ্রীমতি গান্ধী, জয় শ্রীমতি গান্ধী।
আমি যদি বলি বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ আপনাদের অমর হোক।
বাংলাদেশ– ভারতবর্ষ অমর হোক।
বাংলাদেশ– ভারতবর্ষ অমর হোক।



৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

কলকাতা

বঙ্গবন্ধু ভারত সফরকালে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে
বাংলাদেশি শরণার্থীদের উদ্দেশে এই ভাষণ দেন।

আজ আমার ভাই-বোনদের উদ্দেশে কলকাতায় এসে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। আপনারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বলেই মহাঘাতক ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী আপনাদের বাধ্য করেছিল বাংলার শান্তির নীড় ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে। আমি জানি ঘাতক পাকিস্তানি বাহিনী আপনাদের বিষয় সম্পত্তি লুট করেছে। হত্যা করেছে আপনাদের বাপ-ভাই সন্তানদের। ইজ্জত নষ্ট করেছে আমার মা-বোনদের। কিন্তু দেশের ডাকে তবু আপনারা আনন্দচিত্তে সাড়া দিয়েছেন। নিজেদের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। আপনারা চরম ক্ষতি স্বীকার করেছেন। চরম মূল্য দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাই আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা জানেন, আমাদের দুর্দিনে ভারতের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, তার সরকার ও ভারতের জনসাধারণ নিপীড়িত বাংলার জনসাধারণকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়েছেন। তারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আহার যুগিয়েছেন, বস্ত্র দিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, রোগে-যাতনায় শুশ্রূষা করেছেন। আমি তাদের আমার আন্ত রিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা আমাদের জন্য সম্ভব সবকিছু করেছেন। তাদের এই মহানুভবতা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশের ৬০ লক্ষ শরণার্থী ফিরে এসেছেন। বাংলার মুক্ত মাঠ-ঘাট আপনাদের দুবাহু বাড়িয়ে স্বাগতম জানাচ্ছে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আপনারা দেশে ফিরে আসুন। নিজেদের ঘর আবার গড়ে তুলুন ও বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল আমি আপনাদের সাথে গিয়ে দেখা করবো। কিন্তু সময় বড় সংক্ষিপ্ত। এখন প্রধান কাজ হলো দেশ গঠন ও আপনাদের পুনর্বাসন করা। আর আপনারা যে যার ঘরে ফিরে যান। সেখানেই আমি আপনাদের সাথে দেখা করবো।

আপনাদের শুভ কামনা করে আমি বাংলাদেশের শ্যামল জনপদে আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।



১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ঢাকার জনতার উদ্দেশে এই ভাষণ দেন।

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আমার, আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম শহিদ দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। এ সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখ থেকে। সেদিন আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে। সেটা শুধু ভাষা আন্দোলনের শুরু হয় না। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকারের আন্দোলন। স্বাধীনতার আন্দোলন। ১৯৪৮ সাল থেকে আস্তে আস্তে এই সংগ্রাম শুরু হয়ে '৫২ সালের এই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সেদিন আমাদের দেশের ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল, শহিদ হয়েছিল বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এটা কি শুধু বাংলাভাষার আন্দোলন ছিল? না বাংলা ভাষার আন্দোলন ছিল না। তারা রক্ত দিয়েছিল শুধু ভাষায় জন্য নয়। তার সঙ্গে ছিল সংস্কৃতি, স্বাধিকার, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকারের সংগ্রাম। সেদিন অনেকেই বুঝতে চেষ্টা করেন নাই যে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে। বাংলার মানুষকে দাবায়া রাখা যাবে না। সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের চরম সংগ্রাম। বছরের পর বছর এই দিনটি আমার দেশের ভাই বোনেরা, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা পালন করেছে শহিদ দিবস হিসেবে। কিন্তু শহিদ দিবস পালন করলেও বার বার এর ওপর আঘাত এসেছে। এই দিনটা সত্যিকারে আমরা উদযাপন করতে পারি নাই। কারণ শোষকগোষ্ঠী এই দিনটিকে হিংসার চোখে দেখত এবং তারা এটাকে ধ্বংস করতে বার বার চেষ্টা করেছে। এমনকি যে সামান্য একটি শহিদ মিনার গড়ে উঠেছিল তার ওপর বার বার এই ষড়যন্ত্রকারীরা এবং শোষক শ্রেণী আঘাত করেছে। তারপরের থেকে বছরের পর বছর অনেক ভাই-বোন অনেক দেশের জনসাধারণ জীবন দিয়েছে স্বাধিকার আন্দোলনে, স্বাধীনতার আন্দোলনে। তারা বাঁচতে চেয়েছে মানুষের মতো। তারা চেয়েছে তাদের অধিকার। তারা চেয়েছিল যে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তারা বাস করবে। কিন্তু পৈশাচিক শক্তি সেটা কোনদিন মানতে চায় নাই। হত্যা করেছে আমার মা-বোনদের। হত্যা করেছে আমার ভাই-বোনদের। আঘাত করেছে

আমার সাংস্কৃতির ওপর। আঘাত করেছে আমার অর্থনীতির ওপর। শোষণ করেছে আমার মা-বোনকে। পথের ভিখারি করেছে বাংলার জনসাধারণকে। কিন্তু বাঙালি জাত, যে জাত রক্ত দিতে জানে, যে জাত মরতে শিখেছে, সে জাতকে যে কেউ দাবায়া রাখতে পারবে না শোষকগোষ্ঠী বোঝে নাই। তাই তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। আজ স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য। কিন্তু বড় রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। এত রক্ত কোনও দেশে কোনও জাতি স্বাধীনতার জন্য দেয় নাই। রক্ত আমাদের বৃথা যাবে, স্বাধীনতা আমাদের বৃথা যাবে যদি এদেশের মানুষের মুখে যদি আমরা হাসি ফোটাতে না পারি। যদি এদেশের মানুষ শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে না পারে এবং তা যদি করতে হয় তাহলে এদেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই বলে শপথ নেবে যে, আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু স্বাধীন হলেও আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবো না। যদি শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে না পারি। এ জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, দল-মত নির্বিশেষে, ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক সংঘবদ্ধভাবে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হবে এটিই আমরা আশা করি। এই দিনের শপথ আমাদের হবে যে স্বাধীনতা এনেছি রক্ত দিয়ে, দরকার যদি হয় এই স্বাধীনতাকে রক্ত দিয়ে রক্ষা করবো।

যদি প্রয়োজন হয় আরো রক্ত দিয়ে। যদি প্রয়োজন হয় এদেশের মানুষকে গড়ে তোলার জন্য আরো রক্ত দিতে হয় তাও করবো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে আজ এমন দিনে শহীদের রক্তের কথা মনে করে যারা মারা গেছে, যারা শহিদ হয়েছে, যাদের মায়ের কোল খালি হয়েছে, যে বোন বিধবা হয়েছে, যে কোটি কোটি মানুষ আজ গৃহহারা হয়েছে, তাদের কথা মনে করে তাদের কথা স্মরণ করে, তাদের নামে শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যে বাংলার মাটিতে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়তে হবে এবং এদেশের মানুষ যাতে আর দুঃখ-কষ্ট না পায়। আর কোনদিন অত্যাচার, নিপীড়িত না হয় এ কথা আমাদের স্মরণ রেখে আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে। তাই আমি অনুরোধ করছি, বিশেষ করে আমার যুবসমাজ ভাইদের, ছাত্র সমাজ ভাইদের, কৃষক-শ্রমিক ভাইদের। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজে এগিয়ে যান। আমরা মহাবিপদের মধ্যে আছি। আমাদের কিছুই নাই। নতুন করে গড়তে হবে। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে গড়ে উঠাই। একটা শোষণহীন সমাজ তৈরি করি।

শহিদ স্মৃতি অমর হউক।

জয় বাংলা।



১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

পাবনা

পাবনার নগরবাড়ির এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অস্ত্র ধরেছিল এক পৈশাচিক শক্তির বিরুদ্ধে। তারা মানুষ না। তারা অমানুষ, তারা পশুর চেয়েও খারাপ। দুনিয়ার ইতিহাসে কোনও দিন দেখা যায় নাই যে নিরীহ মা-বোনদের ওপর অত্যাচার করে, ধর্ষণ করে, দুগ্ধ বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করে রাস্তায় রাস্তায় গর্ত করে স্তূপ করে রেখে দিয়েছে। দুনিয়ার দেখা যায় নাই যে, মা মা করে ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে তাদের গায়ের সমস্ত রক্ত সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। দুনিয়ায় দেখা যায় নাই যে তাজা মানুষের চামড়া উঁয়ারে ফেলে দিয়েছে তারপর মেরে ফেলেছে। দুনিয়ায় দেখা যায় নাই যে একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন মাসের পর মাস অত্যাচার করে আমার দুধের বাচ্চাদের হত্যা করেছে। দুনিয়ায় দেখা যায় নাই যে, কোটি কোটি মানুষের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে নাই যে এক কোটি লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভারতের বুকে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আমার বাংলাদেশে এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালায়া দেয়া হয়েছিল। যারা এখানে ছিল তাদের প্রায় আড়াই কোটি তিন কোটি লোকের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। পাষণ্ডরা বলে তারা নাকি মুসলমান! মা-বোন আমাদের কাছে এসেছে ক্যাম্পে যাদের ওপর এই নরপশুর দল পাশবিক অত্যাচার করেছে। আমার আজকে ৩০ লক্ষ লোক, আমার বাংলার কৃষক, আমার বাংলার যুবক, আমার বাংলার প্রিয় শ্রমিক, আমার বাংলার ছাত্রদের হত্যা করেছে। আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমি কেন বেঁচে এলাম। আমার এই দেশকে দেখার জন্য যে দেশে আমার মানুষ আজ সর্বহারা, যে দেশে আমার মানুষ আজ গৃহহারা, যে দেশে আমার মানুষ আজ না খাওয়া। আইজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বেকার। ধানের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, রাস্তা-ঘাট ভেঙে দিয়েছেন। কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে, রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে, পোর্ট নষ্ট করেছে, আমার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেছে। এত রক্ত কোনও দেশ কোনও দিন কোনও জাতি দেয় নাই যা আমার বাংলাদেশের ভাইয়েরা, বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে

স্বাধীনতার জন্য। খালি হাতে এই সরকার আমাকে নিতে হয়েছে। আমার দলকে নিতে হয়েছে, আমার শতকরা ৭০ জন পুলিশকে হত্যা করেছে। আমার পূর্বের ইপিআর এর শতকরা ৩০ জন, ৪০ জন প্রায় ৫০ জনকে হত্যা করেছে। আমার সামরিক বাহিনীর ছেলেদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আমার ভালো ভালো কর্মচারীদের নিয়ে হত্যা করেছে। আমার বুদ্ধিজীবী, যারা ডাক্তার, যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা বৈজ্ঞানিক, যারা সাংবাদিক তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে কার্ফু দিয়ে। দুনিয়ার মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় যখন এই খবর পায়। আমি আমার সহকর্মীদের বলি তোরা আমারে বক্তৃতা করতে বলিস না। সত্যিই আমি আজকাল বক্তৃতা করতে পারি না। আমি সেই মুজিবুর রহমান এখন আর নাই। আমার মধ্যে থেকে যেন সে আগুন চলে গেছে। আমি যেন ভেঙে পড়ি। কারণ আমি যখন চিন্তা করি চারিদিকে দেখি আমার বিরাট বাংলার গ্রাম শেষ, দেখি আমার গুদামে ফসল নাই, দেখি আমার ব্যাংকে টাকা নাই, দেখি আমার পুলিশ বাহিনী নাই, তাদের কাপড় নাই, দেখি আমার শ্রমিক ভাইদের আমি কাম দেবার পারি না, আমার কৃষক ভাইদের দুঃখি মানুষের আমি খাবার দেবার পারি না, আর আমার যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনেরা এতিম হয়েছে, মা হয়েছে পুত্র হারা, স্ত্রী হয়েছে স্বামী হারা, ভাই হয়েছে ভাই হারা, এদের আমি কী দিয়ে সান্ত্বনা দেবো? এদের কোথা থেকে আমি সাহায্য করবো? কী করে এদের পেটে আমি দুমুঠো অন্ন দেবো? কী করে আমি এদের পানি খাওয়ার বন্দোবস্ত করবো? দস্যু দল যাবার পূর্বে আমার মানুষদের হত্যা করে নাই, আমার সম্পদ শেষ করে দিয়ে গেছে।

আমার মুক্তিবাহিনীর ভায়েরা, মুজিব বাহিনীর ভায়েরা, তোমরা সংগ্রাম করেছ, জীবন দিয়েছ। তোমাদের কাছে আমার জাতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত জাত তোমাদেরই একটি অংশ। আমি তোমাদের যাতে ভবিষ্যতে তোমরা কাজ করতে পারো সে জন্য ক্যাম্পে এসে অস্ত্র জমা দিয়ে তোমাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে বলেছি। রেজিস্ট্রি করার পরে যারা বাংলাদেশ রক্ষী বাহিনীতে যাবার চায় যতদূর সম্ভব তোমাদের সেখানে নেওয়া হবে। কিছু সংখ্যক পুলিশে নেয়া হচ্ছে। আজকে ছাত্ররা যারা যুদ্ধ করেছে, তারা লেখাপড়া করার জন্য স্কুল-কলেজে ফিরে যাবে। তাদের জন্য যতদূর সম্ভব সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যারা বাকি আছে সার্টিফিকেট নিয়ে ২৯ তারিখের মধ্যে ক্যাম্প ছেড়ে দিয়ে আপনারা যার যার গ্রামে চলে যান। কাস্তে কোদাল হাতে নেন। যখন সময় আসবে নিশ্চয়ই আপনাদের আমি দেখবো কী করে আপনাদের একটা ব্যবস্থা করা যায়। আপনাদের ভুললে চলবে না যে ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। তাদের সংসার রয়েছে। তাদের আমি কী দিতে পেরেছি? আপনাদের অন্ত তপক্ষে এক মাসের বেতন আর খাবার দিয়ে বলছি বাড়ি যাও। কিন্তু ৩০ লক্ষ লোক যাদের মা, ভাই, বোন মারা গিয়েছে তাদের আজ পর্যন্ত আমি পেটে খাবার দেবার পারি নাই বা সামান্য পয়সাও দিতে পারি নাই। আমি চেষ্টা করতেছি প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড করে এই ৩০ লক্ষ লোক যারা মারা গেছে ভাই-বোন তাদেরকে কিছু সাহায্য করতে পারি কি-না। যে বোনেরা আমার বিধবা হয়েছে যে বোনেরা আমার ... বলতে পারি না। মুখ বেঁধে যায়,

ধর্ষিত হয়েছে যাদের আমাদের ক্যাম্পে রাখতে হয়েছে, দুনিয়ায় আজকে ভিক্ষা করে দশ কোটি টাকা এনে তাদের আমি দিয়েছি যাতে তাদের সংসার তারা বাঁচাতে পারে। যুবক ভাইরা আমার যে বোনেরা, আমার যে মেয়েরা পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরের কাছে ধর্ষিত হয়েছে, তারা ইচ্ছা করে ইজ্জত দেয় নাই। তাদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে। তারা আমার মা, তারা আমার বোন, তারা আমার কন্যা। তোমাদের যারা আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করেছ তোমাদের কাছে আমার আবেদন যে, ত্যাগ নিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং এই মেয়েদের তোমাদের অনেককে বিবাহ করতে হবে। দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে শুধু রক্ত দিতে পারো না। মা-বোনের ইজ্জতের জন্য তোমরা এগিয়ে যেতে পারো। যারা ধর্ষিত হয়েছে, তাদের নিজের দোষে নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে। যেমন তোমাদের ওপর সরকারের দায়িত্ব আছে। তাদের ওপর সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। তোমরা যারা আমার ভক্ত, তোমরা যারা আমার কথায় অস্ত্র ধরেছ, তোমরা যার কথায় অস্ত্র ধরেছ, তোমরা যারা আমার কথায় শহিদ হয়েছ, তোমরা যারা আমার কথায় সংসার ছারখার করেছ, তোমাদের কাছে আমার বড় ভাই হিসেবে তোমাদের তোমরা আমাকে আদর করে মুজিব ভাই বলো, সেই হিসাবে তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল তোমরা জেলায় জেলায় লিস্ট কোরো কারা এই ধর্ষিত অনাথ কন্যাদের শাদি করতে চাও। তাদের জন্য আমি বন্দোবস্ত করবো যদি আমার সুযোগ হয়। যারা আমার কথা শোনে না, যারা আমার হুকুম মানে না, যারা আমার আদেশ শোনে না তারা মুক্তিবাহিনী নয় তারা বদর বাহিনী রাজাকার। আর আজকে কিছু কিছু লোক, কিছু কিছু ছেলে যারা বদর বাহিনী, রাজাকারে ছিল, ১৬ তারিখের পরে জামা বদলাইয়া মুক্তিবাহিনী হয়েছে। তারা লুটতরাজ করে, মা-বোনদের অত্যাচার করে, তারা অন্যের সম্পত্তি লুট করে, তারা গাড়ি দখল করে, তারা বাড়ি দখল করে। আমি পরিষ্কার বলে দেবার চাই এই রকমের যে অত্যাচার-অবিচার করবে আমি পুলিশ ব্যবহার করত চাই না। পুলিশ নিয়ে আমি স্বাধীনতা-সংগ্রাম করি নাই। আমি করেছি ৭ কোটি লোক নিয়ে। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তাদের প্রতিরোধ কর। তাদের বাধা দাও।

আজকে তাই গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে যারা দেশকে ভালোবাসো তারা এই গুণ্ডা-বদমাইশদের খতম কোরো। কিন্তু মনে রেখ কোনও লোক, নিরপরাধ লোকের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। যাতে আমার মুখে যেন কালি না পড়ে। দ্বিতীয় আরেকটা কথা বলে দেবার চাই নেতৃবৃন্দদের, রিকমেন্ড করা বন্ধ করে দেন। ৭ কোটি মানুষের নেতা আমি। ৭ কোটি লোকের সরকার। ৭ কোটি লোক আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের ভালোবাসি। আমার চোখে মানুষে-মানুষে কোনও ভেদাভেদ নাই। আপনারা রিকমেন্ড করা বন্ধ করেন। যার যা শক্তি আছে যতদূর যার বুদ্ধি-আক্কেল আছে, সেইভাবে সরকারি-কর্মচারী সুযোগ-সুবিধা পাবে। কারো উপরে আমার দলের এমপি হন অন্য দলের নেতা হন ছাত্রনেতা হন, মুক্তি ফৌজের ভাইরা হন তারা মনে রাখবেন মেহেরবানি করে দলের লোককে খুশি করার জন্য রিকমেন্ড দিবেন না। আর যে লোক রিকমেন্ড দিবেন আমি সরকারকে হুকুম দিয়েছি

তার চাকরি কোনদিন জীবনে হবে না। যে গরিব, গ্রামে বাস করে যে ছেলে, সে ছেলে তোমাদের কাছে যেতে পারে না। শহরের কাছে থাকে তোমাদের বাড়িতে যায়। যে দরখাস্ত করবে আমি কমিশন বোঝায়ে দেবো। এই কমিশন ঘুরে ঘুরে ইন্টারভিউ নিছে। যার যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের চাকরি হবে। কোনও রকমের সুপারিশ এই দেশে চলবে না। তবে যারা মুক্তিবাহিনীতে সংগ্রাম করেছে যাদের সার্টিফিকেট পেয়েছে যারা ২৯ তারিখে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে তাদের জন্য একটা কমিশন রাখা হয়েছে যাতে তাদের প্রথমে কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাদের দরকার হলে একটা কোটাও করে দেবার পারি। কিন্তু তাই বলে আমার দেশের ৭ কোটি মানুষের জন্য আমার কাজ করতে হবে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কারো নেওয়া উচিত হবে না।

ভায়েরা আমার, আমি বলেছি আমি জেল থেকে বাহির হয়ে আসছি, ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে আসছি, আমি খালি হাতে নয়, খালি হাত তো ভালো হয়, খালি হাতের চেয়েও খারাপ অবস্থায় এই সরকারকে নেওয়া হয়েছে। টাকা-পয়সা সোনা-রুপা যা ছিল চুরি কইরা দস্যুর দল বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। আমাকে দুনিয়ায় ভিক্ষা করতে হচ্ছে। যে আমারে চাল দাও, আমারে ঔষধ দাও, আমাকে কাপড় দাও, আমাকে তেল দাও, আমাকে জাহাজ দাও, আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমি পারি না। আমি পাগল হয়ে যাবো। জেল থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটা দিন কেমন করে ভালো করে বিশ্রাম করতে হয় তা আমি জানি না। আমি বিশ্রাম চাই না। আমার প্রয়োজন নাই। যতটুকু শক্তি আছে কাজ করবো তারপর বিদায় হয়ে যাবো। আমি তো সংগ্রামে নামছিলাম মরবার জন্য। বেঁচে যে আসছি আপনাদের দশজনের দোয়া। তাছাড়া বাঁচবার আমার কোনও উপায় ছিল না। তাই আপনাদের কাজ করতে হবে। কিচ্ছু নাই আমার। যদি কেউ বলে যে শেখ সাব ওটা দেন, ওটা দেন, ওটা দেন, আমি বলি কিচ্ছু নাই। কিচ্ছু দেবার পারবো না, চেষ্টা করছি আনার জন্য। যদি আসে পাবেন। যদি না আসে আমি পারবো না। আমি আমার স্বাধীনতাকে বিক্রি করতে পারবো না। আমি আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের গোলাম করতে পারবো না। আমি সাহায্য চাই কিন্তু সেই সাহায্যে কোনও স্বার্থ থাকবে না। আমি দুনিয়ার খেলা বুঝি। আবার যদি আপনাদের আমি গোলাম করে যাই, মরে গেলেও আমি আর শান্তি পাবো না। বহু রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতা এনেছি। আপনারা এনেছেন। কষ্ট হবে। কষ্ট করতে হবে। একটা গাছ লাগালেও ৫ বৎসরের আগে ফল হয় না। আর ৭ কোটি লোকের একটা জাতিকে পথের ভিখারি করে দিয়ে গেছে তাকে বাঁচাতে হলে কী প্রয়োজন আপনারা তা বোঝেন। আমি কী করবো? আমার কৃষক খাজনা দেবার পারে না। আমি বলে দিলাম আর এই গভর্নমেন্ট বলে দিল, বকেয়া খাজনা সুদসহ সব মাফ। কইছি না মাফ চাইতে না, তাহলে গভর্নমেন্ট এর টাকা আসবে কোত্থেকে? মাফতো করে দিছি। চিনির ওপর ট্যাক্স মাফ। এইরকম করে গরিবের কষ্ট যা ছিল সেইগুলো মাফ করে দিলাম।

পঁচিশ বিঘা যাদের জমি আছে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত তাদের খাজনা মনে আছে আপনাদের বলেছিলাম এইখানে যে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে যাবে। মাফ করে দিছি, আর খাজনা দিতে হবে না। তবে ট্যাক্স দিতে হবে, না হলে জমির মালিকানা থাকা কষ্টকর হবে। ট্যাক্স, অন্যান্য যা ট্যাক্স আছে দিতে হবে। না হলে সরকার চালানো যাবে না। যাতে আপনাদের আর তহশিল অফিসে যাইয়া ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়া দুই টাকা, পাঁচ টাকা নিয়া জুলুম করতে না পারে সেই জন্য পঁচিশ বিঘা খাজনা মাফ। আপনাদের কাজ করতে হবে। আপনাদের গ্রামে-গ্রামে এই যে কোদাল ধরছি কেন আমি? পয়সা যদি আমার থাকত আমি বলতাম দিলাম পয়সা চালাও কোদাল। পয়সা নাই বইলা আমি বলছি পয়সা নাই, আমিও কোদাল মারি, তোরাও কোদাল মার। আপনাদের যত রাস্তা, খাল এগুলো আপনাদের নিজেদের কাটাতে হবে। তাছাড়াও কিছু কিছু জায়গা আমি রেজিস্ট্রি নিয়ে আপনাদের দিচ্ছি। এর মধ্যে যোগাড় করে ফেলছি। তাই আল্লাহ্‌র মর্জি আপনাদের দোয়ায় দুনিয়ার ৪৫টা দেশ বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে। ঐ ষড়যন্ত্রকারীরা আর পাক পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যে লাফাচ্ছেন, সে দাবা খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমার ভাই ভুট্টো সাহেবের হারাধনের একটি ছেলে ... । সুখে থাকো, সুখে থাকো আমার বন্ধু সুখে থাকো। তোমাদের কাছে মাফ চাই। তোমরা যা করে গেছ তা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মা-বোনেরা জানত তাহলে মনে হয় সে দেশেও আগুন জ্বলে উঠত। তখন তোমরা খবর দেবার দাও নাই। তবে একথা সত্য আমার ৪ লক্ষ বাঙালি আছে পশ্চিম পাকিস্তানে, সরকারি কর্মচারী আছে, সামরিক বাহিনীর লোকেরা আছে। আমি চাই তোমার লোক তুমি নিয়ে যাও। আমার লোক আমারে ফেরত দাও, তবে মনে রেখ যারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে, যারা আমার ভাই ব্রাদারকে হত্যা করেছে, যারা আমার মা-বোনকে পথের ভিখারি করেছে। যারা আমার নিরাপরাধ দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে সেগুলিকে বাংলার মাটিতে বিচার হবে যদি শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকে। আর যারা দালালি করেছে, পশ্চিমাদের দালালি করেছে যারা পশ্চিমাদের রাস্তা দেখায়া নিয়া আমার গ্রামকে গ্রাম জ্বালায়ে দিয়েছে, যারা আমার ছেলেদের ধরায়ে নিয়া গুলি করে মেরেছে, তাদের দালালদের গ্রেপ্তার কোরো। কিন্তু নিরাপরাধ কোনও লোকের ওপর যেন হাত না চলে। দেশের বদনাম হবে, আল্লাহ্ বেজার হবে। আর তাই আমি অনুরোধ করছি। স্কুল-কলেজে ছাত্ররা যারা আছে, যারা যুদ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধা মুজিব বাহিনীর সেনারা এবং যারা গরিব তাদের জন্য একটা সাহায্যের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, কলেজের মধ্যে যারা কিছু করতে পারে কিছু সাহায্য দেবার চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। আজ স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি এদেশের দুঃখি মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি গরিবের ওপর অত্যাচার অবিচার হয়। স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি আমার সোনার বাংলা আবার না হাসে। স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি আমার ছেলেরাই কাজ না পায়। কিন্তু সময়ের প্রয়োজন। আসমান থেকে আসবে না যে আমি তাড়াতাড়ি আপনাদের

সবকিছু করে দিবার পারবো। আপনাদের সহ্য করতে হবে, কাজ করতে হবে, খাটতে হবে। আর আমি বলেছি, কৃষি বিপ্লব। আমার দুনিয়ার কাছ থেকে খালি খাবার কিনতে হবে, খালি খাবার কিনতে হবে। পারবো না। খাবার তৈয়ার করতে হবে। আপনাদের গ্রামে-গ্রামে ফসল উৎপাদন করতে হবে। আমি জানি বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পয়সা কোথায়? চেষ্টা করতেছি। স্বাধীন দেশ, আইন-শৃঙ্খলা রাখতে হবে। এই দায়িত্ব যেমন সরকারের এই দায়িত্ব তেমনি জনসাধারণের। আপনারা সকলে যেমন দস্যু পশ্চিম পাকিস্তানের পিশাচদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি করে গুণ্ডা-পাণ্ডা-বদমাইশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আল্লার মর্জি, মদ খাওয়া পাকিস্তানে ছিল, ... বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেছে। এটা ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। সেই জন্য মদ খাওয়া হতো। আল্লাহ্‌র মর্জি এখন মদ খাওয়া বন্ধ। আজ মদ খাওয়া একদম বন্ধ, এদেশে মদ খাবে কেন? হারাম, বন্ধ করেন। তাই আপনারা সেদিকও খেয়াল রাখবেন রাত্রেবেলা যেন পলায়া-পলায়া মদ খাবার না পারে। এই মদ খাইলেই মাতলামি করে। মাতলামি করলেই বদমাইশি করে। বদমাইশি করলেই গুণ্ডামি করে। এর গোঁড়া হলো মদ। এই মদ বন্ধ করতে হবে। আর মিথ্যা বন্ধ করতে হবে। আপনারা কাজ করেন। আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করেন। আর আমি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছি, যারা আমার মুক্তিযোদ্ধা আছে, ছিল তাদের কিছু সংখ্যক লোক নিয়েছি, পুলিশ যা বাকি ছিল তাদের নিয়েছি। আপনারা আমার কাছে কথা দেন যাতে সকলে প্রাণ দিয়ে কাজ করবেন কি-না ? আর যুবকেরা ময়দানে, মাঠে-নামবা কি-না। যেখানে পুকুর নাই পুকুর কেটে নাও। যেখানে রাস্তা নাই রাস্তা কেটে নাও, যেখানে গরিব কাজ করতে পারবে না সাহায্য কর। সকলে মিলে মিশে আপনারা কাজ করবেন কিনা আমি জানতে চাই।

জয় বাংলা।



২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভাষা দিবসে বঙ্গবন্ধু
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উপস্থিত থেকে
রাত ১২ টা ১ মিনিটে ভাষা শহিদদের
উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং এই ভাষণ দেন।

আমরা শহিদ দিবস পালন করছি। লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। খেয়াল রাখবেন এই স্বাধীনতা যেন বৃথা না যায়। আজ যে আদর্শের জন্য আমার ভাইয়েরা শহিদ হয়েছিল, সে আদর্শ সেইদিন পূরণ হবে যেদিন বাংলাদেশের মানুষ শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে পারবে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, যে আজ প্রতিজ্ঞা করেন, যে পর্যন্ত না শোষণমুক্ত সমাজ গঠন না হবে সে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।

আমাদের চারটি আদর্শ। এই চারটি আদর্শ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যে পর্যন্ত আমরা এই বাংলাদেশকে এই ৪টি স্তম্ভের উপরে গঠন করতে না পারবো সে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

আমার দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা আজ চেষ্টা করছে আমার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য। মনে রাখবেন, ষড়যন্ত্র বন্ধ হয় নাই। আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দল-মত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, শ্রমিক একতাবদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে কাজে অগ্রসর হন। আমার দেশের মানুষ দুঃখি। না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আপনাদের সরকারের এমন কিছু নাই, মানুষকে পেট ভরে ভাত দেবার পারে। আপনারা গ্রামে-গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে এগিয়ে যান এবং দেশের মানুষকে সুখী করেন। সেইদিন এই শহীদের আত্মা শান্তি পাবে, যেদিন বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, শান্তিতে বাস করবে, বেকার সমস্যা দূর হবে, ছাত্ররা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। সে জন্য আজ বলছি আমি, শহিদ স্মৃতি অমর হউক।

জয় বাংলা
জয় বাংলা।



৬ মার্চ, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ৫ দিনের সফর শেষে ফিরে
ঢাকা বিমানবন্দরে এই ভাষণ দেন।

বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা, ৫ দিনের সফর শেষে রাশিয়া থেকে আমি আমার মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছি। যে ভালোবাসা রাশিয়ার সরকার এবং জনসাধারণের কাছ থেকে আমি ও আমার সহকর্মীরা পেয়েছি, এ ভালোবাসা শুধু আমাকে দেখানো হয় নাই, সাড়ে সাত কোটি বাংলার জনসাধারণকে দেখানো হয়েছে। আমার এই সফর অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যকার মঙ্গল আমরা বুঝতে পেরেছি এবং আলোচনা করেছি। শুধু দুই দেশের মঙ্গলের জন্য নয়, বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মঙ্গলের জন্য আমদের বন্ধুত্ব অটুট এবং অক্ষয় থাকবে। সোভিয়েতের জনসাধারণ, তার সরকার যে কয়েকদিন আমি সেখানে ছিলাম, লেলিনগ্রাদ, তাসখান্দ মস্কোতে যে আদর-আপ্যায়ন করেছেন এবং তারা আমাদের যে দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করেছে এবং রক্ত দিয়েছে এবং ত্যাগ স্বীকার করেছে সে খবর তারা জানে এবং প্রত্যেকটি রাশিয়ার জনসাধারণ তা জানে এবং রাশিয়ার জনসাধারণ আমার বাংলার জনসাধারণকে সেই জন্যেই শ্রদ্ধা করে। এই জন্যে শ্রদ্ধা করে যে রাশিয়াও রক্তের মাধ্যমে সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবের মাধ্যমে তার মাতৃভূমিকে মুক্ত করেছিল। আমার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষও রক্ত দিয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মুক্ত করেছে। সেই জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের অনেকটা নীতির মিল রয়েছে। আপনারা আমাদের এই বন্ধুত্ব, সোভিয়েত রাশিয়া অত্যন্ত আমার এই ভ্রমণটা এবং আমি সেখানে গিয়েছিলাম এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আমাদের এইভাবে আলোচনা আরও ভবিষ্যতে চলতে থাকবে এবং দুনিয়ার শান্তি রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সোভিয়েত রাশিয়া পাশাপাশি কাজ করবে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে সোভিয়েতের সরকার, বিশেষ করে তাদের প্রধানমন্ত্রী ... তাদের প্রেসিডেন্ট এবং তাদের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি

জেনারেল কমরেড ব্রেজনেভ এবং তাদের জনসাধারণকে সাত কোটি লোকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে, জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের এই আমাদের এই দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াবেন বলে যে কথা তারা দিয়েছেন এ জন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমি এও তাদের জানিয়েছি যেদিন এই সংগ্রাম শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়। যেদিন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের জনসাধারনের ওপর অত্যাচার শুরু করে, আমার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জনসাধারণকে নির্যাতন করে। যেদিন ১ কোটি লোক বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারত আশ্রয় নিয়েছিল, সেই দিন ভারতের জনসাধারণ মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবং তিনি নিজে আমার ১ কোটি লোকের স্থান দিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। এ জন্য আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারের কাছে চির-কৃতজ্ঞ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জনসাধারণের কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব অটুট এবং অক্ষয় থাকবে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত থেকে আমি ফিরে এসেছি আমি আপনাদের পক্ষ থেকে তাদের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করেছি দেশে আসার জন্য প্রাইম মিনিস্টার কসিগিনকে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি কমরেড ব্রেজনেভ এবং তাদের সভাপতি পডগমিকে এবং তাদের বৈদেশিক মানে ফরেন মিনিস্টার যিনি আমার বাংলাকে সাহায্য করেছিলেন মি. গ্রোমাইকোকে দাওয়াত করেছি সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে তারা সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে আসবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আমরা সেই প্রতীক্ষায় রইলাম। তবে তাদের আমরা সাদর সংবর্ধনা জানাবো।

জয় বাংলা।
জয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।
সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অমর হউক।
সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অমর হউক।
জয় বাংলা।



২৬ মার্চ, ১৯৭২

ঢাকা

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আমার প্রাণপ্রিয় বীর বাঙালি ভাই ও বোনেরা, আমরা আজ স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। এই মহান দিনে স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে লক্ষ লক্ষ বীর শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য গভীর বেদনা আপ্লুত মন নিয়ে আমার শোকাতুর দেশবাসীর সাথে পরম করুণাময়ের দরবারে মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রামে গৌরব উজ্জ্বল ও অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য আমি মুক্তিবাহিনীর সকল অঙ্গ দল যথা বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সশস্ত্রবাহিনী ... , যুবক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক-মজদুর, বুদ্ধিজীবী আর আমার সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও একনিষ্ঠ আত্মদান অনাগত কালের ভাবী বাঙালিদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত মুক্তিপাগল জনতার চেতনাকে উদ্ভাসিত করবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত ২৫ বৎসর ধরে আপনারা ক্ষুধা, যন্ত্রণা, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতন্ত্র, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটা নিষ্ঠুরতম উপনিবেশে পরিণত করেছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। পিষ্ট হয়েছিল শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাষ্পে যখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তান শোষকরা আমাদের কষ্টার্জিত ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায় বিচার, মৃত্যুর হিমশীতল কষ্ট আমাদের ওপর নেমে এসেছিল। সমসাময়িক কালের নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। আজ তিন কোটি মানুষ হয়েছে সর্বস্বান্ত। এসব কিছুই ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমিন। ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর

হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ। নির্যাতিতা নারীর ক্রন্দন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি তাদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখ হাসি ফোটাতে না পারে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুঠো অন্ন, মুছে দিতে না পার মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তাহলে সেই স্বাধীনতা বৃথা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বর্ষপূতি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি বিধ্বস্ত মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ তার ফসল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের ... উন্নত জীবন পরিবেশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আজ আমাদের সামনে পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। মহাসংকটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বিদেশ ফেরত এক কোটি উদ্বাস্তু। স্বদেশের বুকে ... গৃহহারা মানুষ। বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা, চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়। নিশ্চল কারখানা, নির্বাসিত বিদ্যুৎ সরবরাহ অসংখ্য বেকার অপরিবেশে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, বাণিজ্যিক অচল অবস্থা ভগ্ন সবকিছু ও বিচ্ছিন্ন বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আকর্ষিত জমি সবকিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারী সূত্রে। জনকল্যাণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস, অতুলনীয় ঐক্য, এগুলিকে সম্বল করেই আমার সরকার এই মহাসংকট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করবো এই যে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিকতন্ত্রকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের ছিন্ন ধ্বংসস্তূপ এর মধ্য থেকে নূতন সমাজ গড়ে তুলবো।

ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন, হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের বাংলার রাইফেল ও পুলিশের বিপুল সংখ্যক সদস্যকে হত্যা করেছে। আইনের শাসন কায়েম, শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ... আমরা পুলিশ বিভাগকে সংগঠিত করেছি। ইতিমধ্যেই সে সকল সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতিকারী স্বাধীনতাত্তোর সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দমন করে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করেছি। ... আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু কিছু আমলা, উপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। তারা এখনও বনেদি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি এবং আশা করছি তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করবে। এই সরকার নব রাষ্ট্র ও নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠন করতে চায়। প্রস্তাবিত প্রশাসন কাঠামোকে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। আমরা বাংলাদেশের সমস্ত মহকুমাগুলোকে জেলা পর্যায়ে উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

বিশেষজ্ঞরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং শাসনতন্ত্র গণপরিষদের সামনে পেশ করা হবে। এই শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৫৪টি বন্ধু রাষ্ট্র এ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ... উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আমরা বন্ধু রাষ্ট্রের কাছ থেকে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। বিশেষ করে ভারত আমাদের সুদিন ও দুর্দিনের প্রতিবেশী। সম্প্রতি মহান ভারতের মহান নেতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে সফর করে গেছেন। এই শুভেচ্ছা সফরের প্রাক্কালে আমরা শান্তি ও বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এই চুক্তি দুই দেশের মেহনতি মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং বন্ধনকে মজবুত করবে বলিয়া আমি আশা করি। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে এসেছি। যেখানে তাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিপর্যস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজে সর্বাধিক সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জ, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি এবং অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ যারা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোট বহির্ভূত এবং সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত। বৃহৎ শক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাইরে আমরা শান্তিকামী। আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী। দেশ গড়ার কাজে কেহ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করবো কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক এবং শর্তহীন। আমরা জাতীয় সর্বভৌমত্ব সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না এটি আমরা আশা করি। দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের শাসক বাংলাদেশের বাস্তবকে মেনে নিচ্ছে না। তারা ৫ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটকে রেখেছে। বিশ্বব্যাপী বিবেকসম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে মি. ভুট্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই ইস্যুকে কোনক্রমেই যুদ্ধবন্দীদের সাথে সমপর্যায়ে ভাবা চলবে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যা অপরাধে অপরাধী। তারা মানবাধিকারকে লংঘন করেছে। আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের বিচার করতে হবে। পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন নুরেমবার্গ মামলার অসামিদের থেকেও নিষ্ঠুর ধরনের এই অপরাধীদের তারা জাতি বলে ভাববেন না।

যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে এসেছে। সাহায্য পুনর্গঠন, পুনবার্সনের জন্য আমরা কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। বিনামূল্যে ও ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কিছুটা হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষের মাথা

গোঁজবার মতো করে কয়েকদিনের জন্য অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরির কাজ হাত দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। বিধবা, অনাথ ও নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসনে পরিকল্পনাকে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিক বিবেচনা করেছে। হানাদার পাকিস্তান বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে গেছে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে কয়েক বছর সময় লাগবে। তবে বিপ্লবী সরকার আশা করছে যে ৩ বছর সময়ের মধ্যে এ কাজ সমাধা করা যাবে। বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। কিন্তু আমি কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চাই না। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আশা করি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনতে পারবো। আর ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১০ লক্ষ টন আমদানি করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শাসনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য বড় দুর্দিন। আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী, আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। উচ্চতম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাদ্য ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মজুতদার, চোরাকারবারি ও ... বিলাসীদের হুঁশিয়ার করতেছি তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে। তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এ জন্য আমি জনগণের সাহায্যে এবং সহযোগিতা চাইছি।

আমার সরকার আভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজ তো চাট্টি.. কথা নয়। আমার সরকার, আমার পার্টি বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদেশের বাস্তবিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ, অবিচার মুক্ত নূতন সমাজ আমাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে সম্পদের সামাজিকীকরণে পর্যায়ক্রমিক ... শুভ সূচনা হিসেবে আমরা উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো জাতীয়করণ করছি। ব্যাংকসমূহ, বিদেশি ব্যাংকের শাখাসমূহ বাদে সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানিসমূহ, বিদেশি সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানিসমূহ বাদে সকল পাটকল, সকল বস্ত্র ও সুতা, সকল চিনি কল, আভ্যন্তরীণ উপককূলীর নৌযানের বিরাট অংশ, ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যেও ... সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি, বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ সিভিল কর্পোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত বহির্বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহৎ অংশকে এই মুহূর্তে ... বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আমি দেশ গড়ার এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সরকারি সেক্টরে কাজ করার জন্য তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। শিগগির একটি কমিটি ঘোষণা করা হচ্ছে। তাতে এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হবে। এ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের সাথে বাঙালিদের মালিকানার স্বার্থ সরাসরি জড়িত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক মালিক অথবা প্রধান কর্মকর্তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে তারা যেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এগুলো সব দিক থেকে বাস্তব

এবং জন-সাধারণকে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর আমাদের নীতির নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরকারি নীতির মধ্য থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ ন্যায্যভাবে চালানোর জন্য উৎসাহ দেয়া হবে। আমি এমন একটা নীতি-নির্ধারণ করতে চাই যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে। এই বলিষ্ঠ নিরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে মেহনতি শ্রেণির কর্তব্যবোধের ওপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমান কাল ধরে যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে সর্বদা মালিকের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত থাকতে হবে না। বর্তমানে তাদের মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে নিঃস্বার্থে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে। আমি খুব শীঘ্রি শ্রমিক ইউনিয়নের একটি সভা আহ্বান করেছি। সেই সভায় শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি নীতি এবং আমাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করতে তাদেরকে যে পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে এটা আলোচনা করবো। এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য পৌছানোর পরে আমি আশা করবো শ্রমিক নেতারা আমার সরকার ও আমার সাথে একযোগে কাজ করবেন এবং এই বিপ্লবী নীতিসমূহ সরাসরি শিল্প এলাকায় কার্যকরী করবো। তদুপরি শ্রমিকদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করতে হবে। আমার ছাত্র-ভাইয়েরা, যারা মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের কাজ করে যেতে পারেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করাসহ একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। ...

আমাদের সমাজে চাষিরা হলো সবচেয়ে শোষিত ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও, আমরা চাষিদের স্বল্পমেয়াদি সাহায্য দানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার চেয়ে কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্য মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাগাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং আরো ১৬ কোটি টাকার ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। লবণের ওপর থেকে কর তুলে দেয়া হয়েছে। সারা বছর ধরে সেচের কাজ চালানো, উন্নতমানের বীজ বপন, সার, কীটনাশক ঔষধ চাষিকে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে পশ্চাতের বৈষম্য দূর করার জন্য পারিবারিক, ব্যক্তিগত মালিকানা ... ১০০ বিঘায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা আরও কমিয়ে আনা যায় কিনা চেষ্টা করেছে। ... এ অবস্থা মনে রেখে পল্লি এলাকায় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। এর ফলে চাষিরা আধুনিক ব্যবস্থা শুরু করেছে এবং সমবায়-এর মাধ্যমে

সহজ শর্তে দ্রুত ঋণ পাবে। এরই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন, স্বল্প জমির অধিকারী চাষিদের জন্য ব্যাপক পল্লি সংগঠন গড়ে তোলা। ... এই সংগঠনের অংশ হিসেবে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন খাদ্য বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের অধীনে পল্লির সংগঠনের জন্য নগদ ১৬ কোটি টাকা দেয়া হয়ে গেছে। আমরা আমাদের এ উদ্যোগ বেকার যুবকদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চাই, ...

এই সরকার নগরভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্ক সচেতন। সেসব ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যারা পাটচাষিদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মানুষ হয়েছেন তাদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। আমি ইতিমধ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামে কাজ করার জন্য ৫০০ ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছি। বাংলাদেশের মানুষে মানুষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থার সমতা আনতে হবে। উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বি বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ ছিল তা দূর করার ব্যবস্থা বের করার জন্য আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমার আমরা বিশ্ব সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল। আমাদের সমস্ত নীতি, আমাদের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুর্লঙ্ঘ্য পথ। এ পথ আমাদেরই অতিক্রম করতে হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের লাল অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমরা আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না। আমি জীবনে কোনদিন প্রতিশ্রুতি কারও কাছে দেই নাই। শত্রুরা বাংলাদেশকে শেষ করে দিয়ে গেছে। কিছুই রেখে যায় নাই। কী করে যে এই দেশ চলছে। সত্যই চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া উঠি। তবে আমি আপনাদেরকে নির্দিষ্ট আশা দিচ্ছি শহীদের রক্ত বৃথা যেন না যায়। ... বাংলাকে আমরা সোনার বাংলায় গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলার আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার-কারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমেই দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেত হয়ে আমরা চেষ্টা করি যেন সোনার বাংলা আবার হবে। সোনার বাংলা যেন আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।

জয় বাংলা।



২৬ মার্চ, ১৯৭২

ঢাকা

ঢাকার আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার
অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, আমার বোনেরা ভাইদের কথা নাইবা বললাম। আমার ছোট ছোট মেয়েরা, ভাইদের কথা বললাম না এই জন্য ওরা সবসময় আমাকে চারদিকে ঘিরে থাকে। যদিও মুখে মুখে বলে যে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু ছাড়তে চায় না অধিকার কেহ। আমি আপনাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়ে এবং আপনাদের কাছে আসতে পেরে সত্যিই আমি খুব আনন্দিত, আর আপনারা যে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন সে জন্য আপনাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যে সংগঠন করেছেন, সত্য কথা বলতে কি আমাদের দেশে এই রকম সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এবং আপনারাই এর ভালো করে প্রতিষ্ঠিত করুন। সমস্ত বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মহকুমা জেলায় পর্যন্ত আপনারা গড়ে তুলুন। আমি আপনাদের এটুকু শুধু বলতে পারি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমি কাউকে কোনও রকমের ওয়াদা করি না। কারণ ওয়াদা করার মতো শক্তি আমার নাই। এটুকু বলতে পারি আমার দিক দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন আপনারা সকল প্রকার সাহায্য এবং সহানুভূতি পাবেন। আমি আমার ছোট বোনদের প্যারেড দেখে সত্যিই খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাদের শৃঙ্খলা দেখে আমি সত্যি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আশা করি, ভবিষ্যৎ বংশধর, স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধর ছেলে ও মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলবে। যাতে দুনিয়ার সভ্য জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

অন্ধ সংস্কারে আমাদের জাতির একটা অর্ধেক অংশকে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলাম। আমরা ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলে আমার মা-বোনদের আমরা দাসী করে রেখেছিলাম। আপনারা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই স্বাধীন বাংলাদেশের ভাই-বোনদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আছে। আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। ছোট বোনেরা, লেখাপড়া শিখো। যদিও আজকে প্রথম স্বাধীনতা দিবস। সত্য কথা বলতে কি আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারি নাই। কী করে হাসব বলুন? রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দরকার। বাংলার মানুষ আজ দুঃখি। লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন যাপন করছে। পাকিস্তানের দস্যু বাহিনীরা ইসলামের নামে যে পশুর মতো অত্যাচার আমার

বাংলার বুকে করেছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নাই। আজ আমার ২ লক্ষ বোন নির্যাতিত। আজ আমার ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হয়েছে। আজ আমার ৩ কোটি লোকের ঘর-বাড়িকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার গুদামে চাল ছিল না। আমার ব্যাংকে টাকা ছিল না। আমার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে। যাওয়ার বেলা সর্বস্ব ধ্বংস করে চলে গেছে। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর এই বাংলাদেশের গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। আমি আমার বাংলার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। জনসাধারণ আজ কষ্ট পাচ্ছে। তারা বোঝে যে এই সরকারের হাতে কিছু নাই। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে আমাকে ঘুরতে হচ্ছে। আপনারা জানেন স্বাধীনতা আমার বৃথা হয়ে যাবে, ত্যাগ আমাদের বৃথা হয়ে যাবে, শহিদের আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে যদি সাত কোটি মানুষ প্রাণ ভরে না হাসে, আর সাত কোটি মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই বাংলাকে শোষণহীন সমাজ হিসেবে গড়তে হবে। ভাইয়েদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বোনদেরও এগিয়ে আসতে হবে সেই সংগ্রামের জন্য। জাতি গঠনের সংগ্রামে। কী করে বিশ্বাস করেন আপনাদের কাছে বলবো আমি। আজ বোধহয় আড়াই মাস হলো আমি জেল থেকে বের হয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। এসে কী পেয়েছিলাম আমি আপনাদের কাছে কিছুই বলতে পারবো না। কত কংকাল কত আর্তনাদ ওদের কত যে হাহাকার! কবে যে এদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবো আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, বাংলার মানুষের ভালোবাসা যেন আমার জীবনের পাথেয় থাকে সেই আশীর্বাদ আপনারা আমাকে করেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারি যে বাংলার মানুষ যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে সেই ভালোবাসা থেকে এতটুকু দূরে সরে যাই আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন। সেদিন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমি থাকবো না। প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমি এই স্বাধীনতার সংগ্রাম করি নাই। আপনারা অনেকেই জানেন প্রধানমন্ত্রী আমি হতে পারতাম অনেক বার। আমি চেয়েছিলাম সুখী সমৃদ্ধশালী শোষণহীন বাংলাদেশ। আপনারা আমার দেশের ভাইয়েরা যারা মৃত্যুবরণ করেছে, শহিদ হয়েছে তাদের রক্তের কথা মনে করে দুঃখি মানুষের কথা মনে করে আমার বোনেরা আপনারা এগিয়ে চলেন। দেশকে নতুন করে গড়ে তুলি। দেশের মানুষ আবার হাসুক। দেশের মানুষ আবার শান্তি পাক। দেশের মানুষ আবার পেট ভরে ভাত খাক। দেশের মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করুক। এখনও দুষ্কৃতিকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পুলিশের শতকরা ৬০ জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করেছে। বাংলাদেশ রাইফেলের শতকরা ৫৬ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার কৃষকদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার ছোট ছোট বোনদের দুধের বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করেছে। এত বড় পশু দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় নাই। যে কাজ করে গেছে আমার এর মধ্যে পেপারে দেখলাম টিক্কা খান বলেন যে মাত্র আমি, মাত্র ৩০ হাজার লোক মেরেছি। টিক্কা খান আমি যদি তোমার দেশের মা-বোনদের ৩০ হাজারকে মারতাম তোমার মনে কেমন লাগত? পশুত্বের একটা সীমা থাকা দরকার। বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা দরকার। এত বড় বেহায়াপনা মানুষ কী করে হয় আমি জানি না। মাত্র আমি ৩০ হাজার লোক মেরেছি। তুমি পশ্চিম পাকিস্তানে আছ বলে তোমার রক্ষা হয়েছে, রক্ষা পেয়েছ। বাংলার বুকে থাকলে তুমি কোনদিন ফিরতে পারতা না। যুদ্ধের সময় তোমার পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী সৈনিকরা আমার বোনদের ধরে নিয়ে বাংকারে

রেখেছে। হাজার হাজার মহিলাদের আমরা উদ্ধার করেছি। কত বড় পশু তোমার লোক। তোমরা মানুষ? তোমরা মানুষের বাইরে। তোমরা অসভ্য। তোমাদের গালি দেওয়ার ভাষা বাংলা ভাষায় নাই, উর্দু ভাষায় থাকতে পারে। তাই আমার ছোট বোনেরা, আমার মেয়েরা, আপনারা আমি বিশ্বাস করি কাজ করে যাবেন। ঘরের একটা আধা অংশকে যদি জোর করে, আমি দেখেছি আমার জীবনে যে নারী তার স্বামীকে এগিয়ে দেয় নাই, সে স্বামী জীবনে বড় হতে পারে নাই। আপনারা এমনভাবে গড়ে উঠুন যে আপনারা এমন মা হবেন, এমন বোন হবেন যে আপনাদের আদর, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের মনের যে সচেতনতা তাই দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরকে গড়ে তুলবেন। আমি জীবনে অনেক দেখেছি। আমার জীবনেও আমি দেখেছি যে গুলির সামনে আমি এগিয়ে গেলেও কোনদিন আমার স্ত্রী আমাকে বাধা দেয় নাই। এমনও আমি দেখেছি যে অনেকবার আমার জীবনের ১০/১১ বৎসর আমি জেল খেটেছি। জীবনে কোনদিন মুখ খুলে আমার ওপর প্রতিবাদ করে নাই। তাহলে বোধ হয় জীবনে অনেক বাধা আমার আসত। এমন সময়ও আমি দেখেছি যে আমি যখন জেলে চলে গেছি। আমি এক আনা পয়সা দিয়ে যেতে পারি নাই আমার ছেলে-মেয়ের কাছে। আমার সংগ্রামে তার দান যথেষ্ট রয়েছে। পুরুষের নাম ইতিহাসে লেখা হয়। মহিলার নাম বেশি ইতিহাসে লেখা হয় না। সে জন্য আজকে আপনাদের কাছে কিছু ব্যক্তিগত কথা বললাম। যাতে পুরুষ ভাইরা আমার যখন কোনও রকমের সংগ্রাম করে নেতা হন বা দেশের কর্ণধার হন তাদের মনে রাখা উচিত, তাদের মহিলাদেরও যথেষ্ট দান রয়েছে এবং তাদের স্থান তাদের দিতে হবে। যে জন্যই আজ আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আপনারা যে সুযোগ আমাকে দিয়েছেন এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বিদায় নেবার আগে বলে যাই, যে আপনারা জানেন যে স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতার রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। অনেক শত্রুরা খেলছে। কিন্তু আমি বাংলার মানুষকে জানি, আর বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষও আমাকে ভালোবাসে। ষড়যন্ত্রকারীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন বাংলার স্বাধীনতা হরণ করার শক্তি তাদের নাই; ইনশাল্লাহ্ আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। যে মন প্রাণ দিয়ে আপনারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই মন প্রাণ নিয়ে এই বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং শোষণহীন সমাজ গঠন করার জন্য আপনারা এগিয়ে যান এই কথা বলিয়া আমি বিদায় নিচ্ছি।

আপনাদের সংস্থাকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি যতটুকু প্রয়োজন সব সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন বাক্স কিন্তু আমার খালি। তার মধ্যে থেকে যদ্দুর পারা যায় তাই করা যাবে। আবার ধন্যবাদ।

জয় বাংলা।
জয় বাংলা।
জয় বাংলা।
বিদায় নিচ্ছি।
খোদা হাফেজ।



২৯ মার্চ, ১৯৭২

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পোলো গ্রাউন্ড-এ এক বিশাল জনসভায় চট্টগ্রামবাসীর উদ্দেশে এই ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু।

আজ উপস্থিত চট্টগ্রামের ভাইয়েরা ও বোনেরা, সত্য কথা বলতে কি আপনাদের দিকে যখন তাকাই, আপনাদের কথা শুনি, আমার মনে হয় সমস্ত বাংলাদেশকে দেখা যায়। আজ মনে পড়ে অনেকদিন আগের কথা। আমি আর আমার বন্ধু আমার চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সহকর্মী এম এ আজিজ আর জহুর। আমরা পরামর্শ করতাম এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করবো কেমন করে। তখন কেউ জানত না, কেউ বুঝত না। তখন মানুষ একটা মোহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বহু রাত, বহু দিন আজিজ আর আমি বসে বসে পরামর্শ করতাম এই বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষকে মুক্ত করবো কেমন করে। আজ আমি স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলতে পারছি। আজ আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীন, আজ আমার বাংলাদেশ স্বাধীন। আজ দুনিয়ায় বাংলাদেশ স্থান পেয়েছে। আজ আমার পাশে সেই বন্ধু নাই। যে বন্ধু আমার সঙ্গে বসে গোপনে পরামর্শ করত, বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে। আজিজ তুমি যদি বেঁচে থাকতা দেখতা বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করি। মাগফেরাত কামনা করি আমার লক্ষ লক্ষ ভাই বোনদের যারা হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছে দেশের মুক্তির আন্দোলনে, স্বাধীনতার আন্দোলনে। মাগফেরাত কামনা করি আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের যারা শহিদ হয়েছে, মায়ের কোল খালি হয়েছে, মাগফেরাত কামনা করি আল্লাহ্‌র কাছে আমার পুলিশ বাহিনীর লোকেরা, পুরাতন ইপিআর, আমার রাইফেলস, আমার শ্রমিক ভাইয়েরা, আমার ছাত্র ভায়েরা, আমার মায়েরা-বোনেরা আমার কৃষক ভায়েরা, বক্তৃতা শুরুর আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আসুন যে চট্টগ্রাম থেকে আমার বাণী ২৫ তারিখ রাত্রে আমি দিয়েছিলাম– দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা কর, অস্ত্রধারণ কর, যুদ্ধ শুরু কর, প্রত্যেকটা বাঙালি মৃত্যুবরণ করবা। আমি যদি বেঁচে না থাকি। আমার আত্মা দেখবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার এ খবর বাংলাদেশে জানিয়ে দাও।

আমি জানতাম না জীবনে আপনাদের কাছে আর ফিরে আসতে পারবো কি না। কিন্তু আমি জানতাম যে আমাকে বোধহয় মরতে হবে, আমি মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। কিন্তু

আমার বিশ্বাস ছিল আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। আমার বাংলা আবার হাসবে আমার বাংলা আবার খেলবে আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। আমি মরে গেলেও আমার আত্মা দেখত। কিন্তু আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। যারা রক্ত দিয়ে গেছে তাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করি। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। তারপর আমি আপনাদের কাছে বক্তৃতা দেই। স্বাধীনতা পেয়েছি বড় কষ্ট, বড় ত্যাগের বিনিময়ে। কোনও দেশের স্বাধীনতায় ৩০ লক্ষ লোক জান দেয় নাই। যা বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। কোনও দেশের স্বাধীনতায় ৬ কোটি লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় না। আমার বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দিতে হয়েছে। মানুষ যে এত বড় পশু হতে পারে, মানুষ যে এত অযোগ্য হতে পারে, মানুষ যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে, মানুষ যে এত অমানুষ হতে পারে, তা দুনিয়ার ইতিহাসে কেউ কোনদিন দেখে নাই। যা করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি কুকুরের দল। এত বড় পাষণ্ড। দুনিয়ার ইতিহাসে জন্মগ্রহণ করে নাই। দুধের বাচ্চা থেকে শুরু করে ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধদের পর্যন্ত গুলি করে হত্যা করেছে। আজ আমার মায়ের কোল খালি। আজ আমার গৃহহারা বস্ত্রহারা মা। আজ গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আমার রাস্তা ঘাট ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, আমার গুদাম পুড়িয়ে দিয়েছে, আমার কারখানা অচল করেছে, আমার বৈদেশিক মুদ্রা চুরি করেছে, আমার সোনা সব নিয়ে গেছে। এত বড় সর্বনাশ কোনও দেশে কোনও লোকের কোনও মানুষ করে নাই পশ্চিম পাকিস্তানের তথাকথিত মুসলমানরা করে গেছে।

মনে করেছিলেন যে ডাণ্ডা দিয়ে বাঙালিদের ঠাণ্ডা করা যায়। মনে করেছিলেন বাংলাদেশকে কলোনি করে মানুষকে শোষণ করবেন। তাই আমি জানতাম আমি জানতাম বলেই আমি ৭ই মার্চ তারিখে বলেছিলাম ওদের সঙ্গে আপোস করা হবে না। তোমরা মনে রেখো আমি যদি না থাকি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। মনে আছে সে কথা? আমি বলেছিলাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলার মানুষ আমার কথা মেনে নিলেন। বাংলার মানুষ আমার কথা গ্রহণ করেছে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছে। বাংলার পুলিশ, বাংলার সেপাই, বাংলার সামরিক বাহিনী বাংলার ছাত্র, বাংলার কৃষক, বাংলার যুবক, বাংলার শ্রমিক, অস্ত্র ধরেছে। যাবার বেলায় আমি আপনাদের কাছে অস্ত্র দিয়ে যাবার পারি নাই। দিয়েছিলাম নীতি, দিয়েছিলাম আদর্শ। দিয়েছিলাম পথ, করেছিলাম পথপ্রদর্শন।

আপনারা সংগ্রাম করেছেন। আপনারা যুদ্ধ করেছেন, আপনারা ... মুছে দিয়েছেন। আজ আমার ২ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করেছে। ... আশ্রয় নিয়েছে। আজ লক্ষ লক্ষ এতিম বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চালের গুদামে চাল নাই। ব্যাংকে টাকা নাই। আর আপনাদের কাছে আমার একটা আবেদন ... যে কতগুলো দুষ্কৃতিকারী ... আমি এখনো হাত দেই নাই ... তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে– তাদের মনে রাখা উচিত– যে মুখ দিয়ে আমি হুকুম দিয়েছিলাম অস্ত্র ধরতে– আমি আবার হুকুম দেবো। দরকার হয়

তাদের টেনে ছিঁড়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হবে। বাংলার মানুষকে আমি না খেয়ে মরতে দেবো না। বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। বাংলার মানুষের সাথে বেইমানি আমি করতে পারব না। তাই সাবধান করে দিতে চাই। জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে পারবা না। যদি কোরো আমি পুলিশ দিয়ে তোমাদের ব্যবহার করতে চাই না। আমি আমার জনগণকে হুকুম দেব তোমার নাড়ি টিপে খতম করে দেবে। ভাবছ দুর্বলতা? না তোমাদের আমি দেখতে চাই। তোমাদের আমি বুঝতে চাই। তোমাদের আমি অনুরোধ করতে চাই। তোমাদের কাছে আমি আবেদন করতে চাই। আমার কর্মপন্থা আলাদা। তারপরে না হলে যা তোমাদের দরকার তাই দেয়া হবে এমন দেয়া হবে যে জীবনে ভুলবা না। ভাইরে আমার আমি জানি আপনাদের কিছুই নাই। আমি যখন শূন্য হাতে আইসা জেলখানা থেকে ক্ষমতা নেই না। প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কিছুই না। প্রধানমন্ত্রী আমি অনেক আগেই হতে পারতাম। কিন্তু বাংলার মানুষের ভালোবাসা আমার জীবনের পাথেয়। আমি যেকোনও মুহূর্তে যে কোনও পদ ত্যাগ করতে পারি কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা হারাতে পারি না। কী করবো আমি, আজ কী আছে আমার। সুশৃঙ্খলবদ্ধ হতে হবে। একদল মনে করেছেন স্বাধীনতা পেয়েছি আর কী? যত পার আদায় করে নাও। একে ঘেরাও করে, ওকে ঘেরাও করে বেতন বাড়িয়ে দাও, এটা দাও ওটা দাও। আমি কোথা থেকে দেবো। লক্ষ লক্ষ মা-বোন গ্রামে না খেয়ে মরে। লক্ষ লক্ষ এতিম রাস্তায় পড়ে আছে। কৃষকদের বীজ দিবার পারছি না। তেল দিবার পারছি না। আমি পানি দিবার পারছি না। ৩ মাস হয় নাই এটা বানায়া দাও ওটা বানায়া দাও। ঘেরাও করেন। আমি কি নাকে খত দিয়া পয়সা আনবো? আমি পারবো না। যদি আমার সরকার চালাতে হয়, আপনারা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আমার হুকুম মতো চলতে হবে। না হলে গদি ছেড়ে চলে যাব। ১৬ তারিখে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা ৩ মাস হয়েছে। কী করা যাবে? আসমান থেকে আনা হবে? চট্টগ্রাম পোর্ট ভেঙে জাহাজ ডুবেছে ... চাল এনেছি ভিক্ষা করে। গুদামে চাল নাই। আজ মানুষ যে না খেয়ে মরছে। গ্রামের মানুষ তো আমার কাছে দাবি করে না। তারা বলে মজিব আমার কষ্ট করে আমরাও কষ্ট করি। শহরের মানুষ দামি কাপড় পইরা বলেন, এটা দাও ওটা দাও। কি পেয়েছেন কি আপনারা? পারবো না আমি। আমার কাছে কিছুই নাই। আমি কিছু দিবার পারবো না।

আইন-শৃঙ্খলা আমাকে দেখতে হবে। চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, সুযোগ পেয়েই চুরি ডাকাতি শুরু করে দিয়েছে। আজ আমার কাছে ওয়াদা করুন চোর-ডাকাত চুরি করলে ধরে জেলে দিয়ে দিবেন। কিন্তু মনে রাখবেন যেন নিরাপরাধ লোকের ওপর যেন অত্যাচার না করে। তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে আমি দায়ী হবো। কিন্তু চোর, ডাকাত যদি বন্দুক দেখায়া বলে টাকা দাও। কী মামা বাড়ির আবদার? বাংলাদেশের মানুষ আমার কথায় অস্ত্র ধরেছিল। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে আমাকে ভালোবাসে। বাংলার মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। অনেক রক্ত দিয়েছি। আর রক্ত দিবার চাই না। আর যদি রক্ত চাও। রক্ত পাবা

তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। ভাইয়েরা আমার, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, বাংলার কৃষক যারা আমি জানি ওরা খাজনা দিবার পারে না। আমি ওয়াদা করেছিলাম যে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া হবে। আমি প্রথম দিনও ওয়াদা করেছি যে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে গেছে। যত বকেয়া খাজনা ছিল সব বকেয়া খাজনা মাফ করে দিয়েছি। দেই নাই? লবণের ওপর ট্যাক্স ছিল। বন্ধ করে দেই নাই? আমার কাছে যা আছে দিয়ে দিয়েছি। আমি মিথ্যা ওয়াদা কারো কাছে কোনদিন করি নাই। জীবনে ভয় আমি করি না। লোভ হয় নাই ...

জীবনে মিথ্যা ওয়াদা আমি করি নাই। আর জীবনেও করবো না। ...

ভাইয়েরা আমার শ্রমিক ভাইয়েরা আজ ... একদল নেতা হইছেন তারা মন্তব্য করেন ... । আজ দিনে-দুপুরে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। দেশের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, আজ ওদের গায়ে কাপড় নাই। ফ্যাক্টরি চালাতে পারছি না। বৈদেশিক মুদ্রা আমার একটাও নাই। আমি ভারতবর্ষে গেছি গান্ধীকে বলেছি সাহায্য করতে। কোন মতে আমি চালিয়েছি। কোথায় যাবো?...

ব্যাংক-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জাতীয়করণ করা হয়েছে। এখন এই ব্যাংক আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক। পাটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। মালিক হলো সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। টাইম নাই, শ্রমিক ভাইয়েরা মন দিয়ে কাজ কোরো তোমাদের লোক থাকবে, আয় হবে। যে উন্নতি হবে তা তোমাদের উন্নয়নে ব্যয় হবে। কারণ এ সম্পত্তি কারো কোনও ব্যক্তির নয়, এ সম্পত্তি হলো সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সম্পত্তি। যার অংশ তুমিও। আগে মালিকের ছিল, অমুকের ছিল, তমুকের ছিল, মাকেটিং কর্তা, এই কর্তা ওই কর্তা ... ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, পাটকল, কাপড়ের কল আর চিনির কলগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। কাজ করতে হবে। এগুলোর উৎপাদন করতে হবে। প্রডাকশন বাড়াতে হবে। আমার কাছে কিছুই নাই। বৈদেশিক মুদ্রা নাই। আমি পারবো না। ...

ভাইয়েরা আমার, ... আপনারা যদি এখন গঠনমূলক কাজের প্রতি অগ্রসর না হন তাহলে এদেশের মানুষকে বাঁচানো যাবে না। সতি কথা বলতে কি আমাকে কিছু প্রশংসা করতে হয়। এক কোটি লোক বাংলাদেশ মাতৃভূমি ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ভারত গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনসাধারণ, তাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের সরকার এবং জনসাধারণ ১ কোটি লোককে স্থান দিয়েছিল, খাবার দিয়েছিল এবং আমাদের স্বাধীনতার পাওয়ার পর তিনি আমাকে ৫ লক্ষ টন খাবার দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন যা দেয়া শুরু করে দিয়েছেন। ৫ লক্ষ টন খাবার আমি রাশিয়ার কাছে চেয়েছিলাম। সেখানে কিছু বন্দোবস্ত করেছি। বার্মার কাছ থেকে কিছু কিনেছি। জাতিসংঘ ঘুরেছি, আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, আমি চেষ্টা করছি। দুনিয়া থেকে চাল এনে আপনাদের মধ্যে বিতরণ করবো। এখন আনতেও তো সময় লাগবে। আমার কাছে তো আলাদিনের

কোন চেরাগ নাই। আমাকে তো জাহাজ দিয়ে এনে পৌঁছাতে হয়। জাহাজের বন্দোবস্ত করতে হয়। জাহাজতো আমার নাই। ভারতের কাছ থেকে দুইখান জাহাজে পাইছি। আনতে হবে এইখানে, আমার রেল লাইনের ভৈরব ব্রিজ খতম, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ খতম, এখন নৌকা দিয়া, ট্রাক দিয়া, বাস দিয়া চাল আনতে হয়। গ্রমে গ্রামে পৌঁছাতে হয়। আমার সেই ক্ষমতা নাই। __ এটা আপনাদের বুঝতে হবে, আমাকে সেইভাবে কাজ করতে হবে। আমরা চেষ্টা করতেছি গ্রামে গ্রামে যেতে। ... গরিব কাজ করে কিছু পয়সা পায়। কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি আমার কর্মী ভাইদের, ছাত্র ভাইদের, শ্রমিক ভাইদের বলব, তোমরা দেখ এই টাকা যেন চুরি কইরা দালালের দল না খেতে পারে। যাতে গরিব এই পয়সাগুলো পায়। কৃষক যাতে কোনও মতে বীজ থেকে ধান লাগাতে পারে ১০ কোটি টাকা ভিক্ষে করে হলেও আমি দিয়ে দিয়েছি তামাদি লোন। আমি কী করবো। আমি যা পাই তা দিয়ে দেই। যা যোগাড় করতে পেরেছি কিন্তু বাঁচাবো কীভাবে মানুষকে?

যদি আপনারা এগিয়ে না আসেন। যদি আপনারা কাজ না করেন, স্কুল-কলেজ ভেঙে দিয়েছে, লাটিরেটরি ভেঙে দিয়েছে, রাস্তাঘাট ভেঙে দিয়েছে,কলকারখানা নষ্ট করেছে, বৈদেশিক মুদ্রা নাই, পোর্ট ধ্বংস করেছে, রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে, আমি করবো কী? আমি তো পাগল হয়ে যাবো। বিশ্বাস করুন জেল থেকে বের হওয়ার পর এক মুহূর্ত আমার বিশ্রাম নাই। একটা মুহূর্তও না। আমি দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করি। আমার দশা হয়েছে গায়ে কাপড় দেয়ার মতো। মাথায় দিলে পাও খালি, পাও দিলে গলা খালি।

আমার দশা হয়েছে– তাই এভাবে কাজ করতে হচ্ছে। আর একটা কথা বলতে চাই। আমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাই। এক জেলার লোক বলে যে চট্টগ্রামের লোক বাইরের লোক থাকতে পারবে না। আমরাই কাজ করব। আমরা বাঙালি, চট্টগ্রাম নাই, নোয়াখালী নাই, ঢাকা নাই, সৈয়দপুর নাই, ময়মনসিংহ নাই। আপনারা নিজের সর্বনাশ করবেন না। এই যে কলকারখানা হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের টাকায় হয়েছে। চট্টগ্রামের বুক এত্ত বড়, চট্টগ্রামের লোককে ভালোবাসি। চট্টগ্রামের লোকেরা বাহাদুর। চট্টগ্রামের কেউ যদি চেষ্টা করে এই সমস্ত আত্মকলহ সৃষ্টি করে তবে চট্টগ্রামের মুখে কালি পড়বে। আমি চট্টগ্রামকে অত্যন্ত ভালোবাসি। আপনাদের মুখে যেন কালি লেপন না হয়।

পেটের দায়ে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, বৌদ্ধ হোক খ্রিষ্টান হোক নোয়াখালী হোক, ঢাকা হোক, কুমিল্লা হোক, ফরিদপুর হোক, খুলনা হোক, রংপুর হোক পেটের দায়ে সে মজদুর খাটবে। সে আমার মজদুর। সে মজদুর আমার দুনিয়ার মজদুর, সে বাংলার মজদুর, সে আমার ভাই– আপনাদের হুঁশিয়ার হতে হবে। একজন শ্রমিক নেতা হয়ার জন্য মাঝে মধ্যে স্লোগান দেয়। একটু পপুলার হবার চায়। মাঝে মাঝে স্লোগান দিয়ে পপুলার হওয়া যায় না। চট্টগ্রামের ভাইরা আপনারা আমার কাছে ওয়াদা করেন যারা অন্যায় করবে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন কি, দাঁড়াবেন না? হাত তোলেন। আমি দেখতে চাই। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছি। শুনে মনে হয়েছে আমি মরে যাই। কেন হবে এমন। আমার বাড়ি

কোথায়? কেন আপনারা আমাকে ভালোবাসেন? আমার বাড়ি বাংলাদেশে, চট্টগ্রামের মাটিতে আমার জন্মভূমি, ফরিদপুরের মাটিও আমার জন্মভূমি, রংপুরের মাটি আমার জন্মভূমি, খুলনার মাটি আমার জন্মভূমি, বাংলার মাটি আমার জন্মভূমি। কর্মচারী ভাইদের কাছে আর একটা অনুরোধ যে কর্মচারী ভাইয়েরা বিপ্লবের সরকার, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। বিপ্লবের পরে অনেকের চাকরি থাকে না। এখনও আইন আছে আমার হাতে আছে। যে কোনও সময় যে কোনও লোকের চাকরি যেতে পারে। খালি আমি বলিয়া দেব। খতম।

আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো বাংলার মানুষ আর সরকারি কর্মচারী সব এক ভাই। এক মায়ের ছেলে। আপনারা শাসক আর জনগণ শাসিত। আপনিও একজন গরিব কৃষকও একজন, ভিক্ষুকও একজন– সবই বাংলা মায়ের সন্তান এবং আপনাদের যে পয়সা দেই আমরা তা এই জনগণের ট্যাক্সের টাকা দেই। আপনাদের পরিবর্তন করতে হবে আপনাদের মেন্টালিটি। কিছু সংখ্যক লোক আছেন যারা ... এও আমি দেখেছি অনেকে আছেন জান-প্রাণ-মন দিয়ে খাটতেছেন কীভাবে বাংলার মানুষের উন্নতি হয়। তাদের আমি বলে দেবার চাই আমি নিশ্চয়ই দেখবো তাদের উন্নতি হয়। ... যে কাজ করবে তারই উন্নতি হবে। যে মানুষকে ভালোবাসে তারই উন্নতি হবে। প্রমোশন– এমনি প্রমোশন হবে না। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল এত রক্ত কোনও জাতি দেয় নাই। এই রক্তের ঋণ শোধ করুন। দেশকে ভালোবেসে, দেশের সেবা করে দেশের মানুষের মঙ্গল করুন। আর আমার ছাত্র ভাইয়ের একটু লেখাপড়া করেন এবার। পয়সাকড়ি বেশি কিছু নাই। স্কুলের টিচারদের অবস্থা খুব খারাপ। একটু লেখাপড়া করেন, জানি পয়সা দেয়ার পারছি না। দাবি বহু হয়েছে, আরও দাবি করেন আপত্তি নাই। আবার ডাক দেবো লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। ডাক আমি আবার দেবো।

প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত বিনা পয়সার বই দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা হয়েছে। আস্তে আস্তে পারবো এখন সম্ভব নয়। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি যদি যুদ্ধ চলত আরও তিন বছর কী করতেন আপনারা? যুদ্ধ করতেন না, না খেয়ে কষ্ট করতেন না? ... নতুন জীবন শুরু করতে হবে, পারবেন? ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার বাংলাদেশ হবে গরিবের দেশ বাংলাদেশ হবে কৃষক এবং শ্রমিকের দেশ, এতে কোনও সন্দেহ নাই। ... আমি আপনাদের যাহার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, পাটকল, কাপড়ের কল নিয়েছি মনে মনে দুঃখ পাইতে পারেন। দুঃখ করিবেন না। ... আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ– গ্রামে গ্রামে যান, শহর-বন্দরে যান। আপনারা কাজ করেন। আপনারা জানেন, রাশিয়া, জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইন পাস করল। শ্রমিকরা ৯ ঘণ্টা কাজ করবে। জার্মানির শ্রমিকরা বলল, না। আমরা ১১ ঘণ্টা কাজ করবো। আজ আপনাদের সেই অবস্থা হয়েছে। ... আমি সহ্য করতে পারি না। সত্যিই আমি সহ্য করতে পারি না। ... আমি পাগল হয়ে যাই। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল যে যেখানে আছেন কাজ করেন, গরিবের জানমাল নিয়ে কেউ যেন ছিনিমিনি না খেলে এ আমি আশা করি। ...

[এই ভাষণটি রেকর্ডের অস্পষ্টতার কারণে শেষের কয়েকটা কথা বোঝা যায় না বলে অসম্পূর্ণ প্রকাশ হলো]।



২ এপ্রিল, ১৯৭২

ঠাকুরগাঁও

বঙ্গবন্ধু ঠাকুরগাঁও-এ এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি সাহেব, আমার ঠাকুরগাঁয়ের বোনেরা ও ভাইয়েরা, আমার মনে পড়ে গণআন্দোলনের পূর্বে আমি এখানে এসেছিলাম। পঁচাগড় থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত অনেক সভায় আমি বক্তৃতা করেছিলাম। আমাকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের জালিমরা ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে নিয়ে যায়, আমি জানতাম না যে আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসবো। আমি জানতাম না আমার সোনার বাংলাকে আবার আমি দেখবো। আমি জানতাম না আমার বাংলাদেশের সোনার মানুষের মুখ আমি দেখবো। যে বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি আর যে বাংলার মাটি আমাকে ভালোবাসে, যে বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, যে বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম, অমি জানতাম, আমার আত্মবিশ্বাস ছিল ফাঁসি কাষ্ঠে আসামি হিসাবেও জেলের মধ্যে আমার পাশে কবর রাখা সত্ত্বেও আমি জানতাম যে আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে এবং দুশমনদের হাত থেকে আমার বাংলাকে রক্ষা করবে।

আমি আমার ৭ কোটি লোকরে যাবার বেলায় কিছুই দেবার পারি নাই। তাদের হাতে আমি অস্ত্র তুলে দিবার পারি নাই। তাদের দিয়েছিলাম নীতি, তাদের দিয়েছিলাম আদর্শ, তাদের দিয়েছিলাম নির্দেশ, বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে আমার পুলিশ বাহিনী, আমার পুরানো ইপিআর, আমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা, আমার বাংলাদেশের ছাত্র, যুবক, কৃষকেরা বিনা অস্ত্রে সেই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, কিন্তু বড় রক্ত দিয়ে এ স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। এত রক্ত দুনিয়ার কোনও দেশে কোনও জাত স্বাধীনতার জন্য দেয় নাই, যা আমার বাংলার মানুষ দিয়েছে। মানুষ যে এত পশু হতে পারে, মানুষ যে এত অসভ্য হতে পারে, মানুষ যে এত অমানুষ হতে পারে তা পশ্চিমা খান সেনাদের মতো দুনিয়ায় কোথাও এ রকম পয়দা হয় নাই। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে, আমার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ঘর-

বাড়িকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে, আমার ধানের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার পোর্ট আর রেললাইন ভেঙে দিয়েছে, আমার টাকা আত্মসাত করেছে, আমার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছে, আমার মানুষকে ধরে ধরে নির্দয়ের মতো অত্যাচার করে হত্যা করেছে। মানুষ, দুনিয়ার মানুষ দেখে নাই যে কী অত্যাচার আমার দেশে করেছে। কিন্তু টিকতে পারে নাই খান সেনারা। টিকতে পারে নাই পশ্চিমা শোষক গোষ্ঠী। ২৩ বৎসর ২৪ বৎসর পর্যন্ত আমার বাংলার পাটের টাকা, আমার বাংলার পুঁজির টাকা, আমার বাংলাদেশের মানুষের খাজনার টাকা, আমার বাংলাদেশের যা কিছু ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। বারবার এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। বাংলার মানুষ আমাকে সাহায্য করেছে। এই আমি বেইমানদের কাছে মাথানত করি নাই, যাতে আমার বাংলার মানুষ দেখে যে তাদের নেতা মরতে পারে। সে মরবে খাড়া হয়ে মরবে, মাথানত করে মরবে না।

আমি যদি স্বাধীনতা না দেখে যাই যেমন আমার ত্রিশ লক্ষ ভাই– বোনকে হত্যা করেছে তারা এই স্বাধীনতা দেখে নাই। তারা জীবনে আর মায়ের কোলে ফিরে আসবে না। আপনারা জানেন না আমার মনের অবস্থা কী? আমি যখন সকাল বেলা বেরোই, তখন আমার ছেলে হারা মা, পুত্রহারা বাপ, স্বামী হারা একজন মহিলা আমার দুয়ারের কাছে আসে, বাবা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে দিয়েছে, বাবা আমার স্বামীকে ধরে মেরে ফেলে দিয়েছে, বাবা আমি বিধবা আমি কী করবো?

ত্রিশ লক্ষ লোক, একজন-দুইজন নয়। এক পয়সার একটা সোনা পর্যন্ত বাংলাদেশে রেখে যায় নাই। বৈদেশিক মুদ্রা না হলে দুনিয়ার কোথা থেকে কোনও জিনিস কেনা যায় না। বিশ্বাস করেন যেদিন আমি পশ্চিম পাকিস্তান থেইকা ফিরা আইসা, আমার ইচ্ছা ছিল না যে আমি প্রধানমন্ত্রী হই। আমি প্রধানমন্ত্রী হইয়া কী হবে আমার? যে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ খুলে ভালোবাসে একটি লোককে তার কাছে প্রধানমন্ত্রিত্বের কী দরকার আছে ... । প্রধানমন্ত্রিত্ব দিয়ে আমি কী করবো? ...

আমি দেখলাম যে এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রা নাই। কোথা থেকে আমি খাবার আনবো? কী করে আমার মানুষের মুখে আমি খাবার দেবো? কোথা থেকে আমি জিনিসপত্র কিনে আনবো, কী দিয়ে আমার মানুষকে আমি চাল দেবো? কোথা থেকে আমি অর্থ পাবো? যা দিয়ে আমি আমার মানুষকে সাহায্য করবো। আমার তো আর কিছু নাই, আমার তো আর আলাদিনের চেরাগ নাই। যা ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আমি বললাম আমি কাপুরুষ হলে চলবে না। আমাকে এদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এদের যদি মৃত্যু হয় ঐভাবেই আমার মৃত্যু হওয়া প্রয়োজন। ওদের দুঃখে আমি দুঃখি। ওদের সুখে আমি সুখি। ওরা আমার ভাই আমি ওদের ভাই। দেখি কী করা যায়। চল দুহাত তুলে চেষ্টা করে দেখি। ভারতের সাহায্য আমার নিতে হয়েছে কী করবো? বাংলার মানুষ, যেদিন এক কোটি লোক এই বাংলাদেশ থেকে ঘর-বাড়ি ... দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। একজন-দুইজন নয়, এক

হাজার-দুই হাজারও নয়। এক লক্ষ-দুই লক্ষ নয়। এক কোটি লোক বাংলা থেকে মাতা, মাতৃভূমি ত্যাগ করে ঘর-বাড়ি ছেড়ে ছুটে গিয়েছিল ভারতের দিকে। শ্রীমতি গান্ধী মাতৃরূপে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতের জনসাধারণ তাদের সাহায্য করেছিলেন, তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের খাবার দিয়েছিলেন, তাদের স্থান দিয়েছিলেন। আমরা বাঙালিরা অকৃতজ্ঞ নই। নিশ্চয়ই আমরা তাদের মোবারকবাদ জানাবো। স্বাধীনতার পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাঁচ লক্ষ টন খাবার দেবেন এবং খাবার দেওয়া শুরু করলেন আমার বাংলার ভুখা মানুষকে খাওয়ানোর জন্য। তিনি কিছু টাকা দিলেন। যা দিয়ে সরকার চালাতে শুরু করা হলো। তিনি কিছু মালপত্র দিলেন, যা দিয়ে কারখানা চালাতে আরম্ভ করলাম, তিনি কিছু লোক দিলেন যা দিয়ে রেললাইনগুলোকে চালু করা হলো। বলেন তো তার কাছে অকৃতজ্ঞ কী করে হই। আমি তো মানুষ। বাঙালি নিমক হারাম নয়।

যখন উনি এবার আসলেন ঢাকায়, আমি যখন তাকে বললাম, শ্রীমতি গান্ধী তুমি তো আমাকে পাঁচ লক্ষ টন খাবার দিচ্ছ। কিন্তু আমার যে আরও খাবার দরকার। আমি কোথা থেকে আনবো? তুমি কী আমাকে আরও কিছু দেবার পারো না? কাইল যখন আমি খুলনা থেকে ফিরে আসলাম আমি তার কাছে থেকে চিঠি পেলাম যে তোমাকে আমি আরো ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাবার দেবো। আমি আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে ভারতের জনসাধারণ এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীকে মোবারক বাদ জানাই। কী করবার পারি বলেন? আইসে দেখলাম মানুষের কিছু নাই। ওরা খাজনা দেবার পারবে না। ওদের যদি খাজনা দেবার বলি তাহলে ওরা শেষ হয়ে যাবে। আমি বললাম, যাও কোনও প্রয়োজন নাই, বকেয়া খাজনা সব মাফ করে দাও।

বলেন তো, না লবণের ট্যাক্স সব মাফ করে দিলাম। অসুবিধা নাই। যেখান থেকে পারি প্রয়োজনে আমি ভিক্ষা করে আমি আনবো। দিয়ে দাও। হাজার কোটি টাকা, টেস্ট রিলিফ করার জন্য। মানুষ কাজ করে পয়সাগুলো কাজে লাগাক। বলে গরু-ছাগল কিনতে পারে না, কোথায় পাবো? দাও দশ কোটি টাকা যেখান থেকে পারি আমি ভিক্ষা করে আনবো। দিয়ে দাও। টাকা আমি দেব।

পশুর দল যে সব লুট করে নিয়ে গেছে। আমি দিবো কোথা থেকে? খাজনা না দিলে গভর্নমেন্ট বা সরকার কী দিয়ে পয়সা দিবে আমাকে বুঝাইয়া বলেন। কে দেবে? কোথেকে দেয়া হবে? সবই মাফ করে দিয়েছি। পয়সা কোথেকে আসবে? পাট চালান দেবো, আমাদের যেগুলো পোর্ট আছে, চট্টগ্রাম, চালনা পোর্ট, জাহাজ আসতে পারে না ভালোভাবে। জাহাজগুলো দস্যুর দল ডুবাইয়া দিয়া গেছে নদীর বুকে যাতে জাহাজ আসতে না পারে।

আর কী লাগবে আমার? সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আছে ... । না খেয়ে মরে যাবো কিন্তু গোলামের গোলামি করবো না। ... তোরা চলে যা এদেশ থেকে। জীবনের তরে চলে যা, জীবন ভরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যা তোরা বাংলার বুকে করে গেছিস, কিন্তু মনে রাখিস

যারা যারা পাপ করেছে। যারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে যারা আমার মা-বোনকে পাশবিক অত্যাচার করেছে, ওদের বিচার হবে বাংলার বুকে।

আমি যাবো রাশিয়া, ভিক্ষা দাও। আমি যাবো ভারতবর্ষে, ভিক্ষা দাও। আর চোরের দল এখান থেকে বর্ডার পাস করে দেয়। আপনারা আমার জন্য অস্ত্র ধরেছেন। আমার জন্য জীবন দিয়েছেন, আমার কাছে ওয়াদা করেন, যে চোরাকারবারি, দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিতে হবে। রাজি আছেন কি না?

আর জিনিসের দাম বাড়াবা না। তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি– মুজিবর রহমান ভালো মানুষ সত্য কথা, নরম দেহের সত্য কথা। কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে, মেশিনগান চালাইয়া দেবার হুকুম দেবার জন্য একমুহূর্ত দেরি করিবে না। আপনারা মেহেরবানি করিয়া জিনিসের দাম কমান। জিনিস পাওয়া যায়, দাম বাড়বে কেন? আমি হাত দিচ্ছি না। কারণ আপনারা দেখলেন যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনা হয়েছে। রক্ত দিলে কী আর থাকে? ত্রিশ লক্ষ লোক শহিদ হলেন তার আর কী লাগে? কোথায় পাবো? কে দেবে? কার কাছে পাবো? আমি আজকে আড়াই মাস হলো জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আড়াই মাস। আমি একটা দিন বিশ্রাম নিতে পারি নাই। বিশ্রাম কারে কয় আমি জানি না। আমি চিন্তা করছি। আমি কেবল শিহরিয়ে ওঠি কী করে আমার দুঃখি মা-বোনের মুখে হাসি ফুটাবো। আর চোরা কারবারি বদমাইশি বাংলাদেশে বাস কইরা ফটর ফটর চোরকারবারি আর দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

আমার কর্মী ভাইয়েরা, আমার বাংলার জনসাধারণ, আমার ঠাকুরগাঁয়ের জনসাধারণ, তোমরা আমাকে ভালোবাস কিনা? যদি ভালোবাস এই চোরা-কারবারিদের শেষ করতে হবে। যেমনি আমার কথায় অস্ত্র ধরে ছিলা। দরকার হলে তোমাদের এবার আমি লাঠি ধরতে বলবো। চোরাকারবারি গোষ্ঠী আমি বাংলা থেকে নিপাত করে দেবো। কী মনে করেছে? আপনারা সাহায্য না করলে পারবো না। আমার শতকরা ৬০ জন পুলিশকে মাইরা থুইয়া গেছে। আমার শতকরা ৬০ জনের মতো, আমার বাংলাদেশ রাইফেলের জোয়ানদের মেরে ফেলে গেছে। আমার মিলিটারিদের মেরে দিয়া গেছে। আমি মিলিটারি দিয়ে দেশ শাসন করতে চাই না। আমি পুলিশ দিয়ে দেশ শাসন করতে চাই না। আমি চাই বাংলার জনগণের সাহায্য নিয়ে দেশ শাসন করতে।

ওরা থাকবে, ওরাও এই বাংলার সন্তান, কিন্তু আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে আগে এবং আপনার মহান কাজ করতে হবে। আরে আসুন। আরে দুনিয়ার এমন আমি মানুষ দেখি নাই। আশ্চর্য হয়ে যাই, এত, মানুষতো, মানুষতো বুঝা উচিত যে এত রক্তের পরে স্বাধীনতা এসেছে আজ চোরাকাবারি। ঠাকুরগাঁর ভাইয়েরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাদের কাছে, যারা অন্যায় করেছে নিশ্চয়ই তাদের সাজা দেওয়া হবে। কিন্তু যারা নিরপরাধ, যা আপনাদের ঠাকুরগাঁয়ে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে। কিছু লোক এখানে এসে বাসিন্দা হয়েছিল, আমি জানি, আর কিছু কিছু লোক খান সেনাদের সঙ্গে মিশে আপনাদের

অত্যাচার করেছিল। তাদের বিচার করা হবে, তাদের গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু যারা নিরপরাধ, ঘরবাড়ি ত্যাগ করে চলে গেছে তাদের আসতে দিতে হবে। রাজি? ওভাবে না, হাত তুলে বলতে হবে। আমি কী করে তাদের সরাবো? তারা, দেখা গেছে চাঁপাইনবাগঞ্জে, ৫০ হাজার লোক নেই, ... যেখানে ৫০ হাজার লোক চলে গেছে। এখন তারা আইসা আমার কাছে কাঁন্দে। আমরা কী করে খাওয়াবো? আমরা না খাইয়া মরতেছি। আমি কী করবো? ওদের আসতে দিতে হবে। আর যারা বদমাইশি করেছে তাদের আমি বলে যাচ্ছি আরেকটি জেল করে হলেও তাদের বন্দি করবো। কোন চিন্তার কারণ নাই। যারা অন্যায় করছেন, অন্যায় থামান। আপনারা ভাবেন, যারা নিরপরাধ, নিরাশ্রয় যারা আপনার ভাই, তাদের মাটিতে, তাদের দেশে আসতে দিবেন এটাই কামনা।

ভাইয়েরা বোনেরা, দেশ শুধু একজনের নয় আপনাদের সবকিছুর উন্নতি করতে হবে। ৭ কোটি লোক ১০ কোটি টাকা দিচ্ছি আমি ...। ওর মধ্যে থেকে কষ্ট-মষ্ট করে ... চালাইতে হবে। আধপেটা খাইয়া যদি চালাইতে পারেন এটা করে চালাইতে হবে, দেবার পারবো না, আপনারা মজিবর রহমানকে চেনেন– মিথ্যা কথা বলবেন না। মিথ্যা ধোঁকা দেয় না। গদি-ফদি আমি চাই না। আমি মিথ্যা কথা বলে আমি মানুষকে ধোঁকা দিবার পারবো না। যা অবস্থা খান সেনারা বাংলায় করে গেছে, সেই জাগায় ফিরে আসতে হলে, আমার কমসে কম ১০ বৎসর লাগত। কিন্তু আমি আশা করি তিন বৎসরে সে জায়গায় ফিরে আসতে পারবো। এই তিন বৎসর আমি কেউরে কিছু দেবার পারবো না। যদি পান মনে করবেন যে কেসমতের জোরে পাইছেন। যদি বলেন যে দিতে হবে, আমি বলবো সালামুলাইকুম, আমি কিছু দেবার পারবো না। আমি খাজনা মাফ করে দিয়ে, আমার হাতে আছে সেটা মাফ। কিন্তু যা নাই দেবার ক্ষমতা নাই। স্বাধীনতার অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়। যুবক ভাইয়েরা শৃঙ্খলা শেখো। যুবক ভাইয়েরা গ্রামে-গ্রামে যাও। ছাত্র ভাইয়েরা লেখাপড়া শেখো ... তোমাদের ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দিতে হবে। ভবিষ্যতে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ... দেশ তোমার, এটাকে গড়তে হবে। লেখাপড়ার দিকে একটু নজর দাও। ভবিষ্যতে তোমাদের বড় বড় কর্ম করে খেতে হবে।

আর আপনারা জানেন, যে দেশে বড় বড় ব্যাংক যা বাংলাদেশে ছিল আজ বাংলার সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি। এখন আর দুই-চার জনের সম্পত্তি নয়। যাকে বলা হয় ব্যাংক জাতীয়করণ। এখন এই যে ব্যাংকগুলো যার মধ্যে চাবি। যা দিয়ে ভুঁড়িঅলা আরও ভুঁড়ি পয়াদা করে আর গরিব গরিব হয়। এই জায়গায় আমি প্রথম আঘাত করছি তারা কিন্তু বসে থাকবে না। তারা কিন্তু বসে থাকবে না। এটাকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। আপনাদের হুঁশিয়ার হতে হবে। আমি আপনাদের সাথে আপনারা আমার সাথে। যদি ভুঁড়িঅলারা পয়সা দিয়ে অতিবিপ্লবী কথা কয় কেমন করে দমন করতে হয় বাংলার মানুষ জানে। জানেন না? একটু ভালো করে রেডি হইয়া থাকেন আমি হুকুম দিয়া বসতেও পারি আবার বলা যায় না। আমি লোকটা আবার একটু সোজা মানুষ। আবার বড় বড় কল-

কারখানা ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা ছিল সেগুলোকে জাতীয়করণ করে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি করেছি। যতগুলো চটকল ছিল সব এখন বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সম্পত্তি। যতগুলো চিনি কল ছিল, সব বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সম্পত্তি। যতগুলো কাপড়ের কল ছিল তা এখন সমস্ত সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সম্পত্তি। আমি জাতীয়করণ করে সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে দিয়েছি। ফসল উৎপাদন করেন, চেষ্টা করেন। আমারে বলে পাম্প নাই? আমি বললাম যে পাম্প নাই? সত্যি নাই। গর্ত কর। পানি উঠাও, সাহায্য কর। ফসল উৎপাদন করতে হবে। ভিক্ষুকের জাত হয়ে আমি বাঁচতে চাই না। আমি মাথানত করে কারো কাছে ভিক্ষা চাই না। আমি চাই আমার মানুষ ভবিষ্যৎ বংশধর যেন ... গোলাম না হয়ে থাকে। ...

আমার ভাইয়েরা আমার, আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। রৌদ্রের মধ্যে আপনারা কষ্ট করতেছেন। আসুন আমার সঙ্গে আপনারা একটা মোনাজাত করেন যে সমস্ত ভাইয়েরা আমার শহিদ হয়েছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। বসেন আপনারা, বসেন, বসেন আপনারা।

ভাইয়েরা আমার, ... ওদের রক্ত যেন বৃথা না যায় সেটাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ।

আগের সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম হবে দেশ গড়ার সংগ্রাম। বাংলার মানুষ যদি পেট ভরে ভাত খায়, বাংলার মানুষ যদি শান্তিতে বাস করে, বাংলাদেশের দুর্নীতি নষ্ট হয়ে যায়, বাংলায় যদি শোষণহীন সমাজ গঠন হয়, তাহলে আমি বিশ্বাস করি। যারা শহিদ হয়ে মারা গেছে ওদের আত্মা শান্তি পাবে। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা সকলে কাজ করেন দেশকে গড়ে তুলেন। আমি বলে দিচ্ছি পরিষ্কার কথা-কিচ্ছুই আপনারা আশা করবেন না, তিন বৎসরের মধ্যে আমি দেবো। আপনাদের নিজেদের কাজ করে খেতে হবে। আমি ভিক্ষা করে আনি যা পারি নিশ্চয়ই আপনাদের পৌঁছাবো। যাতে চাটার দল যাতে চাটা না খাইতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখবেন। আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে ঠাকুরাগাঁর ভাইদের ধন্যবাদ দিয়া, জানি আমি ঠাকুরগাঁ সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি জানি। ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা

জয়বাংলা

জয়বাংলা।



৫ এপ্রিল, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বেতারে 'দেশ আমার, মাটি আমার' অনুষ্ঠানে সমবায়ের ওপর এই ভাষণ দেন।

আজকে কী? আজ আমাদের কী অবস্থা? আজ আমাদের পপুলেশন, আজকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আজ আমরা শ্রমিক আন্দোলন করবো। কী করবো? কারখানায় কাজ হবে না। কারখানায় প্রডাকশন না বাড়াইয়া– ভিক্ষুকের জাতির কোনও ইজ্জত আছে? দুনিয়ার জীবন ভরে ভিক্ষা পাওয়া যায়? স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সে জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

কাজ করবো না ফাঁকি দেবো, অফিসে যাবো না ফাঁকি দেবো, ফ্রি স্টাইল! ফ্রি স্টাইল মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে দশটার সময় যাওয়ার কথা বলে বারটার আগে যাব না। ৫ টায় হলে তিনটায় ফিরে আসতে হবে। কারখানায় কাজ করবো না। পয়সা দিতে হবে।

আমার কৃষকরা খারাপ নয়। আমার কৃষকরা কাজ করতে চায়। আমার কৃষকরা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বাধার সৃষ্টি করি। আমরা ষড়যন্ত্র করি। আমরা লুট করে খাই। আমরা জমি দখল করে লোক নিয়ে যাই। আমরা যারা বড় বড় এখানে আছি তারা এ সমস্ত করে। তারা কারা? তারা এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া করা মানুষ। যাদের পেটের মধ্যে দুই অক্ষর বুদ্ধি, ঐ বাংলার দুখি মানুষের কথা তারা ভুলে যায়।

-আমি কী পেলাম, আমি কী পেলাম? আমি বার বার বলেছি– আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। না হলে দেশকে ভালোবাসা যায় না। দেশের জন্য কাজ করা যায় না। কল-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে আমার প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না। কী করে আপনি করবেন? ধরেন, বিশ লক্ষ টন খাবার যদি বৎসরে হয় কত হয়? কমপক্ষে ৫৪০ লক্ষ মণ, হ্যাঁ, ৫৪০ লক্ষ মণ ... । -প্রত্যেক বৎসর বিদেশ থেকে, এ তিন বৎসরে বন্ধু রাষ্ট্রেরা সাহায্য করেছে, ত্রাণ দিয়েছে, লোন দিয়েছে, আনতেছি খাবার নানার বন্দোবস্ত হয়েছে। কতকাল ধরে কতদিন ধরে? মানুষ বাড়তেছে। বৎসরে ত্রিশ লক্ষ

লোক আমার নতুন বাড়ে। আজকে আমাদের পপুলেশন প্ল্যানিং করতে হবে। পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে। না হলে বিশ বৎসর পরে ১৫ কোটি লোক হবে, ২৫ বৎসর পরে। ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল। বাঁচতে পারবেন না। যেইখানে গিয়ে থাকুন বাঁচার উপায় নাই। পপুলেশন কন্ট্রোল আমাদের করতে হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না এবং এ জন্য তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। বিশৃঙ্খলা জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছি আমরা। ফ্রি স্টাইল! এটা হবে না, ওটা হবে না। যাকে অ্যারেস্ট করবো, বলবে যে ওমুক পার্টির লোক, ওরে অ্যারেস্ট করবো ওমুক পার্টির লোক।

খবরের কাগজে বিবৃতি, জিনিস এক জায়গায় দাম এক শ' দশ টাকা হলে, হঠাৎ এক জায়গায় দাম দু'শ' টাকা হয়ে গেল। খবরের কাগজ ছাপাইয়া দিল হোল বাংলাদেশ, দু'শ' টাকা হয়ে গেল।

যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব, যেখানে দুনিয়ার কাছে সবকিছু কিনতে হয়। আমরা কলোনি ছিলাম, আমরা কোন জিনিসে সেলফ সাফিসিয়েন্ট ছিলাম না। আমরা তেলে সাফিসিয়েন্ট না, আমরা কাপড়ে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা খাবারে সাফিসিয়েন্ট না, আমাদের র-ম্যাটেরিয়াল কিনতে হবে, আমরা ওষুধে সাফিসিয়েন্ট না, আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানিদের। আমাদের কিছু প্রডিউস করতে হবে। সবকিছু বিদেশ থেকে আনতে হবে? কোথায় পাবেন বৈদেশিক মুদ্রা? আপনাদের প্রয়োজন বুঝতে হবে, ইনকাম করতে হবে। এই কাজ করতে হবে। ভিক্ষা করে, যে মানুষ ভিক্ষা করে, তার কোনও ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তাদেরও ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুকের জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে।

আগে আত্মসমালোচনা করেন, আত্মশুদ্ধি করেন। তাহলে হবেন মানুষ। এ কী হয়েছে সমাজের? সমাজ যেন ঘুণে ধরে গেছে। এ সমাজকে আমি চরম আঘাত করতে চাই। এই আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সেই আঘাত করতে চাই এ ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে।

আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি আপনাদের জানি সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি আমি, গ্রামে-গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল কইরেন না, আপনাদের জমি আমি নেবো না, ভয় পাইয়েন না যে জমি নিয়ে যাবো, তা নয়। ৫ বৎসর প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে প্রত্যেক গ্রামে-গ্রামে। এ কো-অপারেটিভে জমির মালিক জমিতে থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে, বেকার প্রত্যেকটা মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে সেই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে এবং বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। আল্টিমেটলি ৬৫ হাজার ভিলেজে একটা করে কো-অপারেটিভ করা হবে, ৫ বৎসরের প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে পয়সা যাবে, তাদের কাছে ফার্টিলাইজার যাবে, তাদের কাছে তেল যাবে, তাদের কাছে দাম

যাবে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল, টাউটদের দল বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশ এগোনো যায় না। এ জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে, এ ৫ বৎসর প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে ৫ শ' থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত কম্পোলসারি কো-অপারেটিভ। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন। অংশ যাবে কো-অপারেটিভে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ...

[এই ভাষণটির শেষাংশ রেকর্ডে পাওয়া যায়নি বলে অসম্পূর্ণ প্রকাশ হলো]।



৫ এপ্রিল, ১৯৭২
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন, আমরা আজকে সেই স্বাধীন দেশের নাগরিক। বাংলাদেশ আজ সার্বভৌম স্বাধীন দেশ। কিন্তু দুনিয়ার কোনও দেশ, দুনিয়ার কোনও জাতি কখনো এত রক্ত দেয় নাই যা আমার বাঙালিরা দিয়েছে। ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে এ বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য। এ বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য। এমন একটা অসভ্য দেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যাদের পশ্চিম পাকিস্তান বলা হয়। তাদের সেনাবাহিনীর লোকেরা পশুর চেয়েও অধম। তারা লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে, তারা আমার ছেলে-মেয়েকে হত্যা করেছে, তারা আমার সবাইকে হত্যা করেছে, তারা আমার রক্ষীবাহিনীকে হত্যা করেছে, তারা আমার সাবেক ইপিআরকে হত্যা করেছে, তারা আমার সামরিক বাহিনীর ভাইকে হত্যা করেছে, তারা কৃষকদের হত্যা করছে, তারা আমার ছাত্রদের হত্যা করেছে, তারা দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। হত্যা করেই শান্ত হয় নাই। তারা আমার রাস্তা-ঘাট ধ্বংস করেছে। তারা চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা আমার সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তারা আমার পোর্ট ভেঙে দিয়ে গেছে। তারা আমার রেললাইনকে নষ্ট করেছে। তারা আমার পোস্ট অফিসকে ধ্বংস করেছে। তারা আমার বৈদেশিক মুদ্রা চুরি করেছে। তারা আমার স্বর্ণ লুট করে নিয়ে গেছে। তারা আমার টাকার নোট জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এমন একটা দেশ বিদেশ থেকে এসে আমি পেলাম, আমি দেখলাম, আমার সহকর্মীরা আমার কাছে গেল, আমি দেখলাম একটা ধ্বংস্তূপ। আমি জানি না, এদের কী করে বাঁচাবো? আমি জানি না এদের কী করে আমি ভাত দিবো? আমি জানি না এদের কী করে কাপড় দিবো?

ভাইয়েরা আমার, আপনারা জানেন আমাদের দেশের অবস্থা। আপনারা জানেন, কী সর্বনাশ হয়েছে এ বাংলাদেশের। স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, কিন্তু কিছুই পাই নাই। আমি চিন্তা করে কূল পাই না, কেমন করে এ বাংলাদেশের লোককে বাঁচাবো? ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। মায়ের বুক খালি হয়েছে। বোন বিধবা হয়েছে। সংসার ছারখার হয়েছে। আড়াই

কোটি লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে পশুর দল। ... পশ্চিমারা করেছে, আর একদল বাঙালি রাজাকার, আলবদর নামে পশ্চিমাদের সঙ্গে যোগদান করে আমার বাংলার গরিব দুঃখিকে হত্যা করেছে। রাজাকাররা মনে করেছে যে তাদের ক্ষমা হবে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, রাজাকার-আলবদর যারা খুন করেছে তাদের ক্ষমা হবে না। তাদের বিচার হবে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন আপনারা।

আপনারা আজ ... বলেছেন, বিচার হবে না? বিচার হবে, ভালো করে বিচার হবে। যে সমস্ত ... ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল আমার বাংলার মা-বোনকে হত্যা করেছে এই বাংলার মাটিতে তাদের বিচার হবে।

__ আমি মিথ্যা ওয়াদা করতে পারি না। আমি মিথ্যা ওয়াদা জীবনে কোনদিন করি নাই। আমি আপনাদের ভোট নিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। আমি বলেছিলাম ৭ই মার্চ তারিখে– এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

__ আমাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে নিয়ে যায়। আমি আপনাদের কাছে অস্ত্র দিবার পারি নাই। আমার যারা সেপাই ছিল তাদের থ্রি নট থ্রি গান ছাড়া কিছুই ছিল না। আর যারা জনসাধারণ ছিল, হাবিলদার ছিল তাদের কিছুই ছিল না। লাঠি আর থ্রি নট থ্রি দিয়ে এই সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করেছে আমার ছেলেরা, আমার বোনেরা। তাই দুনিয়া দেখেছে বাঙালি কাপুরুষ নয়, বাঙালি যুদ্ধ করতে পারে, বাঙালি যুদ্ধ করতে জানে। বাঙালি মরতে জানে, বাঙালি মারতেও জানে।

আপনাদের কাছে আমি কী বলবো? আমি আড়াই মাস হয়েছে বিদেশ থেকে এসেছি, আড়াই মাস। আমাকে বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে হয়েছে। কারণ আমি জানি, যে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো বাংলার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য চেষ্টা করছে। ৩০ লক্ষ লোক যদি স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য জান দিয়ে থাকে আমি বিশ্বাস করি এক কোটি লোক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জান দিবে বাংলার মানুষ।

যদি কেউ বলে আপনাদের এই করবো, ঐ করবো। যা সর্বনাশ করে গেছে, জানেন আপনারা চট্টগ্রাম। আল্লাহ্‌র মর্জি আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম, তাদের সঙ্গে কন্টাক্ট করেছি। সমস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে গেছে সমুদ্রের মধ্যে। জাহাজ যদি মাল পাঠাতে না পারে আর মাল আনতে না পারি তাহলে আপনাদের কোত্থেকে আমি দেবো? আমি কিন্তু তিন বৎসর দেবার পারবো না। রাজি আছেন? ও হবে না– হাত তুলে দেখাতে হবে, রাজি আছেন কিনা। হ্যাঁ দেয়া হবে।

কোনও মানুষ ইনশাল্লাহ্‌ বাংলায় না খেয়ে মরবে না, সেই বন্দোবস্ত আমি করেছি। আমার বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে ভারতবর্ষের শ্রীমতি গান্ধী ৫ লক্ষ টন খাবার আগে দিবেন বলেছিলেন, পরে আবার আমাকে খবর দিয়েছেন আরও আড়াই লক্ষ টন খাবার দিবেন। আমি বার্মার থেকে চাল কিনেছি। রাশিয়া আমাকে চাল, খাবার দেবার জন্য বলেছে। জাপান থেকে কেনার বন্দোবস্ত করতেছি। জাতিসংঘ আমাকে খাবার চাল দেবে বলে ওয়াদা করেছে।

ইনশাল্লাহ্ যদি একবার আমার সমস্ত কল ভালোভাবে শুরু হয়ে যায় আর অভাব হবে না। তবে চুরি করে যদি কেউ খায় তার নাড়ি কেটে ফেলে দিতে হবে। একদল লোক জিনিসের দাম বাড়াইয়া দিয়েছে, তেলের দাম, কাপড়ের দাম, সাবান।

আমি একটা কথা ঘোষণা করতে চাই। আমি আগে করি নাই। কারণ আমি আস্তে আস্তে আগাই।

এই বাংলাদেশে যত ডিস্ট্রিবিউটর আছেন, যত হোল সেলার আছেন, যত এজেন্ট আছেন, তেলের, সাবানের, কাপড়ের যা কিছু হোক, যদি সাত দিনের মধ্যে জিনিসের দাম না কমে, ... সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্টকে আমি ক্যানসেল করে দিব আর প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নে একটা করে কো-অপারেটিভ স্টোর করবো। তোমাদের আমি ব্যবসা করতে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাংলার মানুষকে লুট করতে দেই নাই। তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি, যদি জিনিস পাওয়া যায় তাহলে কেন জিনিসের দাম বেশি হবে? ফ্যাশন হয়ে গেছে, হিসাব আছে অলিগলি দিয়ে দাম বাড়াইয়া দেয়। এজেন্সি ক্যানসেল হয়ে যাবে। মুজিবর রহমান মনে করে এর এজেন্সি ক্যানসেল। মুজিবুর রহমান বলে দেবে এজেন্সি ক্যানসেল হয়ে যাবে, এজেন্সি ক্যানসেল।

বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। বাংলাদেশে মানুষ দুইবার আমাকে স্বাধীন করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। আমি প্রধানমন্ত্রী হই নাই প্রধানমন্ত্রিত্ব করবার জন্য। আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি বাংলার মানুষকে হাসিমুখ ফোটাবার জন্য। ভুলে যান, আমি ভুঁড়িওয়ালাদের পেট কাইটা দিছি। ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বড় বড় পাটের কল, সব পাটের কল, সব কাপড়ের কল, সব চিনির কল সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্পত্তি, ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে আর নাই। ... আইন পাস করে দিয়েছি যাতে বাংলার মানুষ কাজ করে খেতে পারে। ... দশ কোটি টাকা তামাদি লোন দেয়া হয়েছে, যত বকেয়া খাজনা ছিল, সুদসহ সব মাফ করে দেয়া হয়েছে। ...

জমির মালিক আপনারা থাকবেন। ২৫ বিঘার খাজনা মাফ পাবে। না দিলে হবে না। আর কেউ জমি রাখতে পারবে না। এই সকলের জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করতে হবে। তবে সব কিছুরই সময় লাগবে। আমার শতকরা ৬০জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করেছে, আমার শতকরা ৬০-৬২জন উনারা রাইফেল– যাকে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল বলত, এখন আমরা বলি বাংলাদেশ বিডিআর। তাদের শতকরা ৬২ জন লোককে হত্যা করেছে। আমার সামরিক বাহিনীর ছেলে যা বাংলাদেশে ছিল শতকরা ৬৫ জনকে হত্যা করেছে। আইন শৃঙ্খলা– একটা রিকোয়েস্ট আমি করেছি, তোমরা আমার কাছে অস্ত্র জমা দাও। প্রায় সোয়া লক্ষ লোক আমার কাছে অস্ত্র জমা দিয়েছে। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা কিছু অস্ত্র রেখে দিয়েছে, সামান্য সামান্য। তাদের আমি বলেছি, সময় থাকতে আমার কাছে ভালো মানুষের মতো গোপনে জমা দিয়ে দাও। না হলে উপায় থাকবে না। আর যদি গ্রামে-গ্রামে ডাকাতি করে বন্দুকিরা। আমি তাদের বলে দিয়েছি, পুলিশকেও বলে দিয়েছি, যারা বন্দুক নিয়ে গুলি চালায়, ডাকাতি করবার চেষ্টা করবে, সোজা গুলি চালাইয়া দিয়া ভুঁড়ি ফাঁড়ি করে দাও আমার আপত্তি নাই।

... ভাইয়েরা, পুলিশ দিয়ে হবে না, বদর বাহিনী, ফদর বাহিনী যা পাবে ...। ধরে নিয়ে ওদের বিচার করবো। তবে একটা কথা আছে, নিরাপরাধ মানুষ যেন নিজের সঙ্গে দুশমনি আছে বলে সাজা না পায়। আর যে অন্যায় করেছে তাকে আপনাদের সাজা দিতে হবে। আমি নিরাপরাধীদের গ্রেফতার করতে চাই না, তবে এখন মাঝে মাঝে কাছিম দেখেছেন? কাছিম? কাছিমের মতো মাথা বাইর করছে। ওরা আপদ-বিপদ দেখে পেটের মধ্যে মাথাটা নিয়া যায়। আর সেই দেখে মানুষ ... তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা গ্রামে-গ্রামে, আমার ভাইয়েরা গ্রামে-গ্রামে পুলিশ ইনকোয়ারি করে আমি শান্তি রক্ষা করতে চাই না। আমি জনগণের সাহায্য চাই। জনগণকে নিয়ে আমি স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। আজ জনগণকে নিয়ে আমি সংগ্রাম করতে চাই। দেশ গড়ার সংগ্রামে এবং যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আপনারা রাজি আছেন কিনা? আপনারা রাজি আছেন? গ্রামে-গ্রামে চোর-ডাকাত ধরবেন? ধরে ধরে পুলিশে দিয়ে দিবেন। আর একটা কথা রয়ে গেল আপন বুক পাগলেও বোঝে। আমার দলের ভিতর কিছু কিছু লোক আছে যারা রাতে চোরাকারবারি করে যায়। আমি বলে দিয়েছি যে আপনারা বর্ডারে বর্ডারে আপনারা গণ কমিটি গঠন করেন, দল-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। আমি বাংলাদেশ রাইফেলের লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সাহায্য সহযোগিতা করবে। মনে রাখবেন এরা শুধু সিপাহী নয়, এরাও এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্দুক নিয়ে সমানে যুদ্ধ করেছে। আমিও তাদের বলবো যে রক্ত দিয়ে এত স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতাকে রক্ষা করা জনগণের কাজ। তোমাদের কাছে এটিই আমার আবেদন এবং আবদার।

ভাইয়েরা আমার, সরকারি কর্মচারী ভাইদের বলবো। পুরানা মত, পুরানা পদ বাতিল করে দেন। বিপ্লবের মাধ্যমে যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে অনেক দেশে চাকরি অনেকের থাকে না। আমি আপনাদের অনেকের চাকরি রেখে দিয়েছি। আমি চাই, যে আপনারা এই বাংলার মায়ের সন্তান হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের সেবা করবেন। আপনারা সেবক, আপনারা শাসক নন। আমি আপনাদের আবেদন করবো– আমি আপনাদের নির্দেশ দিব, আমি আপনাদের অনুরোধ করবো এদেশের প্রত্যেকটা মানুষ আপনার ভাই, আপনার মা, আপনার বোন, আপনার পাড়া-পড়শি, জনগণের সেবা করতে হবে। সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি লোক এত সোজা মানুষ নই। ... দরকার হলে, আপনারা জানেন মেশিনগানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, আপনারা দেখেছেন, অনেকবার দেখেছেন। মৃত্যু ভয় আমি করি না। এই সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে, যে ভালোবাসা ওদের কাছ থেকে পেয়েছি দুনিয়ার কোনও দেশে, কোনও নেতা তা পায় নাই। প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি চাই না, আমি চাই দেশের মানুষের ভালোবাসা। এই ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে চাই। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। দিনের আরাম রাতের বিশ্রাম হারাম করে দেন, দেশ আজ ধ্বংসস্তূপ। এ দেশকে আবার গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের কাজ করতে হবে। রাত নাই, দিন নাই, দশটা-পাঁচটা ভুলে যান। আমি আমার জীবন যৌবন দিয়ে দিয়েছি। ... কিন্তু আমি ১৯ ঘণ্টা কাজ করেছি, আমার সহকর্মীরা

কাছ করছে। আপনারাও কাজ করতে হবে। আপনারা কাজ করুন। আপনাদের যে পয়সা বেতন দেয় এই জনগণই দেয়। আমি যদি খবর পাই, আইন আমার হাতে আছে। আইন আমি ব্যবহার করতে চাই না। আমার লাগবে খালি একটা কলম। ইওর সার্ভিস নো লংগার রিকোয়ার্ড– আপনার চাকরি আর দরকার নাই। বাড়ি যেতে হবে। মেহেরবানি করে আপনারা কাজ করেন, জনগণকে বলবো– আপনাদের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতায় দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই জনগণকে যে টাকা দেয়া হবে আমার দলের লোক হোক বা অন্য দলের লোক হোক যদি আত্মসাৎ করে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। আর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটা কাজ করবেন। ঘুষ-দুর্নীতি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাফ করেন আমাদের। মেহেরবানি করে ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দেন। এই জমি পবিত্র জমি, এই জমির এমন কোনও জায়গা নাই যেখানে আমার দেশের মা-বোনের রক্ত নাই, এই জমির এমন কোনও মহকুমা নাই যেখানে আমার দেশের মা-বোনের কবর নাই, এই জমির এমন কোন নদী নাই যেখানে আমার দেশের ছেলের লাশ ভাসে নাই। তাদের কথা মনে করে, তাদের আত্মার কথা মনে করে, তাদের রক্তের কথা মনে করে, আমি আমার জনগণকে, আমি সরকারি কর্মচারীকে, আমি ব্যবসায়ীকে, আমি শ্রমিককে, আমি কৃষককে, জাতির কাছে আবেদন জানাই ... নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। দেশের মানুষ আজ দুঃখি, দেশের মানুষ আজ না খাওয়া, আজ ঘরে ঘরে গৃহহারা, সর্বহারার আর্তনাদ। আজ গ্রামে-গ্রামে আমি দেখি মানুষের ঘর-বাড়ি নাই। তিন মাস পরে বর্ষা আসবে। আমার মানুষ কোথায় থাকবে আমি চিন্তা করে ঘুমাতে পারি না। আমি আপনাদের কাছে চাই, যার ঘর আছে তার পাশের বাড়িতে ঘর দিয়ে সাহায্য করেন, যার খাবার আছে তারা অন্যকে খাবার দিয়ে সাহায্য করেন। এটা হলো মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ। আমার জয় বাংলা ভূলুণ্ঠিত হবে না। যেন বাংলার মানুষের জয় হয়। বাংলার মানুষ সুখী হয়। বাংলার মানুষ শোষণহীন সমাজ গড়তে পারে। সমাজতন্ত্র আমি করবো। সমাজতন্ত্র বাংলাদেশে হবে। শোষণহীন সমাজ বাংলাদেশে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি এবং আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি জানি বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে, আমিও চাই বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমি চাই বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি, বাংলা মাটিও আমাকে ভালোবাসে। আর না হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে পারতাম না। আমার মনে হয় এই দেশের কোটি কোটি মানুষের দোয়া আর এই মাটির টানে পশ্চিম পাকিস্তানের ... থেকে ফিরে এসেছি। জেলে যেইখানে আমাকে ... কবর খোড়া হয়েছিল ... তার পাশ থেকে আমি এইখানে আসতে পারতাম না। এই মাটিকে আমি ভালোবাসি। আমি চাই আমার বাংলার মানুষ বাঁচুক, আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, আমার বাংলার মানুষ শান্তি পাক। আমার বাংলার মানুষেরা মিথ্যাবাদী না হোক, আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক, আমার বাংলার মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করুক। লক্ষ লক্ষ বেকার রয়েছে আমার দেশে। চাকরির বন্দোবস্ত আমি করতে পারছি না। ভাইয়েরা আমার, চাকরির বন্দোবস্ত করতে হলে কল-কারখানা করতে হবে। সরকারি চাকরিতে এত চাকরি পায় না। ... শহর ছেড়ে কেউ যাবে

না। এটা করতে হলে সকলের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি আপনাদের কাছে, আপনারা জানেন– যে দেশে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব হয়েছে সে দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমি, আমার সহকর্মীরা যারা আমার আদেশ চালিয়েছেন তারা হত্যাকাণ্ড চালাবার দেন নাই। আমি তা চাই না। নির্দয়, নিরাপরাধ মানুষ মরুক আমি তা চাই না। তার মানে এই না যে আমাদের দুর্বলতা আছে। আমাদের দুর্বলতা নাই। কাজ করেন, মন প্রাণ দিয়ে কাজ করেন। ...

আবার বলে দিচ্ছি সাত দিন সময়, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি, তেলের এজেন্সি, সাবান এজেন্সি, সিগারেটের এজেন্সি আমি দশ দিন পরে ক্যানসেল করিয়া দিব। যদি তাও না করে আপনারা জানেন, আমি মুজিবর যেটা বলি সেটা করবার চেষ্টা করি।

ইয়াহিয়া খান আমাকে কত বলছিল প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য, প্রধানমন্ত্রী আমি হবার চাই না, আপনারা জানেন। আমি মরতে গিয়েছি কিন্তু বাংলার সঙ্গে বেইমানি করি নাই। এখনো বলছি আমি মরতে পারি, আমি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে বেইমানি করতে পারবো না। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকেন। একজন লোক বলল এটা হলো না, ওটা হলো না, ... কিচ্ছু দেবার পারবো না, আমি বলে দিছি। কিচ্ছু আমার কাছে নাই। আমি দুনিয়ার কাছে ভিক্ষা করে আনতেছি। ... আমার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করবে না, আমি কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবো না। কিন্তু যারা আমার বন্ধুত্ব আড়াল করার চেষ্টা করবেন, তারা মনে রাখবেন যে তারা জানেন না আমি হাত লাগাই না তবে একবার হাত লাগাইলে আমি কোনদিন পিছাই না। ... তাই বন্ধুগণ আপনাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যা পারছি করছি, আমি মিথ্যা আশ্বাস দেবার পারবো না। তিন বৎসর, ধরেন তিন বৎসর যদি যুদ্ধ চলত আপনারা কী করতেন? যুদ্ধ করতেন না? আপনারা না খেয়ে যুদ্ধ করতেন না? ধরেন তিন বৎসর আরও যুদ্ধ করতে হবে। যাই হোক যা ধ্বংস করে গেছে সেই ধ্বংসটাকে ঠিক করতে আবার দশ বৎসর সময় লাগত। কিন্তু আমি মনে করি ইনশাল্লাহ্ তিন বৎসরের মধ্যে পারবো। কিন্তু আপনাদের কাজ করতে হবে। একলা কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা দোয়া করবেন। যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, আমার জীবনে এটাই আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে। এর চেয়ে আর বেশি আপনাদের কাছে চাই না। আর আপনারা কাজ করে যান, ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলা আবার হাসবে এ বিশ্বাস আমার আছে। যদি শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি। তবে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনাদের কাছে আমার আরেকটা অনুরোধ হলো যে দুর্নীতি ও ঘুষের বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করতে রাজি আছেন কিনা? দুর্নীতি আর ঘুষ, রাজি আছেন? হ্যাঁ।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা
জয় বাংলা
জয় বাংলা।



৯ এপ্রিল, ১৯৭২

ঢাকা

ঢাকায় আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা উত্তর ১ম কাউন্সিল অধিবেশনে
বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে এই ভাষণ দেন।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, সভা শুরু করার পূর্বে আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল সভায় আমরা প্রস্তাব করেতেছি যে সমস্ত ভাইয়েরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বা যুদ্ধ পরে আওয়ামী নেতা কর্মীসহ বাংলাদেশের চাত্র, কৃষক, মজদুর, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ, বিডিআর, সামরিক বাহিনীর লোকেরা, যারা জীবন দিয়েছেন, প্রথমে আমরা তাদের জন্য একটা প্রস্তাব করছি এবং তাদের পরিবারদের জন্য ... এবং তার পরে আপনারা আবার দাঁড়াইয়া পড়েন এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করে আমরা মোনাজাত করছি।

দোয়া করি ভাইয়েরা ও বোনেরা, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। গত কাউন্সিল সভায় আপনারা যোগদান করেছিলেন। সেখানে আমরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম এবং যে শপথ নিয়েছিলাম, তা কার্যকর করতে আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেছে। আওয়ামী লীগের আমার বহু সহকর্মী, যাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, যাদের সঙ্গে দীর্ঘ ২৩/২৪ বৎসর কাজ করেছি সেই অনেক কর্মী এবং অনেক নেতা আজ আমাদের মধ্যে নাই, তারা শহিদ হয়েছেন। শহিদ হয়েছেন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধারা, সরকারি কর্মচারীরা, সামরিক বাহিনীর ভাইয়েরা, পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা, সৈনিক ভাইয়েরা, ছাত্র ভাইয়েরা এবং বিশেষ করে যাকে আমরা বিডিআর বলি– বাংলাদেশ রাইফেলস এর কর্মীরা। তাদের ফিরে পাবো না। তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তাদের ডাক দিয়েছিলাম সংগ্রাম করার জন্য, দেশকে মুক্ত করার জন্য, তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ইতিহাস ... তবে কিছুটা ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। হঠাৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে অনেকদিন পূর্বে এবং সকল সময়ে সকল কথা বলা যায় না। আন্দোলনের মধ্যে থেকে বুঝে নিতে হয়। এটা আপনারা জানেন এবং বুঝেন, সহকর্মীরা জানতেন এবং বুঝতেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাদের

জীবন ভরে উজানে নৌকা বাইতে হয়েছে কোনদিন তারা ভাটিতে নৌকা বাইতে পারে নাই কয়েক মাস ছাড়া। আওয়ামী লীগের কর্মীদের ত্যাগ, তিতিক্ষার ইতিহাস স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে। এই জন্যই এখন লেখা থাকবে যে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। লেখা থাকবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শহিদ ভাইদের ইতিহাস, যারা শহিদ হয়েছে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। কর্তব্য রয়েছে দেশবাসীর, কর্তব্য রয়েছে আওয়ামী লীগ কর্মীদের। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি কষ্টকর।

স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যেতে পারে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ব্যর্থ হয়ে যায়। ইতিহাস, ছয় দফার পিছনেও ইতিহাস ছিল। আওয়ামী লীগের জন্মের পর থেকে স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস, সেই ইতিহাসের পিছনে আরেকটি ইতিহাস ছিল। এ কথা সত্য যে শুধু শহিদ এই সংগ্রামে হয়েছে তা নয়। বাংলার মানুষ বার বার শহিদ হয়েছে।

১৯৫২ সালে শহিদ হয়েছে বাংলার ছেলেরা, ১৯৫৪ সালে হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, শহিদ হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল' জারি হওয়ার পরেও, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দল ব্যান্ড হওয়ার পরেও সেখানে অনেকের জান দিতে হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব গ্রেফতার হওয়ার পরেও অনেকের জান দিতে হয়েছিল এবং অনেকে জেল খেটেছিল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার আন্দোলনের পরে ১৭ই জুন তারিখে আমার ছেলেরা জীবন দিয়েছিল। ১৯৬৯ সালে ১১ দফার আন্দোলনে, ছাত্ররা যে আন্দোলন শুরু করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সেখানে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করে যেভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায় তখনও অনেকে শহিদ হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাস, শুধু যে রক্তের ইতিহাস নয় বাংলার ইতিহাস নির্যাতনের ইতিহাস নয়। বাংলার মুখ্য ইতিহাস শুধু যে আমাদের এই বারেই আমরা শহিদ হয়েছি, ত্যাগ স্বীকার করেছি তা নয়। এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে থেকে।

কেবল আওয়ামী লীগের সরকার হলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে জনগণেরও সরকার। সাড়ে সাত কোটি মানুষ, মানুষের সরকার। এটা সম্বন্ধে পরিষ্কার থাকা দরকার। আপনাদের কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে সুশৃঙ্খল করতে হবে। বিরোধীদলে থাকা এক রকমের পন্থা আর সরকারের পক্ষে রাজনীতি করা অন্য রকম পন্থা এবং সেখানে গঠনমূলক কাজের দিকে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে, অত্যাচার অবিচার যেন না হয়। জুলুম যেন না হয়, লুটপাট যেন না হয়। দেশের মানুষকে সেবা করে মন জয় করতে হবে। তোমাদের কাছে আমার নির্দেশ তোমাদের কাছে আমার আবেদন, তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যে আমাদের কাজে রাতের আরাম, দিনের বিশ্রাম হারাম, আমাদের কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে।

ভাইয়েরা, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে চাইলে অনেকবার যেতে পারত। ক্ষমতার জন্য আওয়ামী লীগ জন্মগ্রহণ করে নাই। বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গঠন করার জন্যই আওয়ামী লীগ জন্মগ্রহণ করেছে। শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নীতি কই? নীতির সঙ্গে আপোস হয় না। সেই জন্য জীবনের প্রসঙ্গে আপোস করতে পারি না। দরকার হলে দলের লোকজন বেইমানি করে তার সঙ্গে আমি আপোস করতে রাজি নই। লোভের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। লোভ যেখানে ধ্বংস সেখানে। একবার যদি কেউ লোভী হয়ে যান, সে জীবনে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। শুধু আপনার মুখে কালি দেবেন না কালি দেবেন সেই দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষদের মুখে। যেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ সব স্বাধীন হয়েছে। সে আওয়ামী লীগের মুখ কালি হয়ে যাবে। দেশের মানুষের মুখ কালি হয়ে যাবে। এই আওয়ামী লীগ কর্মীদের দায়িত্ব যথেষ্ট রয়েছে। এই দায়িত্ব থেকে তারা রেহাই পেতে পারেন না। আমরা শৃঙ্খলা রাখতে চাই। আমরা গণতন্ত্র কায়েম করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্র মানে উচ্ছৃংঙ্খলতা নয়। গণতন্ত্র মানে গোপনে গোপনে পোস্টার দিয়ে আবার বল যে– আবার অস্ত্র ধর তা নয় এবং আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করার যারা ষড়যন্ত্র করছে, এটাও নয়। এখানে সরকারের একটু শক্ত হতে হবে এবং শক্ত হবো, ভালোভাবে হবো কোনও সন্দেহ নাই এবং সেটা আমরা করতে চাই না, জনগণই করবে সে বিশ্বাস আমার আছে। কারণ জনগণকে আমি চিনি, জনগণ আমাকেও চিনে। জনগণ আমাদের ভালোবাসে আমরা জনগণকে ভালোবাসি। ...

আমাদের বৈদেশিক নীতি পরিষ্কার। আওয়ামী লীগ বৈদেশিক নীতি মেনে চলে। নিরপেক্ষ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নিউট্রাল ফরেন পলিসি। আমাদের দলের পলিসি বৈদেশিক নীতি, পরিষ্কার। আমরা কোনও যুদ্ধ জোটে যোগদান করতে চাই না এবং করবো না। আমরা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বাস করতে চাই। আমরা সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। আমরা সাম্রাজ্যবাদ, আমরা কলোনি নির্মাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবসময় একসাথে থাকতে চাই। আমরা দুনিয়ার দুঃখি মানুষ যেখানে সংগ্রাম করবে তার পাশে বাংলাদেশ দাঁড়াবে। কারণ আমরা দুঃখি আমরা কষ্ট সহ্য করেছি। আমরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে স্বাধীনতা নিয়েছি। আমরা যেখানে দুনিয়ার মজলুম মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, আমরা নিশ্চয়ই তার পাশে দাঁড়াব। ...



১০ এপ্রিল, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে এই ভাষণ দেন।

বাঙালি পাকিস্তানের আবদার আমাদের দিক দিয়ে সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং চেষ্টা হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য। এই রকমের অনেক প্রশ্নই আছে এবং এ সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি কেউই করছে না। সরকার বারবার বলেছে, সভা-সমিতিতে বলেছে, ... ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্ত দেশে রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যাতে তারা পাকিস্তানের সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন এবং আমার লোক যাতে ফেরত দেয় এও বলেছি যে তাদের যারা এখানে থাকবার চায় না তাদেরও আমি ফেরত দিতে রাজি আছি, তবে যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে। এটা নিয়ে পাকিস্তান খেলছেন। কিন্তু আমার যারা পশ্চিম পাকিস্তানে আছে তারা যুদ্ধাপরাধী নয়। তারা সেখানে কাজ করতে ছিলেন, তাদের সঙ্গে এদের একভাবে বিচার করা চলে না। সে জন্যই আমরা দাবি করেছি যে আমাদের লোক যারা আছে ফেরত দাও তোমাদের যারা এই বাংলাদেশে আছে আমরা ফেরত দিচ্ছি, কিন্তু যুদ্ধাপরাধী জন্য যুদ্ধ অপরাধী যারা, যারা এদেশে পাশবিক অত্যাচার করেছে, লুট করেছে, হত্যা করেছে এবং যারা দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ল/আইন মানে নাই তাদের এখানে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার হবে এবং আমি আশা করি মেম্বার সাহেবদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে প্রস্তাব আনার আগে পার্টির সাথে আলোচনা করেই প্রস্তাব আনবেন। ভবিষ্যতে এটাই আশা করি, এটাই নিয়ম। না হলে পার্টির শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

আমি আশা করি স্পিকার সাহেব, আমাদের আজকের এজেন্ডা এখানেই শেষ।



৩০ এপ্রিল, ১৯৭২

ঢাকা

মে দিবস উপলক্ষে ঢাকায় এক শ্রমিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতি মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার অধিকার অর্জন করেছে। এ জন্য দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের আধিকার আদায়ের এক জ্বলন্ত প্রতীক। সারা বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য আজকের এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ... আমি ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক আজ জনগণ। তাই কোনও শ্রেণি বিশেষের ভোগ লালসার জন্য, লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক, শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক ... তবু লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে ৭ কোটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্য পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ ও বিদেশিদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশিরা দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজন উপযোগী গড়ে তুলেননি। এর পর ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখি জনগণের অভাব মোচন, দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদককে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি

প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষিদের দশ কোটি টাকার তাগাবি ঋণ, এক লাখ নব্বই হাজার টাকার সার, দুই লাখ মণ বীজ ধান দেয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্কুল ঘর পুনর্নির্মাণ, ছাত্র-শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য প্রায় দশ কোটি টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের সময় ক্ষতিগ্রস্ত দুই শ' সাতাশিটি রেল সেতুর মধ্যে দুইশত বাষট্টটি এবং ২৭৪টি সড়ক সেতুর মধ্যে ১৭০টির মেরামত কাজ ইতিমধ্যে শেষ করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ বর্ষার আগে শেষ করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাংক-বীমা ও শিল্প ব্যবসায় চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। কল-কারখানায় উৎপাদন প্রায় থেমে গিয়েছিল। দক্ষ পরিচালকের অভাব, খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টানাটানি শিল্প জীবনে অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছিল। শূন্য হাতে সরকার ব্যাংক-বীমা ও পুঁজি নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিল্প-কারখানাগুলোকে সক্রিয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ পরিস্থিতিতে আমরা বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতীতে কতিপয় সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করত। বর্তমান ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে। কৃষক-শ্রমিক দরিদ্র বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেনই। এই জন্য সরকারের ওপর গুরুভার সত্ত্বেও আমরা চলতি বছরের ২৪ শে মার্চ আমাদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন ব্যাংক-বীমা, পাট, বস্ত্র, চিনি শিল্প, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প-কারখানা একটি বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনেই পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই নয়া অর্থনীতি ব্যবস্থা কায়েমে শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের জন্য ভোগের জন্য সম্পদের উৎপাদন করতে যাচ্ছি না। এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক, কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরাই লক্ষ্য অর্জনের বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন এই দৃষ্টিভঙ্গির ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিল্প উৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষিভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। এক কথায় সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব না।

বন্ধুগণ, শ্রমিকরা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সে জন্যই আমি ইতিমধ্যেই শ্রমিক নেতাদের সাথে শিল্প-কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের একটা স্কিম প্রণয়নের প্রয়োজন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের যেমন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হচ্ছে তেমনি সরকারি প্রশাসনতন্ত্রকেও নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি উচ্চ-নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সরকারি চাকরির এ নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরা জাতীয় পুনর্গঠনে শক্তি হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সে জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব, প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য আমাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে আমার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছি। পরিকল্পিত উপায়ে সমস্যার মোকাবেলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের জানা আছে আমদানি কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব রয়েছে। যুদ্ধে বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারখানাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত, বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিছু সংখ্যক এজেন্ট, অসৎ ব্যবসায়ী, কালোবাজারিরা পণ্য গুদামজাত করে বেশ খানিকটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। মে মাস নাগাদ আরো তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার টন খাদ্য শস্য আসছে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারত প্রায় সাত লক্ষ টন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ আমাদের প্রায় সাত লক্ষ টন খাদ্য শস্য দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। এর ফলে খাদ্য-শস্যের দাম ক্রমান্বয়ে কমে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। খাবার তেল, কেরোসিন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জিনিসপত্রের দাম আরো কমে যাবে। আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে এবং সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সমবায়

ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ পাবে। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার সাথে সাথে কম বেতনের লোকদের জন্য আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলে জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি। সেই সাথে আমরা মনে করি এই দুর্মূল্যের বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নিম্নআয়ের মানুষদের কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া দরকার। আপনাদের সরকার পূতঃপবিত্র হয়ে দেশের গরিব সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। স্বায়ত্তশাসিত, অর্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেল এবং দেশ রক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রায়ত্ত সরকার পরিচালিত শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও শ্রমিকরা এ বাড়তি সাহায্য পাবেন। আজ থেকে এটা কার্যকরী হবে। আগামী ১লা জুনের বেতনের সাথে আপনারা এ বাড়তি টাকা পেয়ে যাবেন। যে সকল সরকারি কর্মচারী প্রতি মাসে ৩৬৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতন পান, তাদের সাময়িক ভিত্তিতে সরকার এই সাহায্য দান মঞ্জুর করেছেন। মাসিক বেতন ১২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক পঁচিশ টাকা, মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা, এই শ্রেণীভুক্ত সরকারি কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা পাবেন। মাসিক বেতন ২২৬ টাকা হতে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ১৫ টাকা। এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন। যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাদের জন্য মার্জিনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে। যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হতে বেতন পান, যারা ... এবং কন্টিনেন্টাল কর্মচারী তাদের বেলায়ও এই আদেশ প্রযোজ্য হবে। এই সাময়িক সুবিধার কোনও অংশই বেতন হিসেবে গণ্য হবে না। যে সকল শ্রমিক সরকারি মালিকানাধীন কর্পোরেশনে, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি তত্ত্বাবধানের অধীনে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন ও মাসিক ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন তাদের সাময়িক ভিত্তিতে এই হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে। মাসিক মজুরি ১২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ২৫ টাকা, মাসিক মজুরি ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা। এই শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন। মাসিক মজুরি ২২৬ টাকা থেকে ৩২৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক ১৫ টাকা, এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন। যেসব ব্যক্তি মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত মজুরি পান তাদের জন্য মার্জিনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে। এই সুবিধা স্থায়ী ও অস্থায়ী, বদলি, ... শ্রমিকরাও পাবেন। সরকারের মালিকানাধীন, তত্ত্বাবধীন চা বাগানের শ্রমিকরা এ হারে সবসময়েই সুবিধা ভোগ করবেন। দুই সদস্য বিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত বিশ টাকা পাবেন। এক সদস্য বিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ১০ টাকা পাবেন।

আমার দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আমি বিশ্বাস করি এই পদক্ষেপগুলি আপনাদের দুর্দশা বর্তমানে কিছুটা লাঘব করবে। অবশ্য জনগণের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত মানোন্নয়ন এই বেতন বৃদ্ধির ওপর কোনক্রমে নির্ভরশীল নয়। তখনি সম্ভব হয়ে উঠবে, যখন পুরো

মাত্রায় আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত এবং কল-কারখানাগুলি চালু হবে। আমরা এখন পর্যন্ত নতুন কর, খাজনা ধার্য করি নাই। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এই বেতন বাড়াবার জন্য সরকারের প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সুবিধা দেবার জন্য ইতিপূর্বে প্রায় সত্তর কোটি টাকার বকেয়া সুদ খাজনা ও কর মাফ করে দেয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি।

আমার গরিব শ্রমিক ভাই ও বোনেরা, আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমাদের, আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবো। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাবো। এই দেশের চাষি, তাঁতি, কুমার, কামার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করবো। আমার পার্টির সহকর্মীগণ এবং সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে। ঘরে খাবার নাই, পরনে কাপড় নাই, মাথা গোঁজবার জন্য নাই এতটুকু ঠাঁই। ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তবে আপনারা সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য জনগণের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক বিদেশি এজেন্ট ও দুষ্কৃতিকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ আপনারা এই সাম্রাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। কিছু কিছু দুষ্কৃতিকারী জায়গায় জায়গায় শান্তি -শৃঙ্খলা নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তাদের ওপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভাইয়েরা আমার, আমি আপনাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিবো না। আপনারা জানেন, আমি একবার কোনও অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও তা পালন করবার চেষ্টা করি। আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলি পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নিয়ে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিনি যে, রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দিবো। সমৃদ্ধির পথে কোনও সংক্ষিপ্ত রাস্তা নাই। শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলি সমাধানে উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের সোনার বাংলা গড়ে দিতে পারবো। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তি সমৃদ্ধির মধ্যে এখানে বসবাস করতে পারবে।

খোদা আমাদের সহায় আছেন।

জয় বাংলা।



১০ মে, ১৯৭২

পাবনা

বঙ্গবন্ধু পাবনায় এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

আমি এক মুহূর্তও সময় করতে পারি নাই। উচিত ছিল আপনাদের কাছে আমার আসা, আপনাদের দেখা, আপনাদের কথা শোনা। জানি না মনকে বুঝ দিতে পারি না, ভাবতে গেলে চোখে পানি আসে। কত সহকর্মী আমার ছিল, কত দেশবাসী আমার ছিল, যাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম, তারা আজ দুনিয়ায় নাই কোনদিন এই পাবনায় মিটিং করি নাই, আমার পাশে আমার বন্ধু, আমার সহকর্মী আমজাদ সাহেব ছিলেন, তিনি আজ ইহজগতে নাই। আমার সহকর্মী আমির উদ্দিনকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। আমার দুধের বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। আমার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। আমার খাবার গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার রাস্তাঘাট ভেঙে দিয়েছে। আমার রেললাইন নষ্ট করেছে। আমার পোর্টের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে রেখে গেছে। আমার ফেরিগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। আমার ট্রাক-বাসগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি করেছে। গ্রাম বাংলাকে ছারখার করেছে। যেদিকে চাই সেদিকে দেখি শুধু গৃহহারার আর্তনাদ। যেখানে চাই সেখানে দেখি বুভুক্ষ মানুষ, যেখানে চাই সেখানে দেখি এতিম, যেখানে চাই সেখানে দেখি গৃহহারা নারী কানছে আমার কাছে, তার স্বামীকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। কেউ বলে– আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে। বোধহয় পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। বাবা তাকে ফেরত এনে দাও। কেউ বলে আমার ছেলে, আমার স্বামীকে আমার চোখের সামনে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। গুলি করে হত্যা করেছে, আমার সেপাইদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার বিডিআরদের গুলি করে হত্যা করেছে। আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের গুলি করে হত্যা করেছে, আমার কৃষকদের। এই নরপশুরা আমার বাংলার সম্পদ নিয়ে খুশি হয় নাই, আমার গ্রামকে গ্রাম ছারখার করে দিয়ে গেছে। এরা মানুষ না, এরা অমানুষ। অমানুষ বললেও ভুল হবে। নমরুদ, হেরোডস যে অত্যাচার করে নাই, হিটলার মুসলিনি যে অত্যাচার করে নাই, চেঙ্গিস

খা যে অত্যাচার করে নাই, এই নরপশুর দল বাংলার গ্রামে-গ্রামে, হাটে-হাটে, বাজারে-বাজারে সে অত্যাচার করেছে। উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষকে হত্যা করে বাংলাদেশকে একটা কলোনি করে শাসন করবে। উদ্দেশ্য ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে বাজার হিসেবে রাখবে। আমি যখন প্রথম বলতাম, তখন এই বাংলাদেশে এক সংখ্যক দালাল পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার মোকাবেলা করত। আমি জানতাম, আপনারাও জানতেন। জানতেন বলেই আপনারা আমাকে ভালোবেসেছেন, জানতেন বলেই আপনারা আমাকে সমর্থন করেছেন। জানতেন বলেই আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। যে আমি যা বলি, বাংলার মানুষের ভালোর জন্যে বলি। আমি যা করি বাংলার মানুষের ভালোর জন্যে করি। কারণ বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, আর বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু অনেক দেশ দুনিয়ায় স্বাধীনতা পেয়েছে, এত রক্ত কোনও দেশ, কোনও জাতি দেয় নাই। যা আমার বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। এত রক্ত কোনদিন কোনও দেশ দেয় নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই স্বাধীনতা হয় না। আজ সত্য কথা, আজ আমার বাংলাদেশ দুনিয়ায় স্থান পেয়েছে। আজ বাংলাদেশের ম্যাপ দুনিয়ার ম্যাপের মধ্যে আজ আঁকা হয়ে গেছে। সত্তরটা দেশ আমার দেশকে মেনে নিয়েছে। তাই শুধু নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ার সমস্ত দেশে উড়ে। আজ বাংলাদেশের মানুষ গর্বিত। আজ বহু যুগ পরে বাংলাদেশের মানুষ আজ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ আজ মুক্ত। বাংলাদেশের মানুষ আজ বাংলাদেশের সম্পদের মালিক। কিন্তু ভাইয়েরা আমার, কী করবো আমি বুঝতে পারি না। আমি যখন পশ্চিম পাকিস্তানের ফাঁসির কাষ্ঠের থেকে ফিরে এলাম। বিশ্বাস করেন আমার মনে বলে নাই যে, আমি আর কোনও শাসন ভার বহন করি। কারণ যে ভালোবাসা এ বাংলার মানুষ আমাকে বেসেছে, আমার মুখের কথায়, জানে না ভবিষ্যতে কী আসবে, বাংলার যুবকরা, বিনা অস্ত্রে সশস্ত্র পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করেছে। হাসতে হাসতে মরেছে। এমন খবরও আমার কাছে আছে, বলতে গেলে আমার চোখে পানি আসে, যে গুলি করে-গুলি খেয়েছে, পরে গেছে, সহকর্মীরা ধরেছে, মরে যাচ্ছে তখন বলছে, মজিব ভাই যদি ফিরে আসে বোলো– যা বলেছিল, আমি রক্ত দিয়ে গেলাম, আমার আর দেবার কিছুই নেই। জয় বাংলা। মজিব ভাইকে এ কথাটা বলে দিয়ো। আমি চোখের পানি রাখতে পারি না। আমার কাছে মেয়েরা আসে, বৃদ্ধ বৃদ্ধ মেয়েরা, আমার মায়েরা আসে, বলে বাবা, আমার ছেলে মরে গেছে আমার দুঃখ নাই। তুমি যে ফিরে আসছ জালেমদের হাত থেকে, আল্লাহ্‌র কাছে আমি সেই দোয়া করি এবং সে জন্য শোকর করি। বিধবা বোনেরা আসে, বলে, স্বামী আমার মরে গেছে আমার দুঃখ নাই, আল্লাহ্ যে তোমাকে নিয়ে এসেছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমার কোনও দুঃখ নাই। আমি বুঝতে পারি না, কেন বাংলার মানুষ এত ভালোবাসে আমাকে, কেন আমি এদের এত ভালোবাসি, আমি যে কিছুই করতে পারছি না এদের জন্যে। ওরা যে দস্যুর দল। সব কিছু শেষ করে দিয়ে গেছে। আমার গুদামেতো খাবার নাই, আমার ব্যাংকের টাকা জ্বালাইয়া দিয়ে গেছে, আমার রাস্তাঘাট ভেঙে

দিয়ে গেছে। আমার পুলিশ শতকরা ৬০ জনকে হত্যা করেছে, আমার সামরিক বাহিনীর লোকের শতকরা ৫০ জনকে হত্যা করেছে, আমার বিডিআর এর শতকরা ৫০ জনকে হত্যা করেছে। কত? কত? আমি হিসাব করতে পারি না। আমি, আপনারাতো সকলে এক এক এরিয়ার খবর পান, আমি যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের খবর আমার কাছে আসে, আমি কেমন করে মাথা ঠিক রাখবো? আমি কেন পাগল হই না আজ পর্যন্ত আমি ভাবতে পারি না। আমি চিন্তা করলে শিহরিয়া উঠি। রাতের পর আমি যখন সারা জীবন-সারাদিন কাজ করে ১২টার সময় বাড়িতে আসি, অনেক সময় আমি দেখেছি আমার ঘুম হয় না। বারান্দায় বেয়ে আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা পাইপ খেতে থাকি, কী করবো এই দুঃখি মানুষের জন্য আমার প্রাণ ভেঙে যায়। কী দিবো আমি? এদের দেখলাম, আমার মানুষ দুঃখি, সরকার নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, বাংলার যুবকরা আমার হুকুমে অস্ত্র ধরে ছিলা। তোমরা অস্ত্র আমার কাছে হাজির কোরো। যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, তারা অস্ত্র আমার কাছে হাজির করল। দু-চারজন গুন্ডাপান্ডা এখনো অস্ত্র জমা দেয় নাই। রাতের বেলা নিরীহ মানুষদের অত্যাচার করে। কী? পারেন না আপনারা, পারেন না জ্যান্ত কবর দেবার এদের। আমি যদি বলে থাকি বিনা অস্ত্রে মোকাবেলা কোরো। পারেন না? আমি চাই আপনাদের কাছে, পুলিশ আছে, পুলিশ থাকবে। আমি চাই যে বাংলার জনগণ এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের যদি ধরতে পারেন তাহলে পুলিশের কাছে আপনারা, পুলিশের হাতে দেবে এবং দরকার যদি হয় তাহলে অস্ত্র যে ব্যবহার করে, অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের হত্যা করার হুকুম দিয়া গেলাম আমি। মানুষ শান্তি চায়, মানুষ শান্তি চায়, মানুষ বাঁচতে চায়, চোর ডাকাতের কাছে মানুষের শান্তি নষ্ট হতে পারে না। আমি সরকারি কর্মচারী পুলিশদের হুকুম দিয়া যাচ্ছি যদি কেউ অস্ত্র ব্যবহার করে নিরপরাধ গ্রামবাসীর অত্যাচার করে, হুকুমের জন্য দেরি কোরো না। আমি রেজিবর রহমান হুকুম দিচ্ছি গুলি করে তার মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়ো। কিন্তু নিরাপরাধ মানুষের ওপর অত্যাচার না হয়। তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তোমরাও দায়ী হবা, আমিও দায়ী হবো। একদিন আমারও মরতে হবে। শত্রুতা উদ্ধার করার জন্য কোনও মানুষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। সমস্ত মানুষকে ভালোবাসার চেষ্টা কর।

ভাইয়েরা আমার, জানি আমার কিছুই নাই, কিছু আমি দেবার পারবো না। মিথ্যা ওয়াদা আমি করি না। কোনদিন করি নাই। যা করতে পারি না তা কোনদিন আমি বলি না। আমার প্রয়োজন নাই। প্রধানমন্ত্রিত্ব হয়ে আমি নিজেকে ছোট করেছি বলে আমি মনে করি। আমি নিতে বাধ্য হয়েছি। বাধ্য হয়েছি এ জন্য, দুঃখি মানুষের মুখের দিকে চেয়ে। বাধ্য হয়েছি, দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শত্রু ষড়যন্ত্র করছে আমার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য। সেই জন্য আমি বাধ্য হয়েছি। কী আছে আমার? আমি তো পরিষ্কার বলেছি। চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, রাজশাহী, বগুড়া যেখানে গিয়েছি সেখানে আমি, আমি খুলনায় বলেছি আমি তোমাদের তিন বৎসর কিছু দেবার পারবো না। ওরা যা ধ্বংস করে গেছে। সেই ধ্বংস থেকে দেশকে উদ্ধার করে ঐ পর্যায়ে আনার জন্য দশ বৎসর সময় লাগত। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, জনগণ যখন আমাকে ভালোবাসে, আমার কথা শুনে, তিন বৎসরে অন্ততপক্ষে

এই ঘা আমি শুকাতে পারবো। যদি কেউ বলে, তোমাদের সোনার সংসার করে দিবো, তোমাদের মুখে এসে খাবার পৌঁছাইয়া দেবো, তোমাদের কাপড় দেবো, তোমাদের এই দেবো, আমি বলি– আমি তিন বৎসর কিচ্ছু দেবার পারবো না। যা আছে ভাগ যোগ করে কষ্ট করে খেতে হবে। তিন বৎসর দেবার মতো আমার শক্তি নাই। কারণ আমি যেদিন সরকার নিই এক পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা আমার কাছে ছিল না। জাহাজ নাই, পোর্ট ভেঙে দিয়ে গেছে। মাল আনতে হলে সময় লাগে। দুনিয়ার কাছে আমি ভিক্ষা চেয়েছি, দুনিয়ার মানুষকে আমি বলেছি আমার দুঃখি মানুষকে বাঁচাও। দুনিয়া এগিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করার জন্য। ভারতবর্ষ আমাকে সাহায্য করেছে, আরও অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র আমাকে সাহায্য করছে। কিন্তু তা আনতে হলে সময় লাগে। জাহাজে মাল আসতে হয়। চট্টগ্রাম পোর্টের মধ্যে জাহাজ ডুবে ছিল। জাহাজ কোথায় পাবো? রেললাইন ভেঙে গিয়েছিল, রেললাইন চলে না। রেললাইনকে মেরামত করতে হবে। রাস্তার পুল ভেঙে গিয়েছিল। ট্রাক ছিল না, ভিক্ষা করে ট্রাক এনে একেক জেলায় দিতে হয়েছে। এটা কি আলাউদ্দিনের ইয়ে আছে নাকি আমার হাতে? চেরাগ? যে ফট ফট করে বলে দিব আর ফট ফট করে হয়ে যাবে। তিন বৎসর আমি কিচ্ছু দেবার পারবো না। যদি দিই, যদি থাকে নিশ্চয় আপনারা পাবেন। আমি দিয়েছি, যা ছিল দিয়েছি। যা আছে সব আপনাদের। কোনও ভুঁড়িওলা আর গরিবকে চুষে, বাংলাদেশকে খেতে পারবে না, যদ্দিন আমি বেঁচে আছি। আমার গরিব কৃষক খাজনা দিতে পারে না। বকেয়া খাজনা সুদসহ আমি মাফ করে দিয়েছি। দেই নাই? বকেয়া খাজনা? মাফ হয় নাই? হয়েছে। বকেয়া খাজনা সব মাফ। আমি বলেছিলাম পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে যাবে। মাফ করে দেই নাই? আমার হাতে যা আছে আমি তা দিচ্ছি। আমার বন্ধু বলেছে– চল্লিশ কোটি, না না না না, প্রায় একশ' কোটি টাকার ট্যাক্স রিলিফ, তাগাবি লোন শিক্ষা খাতে এবং রিলিফ বাবদ প্রায় একশ' কোটি টাকার মাল বাংলাদেশে আমি বিলি করেছি। তবে যদি চাটার দল এই গরিবের রক্ত চুইষে খাবার চায়– তোমরা ওদের আরেকটা চাটা দিয়ে দিয়ো, আমার হুকুম রইল। আর আমি যা আনি, আমি গরিবকে বিলাইয়ে দিতে চাই। আমি কিছু দেবার পারবো না তিন বৎসর। আমি দেবো কোত্থেকে? আপনারা কি খাজনা দেন? যে আমি দেবো? বলেন আমি তিন বৎসর দেবার পারবো না। আপনারা রাজি আছেন কিনা? আমি হাত তুলে দেখতে চাই।

দিব দিব। যা আছে, যে টাকা উপার্জন হবে, ভিক্ষা করে আনবো সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেই টাকা পাবে। গরিব কর্মচারী খাইয়া বাঁচতে পারে না। আমি দেখি আমার ডিউটিতে আছে, আরে ব্যাটা কত মাইনা পায় ভাই কয়, স্যার না খেয়ে কষ্ট পাই। আরে আমার ডিউটি রাত্রে করে। আমি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ করি। আমি ওদের মুখের দিকে চাইতে পারি না। দিন ভরে পরিশ্রম করে। টাকা নাই কী করা যাবে? যা টাকা জোগাড় করা হবে, যেখান থেকে হোক একটা বন্দোবস্ত হবে। দাও পঁচিশ টাকা বাড়াইয়া দাও। পঁচিশ টাকা, বিশ টাকা, পনের টাকা গরিব কর্মচারীদের সবাইকে

বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইনক্লুডিং, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের পর্যন্ত। বলে দিয়েছি তাতে হিসাব করে দেখা গেল, কত টাকা যায় জানেন? চল্লিশ কোটি টাকা যায়। চল্লিশ কোটি, ওরে বাপরে বাপ। মাথা আমার খারাপ হয়ে যায়। দেবো কোত্থেকে? আপনাদের যে টাকা আমি দিচ্ছি আপনাদের কাছে আমি ট্যাক্স ধরি নাই। ট্যাক্স না ধরে টাকা আসবে কোত্থেকে? আমি তো ন্যাংটি, আমার পকেটে দু'টাকা নাই। আমি তো দশ এগার বৎসর জেল খাটলাম। আপনাদের কাজ করে পয়দা করতে হবে এবং পয়দা করলে আপনারা পাবেন। পয়দা না করলে আপনারা পাবেন না। কৃষক ভাইদের জমিতে কাজ করতে হবে, শ্রমিক ভাইদের জমিতে কাজ করতে হবে। কাজ যদি করেন, পরিশ্রম যদি করেন। আমি গ্রামে-গ্রামে প্রায় ষোল কোটি টাকা আমি টেস্ট রিলিফ দিয়েছি। দেই নাই? রাস্তা-ঘাট হচ্ছে না? টেস্ট রিলিফের টাকা আমি দিয়েছি। স্কুল-কলেজ সব ভেঙে গেছে, দশ কোটি টাকা আমি সেখানে দিয়েছি। নাই, যা আছে দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু নাই যেখানে দিবো কোত্থেকে? এক মিয়া বের হইছে এ হলো না, ও হলো না, ও হলো না। আমি বলি– তোমার বাবার মাথা হবে? হবে কোত্থেকে? আস না মিয়া, দেখ না, পাঁচদিন কাজ করে দেখ না। ও ঘরে বসে পাগলের মতো সকলে কথা বলতে পারে। কাজ করে দেখ না। জীবনে কোনও ভালো কাজ করে নাই। কোনদিন জীবনে ভালো কাজ করে নাই। জীবনে কোনদিন হাতমুঠ করে দুই পয়সা করে ইয়া পর্যন্ত, ভিক্ষা পর্যন্ত দেয় নাই। ঘরে বইসা বড় বড় কথা বলে। আর যখন যুদ্ধ হয়, আন্দোলন হয় তখন বইসা বইসা খালি ভালো ভালো কই মাছ ভাজা খায়। আর অমনি যখন দেখে যে পরিষ্কার হয়ে গেছে আকাশ, গুলি বন্দুক সমস্ত চুপচাপ। তখন বেরোয়, বলে এটা হলো না, দেখাইয়া দিব। কী দেখাইয়্যা দিবা মিয়া? দেখাইয়া দিবার যদি চাও, এমন দেখান দেখাইয়া দিব যে জীবনে আর ভুলবা না। সাম্রাজ্যবাদীর দালাল আমি ঠাণ্ডা করে দিব। সাম্রাজ্যবাদীর পয়সা খেয়ে– আমার তিরিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে– এই পতাকা এনেছে। এই পতাকা ধ্বংস করতে যদি কেউ আসে, যেমন একদিন বলেছিলাম যে তোমরা যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর। আবার আপনাদের আমি ডাক দিব। যে বাঁশের লাঠি নিয়ে আবার দালালকে হালাল করার জন্য তোমরা নাইমে পড়। রাজি আছেন? দালাল হালাল করতে রাজি আছেন আপনারা? হাত তুলেন। আমি দেখতে চাই। এক হাত না, দুই হাত তুলেন। ভাইয়েরা আমার, আমার বন্ধু ভুট্টো সাহেব একটু খেলছেন, আমার চাইর লক্ষ বাঙালিকে তিনি আসতে দিচ্ছেন না। রেডক্রসের মাধ্যমে এবং দুনিয়ার অনেক বড় বড় দেশের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি যাতে আমার লোকদের ফেরত দেয়। তিনি খেলছেন, কী খেলছেন? যে সৈন্য গ্রেফতার হয়ে আছে তাদের ছেড়ে না দিলে তিনি আমার বাঙালিদের ছাড়বেন না। ভুট্টো সাহেব, একটু চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করুন। বাঙালিদের আপনার ছাড়তেই হবে ভুট্টো সাহেব। মজিবর রহমান বাজে কথা বলে না ভুট্টো সাহেব, তুমিও জান, তোমার ইয়াহিয়া খানও জানে, তোমার আইয়ুব খানও জানত, তোমার চৌধুরী মোহাম্মদ আলী জানত, তোমার নসরুল্লাহ জানত, তোমার লিয়াকত আলী খান জানত আর তোমার ঐ

নমরুদ জিন্নাহ্ সাহেবও জানত। তোমার জিন্নাহ্ সাহেব বাইচা থাকতেই ৪৮ সালে আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করেছি। জিন্নাহ্ সাহেবের নাকের ডগায় বসে তোমরা আমাদের চেনো? আমার বাঙালিরা কোন অন্যায় করে নাই। আমার বাঙালিরা এখানে এমনি বইসা ছিল, তোমার রাখার কোনও অধিকার নাই। তুমি বলছ বাংলাদেশকে আমি মানবো না? তুমি মানবা না? তোমার চৌদ্দপুরুষ মাইনা বইসা রইছে। যার জন্য তুমি লাফাও, যার জন্য তুমি বান্দরের মতো লাফাচ্ছ, সেই গুরুদেব মাইনা গেছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশকে মানবা না? বাংলাদেশকে কেমন করে মানাতে হয় সে আমি জানি, না মান? তোমারে মানে কেডা? তুমি আমারে মান না, তোমারে মানে কে? মান না মান তোমার ইচ্ছা। তুমি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাও, কী সম্বন্ধে? যে আমি বাংলাদেশকে রিকগনিশন দিব কিনা বা দেবার জন্য শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা করিতে চাই। আমি বলি ভুট্টো সাহেব বাংলাদেশকে রিকগনাইজড না করা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হইতে পারে না। আপনি যেদিন বাংলাদেশকে রিকগনাইজড করে নিবেন সেদিন আমি বিবেচনা করে দেখবো আপনার সাথে আলাপ করতে পারি কি পারি না? আপনে আমারে মানবেন না, বাংলাদেশকে মানেন না, আবার আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান? আপনার সঙ্গে আমার মধুর সম্বন্ধ আছে একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার জাতির সঙ্গে আপনার মধুর সম্বন্ধ নাই। ওটা ব্যক্তিগত। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার দুশমন না কেউ। পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখি ভাইয়েরা সুখে থাকুক আমি আশীর্বাদ করি। পূর্বের পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখি মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, গণতন্ত্র পাক, আমি চাই। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ শোষণহীন সমাজ হোক আমি চাই। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জালেমরা, যারা অস্ত্র দিয়ে বাহাদুরি দেখাইয়া বড় বড় তকমা লাগাইয়া, এখানে বহুত তকমা লাগাইত– এখানে এক স্টার, দুই স্টার, তিন স্টার, চার স্টার, মাথার মধ্যে ক্যাপ লাগাইয়া লাগাইয়া আমার বাংলাদেশের মানুষরে মার। আমার পয়সা দিয়া। ঐ তকমা ওয়ালাদের একবার আমি ঢাকাতে আনবো। আইনা আর কিছু করবো না। বিচার করবো। তোমাদের মতো আমি বিনা বিচারে গুলি কইরা মারিবো না। আমি বিচার করিবো। বিচারে যে সাজা হয়, সেই সাজা তোমাদের ভোগ করতে হবে। তুমি জান না, ভুট্টো সাহেব তুমি কেন এদের চাও? তোমার জানা উচিত যে দুই লক্ষ মেয়ে আমি পেয়েছি যারা আমার বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে। এই দুই লক্ষ মা-বোনদের ওপর তোমার সৈন্যরা পাশবিক অত্যাচার করেছে। তুমি দুনিয়ায় এদের, এদের জন্য কেঁদো না। তোমার মুখে কালি পড়বে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের মুখে কালি পড়বে। এদের বিচার করতে দাও। দুনিয়া দেখুক যে এগুলি মানুষ, না এগুলো পশু। আর চাইলেও আমি দেবো না। আমার হাতে যখন আছে বিচার আমি করবো। তাতে যা হয় হবে। দুনিয়া উল্টে গেলেও এদের বিচার এখানে হবে ইনশাল্লাহ্। আমি মরে গেলেও বিচার হবে। গজব পড়লেও বিচার হবে। আমার নিরাপরাধ মা-বোনকে হত্যা করেছে আমি ওদের ছাড়তে পারি না। দুনিয়ার কোনও সভ্য দেশ ছাড়তে পারে না। দুনিয়ার সভ্য দেশকে আমি বলি যে তোমরা কী করতা? যে তোমার দেশের মা-বোনদের ওপর অত্যচার হতো? তোমরা কী করতা? যদি তোমাদের

দেশে নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করত? তোমরা কী করতা যে তোমাদের দেশের রাস্ত ঘাট যানবাহন, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ছাড়খাড় করে দিত। তোমরা তো নুরেমবার্গ ট্রায়াল করেছিলা। এরা নুরেমবার্গ ট্রায়াল এ জার্মানিতে ফ্যাসিস্টরা করেছে তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি অন্যায় করেছে বাংলার বুকে।

ভাইয়েরা আমার, আমি আপনাদের কাছে, আমার আবেদন রইল, শ্রমিক ভাইয়েরা আমি আপনাদের বেতনও বাড়াইয়া দিয়াছি পঁচিশ টাকা। এর বেশি এক পয়সাও দিবার পারবো না। ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, যা কিছু ছিল, বড় বড় কারখানা, পাটের কল, চিনির কল, সুতার কল, সমস্ত এখন কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সম্পত্তি। মেহেরবানি করিয়া শ্রমিক ভাইয়েরা দুধ খান, ঘাইটা জাওই দিয়া খাবার চেষ্টা করিবেন না। জাতীয়করণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে হলে শ্রমিকদের অত্যন্ত দায়িত্ব নিতে হয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার। আমি তো বললাম আপনারা চান নাই আমার কাছে। কোনও গরিব কর্মচারী তো আমার কাছে চায় নাই। আমি তো বেতন এমনিই বাড়িয়ে দিয়েছি। আমাকে দাবি তো কেউ করে নাই। আমি জানি, আমার বিবেক আছে। আমিতো নেতা আসমানের থেকে পড়ি নাই, শূন্য থেকে নেতা হয়েছি। সাইকেলে আমি গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছি, রাস্তায় রাস্তায় হেঁটেছি, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরেছি। আমি তো বাংলার গ্রামের থেকে উঠেছি। আমি তো আসমান থাইকা পড়ি নাই। আমি প্রত্যেকটা প্রবলেম আমি জানি।

শ্রমিক ভাইয়েরা, তোমাদের বাপ-মা গ্রামের কৃষক। তোমাদের কারখানা জাতীয়করণ করেছি। ষড়যন্ত্রকারীরা চেষ্টা করতেছে যাতে এ সমাজতন্ত্র অর্থনীতি নস্যাৎ হয়ে যায়। তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও। জাতির সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা কোরো না এবং তোমরা কাউকে করতে দিয়ো না। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ। ছাত্র ভাইয়েরা একটু লেখাপড়া কোরো। জিন্দাবাদ দিতে হয়, দেও। আমার আপত্তি নাই। মুর্দাবাদ দিতে হয়, আমারে দুয়েকটা দিয়ো। আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু মেহেরবানি করে একটু লেখাপড়ার দিকে নজর দাও। জাত গড়তে হবে। লেখাপড়া না শিখে ভবিষ্যতে মানুষ না হয়ে, কোন বড় কাজ করা যায় না। শিক্ষা কমিশন করছি। ঐ কেরানি পয়দা করার শিক্ষা বাংলাদেশ থেকে বন্ধ করে দিতে হবে। যাতে মানুষ গঠনমূলক শিক্ষা পায় তার দিকে নজর দিতে হবে। সে জন্যই শীঘ্রই আমি শিক্ষা কমিশন করতেছি এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ভালো শিক্ষাবিদ তাদের নিয়ে করা হবে। এবং তারা যা রিপোর্ট দেবেন তা বিবেচনা করে সরকার গ্রহণ করে, যাতে নতুন করে দেশের ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। পয়সা কড়ি নাই, খাজনা ট্যাক্স ধরা যায় না। মানুষ দুঃখি। মানুষের খাজনা দেবার ক্ষমতা নাই। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে অনেকটা। কারণ জিনিসপত্র নাই, জিনিসপত্র আসছে যা প্রডাকশন করতে পারছি না। আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু চোরাকারবারি ভাইয়েরা আমার ভুলে গেছেন, তারা একটু একটু করে চোরাকারবারি করে দাম বাড়াবার চেষ্টা করছে। এত চাউল আমি আনতেছি, তাও চালের দাম মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। কী মিয়ারা? যখন যুদ্ধ করতে

বলছিলাম তখন লাঠি নিয়ে নামছিলেন। তো চোরাকারবারির মাথায় দুটা বাড়ি দেবার পারেন টারেন না? ভয় নাই আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একটা করে ফেয়ার প্রাইস শপ, ন্যায্যমূল্যের দোকান করবো। প্রত্যেক শহরে, ইউনিয়নে তিনটা করে ন্যায্যমূল্যের দোকান করবো। আর ঐ যে হোল সেলের ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর সাহেবরা দাম কমাবেন না, বার বার বলতেছি। মনে করছেন মুজিবর রহমান বুঝি এমনি বলে। আপনারা মুজিবর রহমান লোকটাকে চেনেন না। বলছি দাম টাম কমান। আপনার শুনছেন না। ঐ ডিলার-ফিলার বেশিদিন থাকবে না। কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে দেবো। যারা ভালো মানুষ। আর ক্যানসেল কইরে হোল সেল যা কিছু হয় প্রত্যেক শহরের ইউনিয়নে সেখানে তিনটা করে দোকান, যা ন্যায্যমূল্যের দোকান, গ্রামে-গ্রামে প্রত্যেক ইউনিয়নে আপাতত একটা করে দোকান। এগুলি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে হবে। একটু সময় লাগবে আমার করতে। অফিসার খুঁজতে হবে। দেখতে হবে ভালো অফিসার পাওয়া যায় কিনা। আবার নয় চাটার দল, চাইটা খাইয়া ফেলাই দিল। চাটার দল দেখতে হবে, চাটার দল বাদ দিয়ে কোনও ভালো লোক পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। পয়সা কোট্টুক যোগাড় করা যায়। দোকান করতে হবে, লোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। তাই দিয়ে কো-অপারেটিভওয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে ফেয়ার প্রাইস শপ্ হবে। যেখান থেকে ন্যায্যমূল্যে মানুষ কিছু কিছু মাল কিনতে পারবে। বেশি পাবেন না। কিছু কিছু, কিছু কিছু পাবেন। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, আপনারা কাজ করেন, আমি জানি গ্রামের অবস্থা। মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে না, বেকার লক্ষ লক্ষ, বহুদিন সময় লাগবে নতুন করে দেশকে গড়তে হবে। নতুন করে দেশকে গড়তে হবে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের যে সম্পদ আছে, বাংলাদেশের যে সম্পদ আছে যদি ইনশাল্লাহ্ আপনারা ভালোভাবে কাজ করেন, কয়েক বছরের মধ্যে আমার সোনার বাংলা আবার হাসবে এবং সোনার বাংলা সোনার মানুষ আবার পেট ভরে ভাত খাবে। এ কথা বলে পাবনার ভাইদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ে সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে, ভালো করে গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগ কর মিয়ারা, আর ভালো করে সংঘবদ্ধ হও। শ্রমিক ইউনিয়নের লাল টুপি পরছ, পইরা ফেলাইয়া দাও। আমার আপত্তি নাই শ্রমিক বাহিনী কোরো, ভালো করে করে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা দেশে ফিরে আসে, দেশকে গড়ে তোল, গ্রামে গ্রামে কাজ করতে হবে। মানুষকে সাহায্য করতে হবে। বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা। আমার বেয়াদবি মাফ করবেন, অনেক বাজে কথা বলেছি। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ্।

জয় বাংলা।

জোরে জোরে জোরে, জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ।

আবার দেখা হবে।



২৬ জুন, ১৯৭২

নোয়াখালী

নোয়াখালীর মাইজদিকোর্টে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আপনারা অনেক কষ্ট করে এই বৃষ্টি কাদার মধ্যে দূর থেকে এসেছেন। আপনাদের আমি কষ্ট দিতে চাই না। বেশি সময় আমি বক্তব্য দিতে চাই না। জেলে থেকে বের হয়ে আসার পরে বলেছিলাম আপনাদের কাছে তাড়াতাড়ি আসবো। কিন্তু আসতে পারি নাই। আমি জানি, আমি যখন জেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানে, আমি জানি, যখন আমি দিন গোনছিলাম কবে আমার ফাঁসি হবে, আমি জানতাম আপনারা আমার মা-বোনেরা ও ভাইয়েরা বাংলার গ্রামে-গ্রামে রোজা রাখতেন, দোয়া করতেন এবং এই পিশাচের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আপনারা জানেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী আমার দেশের কী সর্বনাশ করেছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথের ভিখারি করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার কচি ছেলেদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আমার জমির ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমার রেললাইন ভেঙে দিয়েছে। আমার ফ্যাক্টরি, কারখানা নষ্ট করেছে। আমার ছেলেদের কাপুরুষের মতো ঘরের থেকে ধরে নিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটেছে। তারা বলে মুসলমান, তারা বলে মানুষ! তারা বলতেন, আমরা মুসলমান! এত বড় নরপশু দুনিয়ায় কোথাও পয়দা হয় নাই। আপনাদের মনে আছে, যেদিন আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, সেইদিন আমি বলে দিয়েছিলাম, "বাংলাদেশের মানুষ আমি জানি না তোমাদের কাছে আর কথা বলতে পারবো কি না, হতে পারে এই আমার শেষ, হতে পারে ওরা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কোরো। আমার পুলিশ, আমার ইপিআর, আমার সৈন্যবাহিনী, আমার সরকারি কর্মচারী, আমার শ্রমিক, আমার কৃষক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার ছাত্র কিছু সংখ্যক দালাল ছাড়া সশস্ত্র বর্বর বাহিনীর সামনে রুখে দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ মায়ের বুক খালি হয়ে গিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ হাত পা কাটা, লক্ষ লক্ষ সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে। কী পেয়েছি? আমি যেদিন জেলে থেকে বের হয়ে আসলাম, আমি যখন

রেসকোর্স ময়দানে খাড়া হলাম, আমি যখন আমার বাংলার মাটিতে পাড়া দিলাম, আমি চোখের পানি রাখতে পারি নাই, অনেক রাত আমি ঘুমাই নাই। অনেকদিন আমি বসে বসে কাটিয়েছি। যেদিন থেকে আমি এসে বাংলায় নেমেছি, তারপর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই। কী করবো? আমার পোর্ট নাই। পোর্ট ভেঙে দিয়ে গেছে। আমার গুদামের চাল লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার কাগজপত্র পর্যন্ত অফিসের জ্বালিয়ে দিয়েছে। এমনকি নোটগুলো পর্যন্ত পোড়ায়ে দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে। বাংলার সোনা লুট করে নিয়ে গেছে, বাংলার মানুষকে হত্যা করেছে।

ভাইয়েরা আমার, ইনশাল্লাহ্ ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ না খাওয়া, আমি জানি, আমি জানি, বাংলার মানুষ দুঃখি, আমি জানি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খায় না। আমি জানি বাংলার মানুষের ঘর নাই। এক কোটি লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে স্থান নিয়েছিল। দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এক কোটি লোক ফিরে এসেছে, কোথায় আমি খাবার পাবো? কোথায় আমি টিন পাবো? কোথায় আমি পয়সা পাবো? কোথায় আমি বাংলার মানুষকে পেট ভরে খাবার দেবো? রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চিন্তা করেছি, কী করবো? কিন্তু জানি, আমার বাংলার মানুষ দুঃখি। আমি দেখলাম, যে সব গেছে, কিন্তু বাংলার মানুষ, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার নিঃস্বার্থ কর্মীকে হত্যা করতে পারে নাই। ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলা একদিন সোনার বাংলা হবে। এদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। জালিম আমার সম্পদ নিতে পারে জালিম আমার টাকা নিতে পারে। জালিম আমার ইমান নিতে পারে নাই। জালিম আমার মাটি নিতে পারে নাই। ইনশাল্লাহ্ যদি বাংলার মানুষ সৎ পথে থাকে, ভালোভাবে কাজ করে, ইমানদারের সঙ্গে কাজ করে। আমি বিশ্বাস করি সোনার বাংলার মানুষ আবার সোনার বাংলা গড়তে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

ভাইয়েরা আমার, আমি দেখলাম কী, শতকরা ৬০ জন পুলিশকে হত্যা করেছে। নোয়াখালীর ভাইয়েরা আমার, এখনও আমার পাষণ্ডের দল ৩০ লক্ষ লোকরে হত্যা করেও শান্তি পায় নাই। আমার ৪ লক্ষ বাঙালিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকায়ে রেখেছে। ভুট্টো সাহেব তাদের দেবেন না। ভুট্টো সাহেব তাদের নিয়া ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। ভুট্টো সাহেব তাদের ছাড়বেন না। ভুট্টো সাহেব মনে করেছেন, যে বাংলার মানুষকে আটকায়ে রেখে তিনি আমাদের মাথা নত করাবেন। যে জাতি রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। সে জাতি কারো কাছে মাথা নত করতে জানে না। ভুট্টো সাহেব আল্লাহ্ যদি আমাকে বাঁচায় রাখে ভুট্টো সাহেব, বাংলার মানুষকে আমি বাংলায় ফিরায় আনবো, আপনি রাখতে পারবেন না। আপনি মনে করেছেন, যে তাদেরকে আটকায়ে রাখলে আমি আপনার যারা যুদ্ধ অপরাধী তাদের বিচার করবো না। যারা আমার দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার ছেলেদের নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে, যারা আমার গরিবের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা আমার মা-বোনকে পথের ভিখারি করেছে, তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে যদি আমি বেঁচে থাকি। ভুট্টো সাহেব, আপনি জানেন, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। মেশিনগানের সামনে আমি বুক পেতে দাঁড়াতে পারি। আপনি

জানেন, যে ফাঁসির জন্য আমার কবর খুঁড়েছিলেন, কিন্তু আমি মাথা নত করি নাই। এই জন্য আমার বাংলার মানুষও মাথা নত করবে না। ভুট্টো সাহেব অবশ্য এখনও বাংলাদেশকে তিনি মানেন না। বাংলাদেশ বলে স্বাধীন না। দুনিয়ার ৭৫টা দেশ মেনেছে। দুনিয়ার জাতিসংঘের অনেক কমিটির আমি সদস্য হয়েছি। উনি বাংলাদেশকে মানেন না। আমি তোমারে মানি কিনা সেইটাই বড় কথা, তুমি আমারে মান কিনা সেইটা বড় কথা না। আমার দেশ বাংলাদেশ। আমার স্বাধীনতা থাকবে। আমার পতাকা থাকবে।

আমার বাংলার মানুষ খেয়ে খুশিভাবে বেড়াবে, তোমাদের গোলামি আর কোনও দিন করতে আমরা পারবো না। সুখে থাকো বন্ধু। সুখে থাকো। আরামে থাকো, আশীর্বাদ করি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরো। আল্লাহর কাছে মাফ চাও যা করেছ। আর যা নিয়েছ, ভদ্রলোকের মতো ফেরত দিলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ২৪ বছরে আমার সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে গেছ। সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আমার বাংলা থেকে লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছ। এখন বড় বড় কথা বলেন। উনারা বলে মুসলমান। উনারা বলে ইসলামের কথা বলেন। গটর গটর মদ খাইয়া পড়ে থাকেন, আর ইসলাম ইসলাম করেন। বাংলাদেশে মদ খাওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তুমি বন্ধ করতে পারো নাই। তুমি পারবা না। আমার নাই কিছু। আপনাদের আমি কিচ্ছু দিবার পারবো না। দেবো কোত্থেকে?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য। আপনাদের যত বকেয়া খাজনা ছিল সব আমি মাফ করে দিয়েছি। দেই নাই? আপনাদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে গেছে, আমি করে দিয়েছি। আপনাদের গ্রামে-গ্রামে ক্যাশ স্লিপে টাকা দেওয়া হয়েছে। আপনাদের লবণের খাজনা মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আমি পাবো কোথায়? আমি দেবো কোত্থেকে? আমি তো মানুষের কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রি করে পয়সা আনতে পারি না। কোটি কোটি মণ খাবার আমার আনতে হচ্ছে। আর একটা অসুবিধা হয়ে গেছে। আমি ভিক্ষাটিক্ষা করে আনি, গ্রামে-গ্রামে পাঠাই, চাটার দল এখনও বলে মাঝে মাঝে চাইটে চাইটে চুরি করে খায়। আমি সাবধান করে দিচ্ছি। খবরদার। গরিবের হক কেউই মেরে খাবা না। আমি গরিবের জন্য, গরিব আমার জন্য। বাংলাদেশে গরিব কৃষকের রাজ কায়েম হবে। বাংলাদেশে গরিবের রাজ কায়েম হবে। শোষকের রাজ কায়েম হবে না।

ভাইয়েরা আমার, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ কোরো। ঘুষ খাওয়া বন্ধ কোরো। গরিবের রক্ত চোষা বন্ধ কোরো। গরিবের পয়সা মেরে খাওয়া বন্ধ কোরো। না হলে ভালো হবে না। তোমরা আমাকে চেন।

আজকে ২২ তারিখ। বড় বড় বাড়ি দখল করেছে, বড় বড় গাড়ি দখল করেছে বড় বড় জায়গায়। আজ ২২ তারিখ চারটা এখন বাজে। এই চারটার পর থেকে বড় বড় শহরে অ্যাকশন নেওয়া হবে। যারা বাড়িঘর লুট করেছে তাদের বাড়ি ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হবে। যারা গুদামে চাল রেখে চালের দাম বাড়ায়ে গরিবকে লুট করে খাবার চায়, তারা সাবধান হয়ে যাও। আইন আমি পাস করছি। আইন আমার আছে। দরকার হলে আরও করবো। দরকার হয় এমন আইন করবো যে, প্রকাশ্য জায়গায় গুলি করে মারা হবে এই চোরদের। কিন্তু গরিবকে লুট করে খাওয়ার দেওয়া হবে না।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার, একদল লোক আছে, রাস্তায় বের হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখি নাই, ইয়াহিয়া খানের দালালি করেছে, আইয়ুব খানের দালালি করেছেন। এখন আমি গণতন্ত্র দিয়েছি, উনারা কথা বলতে শুরু করেছেন। ফুটফাট চুপচাপ ফুঁসফাঁস করেন। একটু আস্তে আস্তে কও চান রা। ছিলা কোথায় চান রা? করেছিল কি চান রা? দালালি করেছ ইয়াহিয়া খানের, পয়সা খেয়েছ আইয়ুব খানের, পয়সা খেয়েছ ইস্কান্দার মির্জার। যখন জীবনের ১০-১১টি বৎসর আমি জেলের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি, আমার সহকর্মীরা জেলের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে, তখন তোমরা বসে বসে কোরমা পোলাও খেয়েছ। এখন সুযোগ পাইয়া এটা করল না, ওটা করল না। কোত্থেকে করবো? খাজনা মাফ, ট্যাক্স মাফ, লবণ কর মাফ, পয়সা কোত্থেকে আসবে। করবো কোত্থেকে? কাজ করতে হবে। ফসল উৎপাদন করতে হবে। কারখানায় কাজ করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। তাহলেই তো পয়সা আসবে। তাহলেই তো মানুষকে কাজ দিতে পারবো। নাইলে পারবো কোত্থকে? বাজে কথা বললে চলবে না। মিথ্যা কথা আমি বলি না। আমি রেসকোর্স ময়দানে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমাদের কী দিয়েছি? প্রায় একশো কোটি টাকার মতো রিলিফ এই বাংলাদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৬ কোটি টাকার মতো টেস্ট রিলিফ দেওয়া হয়েছে, খাজনা-ট্যাক্স মাফ করা হয়েছে। আপনারা জানেন, কোটি কোটি মণ চাল আনতে হচ্ছে আমার গ্রামে পৌছুবার জন্য। কোটি কোটি মণ চাল। ট্রাক নাই, বাস নাই, রেলওয়ে নাই। পোর্ট ভাঙা ছিল। দুনিয়া থেকে চাল কিনবো। চিটাগাং পোর্ট এ আনবো। সেখানে থেকে গ্রামে পৌছায় দিবো। অন্তত পক্ষে প্রত্যেকটা গ্রাম কিছু কিছু খাবার আপনাদের জন্য আমি পৌছাইছি এই ভাণ্ডার থেকে। কিন্তু নাই কিছু। এবার পারবো না। আমি মিথ্যা ধোঁকা আপনাদের দেইনা, কোনদিন দেই নাই। কোনও দিন দেবো না। ৩ বছর আপনাদের আমি কিছুই দিবার পারবো না। আপনারা রাজি আছেন কিনা আমি জানতে চাই। তার মনে আমি দেবো না এটা ঠিক না। আমি যেখানে থেকে পার ভিক্ষা করি আইনা বাংলার গরিবের সামনে আমি হাজার করার চেষ্টা করবো। কিন্তু গরিবকে খেয়ে বাঁচতে হবে।

ভাইয়েরা আমার, কিন্তু একটা কথা, একটা কথা, নাকে খৎ দিয়া দুনিয়ার কাছ থেকে আমি আনতে পারবো না। সত্য কথা ভারতবর্ষ আমারে দুই তিন কোটি মণ খাবার দিয়েছে। ইউনাইটেড নেশন থেকে ৬ লক্ষ টন আমি খাবার পাচ্ছি। তার মধ্যে ইউএসএ ৪ লক্ষ টন দিয়েছে। রাশিয়া আমার বন্ধু। তারা আমাকে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সেখান থেকে আমি আনছি। বার্মা থেকে চাল আমি কিনতেছি। জাপান থেকে চাল কিনেছি। কিন্তু আনতে জাহাজ নাই। জাহাজ ভাড়া কইরা আনতে হবে। চট্টগ্রামে পৌছবে, ট্রাক লাগবে, রেলের ইঞ্জিন নাই। পাঠাতে হবে নোয়াখালী, যেতে হবে গ্রামে– সময় লাগবে ভাই। সময় লাগবে। মিথ্যা ধোঁকা দিবার পারবো না। আমি কাউকে ধোঁকা দিইনা। তবে বাংলার যে সম্পদ এ সম্পদ আপনাদের। যেখান থেকে আয় করি না কেন, সেই সম্পদ যেখান থেকে আনি না কেন, বাংলার গরিবের জন্য আনা হবে। স্কুল-কলেজ ভেঙে গেছে। তা সারতে টাকা দিতে হবে। এছাড়াও গরিব কর্মচারী, যারা না খেয়ে কষ্ট পেত, তাদের আমি মাসে ২৫ টাকা, ২০ টাকা, ১৫ টাকা বেতন বাড়ায়া দিয়েছি তাতে আমাকে দিতে হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা।

কোথায় পাবো? কোন জায়গায় থেকে আসবে? কীভাবে দিবো? বিশ্বাস করেন, ভাইয়েরা আমার, আমি রাত্রে ঘুমাতে পারি না। আমি চিন্তা করতে পারি না। জেলে থেকে যেদিন আমি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসছি। তারপর থেকে একদিন আমি বিশ্রাম করি নাই। আমার পক্ষে দিনের আরাম রাতের বিশ্রাম হারাম হয়ে গেছে। আপনাদের দিকে আমি চাইতে পারি না। আমি দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমি আসতেছিলাম– প্লেন আসে না। আমি রাস্তার ওপর প্লেন থামাইছি। প্লেন থামছে। আসতে পারে না। গ্রামের লোক দৌড়ায়া আসছে। বাবা তোমারে একটু দেখবো, তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না। তোমারে দেখবো। আপনারা আমারে দোয়া করেন। আপনারা যেভাবে আমাকে ভালোবাসেন, আমি যেন আপনাদের এ ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি, এর বেশি আমি আপনাদের কাছে কিছু চাই না। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আমিও আপনাদের ভালোবাসি। মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমার দেবার মতো যা আছে, একটা জান, তা বাংলার মানুষের জন্য আমি মর্টগেজ করে দিয়েছি।

ভাইয়েরা আমার, হ্যাঁ, একটা কথা বলে যাবার চাই লাইঠেল পাইঠেল আর চলবে না। ১০০ বিঘার বেশি জমি কেউ রাখতে পারবে না এবং বাকি জমি যাদের জমি নাই তার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। আমি ডিসি সাহেবকে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি। দেখেন কোন কোন লাঠিয়াল জমি দখল করে রাখছে, সোজা জেলখানায় দিয়ে দেন। আর গরিবের মধ্যে সে জমি ভাগ করে দেন। কোনও ভয় নাই আপনার। ছাড়ব না। ১০০ বিঘার বেশি কেউ রাখতে পারবে না। বাকি যা আছে তা গরিবের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এটা গর্ভমেন্টের আইন; এ আইনে কাজ হবে এবং আমি সরকারি কর্মচারীদের হুকুম দিয়ে যাচ্ছি যে, যত তাড়াতাড়ি হয়, সে বন্দোবস্ত করা হোক।

আর, আইন শৃঙ্খলা রাখেন। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা মানুষের শান্তি যেন নষ্ট করতে না পারে। চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের আপনারা গ্রামের লোক তাদের ধইরা পুলিশের কাছে দিয়ে দেবেন। তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। আর কিছু কিছু রাজাকার, আলবদর, যারা আমার লোকেরে মারছে, তারা পলায়া পলায়া বেড়াচ্ছে এবং জায়গায় জায়গায় সুযোগ পাইয়া আবার কাছিমের মতো মাথা বাইর করছে। তোমাদের যে এখন পর্যন্ত কিছু করা হয় নাই তার অর্থ দুর্বলতা নয়, তোমরা সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। যদি বাড়াবাড়ি কোরো তাইলে মনে রেখ তোমাদের জেলে যেতে হবে। কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তবে আইন মতো তোমাদের বিচার হবে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পার।

আমার ভাইয়েরা, বোনেরা, আপনারা বহু কষ্ট করেছেন লক্ষ লক্ষ লোক, বৃষ্টি কাদার মধ্যে আপনারা রয়েছেন। আমার দুঃখ হচ্ছে।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার। আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে একটা কথা বলে যাই। আওয়ামী লীগের নেতারা আওয়ামী লীগ এই দেশের গরিবের প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগ গরিবের প্রতিষ্ঠান থাকবে। আওয়ামী লীগ গরিবের জন্য সংগ্রাম করেছে। আওয়ামী লীগ গরিবের জন্য সংগ্রাম করবে। যদি কোনও আওয়ামী লীগের নেতা দুর্নীতি

করে তাদের পার্টি থেকে বাইর করে দাও। কিন্তু আওয়ামী লীগের যেন বদনাম হয় না। আপনারা ইউনিয়নে ইউনিয়নে নিঃস্বার্থ কর্মীরা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করেন এবং সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে এবং পুলিশের সঙ্গে কো-অপারেশন করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। না হলে আমার মুখ কালি করবেন না। আমার মুখে কালি দেবেন না। সাত কোটি, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুখে কালি দেবেন না। আমার কর্মীদের কাছে এই আমার আবেদন।

বাংলা বাংলাদেশ। প্রত্যেক বাঙালির এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেয়ে কাজ করে খাবার অধিকার রয়েছে। কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটা কথা বলে যাই। বাংলাদেশ ৪টা নীতির উপরে চলবে। জাতীয়তাবাদ, সেটা হলো কী? আমরা বাঙালি আমাদের জয় বাংলা। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ। বাঙালি আমরা। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আপনারা বাঙালি না?

২ নম্বর– আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি গণতন্ত্র মানে, যার যা ইচ্ছা তাই লেখবেন আর যা ইচ্ছা তাই বলবেন, সেটাকে গণতন্ত্র বলে না। গণতন্ত্রের একটা নীতি আছে। এবং গণতন্ত্রে আমি বিশ্বাস করি। আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না?

আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। যাকে বলা হয় শোষণহীন সমাজ। শোষণহীন সমাজ মানে কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না। আপনারা চান না? আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। তার অর্থ ধর্ম বিরোধী নয়। মুসলমান মুসলমান ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দু ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করবে, বৌদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম পালন করবে। এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর অত্যাচার করবে না। ধর্মের নামে জুয়াচুরি, পকেটমার, লুটতরাজ, ব্যবসা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পয়সা খাইয়া রাজনীতি করা চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি চলবে না। ধর্মের নামে লুট করা চলবে না। তবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান হিসেবে আমার ধর্ম-কর্ম পালন করবো। হিন্দু হিন্দু ধর্ম পালন করবে। কেউ ধর্ম কর্মে বাধা দিবার পারবে না। ঠিক? মানেন? আমার ধর্ম আমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আছে না? 'কুলিয়া আলকা ফিরুনা, লা বদু মাতা বদু ওয়ালা আন্তা বিদানা মাবুদ ওয়ালা না বিদু না বাততুম ওয়ালা আনতুম বিদানা মাবুদ লা কুনতুন ওলিয়াদিন।' আমার কুরআনের আয়াতে আছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। এইটাই হলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বাংলাদেশ তাই থাকবে। তাই আমি আশা করি। আপনারা এতে বিশ্বাস আছেন। বৃষ্টি কাদা চলে যাক। আমি একটু কাজকর্ম গুছায়া লই। সব ঠিক ঠাক করি। আবার নোয়াখালী এসে আপনাদের কাছ থেকে বেড়ায় যাবো। ঠিক আছে? আমি যা বলবো তাই আপনারা তো করবেন? আপনারা দিন ভরে পরিশ্রম করে উৎপাদন করবেন? চোরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন? এবং যা আছে শোষণহীন সমাজ হওয়ার চেষ্টা করবেন? সকলে হাত তোলেন সব।

জয় বাংলা, জয় বাংলা।
আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।



২৮ জুন, ১৯৭২

সিলেট

বঙ্গবন্ধু সিলেটের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে
এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, জেলে থেকে বের হয়ে আসার পরে আপনাদের কাছে আমি আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই তা আপনারা জানেন। এক মুহূর্তও সময় পাই নাই। দেশের অবস্থা আপনারা ভালো করে জানেন। পাকিস্তানের বর্বর সামরিক বাহিনী আমার বাংলাদেশকে খতম করে দিয়ে গেছে। ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ বললে ভুল হবে। কোটি কোটি ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এক কোটি লোক দেশের মায়া ত্যাগ করে জীবনের মায়ায় ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। আর যারা ছিলেন, তারা অনেক কষ্টে দিন যাপন করেছেন। দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। যারা আমাদের ক্যাম্পে এসেছে। রেললাইন, রাস্তা, লঞ্চ, ট্রাক, বাস, পোর্ট, শতকরা ৫০/৬০ ভাগ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। কারেন্সি নোট জ্বালায়ে দিয়ে গেছে। এত বড় পাষণ্ড দুনিয়ার ইতিহাস দেখা যায় নাই। যা পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীরা করেছে আমার দেশে। সেদিন যদি ভারতবর্ষ এবং তার মহানেত্রী মিসেস গান্ধী বাংলার মানুষকে সাহায্য না করত চিরদিনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের যে কী হতো সে কথা চিন্তা করলে শিহরিয়ে উঠতে হয়। আমার এক কোটি লোকের খাবার দিয়েছে। আমার ছেলেকে সাহায্য করেছে। আমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা, আমার পুলিশ, আমার বিডিআর, আমার ছাত্র, আমার যুবক, আমার বুদ্ধিজীবী, আমার কৃষক, আমার শ্রমিক ভাইরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। আমি বলে গিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ তারিখে আমি বলে দিয়েছিলাম, যে আমাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি জানতাম, যে জীবনেও বোধ হয় আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসতে পারবো না। যখন গ্রেফতার করে আমাকে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যায়। কিন্তু আমি ফিরে এসেছি। আপনারা দোয়া করেছেন। আপনারা রক্ত দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

ভস্মীভূত একটা দেশ পেয়েছি। মানুষের ঘরে খাবার নাই। মানুষের গায়ে কাপড় নাই, স্কুল-কলেজ ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে। মালপত্র ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, কী করে আমি এই দেশকে বাঁচাবো, আমি চিন্তা করলেও শিহরিয়া উঠি। তারপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আজ একটু আমরা কোনও মতে দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে চাল এনেছি। একমাত্র ভারতবর্ষ আমাকে ৬/৭ লক্ষ টন খাদ্য দিয়েছেন। আর অন্যান্য দেশ রাশিয়া আমার বন্ধু রাষ্ট্র, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া আমাকে খাবার দিচ্ছে, আমি আনছি। আমার পোর্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার জাহাজ নাই। আমাকে বিদেশ থেকে মাল আনতে হবে। এসব আপনারা জানেন যে মানুষের দুঃখ। আমি মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি। ২৩/২৪ বছর এই দেশ পাকিস্তানিদের কলোনি হয়ে ছিল। কী দেব আপনাদের আমি বলেন? কী দেবার পারবো? আছে কী? খাজনা মাফ করে দিয়েছি। ২৫ বিঘা জমির খাজনা? মাফ হয়ে গেছে। গরিব কর্মচারীদের ২৫ টাকা বেতন বাড়ায় দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু খাবার এবং রিলিফ এবং টাকা আমি পৌছিয়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ। আপনাদের কিছু দিবার পারি নাই। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না। আমি ধোঁকা কাউকে দেই না, ওটা আমার অভ্যাস নাই। আর প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। আমি রাজনীতি করেছিলাম আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য। এখন আমর রাজনীতি মুক্তি হয়েছে। আমর অর্থনীতি মুক্তির প্রয়োজন। এইটা না হলে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। যদি বাংলার মানুষ যদি সুখে বাস না করে। বাংলার মানুষ যদি অত্যাচার, অবিচারের হাত থেকে বাঁচাতে না পারে তো এই স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যে যেখানে আছেন, দেশ গড়ার কাছে আত্মনিয়োগ করেন। আমি দেখে এলাম। সিলেটে গিয়েছিলাম। সুনামগঞ্জ থেকে আসলাম, আরও কয়েক জায়গায় যাবো। বন্যায় সিলেটের সর্বনাশ হয়ে গেছে। একে তো আমরা আগে পাকিস্তানি বর্বররা শেষে করে দিয়ে গেছে। তারপর আবার বন্যায় যা কিছু ছিল শেষ করে দিয়ে গেছে।

কী করবো বলেন? তবে এইটুকু আপনাদের বলতে পারি বাংলাদেশে যা কিছু আছে, এই দেশের গরিবের জন্য সেটা ব্যয় হবে। কোনও শোষকের পেটে যাবে না। এটা নিশ্চিত থাকতে পারেন এবং যা আছে, রিলিফের জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। যেখান থেকে হয়, ইনশাল্লাহ্ পেট ভরে খাইতে দিবার পারবো না, যদ্দুর পারি কিছু কিছু পৌছাবার চেষ্টা করা হবে। তবে কত পারবো, আমি তা বলতে পারি না। কারণ আমার ব্যাংকে সেই পয়সা নাই যা আপনাদের কাছে আমি ওয়াদা করতে পারি কারণ ওয়াদা করে আমি জীবনে খেলাফ করতে পারি নাই, ওয়াদা আমি করতে পারি না। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি জানি আপনাদের বাড়িঘর নাই, আপনাদের খাবার নাই, আপনারা কষ্ট করে এর মধ্যেও আসছেন। আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে বহু সময় লাগবে। পয়সা নাই। টাকা নাই। এখন শুধু আমি মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেছি। যে দুমুঠো ভাত কোনও মতে পৌছুতে পারি কি-না। খাজনা মাফ

করে দিয়েছি সুদসহ। লবণ কর মাফ করে দিয়েছি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছি। টাকা আমি কোথায় পাবো? কোথকে আসবে? হ্যাঁ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পয়সার প্রয়োজন হবে। আমি টেস্ট রিলিফের ১৮ কোটি টাকা দিয়েছি। গ্রামে-গ্রামে রিলিফের কাজ হয়েছে। যা যেখান থেকে পাচ্ছি,আমি দুহাত থেকে বিলিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্ল্যান করা হচ্ছে। আমার বন্ধু ওসমানী সাহেব এখানে আছেন, উনি আছেন, আপনাদের আমার ফরেন মিনিস্টার আবদুস সামাদ সাহেব আছেন। এরা জানে। এরা আমার সহকর্মী। ২৪ ঘণ্টা আমার সঙ্গে আছে। যে কীভাবে প্রত্যেকটা লোকের ১৬ ঘণ্টা, ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কারণ, কোথা থেকে জোগাড় করবো চিন্তা করতে হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর করতে হবে নিশ্চয়ই, না করলে বাংলাদেশ বাঁচবে না। সুষ্ঠু প্ল্যান করে বন্যা নিয়ন্ত্রণে হাত দিতে হবে। আর সরকারি কর্মচারী, আওয়ামী লীগ কর্মচারী, ছাত্র ভাইরা, সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা গ্রামে-গ্রামে দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়ান। চিন্তা কইরেন না। খাবার কিছু পৌছায়া যেভাবে হয় দেওয়া হবে। সুষ্ঠুভাবে যাতে বণ্টন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আমি ৪০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করে দিলাম। দরকার হয় আরও দেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখি মানুষের মুখে যেন হাসি ফোটে, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। তাই আরও দরকার হয় আরও পৌছিয়ে দেওয়া হবে। দেখেন যেন সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়, যাতে গরিব দুঃখি পায় তাতে খেয়াল রাখেন।

আদব শেখো। শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনো। বাপ-মারে ইজ্জত করতে শেখো। শিক্ষকদের ইজ্জত করতে শেখো। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে থেকে এই জিনিসটা দূর হয়ে গেছে। কোনদিন মানুষ হতে পারবা না। আমার নামের পাশে আমাকে বিপ্লবী মজিবর রহমান বলা হতো। কিন্তু আমি বেয়াদব ছিলাম না। যুবকদের, ছাত্রদের অনুরোধ করি যে মেহেরবাণি করে স্লোগানটি একটু কম দিয়ে একটু লেখাপড়া কোরো। আর, বাবার পয়সা নষ্ট বেশি কইরো না। আর তোমাদের কাজ আছে। দেশের মধ্যে যদি তারা দুর্নীতি করে সেদিকে খেয়াল রাখো, দেশের কাজ কোরো, বড় বড় বক্তৃতা-ফক্তৃতা বাদ দাও। যখন কিছু করতে হবে ও আমি ডাক আগেও দিয়েছি ভবিষ্যতেও দেবো। তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। মেহেরবানি করে আজকে থেকে আর করবা না। আর বড় বড় শ্লোগান দিয়া লাভ নাই। আমাদের কাজ আর মেহেরবানি করে একটা কথা অনুরোধ করবো সকলকে, ভিক্ষা করে দুনিয়া থেকে যা আনি তা যাতে গরিব পায়। দুর্নীতি যেন হয়ে চাটার দল যেন চেটে না খেয়ে ফেলায় দেয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। গরিবের জন্য কষ্ট করে আনা হয়। মধ্যে থেকে যেন চুরি করে না খাওয়া হয়।

এবার বেশি সুবিধা হবে না কারণ একটু সময় লাগতেছে আমাদের। কেমন করে বদমাইশ গুণ্ডা, লুচ্চা, চোর দমন করতে হয়। বাংলার জনগণকে আমি অনুরোধ করছি, যেমন তোমরা সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের, সেই দস্যুদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলা এখন তোমাদের করতে হবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে হবে। দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ হলে পুলিশ, সরকারি কর্মচারী এবং সকলেই সাহায্য করবে।



৩ জুলাই, ১৯৭২

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আমার কুষ্টিয়ার ভাই ও বোনেরা, জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বে, পরে অনেকবার আশা করেছিলাম আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। কিন্তু আসতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তা আপনারা জানেন। ২৪টি বৎসর পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে। ২৪ বৎসর পূর্বে প্রায় ২০০ বৎসর ইংরেজ আমার সোনার বাংলাকে লুট করেছে। ২৪ বৎসরের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। ২৪ বৎসরের ইতিহাস রক্তের ইতিহাস, ২৪ বৎসরের ইতিহাস অত্যাচার, নিপীড়নের ইতিহাস। পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী এই বাংলাদেশ থেকে ২৪ বছরে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। বারবার মোকাবেলা করেছি। বারবার রক্ত দিয়েছে বাংলার মানুষ, বাংলার ছেলেরা বারবার জেল খেটেছে। বারবার বাংলার মানুষ অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু শেষ যুদ্ধ হয়। ২৫ শে মার্চে শুরু হয়। সে ইতিহাস কুষ্টিয়াবাসীরা ভালো করে জানেন। সে ইতিহাস বাংলার মানুষ ভালো করে জানেন। শুধু জানেন না, তারা যে অত্যাচার সহ্য করেছেন নিষ্ঠুর পাকবাহিনী ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের নমরুদ বাহিনী, আমার লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষকে গৃহহারা, সর্বহারা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে বিধবা করেছে। আমার লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছে। আমার বাংলার মাটি থেকে এক কোটি লোক প্রাণের দায়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। একজন দুইজন নয়, এক লক্ষ, দুই লক্ষ নয়, এক কোটি লোক। তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মিসেস গান্ধী। আশ্রয় দিয়েছিলেন ভারতের জনসাধারণ, দিয়েছিলেন খাবার, দিয়েছিলেন সান্ত্বনা। লড়েছিল বাংলার যুবক, লড়েছিল বাংলার শ্রমিক, লড়েছিল বাংলার বুদ্ধিজীবী, লড়েছিল বাংলার পুলিশ, লড়েছিল বাংলার বিডিআর, লড়েছিল বাংলার সামরিক বাহিনীর ছেলেরা। তাদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে মোকাবেলা করেছিল শত্রুকে। আমি যাবার বেলায় বাংলার মানুষের কাছে দেবার পারি নাই কিছুই। শুধু ২৫ তারিখ রাত্রে যখন সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার ওপর মেশিনগান মারতে শুরু করল, সেই মুহূর্তে আমি

বুঝলাম, এই আমার জীবনের শেষ। তাই আমি টেলিফোন করে আমি খবর দিলাম আমার বিডিআর হেড কোয়ার্টারে চট্টগ্রাম। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, আমার জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হতে না পারে, বাংলার ঘরে ঘরে জানিয়ে দাও, যে পর্যন্ত এই পৈশাচিক বাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত না হবে, যে পর্যন্ত না সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা না পাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। যুদ্ধ কোরো, জীবন দাও, নমরুদদের জ্বালিয়ে দাও। আমার শতকরা পঞ্চাশ জন সিপাহীকে হত্যা করা হয়েছে, আমার বিডিআরকে হত্যা করা হয়েছে। আমার ছেলেদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু টিকতে পারে নাই নমরুদের দল। দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের দেশে তারা চলে গিয়েছে। আর কিছু সংখ্যক আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। বড় বড়গুলো ধরা পড়ে গেছে। যাবার পারে নাই। যেতে পারবে না। এদের বিচার হবে। বাংলার মাটিতে বিচার হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। যত কনফারেন্সই কোরো, আর যত বড় কথাই বলো, বিচার না করে ছাড়বো না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার মা-বোন, দুই লক্ষ, দুই লক্ষ মা-বোনকে আমার আমাদের ক্যাম্পে পেয়েছি। যার ওপর, যাদের ইজ্জত নষ্ট করেছে পাকিস্তানের সৈন্যরা। দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না, দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও শোনা যায় না, যে মানুষ এত বড় পশু হতে পারে। শুধু তাই নয়। হত্যা করেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে হত্যা করে। কিন্তু নিরীহ গ্রামবাসী, নিরীহ আমার দেশের মা বোন, নিরীহ আমার দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর মেশিন গান চালিয়ে, এরোপ্লেন দিয়ে হত্যা করেছে। এত বড় নির্দয় এত বড় নিষ্ঠুর, এত বড় নমরুদ, এত বড় ফেরাউন কোনও দেশে কোনদিন জন্ম গ্রহণ করে নাই।

সুখে থাকো ভুট্টো সাহেব সুখে থাকো। তোমার ভাই বোনদের নিয়ে সুখে থাকো, আমি আশীর্বাদ করি।

তোমরা আর আমাদের জ্বালাবার চেষ্টা কোরো না। ভুলে যাও আমাদের কথা। তোমরা আশা কোরো না যে, আজ বড় বড় কথা বল। এর মধ্যে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বলেছেন, তোমরা যা করেছ, ঠিক করেছ। ভুট্টো সাহেব, লজ্জা করে না তোমার এ কথা বলতে? নিরীহ মা-বোনদের ওপর যারা পাশবিক অত্যাচার করে, নিরীহ মানুষকে যারা হত্যা করে, তাদের জন্য গর্ব অনুভব কোরো? আমার মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যদি জানত যে, কী করে আমার বাংলার মানুষকে অত্যাচার করা হয়েছে, লজ্জায় মাথা নত করে দুনিয়ায় আর মুখ দেখাতে পারত না। আর তুমি কিনা বল যে, তোমরা যা করেছ, ভালো কাম করেছ, বেহায়ার সীমা থাকা দরকার। ঠিক আছে। থাকো সুখে। বাংলার মানুষকে হত্যা করেছ। বাংলার সম্পদ লুট করেছ।

ভাইরা আমার, আপনাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ দুনিয়ায় স্থান পেয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়াতে ওড়ে। বাংলার স্থান আজ দুনিয়ার ম্যাপে। বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশ থাকবে। ভুট্টো হোক, যেই হোক বাংলাকে আর ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্ । তোমার শক্তি নাই।

লাফাইয়া লাভ নাই। যাই হোক, ভাইরা আমার, যাক্ পুরানা কথা নাইবা আর বললাম। আজ যে ঘরে যাই সেই ঘরে কান্না, যে দিকে চাই সেদিকে গৃহহারার আর্তনাদ, যেদিকে চাই মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে।

গুদামের চাল ধ্বংস করেছ, রাস্তাঘাট নষ্ট করেছ, বাস-ট্রাক পোড়ায়ে দিয়েছ, পোর্টের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছ। রেললাইনকে ধ্বংস করে গেছ। সব করে গেছ। কিন্তু একটা জিনিস করতে পার নাই, ভুট্টো সাহেব। সেটা হলো, বাংলার মানুষের ইমান, আর বাংলার মানুষের শক্তি। মানুষের শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আমার বাংলা সোনার বাংলা আছে। আমার সোনার বাংলার মানুষ আছে। ইনশাআল্লাহ্ যদি আপনারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করেন, আবার সোনার বাংলা হাসবে, আবার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, আবার মানুষ সুখী হবে, কিন্তু কাজ আপনাদের করতে হবে, মিথ্যা ধোঁকা আমি দেই না। কোনও দিন দেই নাই। আমি ৭ই মার্চ বলেছিলাম, যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি বলেছিলাম, যার যা আছে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। শত্রুর মোকাবেলা কোরো। আপনারা করেছেন, শত্রুকে তাড়িয়েছেন, দেশকে স্বাধীন করেছেন। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে অনেক কাজ আপনাদের করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাই নাই। স্বাধীনতা আমার বৃথা হয়ে যাবে, রক্ত আমার দেশের বৃথা হয়ে যাবে, শহীদের রক্ত বৃথা হয়ে যাবে, শহীদের আত্মা শান্তি পাবে না যদি এদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, যদি এদেশের মানুষ সুখে বাস না করে, যদি এদেশের মানুষ শিক্ষাব্যবস্থা না পায়, যদি এদেশে বেকার সমস্যা দূর না হয়, সেই জন্য আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের দরকার।

কী পেয়েছি? একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। ৩০ লক্ষ টন খাদ্য সামগ্রী বাংলাদেশে দরকার। এক লক্ষ, দুই লক্ষ নয় ৩০ লক্ষ টন। ৩০ লক্ষ টন সাড়ে ২৭ দিয়ে গুণ দেন তো কত মণ। এত খাবার বিদেশ থেকে আমাকে আনতে হবে। বাংলার মানুষকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার জন্য। নোট পোড়ায়ে দিয়ে গেছে। এক আনার পয়সা, এক আনার পয়সা আমি যেদিন জেলে থেকে এসে আমি বাধ্য হলাম এই সরকার নিতে। আমি এক আনার পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা পাই নাই। এক ছটাক সোনা বাংলাদেশের ব্যাংকে রেখে যায় নাই। কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। পোর্ট বন্ধ করেছে, মাল চালান দিবার পারি না, আমি পাগল হয়ে গেলাম আমার দুঃখি মানুষকে বাঁচাবো কী করে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানি, আপনাদের দোয়া, এ পর্যন্ত প্রায় ১৭ লক্ষ টন খাবার আগামী বার পর্যন্ত আসছে। যেভাবে পেরেছি, আপনাদের দুয়ারে কিছু কিছু পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি।

হ্যাঁ, রিলিফ আপনাদের গ্রামে গ্রামে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি। টেস্ট রিলিফের টাকা আপনারা গ্রামে গ্রামে পেয়েছেন। আপনারা আমার দেশের মানুষ, দুঃখি মানুষ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন, খাজনা দেবার পারে না। আমি দেখলাম, মানুষের জন্য রাষ্ট্র, মানুষকে বাঁচাতে

হবে। টাকা? টাকার জোগাড় হয়ে যাবে, আমার মানুষকে দুঃখ দেবার পারবো না। যত বকেয়া খাজনা ছিল, সুদসহ আমি মাফ করে দিলাম, করে দেই নাই আমি মাফ? ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ করে দিলাম। লবণ কর মাফ করে দিলাম, তাগাবি লোন গ্রামে-গ্রামে পাঠালাম। কো-অপারেটিভ লোন গ্রামে-গ্রামে পাঠালাম। কিন্তু দুঃখ হয় এত রক্ত, এত জান মানুষ দিয়েছে, কিন্তু অনেক লোকের স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। জাতির জীবনে যদি চরিত্রের পরিবর্তন না হয়, সে জাতি কোনও দিন ভালো হয়ে বাঁচতে পারে না। এত দুঃখ করে এত কষ্ট করে দুনিয়া থেকে রিলিফ এনে আমি গ্রামে-গ্রামে পাঠিয়েছি। আমি খবর পাই কিছু কিছু লোক এই রক্ত দেওয়া যে আমার রিলিফের মাল তা চুরি করে খায়। ওদের পেটের নাড়ি আমি কাটতে চাই। আর কিছু কিছু লোক, তারা আজও গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, গুণ্ডামি, বদমাইশি, লুচ্চামি করে। আমি জাতির পিতা-আপনারা আমাকে করেছেন। ৬ মাস পর্যন্ত আমি অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, বলেছি ভাইরা আমার, স্বভাবের পরিবর্তন কোরো। ভাইরা আমার, গুণ্ডামি, বদমাইশি ছেড়ে দাও, ভাইরা আমার অস্ত্র টস্ত্র দিয়ে ডাকাতি বন্ধ কোরো। কথা শোনে নাই। আর এক দল আছে স্মাগলিং করেন। আমি ১৫দিন সময় দিছিলাম, তারপর আমি করেছি, ঢাকা শহরের কার্ফু দিয়া দিয়া ভুঁড়িওলাদের পেটের মধ্যে থেকে আমি অস্ত্র এবং জিনিস বাইর করেছি। আজ আমি কুষ্টিয়াতে হুকুম দিয়ে গেলাম। আমি সমস্ত অফিসার, কর্মচারীদের হুকুম দিলাম, জনগণের কাছে আবেদন করতেছি। দরকার যদি হয়, যারা চোরাকারবারি, যারা স্মাগলিং করে, কার্ফু দিয়া তোমরা সেখানে সার্চ কর এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর, কঠোরভাবে এদের দমন কোরো। কোনও দয়া নাই, কোনও মায়া নাই, কোনও মমতা নাই। সাবধান! আমি সাড়ে সাত কোটি লোককে ভালোবাসি। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি। ক্ষমতার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। ইয়াহিয়া খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল। আইয়ুব খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল। আমি লাথি মেরে সে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। আমি রাজনীতি করেছিলাম আমার বাংলার সাড়ে সাত কোটি লোকের মুক্তির জন্য রাজনীতি করেছি।

আমি বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। বাংলার মানুষরা আমাকে ভালোবাসে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো। আপনাদের কাছে আমার দাবি রইল, যদি কোনদিন আমি দেখি, যে বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে না, সেদিন মনে রাখবেন এই প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আমার বাড়িতে ফিরে যাবো। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। আমি চাই বাংলার মানুষ সুখে পেট ভরে ভাত খাক। আমি চাই অত্যাচার অবিচার বন্ধ হোক। আমি চাই দুর্নীতি ঘুষখোর ধ্বংস হোক।

জনসাধারণ, সংগ্রাম শেষ হয় নাই। এবার জাতি গঠনের সংগ্রাম, এই সংগ্রাম যবে ডাক দিয়েছিলাম, একদিন অস্ত্র ধরেছিলেন, এখন যখন ডাক দিচ্ছি, আপনারা রাজি আছেন

কিনা, জাতিকে গঠন করার সংগ্রামে আপনারা আমার সঙ্গে আছেন কি না, হাত তোলেন, আমি দেখতে চাই। হাত নামান। হাত নামান, হাত নামান, ঠিক আছে।

চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, লুচ্চা, স্মাগলিং যারা করে, যারা অস্ত্র এখনো সারেন্ডার করে নাই, তাদের বিরুদ্ধে যখন অ্যাকশন নেওয়া হবে আপনারা আমার হুকুম মানবেন কি না, হাত উঠান।

আমি মিথ্যা ওয়াদা করতে পারবো না, আপনারা দেখেছেন, বাজেট করেছি, খাজনা ধরি নাই, ট্যাক্স ধরি নাই, সামান্য সামান্য বড়লোকদের ওপর ধরেছি। কৃষক ভাইদের জন্য কোনও দুনিয়া বলতে পারে না, যে ৬ মাস আমার গরিব কর্মচারী না খেয়ে থাকত, স্কুলের টিচার না খেয়ে কষ্ট পাইত। আমি বললাম, টাকা নাই, টাকা যেখান থেকে হোক জোগাড় করতে হবে। পঁচিশ টাকা পর্যন্ত ওদের বেতন বাড়িয়ে দাও। ওরা পেট ভরে খাক। ওরা কাজ করুক। তাতে আমার পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। আর এবার? ১০৩ কোটি টাকা আমি বাজেটে রাখছি কৃষক ভাইদের জন্য। আমাদের একটা ফ্যাশন ছিল বড় বড় শহর খালি গড়। আমি শহর ফহরে পয়সা খরচ করতে পারবো না। যা টাকা পাবো, অধিকাংশ যত পারি গেরামের কৃষকের জন্য আমি ব্যয় করতে চাই। কারণ, কৃষক হলো দেশের জাতির মেরুদণ্ড। কোনদিন কেউ দেখে নাই, আমি বাজেট করেছি। ৪৩ কোটি টাকা আমি শিক্ষার জন্য ব্যয়ভার ধরেছি। কোনদিন এই বাজেট হয় নাই। ৪৩ কোটি টাকা দিয়েছি আমি।

ভাইয়েরা আমার, এছাড়া অন্যান্য খাতে যা পেরেছি এনেছি। মনে রাখবেন, খাজনা মাফ করে দিছি, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করছি, লবণ কর মাফ করছি, অন্য অন্য কর কমায়ে দিয়েছি, পয়সা পাবো কোথায় পয়সা আসবে কোত্থেকে? কোত্থেকে আমি দেবো? যারা আপনাদের ধোঁকা দেয়, ধোঁকা দেবার পারে। আমি জীবনে কাউকে ধোঁকা দেই না, আমি রেসকোর্স ময়দান, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সমস্ত নর্থ বেঙ্গলে সভা করেছি। আমি জনগণকে বলেছি, যা আছে তোমাদের, আমার কাছে, আমি তোমাদের ৩ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করলে, যুদ্ধে যা শেষ করে গেছে, সেইখানে আপনারা পৌছতে পারবেন। মিথ্যা ধোঁকা দিয়ে লাভ নাই। যারা দেয়, তারা দিক। আমি ৩ বৎসর, যদিও এ কথা সত্য যা ছিল কোনদিন আপনারা দেখেন নাই এত টেস্ট রিলিফের টাকা গ্রামে আসছে। আমি দিয়েছি ৬ মাসের মধ্যে। রেললাইন এখন কিছু কিছু চলে। রাস্তায় এখন কিছু কিছু গাড়ি চলে। বন্দর, এখন চট্টগ্রাম চালনা বন্দর, রাশিয়ার সঙ্গে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, তারা সেখান থেকে উইথড্র করে দিয়েছেন, এখন চাল আসতেছে, মাল আসতেছে। আমি পাঠাবার চেষ্টা করতেছি। দুনিয়ার থেকে আপনার খাবার আনতেছি। ভারতবর্ষ সাড়ে ৭ লক্ষ টন, প্রায় ২ কোটি কত লক্ষ মণ যেন আপনার খাবার আমাকে দিয়েছে। অন্যদের মধ্যে আমেরিকা আছে, জাপান আছে, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রি আছে, কানাডা আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে। আমাকে খাবার দিচ্ছে। আরও ১০ লক্ষ টন আমি চেষ্টা করতেছি। খাওয়াব কোত্থেকে?

বাঁচাবো কোত্থেকে? আনবো কোত্থেকে? পয়সা কোথায়? কাজ না করলে দাবি দাবি দাবি। কোনও দাবি আমার কাছে নাই। ৩ বৎসর আমি কিচ্ছু দেবার পারবো না। যারা বলে, তারা মিথ্যা কথা বলে। যা আছে, তা আপনাদের। যা দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনবো, তা আপনারা পাবেন, এ সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনারা রাজি আছেন কি না? যখন আমি বলি যে, ৩ বৎসর দেবার পারবো না, আপনারা রাজি আছেন কিনা আমি দেখতে চাই। হাত তোলেন সবাই। হাত নামান।

হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, আপনারা চান না বলে যে আমার কর্তব্য নাই, এ কথা ঠিক নয়। আজ আপনাদের একটা কাজ করতে হবে। সেটা হলো এই, যারা যারা বড় বড় কথা বলেন, তাদের চরিত্রের পরিবর্তন করতে হবে। একটু মায়া নাই। একটু দয়া নাই। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এখনও কুষ্টিয়া দিয়ে হাঁটলে দেওয়ালে রক্তের দাগ দেখা যায়, এখনও কুষ্টিয়া দিয়ে হাঁটলে বাড়িতে বাড়িতে রক্তের দাগ দেখা যায়। এখনও মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হলো না? এই রক্তের দাগ তারা ভুলে গেল? এখনও চুরি করে? এখনও বদমাইশি করে? এখনও স্মাগলিং করে? এখনও ডাকাতি করে? কত বড় নীচু এদেশের মানুষ কিছু হয়েছে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। মনে কোরো না আমি ছাড়বো। আমি ঠিক, বঙ্গবন্ধু ঠিকই। হাত আমি সহজে দেই না। হাত দিলে আর আমি হাত উঠাই না। এটা আমার নিয়ম, আমি হাত দিছি, আমি বলে দিয়েছি ,যে আমি গন্ধ পাবো ওইখানে চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, ওই সে এরিয়ায় কার্ফু দিয়া আমি সাফ করে নিয়ে আসবো। বাংলার মানুষ আমারে ভোট দিয়েছিল আমার মুখের দিক চাইয়া। দরকার হয় বাংলার মানুষ আমাকে, ওদের আমি নেতা, ওরা আমারে ভালোবাসে। ওদের জন্য আমি জান দিতে গিয়েছি, দরকার হয় ভবিষ্যতে আমার জান আবার দেবো। কিন্তু বাংলার দুঃখি মানুষের সাথে বেইমানি আমি করতে পারবো না।

ভাইয়েরা আমার, রাষ্ট্রে এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আদর্শের প্রয়োজন আছে। আমি পরিষ্কার বলে দিবার চাই যে, চারটা আদর্শের ওপর রাষ্ট্র চলবে, এই রাষ্ট্র ৪টা আদর্শের উপরেই স্বাধীন হয়েছে, একটা হলো : আমি বাঙালি, আমি বাংলা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। দুনিয়ার আর কোথা থেকে আমি কোনও আদর্শ ভাড়া করতে আনতে চাই না। বাংলার মাটিতে বাংলার আদর্শ হবে এবং বাংলার মানুষ সেই আদর্শে এ দেশকে গড়ে তুলবে। এক নম্বর : জাতীয়তাবাদ।

সমাজতন্ত্র আমি করবো। যার জন্য ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বড় বড় কাপড়ের কল, সমস্ত কাপড়ের কল, সমস্ত চটকল, সমস্ত চিনির কল, সব জাতীয়করণ করেছি, তার অর্থ, সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। আগে ছিল ভুঁড়িওয়ালাদের। এ ভুঁড়িওয়ালা, ও ভুঁড়িওয়ালা, ও ভুঁড়িওয়ালা। আমি বলতাম, মনে আছে, যে ভুঁড়িওয়ালাদের পেট কাটবো, মনে আছে, বলেছিলাম? এবার ভুঁড়িওয়ালাদের পেট কাইটা ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কল-কারখানা জাতীয়করণ করেছি। এ সম্পত্তি সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। এর উৎপাদন হবে, সাড়ে সাত কোটি লোক ভোগ করবে। এদেশে শোষণহীন সমাজ হবে।

এদেশে সমাজতন্ত্র হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাধা দিলে তার মোকাবেলা করা হবে। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মোকাবেলা করবো।

আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্র দেবার চাই এবং গণতন্ত্র দিয়েছি, খবরের কাগজে, অন্য অন্য জায়গায় অনেকে বক্তৃতা করেন। বলেন, এত বড় রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে কোন দেশের কবে কোথায় অধিকার দিয়েছে কথা বলার, দল করার? আমি দিয়েছি। এর অর্থ এই নয়, যা মুখে আসবে, তাই বলবে, আর মিথ্যা কথা বলবে। গণতন্ত্রে একটা নীতি আছে। সকল কিছুর একটা নীতি আছে। ইচ্ছামত যা ইচ্ছা তাই বলবে, আর বলবে আমার গণতন্ত্র গেল, সেটা হবে না, গণতন্ত্র মানতে হলে গণতন্ত্রের নীতিমালাও মানতে হবে। না হলে সরকার সহ্য করবে না।

চতুর্থ হলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান, মুসলমান ধর্ম পালন করবে। হিন্দু হিন্দু ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করবে, কেউ কাউকে বাধা দেওয়া উচিত না। দিতে পারবে না। কিন্তু ওই ধর্মের নামে রাজাকার, ধর্মের নামে আলবদর, ধর্মের নামে আল শামস্ আর ধর্মের নামে ব্যবসা করতে বাংলাদেশের জনসাধারণ দেবে না, আর আমিও দিতে পারবো না। কারণ এই ধর্মের নামে পশ্চিমারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে, আমার দেশকে লুট করেছে, আমার সংসার খতম করেছে, আমার মানুষকে গৃহহারা করেছে। সেই জন্য এ রাষ্ট্র চলবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

আমার কুষ্টিয়ার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আল্লাহ্‌র মর্জি, আপনাদের দোয়া, যা কেউই কল্পনা করে নাই, সেই বাজেট আমি দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ যদি আপনারা ৩ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন, তা হলে, বাংলার মানুষ আশা করি পেট ভরে ভাত খাবে। আর আমি টাকা দেবো। পাম্প দেবো, টিউবওয়েল দেবো, বীজ আনবো, ফসল উৎপাদন করতে হবে। যদ্দুর পারি আনবো, কারণ আমি চাই কৃষি বিপ্লব এই বাংলাদেশে এবং তাদের খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য কিনা আমি পারবো না। সেই জন্য আপনাদের সকলকে কাজ করতে হবে। প্রাণ ভরে কাজ করতে হবে। জান দিয়ে কাজ করতে হবে।

ভাইয়েরা আমার, আপনারা জানেন, আর একটা কথা বলে যাই, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলে যাই, তোমরাই আমার প্রতিষ্ঠান। চোর, চোট্টা, বদমাইশ, আওয়ামী লীগের থেকে খেদায়ে দাও। যারা সত্যিকারের নিঃস্বার্থ কর্মী তাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ গড়ে তোলো। আমার মুখে কালি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নাই। আর যারা যদি কেউ যে কোনও দল হোক, যেকোনও মত হোক, যারা দেশের সর্বনাশ করবে, গরিবকে লুটে খাবে, আইনের চোখে সকলে সমান। তাকে ক্ষমা করা চলবে না। ক্ষমা করতে পারবো না। আমার মুখে কালি আমি বসাতে পারবো না। তাই ভাইয়েরা আমার, আপনারা, প্রত্যেকটা ইউনিয়নে ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়েন নিঃস্বার্থ কর্মীদের নিয়ে। আর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, গঠনমূলক কাজে। আশা করি তাড়াতাড়ি দেশে শাসনতন্ত্র দেবো এবং সে শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে। কারণ এটা আমার ওয়াদা জনগণের কাছে। তাই

আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে চাই। আর সময় আপনাদের নেবো না। বহুদূর থেকে আপনারা কষ্ট করে আসছেন। আমি আগে কুষ্টিয়ায় আসতে পারি নাই, কারণ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আপনারা জানেন, যে আমার মন আপনাদের কাছেই পড়ে আছে। আর আপনারা সংগ্রাম করেছেন সে জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আমার সঙ্গে দোয়া করেন সে সমস্ত লোক, আমার ভাইয়েরা শহিদ হয়েছে এই যুদ্ধে, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আপনারা মোনাজাত করেন আমার সাথে।

আল্লাহু আকবার। বলেন আমার সঙ্গে–

জয় বাংলা

আমার দেশ তোমার দেশ– বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

এবারের সংগ্রাম– দেশ গড়ার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।



৪ জুলাই, ১৯৭২

কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধু কুমিল্লায় এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, আমার ভাইয়েরা বোনেরা, আমি জানি, আপনারা অনেক দূরের থেকে কষ্ট করে এসেছেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। জেলের থেকে বের হয়ে আমি আপনাদের কাছে আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই তা আপনারা জানেন। যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন এবং স্বাধীনতার জন্যে এত রক্ত কোন জাত কোনদিন দেয় নাই। ত্রিশ লক্ষ লোক বাংলাদেশে জীবন দিয়েছে– স্বাধীনতার জন্যে লক্ষলক্ষ মা-বোন বিধবা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়েছে। এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পৈশাচিক সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার দেশের নিরাপরাধ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে। তারা ভেবেছিল বন্দুক দিয়ে, কামান দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দাবায়ে রাখবে। এবং গোলাম করে রাখবে। ইনশাল্লাহ্ পারে নাই। পিশাচের দল বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যে সর্বনাশ করে গেছে– বহুদিন লাগে এদেশের মানুষকে সুখী করতে। যাবার সময় তারা আমার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে, আমার ছাত্রকে হত্যা করেছে, আমার কৃষক হত্যা করেছে, আমার যুবকদের হত্যা করেছে, তারা আমার রাস্তাঘাট শেষ করেছে, তারা আমার ... জ্বালিয়ে দিয়েছে। চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, তারা আমার রেললাইনকে ধ্বংস করেছে, তারা আমার মানুষকে পথের ভিখারি করেছে। পিশাচের দল! এত বড় ... মানুষ যে এত বড় নীচ হতে পারে, মানুষ যে এতা বড় জালেম হতে পারে– দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় নাই। নাম শুনেছি নমরুদের, নাম শুনেছি ফেরাউনের, নাম শুনেছি হিটলারের– কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সৈন্যরা যা করেছে– দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্য আমার– আমি আপনাদের যাবার বেলা কিছু দিতে পারি নাই। আমাকে যখন রাত পঁচিশে মার্চ তারিখে মেশিনগান মেরে আমার ঘরের থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়– বাংলার মানুষের কাছে আমি অস্ত্র দিতে পারি নাই, বাংলার মানুষকে আমি দিতে পারি নাই তরবারি; বাংলার মানুষকে দিয়েছিলাম আদর্শ, বাংলার মানুষকে বলেছিলাম

লড়তে। বাংলার মানুষ আমার কথা রেখেছে এবং সংগ্রাম করেছে, যুদ্ধ করেছে, নমরুদদের পদানত করেছে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আজ কী বলবো দুঃখের কথা আপনাদের কাছে। আজ আমার সেপাইদের হত্যা করেছে, আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের হত্যা করেছে, আমার পুলিশকে হত্যা করেছে, আমার বিডিআরকে হত্যা করেছে, নিরপরাধ কচি দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। আমি সেদিন চোখের পানি রাখতে পারি নাই। কারণ বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি, বাংলার আকাশবাতাসকে আমি ভালোবাসি। আমার জীবনের যৌবন আমি জেলখানায় দিয়েছি। কিন্তু কোনদিন বাংলার মানুষের সঙ্গে বেইমানি করি নাই। চার-চারবার ওরা আমাকে ফাঁসি দিয়ে মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মারতে পারে নাই; পারে নাই শুধু এই জন্যে যে বাংলার মানুষ আমাকে প্রাণ খুলে দোয়া করেছে; পারে নাই এই জন্য যে আমার বাংলার মানুষ মুক্তিপাগল হয়েছিল।

দুইলক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে। যারা আজ আমার ক্যাম্পের মধ্যে রয়েছে। ... তারা মানুষ না, মানুষের চেয়েও তারা অধম; তাদেরও মা-বোন আছিল, তাদেরও ছেলেপিলে ছিল ... কী করে যে পারল আমি বুঝতে পারি নাই। আমি ভাবলে শিহরিয়া উঠি, আপনারা ভাবতে পারবেন না, আমি যখন বন্দী ছিলাম– আমি জানি বোধহয় জীবনে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি ভেবেছিলাম– ওদের কারাগারেই আমাকে মরতে হবে। আমার জন্যে আমার সেলের জেলের পাশে কবর খুঁড়েছিল– আমাকে হত্যা করে কবর দেবে– পারে নাই। আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করে– মানুষ তাকে মারতে পারে না। আপনারা রক্ত দিয়েছেন– কোটি কোটি মা-বোন হাত তুলে দোয়া করেছে, আমার ছেলেরা যাকিছু ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধ করেছে। এবং যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আমি পেয়েছি একটি ভস্মীভূত দেশ; যেদিন জেলের থেকে আসলাম– এসে রেসকোর্স ময়দানে নামলাম– আমি জানতাম না সেদিন– আমার বাংলার মাটিতে আমি ফিরে আসবো। আমি জানতাম, আমি মরে গেলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, আমি মরে গেলেও আমার বাংলার মানুষ প্রাণভরে হাসবে, আমি মরে গেলেও আমার ... পাবে। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, আজ বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র; আজ প্রায় বিরাশিটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকার করেছে। আজ বড় বড় দেশ আমার সাথে বন্ধুত্ব কামনা করে। কিন্তু কী নিয়ে আমি এই দেশ চালাবো? বিশ্বাস করেন, আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে আমি রাজনীতি করি নাই। আপনাদের জানা আছে, প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে আমি অনেকবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। কিন্তু কেন আমি– একদিকে প্রধানমন্ত্রীর গদি, আরেকদিকে ফাঁসিকাষ্ঠ– আমি বেছে নিয়েছিলাম ফাঁসিকাষ্ঠ। কারণ বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি।

একদিন মরতে হবে, প্রত্যেক মানুষের একদিন মরতে হবে। মৃত্যু কবে হবে কেউ জানে না, আল্লাহ্ ছাড়া। তাই মানুষ, মানুষের জন্য ভয় না করাই বাঞ্চনীয়। তাই এদেশের ভালোবাসা, মানুষের ভালোবাসা পাথেয় নিয়ে এই স্বাধীনতাসংগ্রাম শুরু করেছিলাম। যার যা

ছিল তাইই নিয়ে মোকাবিলা করেছিল। বাঙালি নাকি নাকি ভাত খায়– যুদ্ধ করতে পারে না, বাঙালি নাকি কাপুরুষ। এবার দেখাইয়া দিছে পশ্চিমা ষাঁড়গুলোকে যে বাঙালি কেমন মার মারতে জানে। এমন মার দিয়েছে জীবনে কেউ দেখে নাই।

... পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা সুখে থাকো; তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি মনে করে থাকো– ভুট্টোসাহেব আপনি বলেছেন, যারা সৈন্যরা অত্যাচার করেছে তাদের বিচার কোরো না। আমি বলছি, মিস্টার ভুট্টো, আমি মুজিবর রহমান যদি বেঁচে থাকি– যারা আমার মা-বোনকে অত্যাচার করেছে– যারা আমার মা-বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে– যারা আমার ছেলেপিলেদের পঙ্গু করেছে– যারা আমার গ্রামকে ছারখার করেছে– তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। আমি কারো বড় কথায় ভয় পাই না। তোমার ইয়াহিয়া খান দেখছে, তোমার আইয়ুব খান দেখছে, তোমার ইস্কান্দর মির্জা দেখছে, তোমার বড় বড় ... দেখছে– কিন্তু মানুষ যখন জেগে উঠে– তখন তাকে কেউ দাবাতে পারে না। ভাইয়েরা আমার কী নিয়ে এইদেশ আমি গড়বো? কোথায় আমি পাবো? আপনারা জানেন, দুইশো-বৎসর ইরেজ এই দেশকে শোষণ করেছে; দুইশো-বৎসর পরে চব্বিশবছর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা আমার বাংলাদেশকে লুট করে নিয়ে গেছে। না হলেও সাড়ে তিনহাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আমার বাংলার থেকে নিয়ে গেছে। কী দিয়ে চালাবো, আইসে দেখলাম গুদামে চাল নাই, দেখলাম ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, দেখলাম বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে, দেখলাম সোনা আমার বাংলাদেশ থেকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাংকে জমা করেছে। শূন্যহাতে এসে এদেশের সরকার নিতে হলো আমাকে, আর সহকর্মীদের। ঘুমাতে পারি না, কী করা যাবে, আমার লোকদের বাঁচাবো কী করে? এককোটি লোক বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল– ভারতের মহানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমার লোকরে খাবার দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল, মায়ের মতো সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিল– আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। এককোটি লোক– আমি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাংলার মাটিতে চলে এল। তাদের ঘর নাই, তাদের বাড়ি নাই, তাদের কাপড় নাই। আরো দেড়কোটি লোক যে সৈন্যদের ভয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে গিয়েছে– তাদের ঘরবাড়ি লুট করে নিছে। খাবার নাই। কোথা থেকে আমি খাবার আনবো? ... চিটাগং-চালনা পোর্ট নষ্ট করে দিয়ে গেছে যেন জাহাজ না আসতে পারে, জাহাজ ডুবিয়ে নদীর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে যেন চাউল না আনতে পারি। আমি পাগল হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করলাম, রাত্রদিন সহকর্মী নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। ... আপনারা দোয়া করেছেন, উদ্দেশ্য আমার মহৎ ছিল; লোকদের আমি ভালোবাসি। তাই দুনিয়ার থেকে ভারতবর্ষ আমাকে সাড়ে সাত লক্ষ টন চাল দিল, খাবার দিল। আর আমি অন্যান্য দেশের থেকে সব মিলিয়ে সাড়ে সতেরো লক্ষ টন, ... খাবার আনলাম ভাঙা জাহাজে করে। রেললাইন নাই, রেললাইনের সমস্ত ব্রিজগুলো ভেঙে দিল; আজো ভৈরব ব্রিজ ঠিক হয় নাই, আজো হার্ডিন্জ ব্রিজ ঠিক হয়

নাই। ছয়মাসের মধ্যে প্রায় পৌনে তিনশো ব্রিজ নতুন করে গড়তে হলো– যাতে রেলওয়ে চলতে পারে। বাসট্রাক ভেঙে দিয়ে গেছে; তাই বিদেশ থেকে বাসট্রাক আনতে হলো– যাতে করে সবারে আমি আনতে পারি। কোত্থেকে পাবো? দেখলাম আমার গরিব না খেয়ে কষ্ট পায়। ... অত্যাচারে ওরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আমি মাপ করে দেবো। কিন্তু আমি দেখলাম, পঁচিশ বিঘা ... মাপ করবোই; কিন্তু বকেয়া খাজনা যদি এই গরিবের কাছ থেকে আমি উঠাতে যাই– ওদের খাবার নাই, ওদের গায়ে কাপড় নাই, ওরা হাহাকার করছে। কোত্থেকে উঠাবো? খাজনা আদায় করা হয় মানুষের মঙ্গলের জন্য– মানুষকে কষ্ট দিয়ে খাজনা আদায় করার মানে হয় না। তাই প্রথম হুকুম দিলাম যত বকেয়া খাজনা আছে সুদসহ সব মাপ করে দেওয়া হোক– মাপ করে দেওয়া হলো। কেউ কোনদিন আশা করে নাই। বকেয়া সহ সব সুদ মাপ করে দেয়া হলো– পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ... মাপ করে দেওয়া হলো। তসিলদাররা আর আপনাদের জ্বালাতে পারবে না, তসিলদাররা চাইলে আর আপনাদের কষ্ট দিতে পারবে না। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাপ করলে দেখা যায়– ৮০ ভাগ কৃষকের জমির খাজনা দিতে হবে না। আমি জমির খাজনা মাপ করলাম– আমিও আপনাদের কাছে একটা জিনিস চাই– সেটা কী? যেমন খাজনা মাপ করছি– খাজনা চাই না– একটা জিনিস তো আপনারা আমারে দেবেন– ফসলতো দেবেন। খাজনা মাপ করেছি ফসল দিতে হবে। ফসল দিলে আপনাদের কষ্ট হবে না। তাই আমি যখন জমির খাজনা মাপ করেছি– ফসল আপনাদের আমাকে দিতে হবে– বেশি না দেন– প্রত্যেকটা বিঘায় একমণ করে যদি ফসল আমাকে বেশি দেন– দ্যাখেন বাংলাদেশ হাসে কি হাসে না।

কী করবো মানুষকে বাঁচাতে হবে। উপায় কী? টাকা কোথায়? লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। কী করবো আমি? আনো টাকা, দেও রিলিফ। জীবনে কেউ দেখে নাই কোনদিন– যত রিলিফ এই ছয়মাসে আমি বাংলার গ্রামে পৌছিয়েছি– ক্যাশ ... টাকা দিয়েছি আমি গ্রামে গ্রামে। ভিক্ষা করে এনেছি– দুনিয়ার কাছের থেকে ভিক্ষা করে এনেছি– দেও, আমার মানুষকে বাঁচাও। ওরাও মানুষ– তোমরাও মানুষ– তোমরা পেট ভরে খাও– আমার মানুষকে আধপেটা খাবার দাও। দুনিয়ার মানুষ কিছু কিছু আমাকে দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় আমরা ভিক্ষা করে দুনিয়ার থেকে আনি, গ্রামে গ্রামে দিই– আর একদল চোরের দল তা চেটে চেটে খায়। চুরি করে খেলে তোমরা জনসাধারণ– আমি অস্ত্র দিয়ে দেশ শাসন করতে চাই না– জনগণের সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে আমি দেশ শাসন করতে চাই। তাই জনগণ আমার কথা শোনে। এবং জনগণ আমার কথা মানে। যদি কেউ রিলিফের জিনিস চুরি করে– তারে কানটি ধরে থানায় দিয়ে দিয়ো। ওর চিরজীবন জেলের মধ্যে থাকতে হবে।

... মানুষের হাতে পয়সা নাই– চাইল কিনবে কোত্থেকে! আমি ... দিলাম– আপনারা পেয়েছেন গ্রামে গ্রামে ...। টাকা আমি এনে দিয়েছি। কিছু কিছু কাজ গ্রামে হয়েছে। মানুষ

কাজ করে কিছু পয়সা পেয়েছে। পাবো কোথায়? খাজনা মাপ। লবণ। ... লবণ খায়। লবণের ওপর ট্যাক্স। পশ্চিম পাকিস্তানে সে ট্যাক্স নিয়ে যেত। আমি বললাম না, মানুষ লবণ খায়, ভাতের সাথে একটু নুন খায়– নুনের ওপর ট্যাক্স খতম করে দেও। আমি নুনের ওপর দিয়ে ট্যাক্স মাপ করে দিলাম। কার জন্য অত্যাচার করবো, কার জন্য মানুষকে জুলুম করবো? কার জন্য? যে টাকা– এ গরিবের টাকা। যা পারা যাবে গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। কী হবে? একদল লোক আছে শহরে। সাদা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। ওদের আল্লাহ্তায়ালাও খুশি করতে পারবে না। ওরা খালি প্রমোশন চায়, আরেকটু বড় হবার চায়। সেই জন্য আমি বাজেট করছি– শহরের জন্য নয়– কৃষকের জন্য দিয়েছি একশো তিন কোটি টাকা– দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় নাই। শিক্ষার জন্যে ৪৩ লক্ষ টাকা আমি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। গরিব কর্মচারী না খেয়ে কষ্ট পায়। অল্প বেতন পায়। ... আর্দালি, পিয়ন, ক্লার্ক– বেচারা না খেয়ে কষ্ট পায়– কাজ করে। কী করবো ওদের মুখের দিকে আমি চাইতে পারি না– ওরা আমার ডিউটি করে– আমার পাশে ঘোরে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর মুখ কালা করে থাকে। কোথায় পাবো টাকা? ভাবলাম টাকা কার? আর তো পশ্চিম পাকিস্তান লুট করতে পারবে না। যা থাকবে আমার গরিব পাবে। দেও, ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বাড়িয়ে দাও; ২৫ টাকা, ২০ টাকা, ১৫ টাকা.. হিসাব করতে বইছি– দেখি, বাপ রে বাপ ৩৫ কোটি টাকা দিতে হয়। বললাম, ঠিক আছে বাবা ৩৫ কোটিই সই, দাও ওদের, দাও দাও দাও, ওরাই তো– গরিবরাই খাবে দাও দাও ... তাদের দিয়ে দিয়েছি। স্কুল-কলেজ ভেঙে গেছে। স্কুল-কলেজ বাঁধতে হবে। কী করবো? প্রত্যেক স্কুল-কলেজকে টাকা দাও কিছু কিছু স্কুল-কলেজ মেরামত করুক। না হলে চলবে কী করে? আমি পাবো কোথায়? খাজনা মাপ, লবণট্যাক্স মাপ– পাবো কোথায়? আমিতো জেলখাটা মানুষ, আমারতো কিছু নাই– গরিব দেবে ... কিন্তু একটা জিনিস– চরিত্র–

... এত রক্ত। এখন পর্যন্ত যদি কুমিল্লার জায়গায় জায়গায় যাওয়া যায় না। কারণ কুমিল্লা বর্ডার এরিয়া ছিল। এখানে আমার মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করেছে। এখনও রক্তের দাগ মেটে নাই। এখনও দেখা যায় অনেক বাড়িতে রক্ত লেগে আছে। এখনও মার চোখের পানি শুকায় নাই। এখনও ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে। এখনও মা ছেলের জন্য কাঁদে। এখনও স্ত্রী স্বামীর জন্য কাঁদে। চোখের পানি শুকায় নাই। তবুও মানুষের ইমানের পরিবর্তন অনেকের হয় না। তাই আমি বলি আমার ভাইয়েরা, আমার বোনেরা, আমার দেশের জনসাধারণ ভাইয়েরা, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ পয়দা করতে হবে। না হলে সোনার বাংলা গড়তে আমি পারবো না। আর একটু লোভ ত্যাগ করতে হবে। একটু চাটার অভ্যাস ত্যাগ কর। চাটার গোষ্ঠীর জ্বালায় আমি তিতে হয়ে গেলাম। এই চাটার গোষ্ঠীকে আমি বার বার ওয়ার্নিং দিচ্ছি। চাটার গোষ্ঠী আমার দলেই হোক, অন্য দলেই হোক, অন্য জায়গারই হও, তোমাদের আমি ক্ষমা করতে পারবো না। আল্লাহ্ও ক্ষমা করবে না।

... কি ইমান নাই? ইমান নষ্ট হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি? রক্তের দাগ না মিশতেই? দরদ নাই বুকে? লোভ! এত লোভ যে গরিবের জন্য ভিক্ষে করে এনে আমি পৌঁছায়া দেই আর সেই গরিবের তা লুট করে খাস, এত লোভ? লোভীর দল। ভাইয়েরা আমার, শান্তি শৃঙ্খলা একদল লোক এখনও গ্রামে গ্রামে ডাকাইতি করে। বন্দুক হাতে পাইছ। রাতের বেলা মানুষের ঘরে ঢুকে ডাকাতি করে। আমি ১৫ দিনের ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম। তারপরে ঢাকাসহ অন্যান্য জায়গায় কার্ফু দিয়ে পেটের মধ্যে থেকে গাড়ি, বাড়ি, টাকা, অস্ত্র আমি বাইর করতেছি। আর এখানেও আমি হুকুম দিয়া গেলাম। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজেজট্রেট, এসপি এবং জনসাধারণকে যে এরিয়ার, যে থানায়, যেখানে আমার গরিবের অত্যাচার হয়, বন্দুক দিয়ে ডাকাতি করে, চোর-গুণ্ডা-বদমাইশকে কার্ফু দিয়া গ্রেফতার কর। ... তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি আছি। অন্যায় যে করে সেও পাপী। আর অন্যায় যে সহ্য করে সেও পাপী। সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, তোমাদের কপাল ভালো। যারা এই দেশে ছিলা– তাদের চাকরি থাকার কোনও কথা ছিল না। আমি তোমাদের চাকরি রেখেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় খবরদার মনে রেখ বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে আমি জান দিয়ে ভালোবাসি। দলমত নাই, মানুষ আমার কাছে মানুষ। তার ওপর অত্যাচার কোরো না। আর দোষীকে মাফ কোরো না। আর মেহেরবানি করে তোমাদের কাছে আবেদন করছি। অনুরোধ করছি। ঘুষ খেয়ো না। সুদ খেয়ো না। আমি ইয়াহিয়ার সঙ্গে, আইয়ুব এর সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। অস্ত্র দিয়ে সংগ্রাম করি নাই। বাংলাদেশের এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে মজিবুর রহমানের একজন ভক্ত নাই। বাংলাদেশে এমন কোন্ বাড়ি নাই যেখানে মা-বোন আমাকে ভালোবাসে না। খবর আমি পাবো। তার কাছ থেকে পয়সা খাইছ। মনে রেখ আল্লাহ্ যদি আমাকে তৌফিক দেয় আর আমি যদি বেঁচে থাকি। কার বোধ হয় আল্লাহ্ আমাকে বাঁচায় আনছে সোনার বাংলার মানুষকে সুখী করার জন্য এবং সোনার বাংলাকে সোনার বাংলা করার জন্য।

ভাইয়েরা আমার, আপনাদের কাজ করতে হবে। আমি তো বলেছি, সব জায়গায় বলেছি। আমি কেউর কাছে ভিক্ষা কোনদিন দেই না। মুক্তিফৌজের ছেলেদের জন্য আস্তে আস্তে আমি, পুলিশে নিচ্ছি, রক্ষীবাহিনীতে নিচ্ছি এবং আমি আর একটা জিনিস করতেছি। আজকে আমি ঘোষণা করছি। যেটা হলো এই যারা নেংড়া, যারা খোঁড়া, যারা অন্ধ হয়েছে এই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জন্য আমি একটা কাজ করতেছি। এই কাজকে ... যাতে তারা কিছু টাকা পায়। যা তারা জীবন ভরে কাজ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করছে মাতৃভূমির জন্য। তাদের জন্য আমার কর্তব্য রয়েছে। যেমন আমি মা-বোনদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করেছি। তারা যাতে পেট ভরে খাবার খেতে পারে। কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছি। একটা ... বসিয়ে দিয়েছি তা দেখাশোনা করবে। এবারও আমি মুক্তিযোদ্ধা যারা এক পাও কাটা গেছে কাজ করতে পারে না। তাদের জন্য একটা ফাউন্ডেশন করতেছি। যাতে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি এর মাধ্যম দিয়ে দিয়ে। যা আর হয় সে আয় দিয়ে যাতে ওরা জীবন ভরে পেট ভরে ভাত খেতে পারে। এই বন্দোবস্ত আমাকে করতে হবে। না হলে আল্লাহ্র কাছে আমি দায়ী

থাকবো। কারণ ওরা মুক্তিযুদ্ধ করতে যেয়ে মাতৃভূমিকে ভালোবেসে আজ ওর পাও [illegible] আজ এর হাত নাই, আজ চক্ষু নাই কি বলবো। দুঃখের কথা। আমি প্রাইম মিনিস্ট্রি [illegible] নামে একটা কাজ করিছি দুনিয়ার কাছ থেকে ভিক্ষে করে টাকা আনতে গিয়ে দুই হাজার টাকা করে যারা পঙ্গু হয়েছে হাজার টাকা করে আমি দিচ্ছি। এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি টাকা আমার দেয়া হয়ে গেছে। আরও দিচ্ছি। কিন্তু দুই হাজার টাকা কি? তবুও তো, তবুও তো ওদের হাতে পৌঁছুক। আর এত বাপরে বাপ ওরা কি মানুষ? দুধের বাচ্চা হত্যা করছে। দুস্থ যত লোক ছিল হত্যা করছে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। এদের দুর্নীতিগুলো দেখা যায় না। আর বক্তৃতা করে, বক্তৃতা করে আর বলে আমি বাংলাদেশের রিকগনাইজ্ড করবো কি না। ভুট্টো সাহেব বলেন বিবেচনা করিয়া দেখিব। ভুট্টো সাহেব আপনাকে আমি রিকগনাইজ্ড করি কিনা সেইটাতো বড় কথা। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আছে, বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ্ থাকবে। বাংলাদেশ দুনিয়াতে যতগুলা দেশ হবে তার মধ্যে একটা দেশ বাংলাদেশ। ইনশাল্লাহ্ চিরদিনের জন্য থাকবে। তুমি ভুট্টো মান আর না মান।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, দেশ গঠন করতে হবে। দেশের জন্য কাজ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে আমি চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য যতটুকু সম্ভব কিছু কিছু সার, বীজধান– আর একটা কথা বলতে চাই। এটা হলো কি জানেন? কিছু কিছু লোক। এই বর্ডার এরিয়াতে এই বর্ডার এরিয়া আছে না? রাত্রে চোরাচালান করে। আমার মাল আমি ভিক্ষা করে আনি আর রাতের বেলা সেগুলো বর্ডার পাস করে। মেহনতি ভাইয়েরা, প্রত্যেক বর্ডারে গণসমিতি গঠন কর। আর যে ব্যাটা আমার মাল বাইরে চালান দেয় তার টুটি চিপা থানায় দিয়া দাও। খবরদার, জনগণ যদি একবার যেমন করে তোমরা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ তেমনি তোমরা স্মাগলার, ঘুষখোর, আড়ৎদার, বদমাইশ, জোচ্চোর, ডাকাত এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবা কি না আমি জানতে চাই। হাত তোলেন সব হাত তোলেন। বসেন, বসেন ঠিক আছে বসেন। তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আর তিন বছর আমি কিছুই দেবার পারবো না। আমার কাছে দাবি দাওয়া নাই কারও। রাজি আছেন কিনা হাত তুলে দেখায় দেন। তার মানে এই না যে আমি দেবো না। তার মানে এই না যে আপনারা পাবেন না। যা আছে সব পাবেন ইনশাল্লাহ্। আর পয়সা কার হবে? গ্রামের। শহরের ভাইয়েরা রাগ কইরেন না। আমার বড় বড় শহরের ভাইয়া রাগ টাগ করিয়েন না। কারণ শতকরা ৮৫ জন কৃষক এবং আমি এদের নেতা। যা আমি জোগাড় করবো ঐ কৃষকের জন্য অধিকাংশ যাবে। এ কেউ ঠেকাতে পারবে না। আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছি। আমি বাঙালি, বাঙালি জাতি আমি। এটা আমাদের ভুললে চলবে না। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তার জন্য ব্যাংক, বড় বড় ব্যাংক দেখেন নাই, বড় বড় ব্যাংক দেখছেন। বড় বড় ব্যাংক, বড় বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বড় বড় পাট কল, বড় বড় চিনির কল, বড় বড় কাপড়ের কল ছিল না? কাদের ছিল? ভুঁড়িওয়ালাদের ছিল। আমি বলছিলাম আস্তে, ভুঁড়িটা কাটি দেবো আর এগুলো

জনগণের মধ্যে বিলায় দেবো। বলছিলাম না? ব্যাংক জাতীয়করণ করেছি, ব্যাংক এখন সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি, জজ কোর্ট, কাপড়ের কল, চিনির কল সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। একজন ব্যক্তি লুটে খাবে আর জনগণ না খেয়ে মরবে তা হতে পারে না এবং তারা আমি বলি শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ক্যান– মানুষ আমাকে ভালোবাসে। মানুষের মনের কথা মানুষ ব্যক্ত করবে। আইন শৃঙ্খলা মানতে হবে। যা ইচ্ছা তাই করবেন, তাকে গণতন্ত্র বলে না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এই জন্যে ইয়াহিয়ার সময় আমি ভোটে এসেছিলাম, জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম ছয় দফা না হলে এক দফা হবে। এক দফা ইনশাল্লাহ্ হয়েছে। কারণ আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন। এই জন্যে গণতন্ত্রে আমি বিশ্বাস করি। আর একটা বিশ্বাস করি। চারটা স্তম্ভ– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আর এটা হলো ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তার মানে এই নয় যে ধর্মহীনতা নয়।

ভাইয়েরা আমার, আমরা এখানে বর্ডারের কাছে। আমি ত্রিপুরার জনসাধারণকে ধন্যবাদ দেই এই জন্য যে, যখন মাইরের চোটে আমার লোকেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে আগরতলায় গেছিল। তখন তারা আমার লোকদের খাবার দিয়েছিল, স্থান দিয়েছিল। সেই জন্য আমি আপনাদের পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি কলকাতা গেছিলাম, কিন্তু এদিক যেতে পারি নাই। তারা আমাকে দেখতে চায়। কিন্তু বলেছি সময় হলে নিশ্চয়ই যাবো। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আর যে সমস্ত ভাই, যে সমস্ত বোন, যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমার সঙ্গে মোনাজাত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন ... ।

ভাইয়েরা আমার, আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। বহুক্ষণ আপনারা কষ্ট করেছেন। ইনশাল্লাহ্ বেঁচে থাকলে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন ইমানের সঙ্গে রাখে, আর আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি।

জয় বাংলা,

জয় বাংলা।



১৬ জুলাই, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্বোধন করেন।
সেইখানে জনসভায় এই ভাষণ দেন।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়, ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন বন বিভাগের আমন্ত্রণে। আজ আমরা শুরু করেছি বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ। বাংলাদেশকে যারা আপনারা জানেন, বাংলাদেশের ইতিহাস যারা আপনারা পড়েছেন তারা জানেন যে সত্যই একদিন এই আমার বাংলা সোনার বাংলা ছিল। সবুজের এই বাংলা দুনিয়ায় খুবই কম দেখা গিয়েছে। এত সৌন্দর্য বোধহয় অনেক দেশেই নাই। কিন্তু ২৪ বৎসর অবহেলার এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বনকে যে খতম করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে সত্যই বাংলাদেশ বিপদের সম্মুখে। আমার মনে আছে একবার ১৯৬৭-৬৮ সালে তদানীন্তন সরকার যারা ছিলেন আমি বলেছিলাম ... সুন্দরবনকে রক্ষা করেন। না হলে বাংলাদেশ থাকবে না। তারা বললেন আমাদের রেভিনিউ এর অর্থ যে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো কী করে সুন্দরবনের যদি গাছ কাটা বন্ধ করে দিই তাহলে চলবে কী করে? তখন তাদেরকে বললাম সুন্দরবন যা হয়েছে এটা মানুষ, আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশে দিয়ে যে সুন্দরবনটা রয়েছে এইটা হলো বেরিয়ার। এটা যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে একদিন খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ এ পর্যন্ত সমস্ত এরিয়া সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে এবং এগুলো হাতিয়া, সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায়– তো সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোনও উপায় আর নাই। তাই মেহেরবানি করে দেড় কোটি টাকার জন্য আমার এই বাংলার সর্বনাশটা করবেন না। কিন্তু কানেই দেয় নাই কথা। তারা দরদ নিয়া আসে নাই তাদের প্রয়োজন ছিল বাংলার র' মেটেরিয়াল। প্রয়োজন ছিল বাংলার গাছ। প্রয়োজন ছিল বাংলার সম্পদ। তা লুট করে নেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর লোকেরা আপনারা একবার যদি মধুপুরের ওপর দিয়ে প্লেনে

করে উড়ে যান, দেখবেন যে দশ মাইল, বিশ মাইল এর মধ্যে একটা গাছও দেখা যায় না। কারণ আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সেনারা সেখানে আত্মগোপন করিয়া পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর ওপর আক্রমণ করত। সেই জন্যেই সেখানে এই গাছগুলো, জ্বালিয়ে দাও, পোড়ায়ে দাও, ধ্বংস করে দাও। এইভাবে সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাতে হয়েছে কী? যে আপনারা জানেন যে একটা দেশের কত পার্সেন্ট জমিতে বন থাকা প্রয়োজন না হলে সে দেশ বাঁচতে পারে না। যে এখন আমার কী আছে? বন-জঙ্গল আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর আমার এমন সোনার মাটি, একটা দেশে একটা গাছ লাগালে তার পেছনে যে খরচ করা হয়। আর তার পেছনে যে গর্ত করে তার পরিচর্যা করতে হয়, আমার দেশে কিন্তু কিচ্ছু প্রয়োজন হয় না। যদি সামান্য সারও না দেয় গাছটা লাগায়ে ঘিরে রাখেন, গরু-ছাগল না খেতে পারে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায়। এইটুকু যত্ন যদি আমরা না করতে শিখি তাহলে এই দেশ বাঁচবে কেমন করে? ঝড়-ঝাপটা বাংলাদেশের ওপর বারবার আক্রমণ করে। সাইক্লোন যে বারবার আক্রমণ করে, টাইফুন যে বারবার আক্রমণ করে, তার পেছনে যে আজকে গাছপালা ধ্বংস হয়ে তাও একটা কারণ এটা আমাদের জানা দরকার। সে জন্যই আমরা স্পেশাল প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করেছি। যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ রক্ষা করা। শুধু তাই নয় খাদ্য সামগ্রীর দিক দিয়ে। আজকে আমাদের এত ফলের গাছ বাংলাদেশে আছে। আমার দেশের অনেক জায়গাতে দুই এক মাস মানুষ কাঁঠাল খেয়ে বাস করে। কারণ আমাদের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না। আবার অনেকে বলে যে রাস্তার পাশে ফলের গাছ লাগাবেন? তা মানুষে খেয়ে খেয়ে ফেলে দেবে। আমি ফলগাছ লাগাতে চাই যাতে মানুষ খায়। ওদের খাবার জন্যেই তো প্রয়োজন। ফলের গাছ লাগাও, আম লাগাও, জাম লাগাও, কাঁঠাল লাগাও, গাছ লাগাই, আর সমস্ত যত প্রকার ফলের গাছ আছে নারকেল লাগাও, সুপারি লাগাও, লাগাও এবং যে লাগাবে সে গাছটা যত্ন করবে এবং রক্ষা করার চেষ্টা করবে। বেশি না আমি বাংলার মানুষের কাছে একটা করে গাছ উপহার চেয়েছি। এখন আমি দেখতেছি যে মুরব্বিদের চেয়ে আমি ভেবেছিলাম যারা জোয়ান বাচ্চাদের বাদ দিয়ে আমি সাড়ে তিন কোটি লোকের কথা বলেছিলাম। সাড়ে তিন কোটি লোকের কাছ থেকে আমি চাই একটা করে সাড়ে তিন কোটি গাছ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে যারা একটু বয়সী আছেন তাদের চেয়ে ঐ বাচ্চারাই বেশি এগিয়ে এসেছে। বাচ্চারাই আমার কথা বেশি শোনে। ঐ বাচ্চারাই বেশি এগিয়ে আসছে গাছ লাগাবার জন্য আর মুরব্বিরা বেশি এগিয়ে আসেন নাই। আজ আমি দেখতে পাই, বেরাদরি মাফ করবেন মেন্টালিটি চেইঞ্জ করতে হবে আমাদের। তা না হলে দেশের মঙ্গল হবে না। অমঙ্গল হবে। মুজিবর রহমান বঙ্গবন্ধুরে বাইটা খাওয়াইলেও কিছু হবে না যদি দেশের জনগণ ও সরকারি কর্মচারীর মেন্টালিটির পরিবর্তন না হয়। আপনারা কেন মাথার মধ্যে রাখেন না, বলতে হবে সরকারের। বলতে হবে বঙ্গবন্ধুর, বলতে হবে বঙ্গবন্ধুর বলতে হবে জনগণের একটা রাস্তা করেছেন আপনারা। কেন তার রাস্তার দুপাশ দিয়ে গাছ লাগানো হয় নাই? বলছেন করবেন গাছ কেটে, গাছ আছে প্ল্যানটি এমনভাবে কেন করেন না যে

গাছগুলোকে রক্ষা করা যায়। না এসব করবার চাই না। গাছকে সাফ করে দিয়ে বাসস্থান করা হয়। কিন্তু সেই গাছ রক্ষা করেও তো প্ল্যান করা যেতে পারে। এই যে মেন্টালিটি এই মেন্টালিটির পরিবর্তন করতে হবে। তাছাড়া দেশের মঙ্গল হতে পারে না। আর যে যেখানে আমি তো জানি কম বুঝি? আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল যে আপনারা এমবাংকমেন্ট করছেন। এমব্যাংকমেন্ট করে দিলেই আপনারা সমুদ্রের পানি থেকে রক্ষা পায় না। এমব্যাংকমেন্টা ভেঙে যেতে পারে সেই এমব্যাংকমেন্টে যদি আপনারা গাছ লাগায় দেন সঙ্গে সঙ্গে তাহলে দেখবেন যে এমব্যাংকমেন্ট ভাঙবে না এবং সমুদ্রের ... থেকে দেশের মানুষ রক্ষা পাবে এবং গাছগাছালি, সুপারি নারকেল হবে। আমরা ছোট বেলায় দেখেছি এদেশ থেকে আমার সুপারি, আমার নারকেল তারা দেশ বিদেশে পাঠায়। আজ আমাকে সুপারি কিনতে হয়। নারকেল তেল কিনতে হয়। কিন্তু বাংলায় মাটি এমন সুন্দর যে সত্যিই যদি সেখানে আপনারা গাছপালা লাগাতেন, তাহলে এই নারকেল তেলও কিনতে হতো না। নারকেলও খেতে কষ্ট হতো না। সুপারিও কিনতে হতো না। অনেক কিছুই কিনতে হতো না। সে জন্য আজকে থেকে বড় বড় ব্যাংক, সরকারি কর্মচারীদের অফিস। বড় বড় ডাক বাংলো জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে, কেন সেখানে গাছ নাই? আপনাদের কর্তব্য কেন থাকবে না? দরদ থাকবে না কেন দেশের জন্য? কেন আপনারা বুঝবেন না এখানে গাছ লাগালে মানুষের উপকার হয়? শুধু ফুল ফল হয় না, ক্লাইমেটিক পরিবর্তন হয়। এই ক্লাইমেটিক পরিবর্তন আজকে দিন দিন যে পশ্চিমা শাসকরা আজকে যে আমার গাছ কেটে নিছে যার জন্য আজকে আমাদের এত ঝড় তুফান এর আগে এত দেখি নাই। ২৫/২৪ বছর আগে বাংলাদেশে এত ঝড় হয় নাই, বন্যা হয়েছে, ৫০ বছর আগে ছিল যে একবার বন্যা হয়েছিল। হয় কেন, কারণ ক্লাইমেটের পরিবর্তন হচ্ছে। জানি যার জন্য মতো দুনিয়ায় অনেক কিছু আছে যার জন্য কিছুটা এফেক্ট করে। কিন্তু আমাদের কর্তব্য আছে ইফেক্টকে প্রোটেক্ট করা। আজকের দিনটায় যে জন্য আপনাদের কাছে বলি আমিও বুঝি না। ওরা কয় যেখানে আপনাদের রাস্তা আছে সেখানে দুই পাশে গাছ দেখতে চাই। সেই গাছের জন্য আপনাদের মেইনটেনের জন্য আপনাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন, কর্মচারী আছেন, যদি কেউ গাছ কেটে ফেলে আপনারা সবাই রেসপনসিবল থাকবেন। যেখানে গাছ আছে সেখানেই আপনারা রেসপনসিবল থাকবেন। যেখানে বাংলার মানুষ আছে সেখানেই রেসপনসিবল থাকবেন। যেখানে আমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা আছে সেখানে তারা রেসপনসিবল হবেন। যারা পুলিশ বাহিনীর লোকেরা আছে তাদের ক্যাম্পে তারা রেসপনসিবল থাকবেন। যারা যেখান এরিয়া আছে, একটু ভাগ করে যদি রেসপনসিবলিটি নেন তাইলে দেখবেন সত্যি এত গাছে বাংলা আবার নতুন হবে। দেশের মানুষের সুখ-শান্তি ফিরে আসবে। সে জন্য আমার আজকে একটা অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা আছে– আমি বেশি বক্তব্য করতে চাই না। এটা ওপেন করা হলো এই জন্য যে বাংলার মানুষের কাছ থেকে আমি সাড়ে তিন কোটি গাছ এই বছর চেয়েছি। গাছ লাগায় রাখলেই চলবে না। তাকে রক্ষা করতে হবে এবং যে গাছ লাগাবেন তাকেই রক্ষা করতে হবে। আর ছাত্র

ভাইদের কাছে বলি কৃষক ভাইদের কাছে বলি, শ্রমিক ভাইদের কাছে বলি, সরকারি কর্মচারীদের কাছে বলি, যে যেখানে আছেন, যারা আছে সে জনসাধারণ আছেন, প্রত্যেকের কর্তব্য হবে একটা করে গাছ লাগান এবং তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। দেখবেন আমার দেশে ফরেস্ট কীভাবে গড়ে ওঠে আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্তা মহাশয় ভাইদের বলি যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে বহুত আমি জানি, যদি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট না থাকত আমার মনে হয় গাছ কিছু কিছু থাকত।

দেশের লোকদের যদি ভাগ করে দিতাম, গ্রামে গ্রামে ভাগ করে দিতাম, এ অঞ্চলে বড় ফরেস্ট আছে দেখে রেখো। আশা করি সেখানে থাকত না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যেখানে আছে সেখানে কিছুদিন পরে দেখা গেছে গাছের গোষ্ঠীও নাই শুধু ফরেস্ট অফিসার ছাড়া। সে জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করা– মেহেরবানি করে একটু নজর দেন। অত বুঝিসুঝি না। এখানে সাহেব আছেন, ফরেস্ট অফিসার আছে, অফিসার সাহেবেরা আছে, ছাত্ররা আছেন। ব্রিজ বন্ধ করছি আমি। একটা ব্রিজ বানাতে ৫ হাজার ২ হাজার গাছ লাগে, সেই জন্য ব্রিজ বন্ধ করছি আমি। জানি মানুষের কষ্ট হয়। তবু ব্রিজ বন্ধ করতে হয়েছে। আর দেখা যায় যে অফিসারদের যে বাংলো আছে আর গাছপালা একটাও দেখা যায় না। আপনারা হুঁশিয়ার হয়ে যান। আর মেহেরবানি করে কে কাটল আর কে কাটল না এটা আমরা জানতে চাই না। গাছ নাই কেন সে জন্য সমস্ত কর্মচারী দায়ী হবেন। নতুন আইন পাস করা হইছে সেইজন্য। ঐখানে গাছ নাই কেন, কেন গাছপালা হইতেছে না। কেন আপনারা বসে আছেন, কেন কর্তব্য পালন করছেন না, কেমন করে কাটা হয়ে যায় এই জিনিস ধরে আপনাদের বিচার হয়ে আপনাদের চাকরি যাবে। আর চাকরিই বা গ্রহণ করেন কেন, আপনি এদেশের নাগরিক, এদেশের আপনি মানুষ এদেশের জনগণের উন্নতি আপনার উন্নতি, সে জন্য আপনাদের কাছে আমরা, সমস্ত সরকারি কর্মচারী যারা যেখানে আছেন, এত ছাত্র আছে আমার, কিছু ছাত্র ভাইদের কাছে বলি যে এই কয়েকটা দিন তোমরা গাছ লাগাও, শ্রমিক ভাইদের কাছে বলি তোমরা গাছ লাগাও, কৃষক ভাইদের কাছে বলি আপনাদের গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে গাছ লাগান, ভদ্রলোকদের, স্যারদের কাছে বলি, মেহেরবানি কইরা একটু হাতে মাটি লাগান। তাতে ক্ষতি হবে না, হাতে একটু মাটি লাগালে স্বাস্থ্যের উপকার হয়। কিন্তু হাতে মাটি লাগায় গাছ-পালা গড়ে উঠলে, অসুবিধা হবে না, ভালোই হবে, ফলটল হবে, ছেলেমেয়েরা খেতে পারবে, দেশের লোকেরাও উপকার হবে। সে আপনাদের কাছে আমি আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আজ থেকে শুরু হওয়ার অর্থ এই নয় যে আমি ৩০ শে জুলাই টাইম দিয়েছি এটা হবে বৃক্ষরোপণ পক্ষ। তার অর্থ এই নয় যে এই দিনই শেষ হয়ে যাবে। বারো মাসই বৃক্ষরোপণ করা যায় বাংলাদেশে যদি একটু পানি দেয়া যায় এবং নভেম্বর পর্যন্ত তো, অক্টোবর পর্যন্ত গাছ লাগালে পানিও দেওয়া লাগে না। সে গাছ বেঁচে যায়।

এই বৃক্ষরোপণ পক্ষের পরও, প্রত্যেকের কর্তব্য থাকবে। গাছ লাগিয়ে চলতে হবে। কারণ আমার এখানে গাছ গাছালি এত পয়দা করতে হবে যে, আমার বাংলাদেশকে বাঁচাতে

হলে তাছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় নাই। সেই জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বন বিভাগের স্পেশাল এটেনশন দেয়া হয়েছে। বন, মাছ, পশু-পাখি, গাছ এসব আমাদের সম্পদ বিশেষ করে এর ওপর ইকোনমি নির্ভর করে অনেকটা। তাই আমি অনুরোধ করবো স্পেশাল এটেনশন দিয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে আপনারা কাজ করে যাবেন এবং গাছ লাগান। আশা করি দেশের উন্নতি সব আস্তে আস্তেই হবে। যদি আপনারা সকলে মিলে সহযোগিতা করেন।

জয় বাংলা।



১৬ জুলাই, ১৯৭২

ঢাকা

জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভায়
বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ, সাংবাদিক ভাইয়েরা, আপনারা জানেন আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে সচেতনভাবে জড়িত ছিলাম। আমার অনেক সহকর্মীর নাম বলেছেন, তারা সাংবাদিক ছিলেন না, তারা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। সে অনেকদিন এক সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। শহিদুল্লাহ কায়সার বহুদিন আমরা পাশাপাশি জেলে ছিলাম। ... .তিনি শুধুমাত্র সাংবাদিক ছিলেন না তিনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। কলকাতা থেকেও আমরা একসাথে রাজনীতি করতাম। সেই মকবুল হোসেন আমার বাল্যবন্ধু। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল সময় তার সহযোগিতা, তার সাহায্য পেয়েছি। আজ তিনি নাই। আরও অনেক সাংবাদিক কর্মী যারা অনেক সময় আমার সঙ্গে ঘুরেছেন বেড়িয়েছেন, এক সঙ্গে ঘুরছি তাদের হত্যা করা হয়েছে। তারা আপনাদের মধ্যে আজ নাই। তেমনি নাই যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছে বাংলার স্বাধীনতার জন্য। একটা জিনিস আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এবং তাদের আত্মা শান্তি পাবে। যদি আদর্শের জন্য তারা জীবন দিয়েছে সেই আদর্শ যদি বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে গড়ে আনতে পারা যায়। সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটি স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন যে বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব। কোনও দেশে কোনও জায়গায় আজ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পর স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই। আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি বলেই আমরা কোনও না কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করেছি বলে আপনারা বলতে পারবেন না।

বাংলাদেশ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত ... আর যারা এদেশে ছিলেন তারা ন্যাশনাল গণতন্ত্র কী করে চালাতে হয় তাও তারা জানতেন না। ... ঘরে ঘরে অস্ত্র ছিল। শুধু যে আমাদের মুক্তিবাহিনী ভাইদের সাথে অস্ত্র ছিল তা নয়। যাবার বেলায় ডকুমেন্ট পর্যন্ত আছে যে তারা অস্ত্র দিয়ে গেছে বাংলাদেশের অনেকের কাছে যারা আমাদের ক্ষতি করতে পারে। স্বাধীনতা

নস্যাৎ করতে পারে। এই ডকুমেন্ট জমা আছে আমাদের কাছে। যদি কোনও দিন চার্জ হয় আপনারা পাবেন আমাদের কাছে। এখন সেটা প্রকাশ করতে চাই না। কারণ এটা মামলা হবে। আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতা এটা আপনারা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংবাদিক ভাইয়েরা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেতাবাদ– এই চারটা নীতির ভিত্তিতেই আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছি। এটার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করি। এটা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করেন। গণতন্ত্র আমরা বিশ্বাস করি, সমাজতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস করি এবং সেভাবেই আমরা দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রের একটা নিয়ম-নীতি আছে। গণতন্ত্র মানে এই নয় যে রাস্তায় গাড়িটাকে হাইজ্যাক করে নিয়া গেলাম। গণতন্ত্র মানে এই নয় যে একজনের বাড়িকে লুট করে নিলাম। গণতন্ত্র মানে এই নয় যে একজনের বুকে ছোরা বসিয়ে দিলাম। গণতন্ত্র মানে এই নয় যে অন্যের অধিকার হরণ করলাম। একে গণতন্ত্র বলে না। গণতন্ত্রের একটা নীতি আছে, নীতিমালা আছে। যা ফলো করতে হয়। ... বলেন, আমার কাছে উত্তর দেন। যে সাংবাদিক ভাইয়েরা আমার হত্যা করা হয়েছে, শহিদ হয়েছে, তাদের হত্যার পিছনে কারা ছিল মাফ করবেন তারাও সাংবাদিক নামের একদল লোক ছিল। যারা খবর দিয়েছিল। সব সাংবাদিকই ফেরেশতা নন। এমনও সাংবাদিক আছে যারা আমাদেরকে সমর্থন করেছে তাদের ধরিয়ে দিয়েছে, তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছে তাদের নামে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে এবং কোনও কোনও সময় বাসায় আছে তা খবর দেয়া হয়েছে। তারাও কিন্তু সাংবাদিক ছিলেন। এমনও সাংবাদিক আছে যারা দৈনিক খবরের কাগজে কাজ করতেন রিপোর্ট এখনও সরকার এর হাতে আছে তিনি আলবদরের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন।

এমনও সাংবাদিক আছে। যাদের ইতিহাস আমাদের কাছে আছে। ... রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে, ডকুমেন্ট আছে, যারা সংবাদ সরবরাহ করতেন। এমনও সাংবাদিক ছিলেন যারা সরকারের আন্দোলনে যায়, যুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খাবার সাপ্লাই করিয়াছে। ঐ সমস্ত ইতিহাসে হাত দিলে যদি আপনারা মনে করেন হাত দিলে গণতন্ত্রে আঘাত করা হয় এবং আপনাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় আমাকে মাফ করবেন। ...

কিন্তু এটা মনে করবেন যারা রাতারাতি কাগজ করতেন তারা আশ্রয় দেবার জন্য করছেন। ... খবরের কাগজ আপনারা বের করে ফেললেন যাদের নিতান্ত কোনও ইনকাম পর্যন্ত নাই। যারা কাগজ বের করলেন এই পয়সা কোথা থেকা আসল? কে দিল? এবং পরে সাংবাদিক হয়ে গেলেন কী করে? এবং তিনি এখন লিখতে আরম্ভ করলেন। আপনারা দাবি করেছেন আমি স্বীকার করি। আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে সে আদর্শ আমি পড়েছি, আমি জানি তা পড়ে দেখেন আপনারা এগুলো লিখা যায় কি যায় না। আসুন এই হেডিংগুলা যদি কোন কাগজে দেয় ... . এই আদর্শ কিন্তু আপনারা মানতেন। কিন্তু আপনাদেরকে এই

অধিকার কেউ দেবে না যে রাতারাতি একটা কাগজ বের করবেন বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে বীজ বপন করবেন বাংলার বুকে যার জন্যে এত রক্ত দেয়া হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবেন। এখানে লন্ডন থেকে ওভারসিজ পাকিস্তান নাম নিয়ে একটা ... কইরা তার থেকে পয়সা নিয়া এখানে দুইটা খবরের কাগজ বের কইরা, এখান থেকে পয়সা খাইয়ে দেয়া হবে এবং সেটা কি আমি মিলায় দেখছি। তারা যে প্রস্তাব পাস করছে আর এখানে খবরের কাগজ বের হইছে। তাহলে আমাকে কিছু করতে হবে। আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন না সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বার্থ দেখবেন? নাকি লক্ষ জনগণ যারা রক্ত দিয়েছে তাদের স্বার্থ দেখবেন?

আমি তো আপনারা লিখছেন নয় মাসের বিপ্লবের পরে এত অধিকার দিয়েছে, যা চাইছে তাই পাইতেছে যেখান থেকেই খবরের কাগজ বাইর হইতেছে তার পরের দিন লিখতেছে। ১ লক্ষ বামপন্থী হত্যা, বিমান বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ, হিন্দু বলে ... দেওয়া, আপনারা বলছেন ধর্ম নিরপেক্ষ, আমিও বলছি ধর্ম নিরপেক্ষ, খবরের কাগজ মারফতে এমন লেখা শুরু হয়ে গেল ... এর চরম। যে ... এর বিরুদ্ধে ২৪টা বছর আপনারা সাংবাদিকরাও প্রগতিশীল সাংবাদিকরাও আমাদের ছেলেরা, আমাদের কর্মীরা জান দিয়েছে জেল খেটেছে, সেই নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনও সাংবাদিক লিখেন, সেখানে আপনারা কী করবেন সেটা আপনাদের বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। এটা আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই আপনারা দেখছেন হেডিংগুলা আপনাদের পড়ে শুনাই একটা কাগজ লিখেছে গণহত্যা চলছে, গণহত্যা যদি চলে থাকে তাহলে আমি আপনাদেরকে বলব যে এ পর্যন্ত আমার আওয়ামী লীগের কর্মী বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে আর প্রগতিশীলকর্মী বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে। কিন্তু অন্যদিকে গণহত্যা হয় নাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এ জন্য দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। যে এত বড় বিপ্লবের পরেও এত হত্যার পরেও আর একটা হত্যা হয় নাই। এ জন্য বাংলার মানুষ এবং প্রগতিশীল কর্মী নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবে। এগুলো ভারতীয় চক্রান্ত? আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করেছে। আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে চক্রান্ত কী? কোথায় চক্রান্ত? মানে যারা আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করেছে তাদের চক্রান্তে ফেলে দেবার চেষ্টা করা হয়। এটা কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না গণতন্ত্র, আমাকে বোঝায় বলেন। লক্ষাধিক বামপন্থী হত্যা, অনাহারে মানুষ মরছে, বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি ষড়যন্ত্র, ৫০ লক্ষ টন ... বিরোধী দল বলে ৩০ লক্ষ টন আমি ১৭ লক্ষ টন আনলাম, ২৭ লক্ষ টন খাবার দিল ইরাক, আর কানাডা, ইউএসএ, রাশিয়া মিলে আমরা যেখান থেকে পারতেছি সেখান থেকে আরও আনতেছি। কিন্তু ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার। ... যদি কোন খবরের কাগজ এখানে প্রস্তাব পাস করায় সেই প্রস্তাবগুলো বেনায়ে পুরোপুরি পাবলিশ করে দেয় তাহলে সরকার কি প্রশাসন তন্ত্রের যে দায়িত্ব আছে। সরকারের স্বাধীনতা যেমন রক্ষা করার দায়িত্ব আছে। সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আছে। গণতন্ত্র সত্যি কথা, ... রক্ত দিয়েছে আমার দেশের মানুষ। সেসব স্বাধীনতা

বিরোধীদের সাথে গমন করতে চান। আপনারা যাই কিছু বলুন না কেন, আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা স্বাধীনতা এনেছেন, স্বাধীনতা থাকবে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনাদের নিজস্ব যে প্রিন্সিপল আছে যা নিজেরা পালন করছেন আপনারাই আমার বন্ধু, আমরা এক সাথে রাজনীতি করেছি, এক সঙ্গে জেল খেটেছি। তাই শুধু চাই আপনারা আমাদের কাছে স্বীকার করবেন যারা আপনারা যাদের সঙ্গে আমি আপনাদের জার্নালিজমে জড়িত ছিলাম। আল্লার মর্জি রাতারাতি আপনারা স্বাধীনতা পাওয়ার পর পরেই এত জার্নালিস্ট হয়ে গেছেন আপনাদের কাছে যারা জার্নালিস্টের জ পর্যন্ত জানে না। আপনারাও বিপদে পড়িয়া গেছেন। এটা আমার মনে হচ্ছে। তাই আপনারা কন্ট্রোল করতে পারছেন না। কারণ রাতারাতি খবরের কাগজ বাইর করিয়া যার মনে যা আছে তাই লিখিয়া চলিয়াছেন। বাংলাদেশের মানেই হলো ফ্রি স্টাইল। স্বাধীন দেশে তো ফ্রি স্টাইল চলে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। তা না হলে বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনাদের দাবি আছে যে দাবি আমরা সমর্থন করছি জীবন ভরে একটা দাবিও এ পর্যন্ত আপনারা বলতে পারবেন না এই ছয় মাস। এই ছয় মাসের মধ্যে আমরা ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার। আপনারা কী দিয়া আমাকে বসাইছেন। কী আমাদের ছিল। আমাদের পোর্ট বন্ধ, আমাদের রাস্তা ভাঙা, আমাদের সবার ঘরে দুটা চাল নাই, আমাদের এক পয়সাও বৈদেশিক মুদ্রা নাই, আমাদের রেভিনিউ আদায় নাই। আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। ... দুনিয়ার সঙ্গে আজকে প্রায় ৮০টা কান্ট্রি থেকে রিকগনেশন আমাদের আনতে হয়েছে। আমরা প্রায় জাতিসংঘের কাছে যাচ্ছি, অন্যান্য ফরেন অফিসগুলো আনছি বাংলাদেশে ছিল না। আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অচল ছিল। স্কুল-কলেজ ভাঙা ছিল। আপনাদের সব ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। কোনও দেশে বিপ্লবের পরে দুই চার বার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। আমাকে দেখায় দেন। কিন্তু কোনমতে আপনারা যেভাবে পারা যায় আধা পেট, পুরো পেট না দিতে পারলেও এক মুঠ দানা ৬৫ হাজার গ্রামে পৌছায় দিতে সক্ষম হয়েছি। ... তারপর আপনারা এতগুলো কমিশন করেছি। আমরা একটা যা কিছু বলেন আমরা পাকিস্তানিদের মতো এখানে এক থাবা ওখানে এক থাবা এটা পারব না। সব করতে হবে প্ল্যান ওয়েতে। প্ল্যান ওয়েতে না করলে আমি টাইম-পাস করলাম। তার পরিবর্তন করলাম খুশি করলাম এভাবেই ডেট চলতে থাকবে। সেই জন্য আজকা আপনারা দেখেন, পে-কমিশন করা হয়েছে ..., শিগগিরই ওয়েজ বোর্ড করা হবে। স্কিনিং কমিটি করা হয়েছে। স্কিনিং কমিটিতে, সরকারি কর্মচারীদের স্কিনিং করার জন্য খবরের কাগজে দেয়া হবে। যেখানে তারা দালালি করিয়াছে সেই জিনিস স্কিনিং কমিটিতে আসবে। আমি আপনাদের তাদের আস্থা আছে সেই সমস্ত লোক দিয়েই করেছি। হইকোর্টের জজ দিয়ে করেছি। না বলতে পারেন যে রাজনৈতিক কারণে মজিবর রহমান আওয়ামী লীগ তার বন্ধু দলগুলো লোকদের বাদ দিয়ে করিয়াছি। তা যেন না বলেন সেই জন্য আমরা সব করেছি। তার পর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। তাদের সিন্ডিকেট রয়েছে। আমার

কাছে যখন সিন্ডিকেট বললেন। আমি বললাম মাফ করবেন শায়ত্ব শাসন দিয়ে দিয়েছি। আপনারা করেন। তারা বললেন, সিন্ডিকেট প্রস্তাব পাস করতেছে। আমি বললাম সিন্ডিকেট যদি প্রস্তাব পাস করিয়া আমার কাছে অনুরোধ করে, তাহলেই আমি গ্রহণ করতে পারি না হইলে আমি গ্রহণ করিবো না। কারণ তখন আপনারাই বলবেন স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। আপনারা মেহেরবানি করিয়া যদি স্কিনিং কমিটির মেম্বার হইতে চান, তাহলে আপনাদের যারা এখানে দালালী করিয়াছে তাদের স্কিনিং করবার জন্য, শুধু মেহেরবানি করিয়া আপনারা সরকারি কর্মচারীদের স্কিনিং চান, আপনারা শিক্ষকদের স্কিনিং চান। আপনারা বেতারের স্কিনিং চান। আপনারা ... দুনিয়ার স্কিনিং চান, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের একটু স্কিনিং করেন। কারণ পাকিস্তানের নামে টাকা নিয়া আইসা রাতারাতি খবরের কাগজ বাইর কইরা দেবে। আর মানুষের স্বাধীনতার সাথে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আমার বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাগো রাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। আর এখানে সেটাকে স্বাধীনতা বলা হয় না। সে স্বাধীনতা কোনও সরকার কোনও জনগণ, কোনও ভদ্রসমাজ গ্রহণ করতে পারে নাই। সে জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ দাবি আপনারা করছেন, যেগুলো চেয়েছেন, সেগুলো ন্যায্য। এগুলা নিয়া আপনারা বসেন। ... আমরা যতদূর সম্ভবপর করার চেষ্টা করবো। আপনারা বলেছেন যে আমি স্ট্রাইক বন্ধ করেছি। আমি স্ট্রাইক বন্ধ করি নাই। কিন্তু সোসালিজম যদি করতে হয় তার একটা নীতি আছে, সোসালিজম করতে হলে এর কর্তব্য কি সেটা বুঝতে হবে এবং কমিটি যদি চায় আমরা বসি, তাই বলে যা ছিল সেখানে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত বেতন বাড়ায় দেয়া পরেও যেখানে ঋণ নেয়, যদি এটা নিয়া ওটা নিয়া ঘেরাও করিয়া অফিসার বইসা আছে ৫০০ লোক গেল ... আপনারা জানেন খোঁজ রাখছেন। আমরা বলি নাই, আপনারা যদি দেখতে চান, আপনারা আসুন আমি দেখায় দিব আপনাদের কাছে যে কীভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। যে সত্যিকারের শ্রেণিসংগ্রাম করছে এবং কিছু কিছু লোক করেছে এবং তাদের বন্ধ করার জন্য যারা করা হয়েছে সারাদেশের জন্য। আমি কোনদিন চাই না যে কারও অধিকার খর্ব করতে বিশ্বাস করেন আমি জীবন ভরে আন্দোলন করেছি, আন্দোলনের মধ্য থেকে আমার পয়দা এবং আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমি এগিয়ে গিয়েছি। আজ পর্যন্ত আমি কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। যদি সরকার থেকে বের হয়ে যাই তখনও চাই না। কিন্তু যদি আমরা জাতীয়করণ করবো। এই চার মাস, ছয় মাসের মধ্যে আপনারা আমাদের ধন্যবাদ দেবেন না এবং কোনও দেশে এমন সাহস কইরা যেখানে আপনার লোক নাই। ম্যানেজমেন্টের শিক্ষা নাই। ... . ব্যাংক-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে সব কিছু কইরা হাতে দিয়া শেষে কেউ যদি পয়সা দিয়া সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করতে বাধা সৃষ্টি করে। আমি বাধা না দিয়ে কী করতে পারি। আমি কি ভেঙে দেবো। ছেড়ে দেবো যে না, যাও তোমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্পত্তি তোমরা তিনজনে খাও। এটা কোনও দেশে কোনও যুগে আজ আমারে বোঝায় বল। আপনারা অনেকে প্রতিবাদী আছে। আপনাদের

অনেকের সাথে আমি কাজ করেছি। আপনারা সোসালিজম বোঝেন, আপনারা গণতন্ত্র বোঝেন, আপনারা সবই বোঝেন, আপনারা বোঝেন না এটা নয়, কিন্তু বুঝিয়া আপনার চোখ বুজিয়া থাকিবেন না। জাগিয়া ঘুমাইবেন না। এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর কিছু না। সে জন্য আজকে, আপনারা যে দাবি দাওয়ার কথা বলেছেন আমি ডিটেলে না গেলাম আপনারা নিজেরা বইসা আলাপ করেন। যারা আমার বন্ধু আছেন দেখেছেন, যত পাচ্ছি দুনিয়া থেকে নিয়ে যে যে জায়গায় দেয়া দরকার দিচ্ছি। এছাড়া প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে ... প্রত্যেক ফ্যামিলিকে ২০০০-৩০০০ পর্যন্ত দিচ্ছি। ... প্রভিডেন্ড ফান্ড করে দেয়া হয়েছে। যারা আমার পঙ্গু খোঁড়া মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা ছিল তাদের জন্য আমরা একটা ট্রাস্ট করতেছি এবং যে সমস্ত ইন্ডাষ্ট্রি পড়ে আছে এটা ওটা দিয়ে তারাও যেন জীবন ভরে কিছু একটা করে খেতে পারে। মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করিয়া পঙ্গু হয়েছে, শহিদ হয়েছে তাদেরকে একটা অংশ দেয়ার জন্য আমরা একটা ট্রাস্ট বোর্ড করতেছি। কেউ বাদ পড়বেন না। নিশ্চয়ই সাহায্য সহানুভূতি পাবে। সে জন্যই সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনাদের দাবি তুলেছেন। আমরা শুনেছি। আপনারা আলোচনা করেন, আমরা নিশ্চয়ই দেখব আপনাদের সবাইকে আমার অনুরোধ। আমি যে দাবিগুলা আপনাদের কাছে উল্টো করলাম যে, মেহেরবানি করিয়া করিবেন কিনা। আর যারা এই ৯ মাস এখানে ছিল। যাদের কাগজ আমার হাতে ধরা পড়িয়াছে। তাদের নিকট যদি আমি হাত দেই তাইলে এটা মনে করবেন না যে, আমি সরকারি কর্মচারীদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। আমি হাইকোর্টের জজকে ধরিয়ে দিয়েছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনারকে ধরিয়ে দিয়েছি। আমি দেশের রাজনৈতিক কর্মীদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। আওয়ামী লীগের এমপিকে ধরিয়ে দিয়েছি। সে জন্য আপনারাও স্বাধীনতা পাবেন না। আপনাদের মধ্যে যাকে পাবো তাইলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে আমারও উচিত, আপনারও উচিত। যদি অন্যায় করি, বলবেন যে এটা অন্যায় হয়ে গেছে। সাথে সাথে ছেড়ে দেয়া হবে। যদি অন্যায় করি ভুল হতে পারে মানুষের স্বীকার করি আমাদের ভুল হয়ে গেছে সরকারি কর্মচারী বাড়াবাড়ি করছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আমরা বলে দেবো, এই গেট আউট আমরা এই লোক না আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে বের করে দেব কিন্তু আপনারা এটা বুঝলে তো হবে না ভাই, এক দেশের নাগরিকতো দুইটা হয় না। একটা হয় ...। গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরাও বুঝি যদি আপনার কাছে কোর্টে দেবো। কোর্ট আছে বিচার আছে। পানিশ করা হবে। সরকার যদি না পারে তাদের পানিশ করতে হাতের লেখা কাগজপত্র তাহলে থানা পুলিশে যাবে। সে জন্যই আমাকে আপনাদের কথা আমার অনুরোধ, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করাও কষ্টকর। স্বাধীনতাকে গোছায় ঠিক করে আনতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। ছয় মাসের মধ্যে আপনাদের বিপ্লবের পরে। এত স্বাধীনতা কেউ দেয় নাই, এটা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন। যে আমরা আপনাদের গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা দিয়েছি। এখন কিছুটা যদি আপনারা আমাদেরকে কনট্রোল করতে না দেন তাহলে তো অসুবিধা। অসুবিধা হয় বুঝি। কিন্তু আমি সময় দিচ্ছি। আমি

জনগণকে বলেছি যে ভাই আপনাদের ১৫ দিন সময় দিলাম এর মধ্যে যা করার করেন না করলে কার্ফু করে সব করা হবে। এর মধ্যে যদি কোন ভালো লোক পড়ে যায়। তবে আমি কী করবো বলেন তো। আমাকে বলেন আমি কী করতে পারি। আমি তো বলছি যে ২৮ তারিখ ৪টা পর্যন্ত সময় দিছি। তারপরে। আয়ুইব ও ইয়াহিয়া সরকার চেয়েও খারাপ কাজ হয়েছে। আমি জানি আয়ুইব মানে পাকিস্তানের সরকারের একটা অংশ আমি কী করতে পারি। বলেন আমার কাছে। এগুলা লিখলেন কী কইরা যখন মার্শাল ল' জারি হয়েছিল আর আমাকে জেল করে নিয়ে ছিল সব দইরা দইরা এবং পালাই গেছিলাম তখন এ কথা লিখেতেছে যখন বসে আছি এখানে কিন্তু আয়ুইবরে মার্শাল' ৫০/৫১ পর্যন্ত দেখেনি তারা মার্শাল ল' কইতো। আমাদের নাড়ি-নক্ষত্রের ওপর দিয়া আমরা ঠিক পাইতাম না। বলেন এখন কি করা যাবে। ১২০ টাকা চালের মণ বাংলাদেশ কোন সরকার দিয়েছে? আপনারা বলেন যে আমি বলি না আপনাদের কাছে আমার এত আছে আমি দেবো। আমি বলি যে নাই। চেষ্টা করতেছি কিছু কিছু দিচ্ছি। আপনারা খবরের কাগজে লেখেন, ১২০ টাকা দেখা গেল ... লোক পাঠাও অর্ডার পাঠাও ভুল হয়ে গেছে বেশি, এ যে ভুলটা করলেন ... ফুড নিয়া মানুষের জীবন নিয়া আপনারা রাজনীতি করতেছেন। সে কাগজ সম্পর্কে কী লেখা হবে আমারে বলেন। আমারে বলেন স্বাধীনতা। এখন লেখা হবে কর্মচারী বিরুদ্ধে আপনারা লিখেন আপনারা জানেন যে সরকারি কর্মচারী জবাব দিতে পারে না। তাদের জবাব দেয়ার অধিকার নাই। আপনারা যদি নাম করে কার বিরুদ্ধে লিখেন তাহলে পত্রিকায় প্রতিবাদ দেন তাহলে সেই প্রতিবাদ ছাপাইতে হয়। কিন্তু বলেন আমার কাছে আপনারা, এই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে আমরা এই করি নাই সেই করি নাই। এই কাগজে ছাপানো হয় না। আমার কাছে বলেন আপনারা যে কেন এটা ছাপানো হবে না। ... হইছে আমার বিরুদ্ধে আমি যদি বলি তা সত্য নয় তাহলে কেন ছাপা হবে না। এটা সংবাদপত্র নয়। তা হলে কেন এটা ছাপবেন না আমারে বোঝাইয়া বলেন এ কথা। আরেকটা জিনিস মাফ করবেন ভাই আমি তো আপনাদের সঙ্গে কাজকর্ম করেছি। প্রবলেম জানা আছে ... আমি খবরের কাগজগুলো সবগুলোতে একবার করে চোখ বুলাই দুইবার, তিনবার সব কাগজগুলোতে। একটা জিনিস কিন্তু আমার বাংলাদেশে কোনও দিন ছিল না।

এটা দেশ প্রেম করার সুযোগ। আর আমি দেখছি সিন্ডিকেট ব্ল্যাক মেইলিং। উনি কি একটা কাগজ বাইর করত। তিনিও একটা কাগজ বের করত। ... উনি কি কাগজ বের করত তাতে ব্ল্যাক মেইলিং করত। তাদের রাতে বেলায় দেখলাম এটা পৌঁছায় ছিল। পয়সা দেয়া হলো। ... আমি দেখতেছি আপনাদের মধ্যে এই ব্ল্যাকমেইলিং এর যে টেনডেনসি হয়েছে এবং আমি এও জানি রাতের বেলা আবার বলা হয় এটা না করলে এটা হয়। অনেকের সোর্স অফ ইনকাম নাই। এখানে বইসা রেডি কাগজ বের করতে জীবন ভইরা জান বের হইয়া গেছে তোমরা একটা উইকলি কাগজ বাইর করতে পারো না। রাতারাতি কাগজটা বাইর হইয়া আসে কোথায় থেকে। পয়সা আসে কোত্থেকে। এই ফরেনারা যে

সাহায্য করতেছে সেখানে যদি আবার বলে যদি সে জার্নালিজম আবার হইছে। আমি আপনাদের কাছে মাফ চাই। রাতের বেলা হাইওয়েতে গাড়ি চলে। সাইকেল নিয়ে ঘুরে রাজনীতি করছি ঢাকা শহরের সবাই জানে। হাইওয়েতে গাড়ি নিয়া চলে আর দিনের বেলা অমুক চোর, অমুক বদমাইশ, অমুক মিথ্যুক, অমুক কম্বল চোর আর রাতে বেলা হাইওয়েতে গাড়ি চলে। কোনও সোর্স অফ ইনকাম নাই। শহর ঘুরে ফিরে বহু টাকা খরচ করে। আসে কোত্থেকে টাকাটা। আমি যদি ইনকোয়রি করি। ফলে আপনারা আমারে নিশ্চয়ই মাফ করবেন, টাকাটা আসল কোত্থেকে যাদের কোনও সোর্স অফ ইনকাম নাই। ... মোটরগাড়ি চালায় মোটর গাড়ির ৫ টাকা কইরা গ্যালন হয়ে গেছে পেট্রোলের। আবার ড্রাইভও করে। আবার সেখানে বক্তব্যও করে। খবরের কাগজে বক্তৃতা দেয় আবার দেখা যায়, কোনও সোর্স অব ইনকাম নাই। কিছু করে না। পাইল কী কইরা। অ্যারেস্ট করতে হয়, এটাই আইন। এটাতো বলি না, এ জন্যই আপনাদের কাছে কথা হইল এই যে এই চারটা আদর্শকে আপনারা সমর্থন করেন। এই চারটা আদর্শের ভিত্তিতে দেশকে আমরা বসাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা একটি নতুন ইয়ে নিয়েছি যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় কিনা তা আমরা চেষ্টা করছি। আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি কারণ দেখা যায় সমাজতন্ত্র করতে গেলে অনেক সময় বাধার সৃষ্টি হয়। ... মানুষের চটানের জন্য এটা আমি করতে চাচ্ছি না। এই জন্য যে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। দেখছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র হবে কি না এবং চেষ্টা করে দেখতেছি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার ভিত্তিতে আবার আন্দোলন, এ না থাকলে আমার স্বাধীনতার ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। আর ধর্মনিরপেক্ষতা আমার রয়েছে আর যেখানে সংগ্রামী লোক আপনারা, বড় নেতারা। অনেক অনেক প্রগতিবাদীরা যাদের কাছে এখন রাজাকার আলবদর হইয়া ...। প্রগ্রেসিভ কী প্রগ্রেসিভ, প্রগ্রেসিভ, ওরে বাপরে বাপ আগের দিন মানুষ মেরেছে, রাতারাতি তারা আকার বদলাইয়া একদম প্রগ্রেসিভ। একদল নেতার আশ্রয়ে কাজ করিয়া সে কিন্তু ৭টা মার্ডার কেইসের আসামি। সে যে মর্ডার কেসের আসামি হইয়া ঘুরতেছে কেউ বলে আমি পলিটিকাল সেক্রেটারি, কেউ বলে আমি ওমুক, কেউ বলে আমি সম্পাদক, এগুলো কি আমার করতে বলেন, না আপনারা বলেন, সাংবাদিকরা, আপনারা আছেন, আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে, আপনারা নিজেরাও বসে একটু আত্মসমালোচনা করেন এবং নিজেরা বসে আপনারা আমি জানি আপনারা শিক্ষিত, আপনারা ভালো মানুষ আপনারা বসে বলেন কোনগুলো ভাই ভালো না, কোনগুলো খারাপ, এইগুলোই করেন সেইগুলো করেন, আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে পদার্পণ করবো। আর আপনাদের যে দাবি-দাওয়া রয়েছে আমি আগেই বলেছি, আপনারা আমাদের সুযোগ দিয়েছেন। আমি বড় খুশি হয়েছি। আমি আজীবন আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। এখনও আপনাদের সঙ্গে সংগ্রামে আমি আছি। আমি সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি। দেখবো যে ভাগে যতটুকু আছে নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। কিন্তু তার বেশি চাইলে নিশ্চয়ই দিবার পারবো না। আমি বাংলাদেশের মানুষকে

বলিয়াছি তিন বছর কিছুই দেবার পরিবো না। আমি আশা করি, আমার সাংবাদিক ভাইরাও তাদের থেকে আলাদা জাতে পরিণত হবেন না। আপনারাতো জাত নন আপনারাও সাত কোটি লোকের একটা অংশ সেইটা আপনারা করেন এবং আমিও আপনাদের কাছে দাবি ধরতে পারি আমার দাবি মানতে হবে। তিন বছর কিছুই দিতে পারবো না, জনগণ মানছে আপনারাও মানেন। তারপরে যা কিছু আছে সব খান, দেখে শুনে বিবেচনা করিয়া যা আপনাদের না হলে চলে না বা আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব পর সব কিছু চেষ্টা করবো। একথা বলে আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিতে চাই, আবার ধন্যবাদ দিবার চাই। আপনাদের কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিবার চাই। আর যারা নতুন আপনারা সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একথা বলিয়া আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিবার চাই। বেয়াদবি হলে মাফ করবেন, তবে শেষ কথা গণতন্ত্রে একটা নীতিমালা আছে সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে এইটুকু মনে রাখলেও আমরা অনেক প্রবলেম সল্‌ভ করতে পারবো। আশা করি আমার বেয়াদবি মাফ করবেন আমাকে একটু আপনারা আপন বলেই আপনাদের একটু মানে আমাকে একটু কথা বলতে হয়েছে। সেজন্য আপনারা নিশ্চয়ই আমারে অনুরোধ করে ক্ষমা করবেন।

জয় বাংলা।



১৯ জুলাই, ১৯৭২

নারায়ণগঞ্জ

বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জের আদমজিনগরে এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বের হয়ে এসে আপনাদের এখানে সভা করেছিলাম। তারপরে আর আসতে সময় পাই নাই। কেন পাই নাই তা আপনারা জানেন। কীভাবে ছিলাম তাও আপনারা জানেন। কারণ যে অবস্থায় যেখানেই রয়েছি যখনই আমি ডাক দিয়েছি এ অঞ্চলের ভাইয়েরা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। দেশের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। জালিমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সেইজন্য আমি জানি আমি যে অবস্থায় যেখানে থাকি না কেন, আমার ডাকে আপনারা সবসময় সাড়া দিয়েছেন। কারণ আপনারা আমাকে ভালোবাসেন। সালাম জানাই। কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বসেও জানি বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি। এই জন্য যে আমার ভালোবাসার মধ্যে কোনও কৃপণতা নাই। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেক রক্তের বিনিময়ে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন জীবন দিয়েছে। বোনেরা আমার বিধবা হয়েছে। ভাইয়েরা আমার পুত্রহারা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গৃহহারা-সর্বহারার আর্তনাদ বাংলার বুকের মধ্যে আজও বাজছে। এ জন্য এই পৈশাচিক নরপশুর দল পাকিস্তানের দোসরবৃত্তি, সামরিক বাহিনীর লোকেরা আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষের, নিরাপরাধ লোকজনকে হত্যা করেছে। দুনিয়ার কোনও দেশে এ রকম দেখা যায় নাই। যা পাকিস্তানের অমানুষগুলো করে গেছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জত করেছে। লক্ষ লক্ষ ভাইয়েরে আমার হত্যা করেছে। অত্যাচারের পর হত্যা করেছে। যাকে ধরতে পেরেছে কারও পা কেটেছে, হাত কেটেছে, চক্ষু উঠায়েছে। বুকের কলিজা কলিজাটাকে বাইর করেছে তারপর হত্যা করেছে। যা নমরুদ করে নাই। যা ফেরাউন করে নাই। হিটলার করে নাই। তাই করেছে ইয়াহিয়ার লোকেরা। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ঘরবাড়ি জ্বালিয়া দিয়েছে। এক কোটি লোক। এক লক্ষ, দুই লক্ষ নয় এক কোটি লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয়

নিয়েছিল জীবনকে রক্ষা করার জন্য। ভারতের জনসাধারণ তাদের রক্ষা করার জন্য বুকে তুলে নিয়েছিল। তাদের স্থান দিয়েছিল, তাদের খাবার দিয়েছিল। নিশ্চয়ই তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পশ্চিমের সামরিক বাহিনীরা জানত না, ওদের ধারণা ছিল যে বাঙালিরা ভীতু। বাঙালিরা যুদ্ধ করতে জানে না। ওদের ধারণা ছিল বাঙালিরা চড় মারলে বাঙালিরা সব ভেগে পালিয়ে যায়। ওদের ধারণা ছিল বাঙালিদের মাজায় জোর নাই। গুলি দেখালে ভেগে যায়। এ ধারণা নিয়ে পশ্চিম বর্বররা গুলি চালিয়েছে। ২৪ বৎসর বাঙালিদের শোষণ করেছে। ধর্মের নামে ২৪ বৎসর আমার বাংলা থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। ২৪ বৎসর পর্যন্ত আমার এদেশের মাটি পর্যন্ত তারা শোষণ করেছে। ওরা বুঝে ছিল যে এই সোনার বাংলায় এই শস্য শ্যামলা বাংলা এই সবুজ বাংলাকে লুট করে পা উঠিয়ে খাবে। ওরা মনে করত বাংলাদেশের যে কোনও নেতাকে বড় চাকরি দিয়ে কিনে নেয়া যায়। ওরা মনে করত বাংলাদেশের নেতাদের মন্ত্রীত্ব দিলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা মনে করত বাংলাদেশের যুবকদের একটা বড় চাকরি দিলেই ওরা ভুলে যায়। যে একটু কথা বলার চেষ্টা করেছে। তাদের কিনে নিয়েছে। আর আমার বাংলার মানুষকে শোষণ করেছে। কিন্তু পারবে না। ওরা বহু চেষ্টা করেছিল আমাকে কিনতে। বহু চেষ্টা করেছিল আমাকে অত্যাচার করে মাথা নত করাতে। ওরা বহু অত্যাচার করেছে আমার উপরে। ওরা আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে চেষ্টা করেছিল যে ফাঁসি নেবা না আমার কথা শুনবা। কিন্তু আমিতো একদিন একথা বলেছিলাম। এই ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম। যে বাংলার মানুষ আইয়ুব খানের ফাঁসি কাষ্ঠে থেকে আগরতলা থেকে আমাকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছে। আমার রক্ত দিয়ে হলেও বাংলার মানুষের ঋণ আমি শোধ করবো। এই কথাই আমি বলেছিলাম। বাংলার মানুষ বাংলার শ্রমিক, বাংলার ছাত্র, বাংলার পুলিশ, বাংলার বিডিআর, বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা, বাংলার সামরিক বাহিনীর ছেলেরা, বাংলার কৃষক ভাইয়েরা যে যেখানে ছিল ২৫ তারিখ রাত্রে সেদিন আমার বাড়িতে ওরা মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ করে। যেদিন সমস্ত বাংলাদেশে যায় সামনে যার সামনে যাকে পাবে সে নিরাপরাধ হোক সে নিরাশ্রয় হোক, সে মহিলা হোক সে বুড়া হোক সে বাচ্চা হোক, মেশিন গান চালিয়ে দিয়ে হত্যা করেছে। ২৫ তারিখ তাদের হত্যা করা শুরু হয়। শয়তানের তাণ্ডবলীলা। আমার বাড়িতে আমাকে হত্যা করার জন্য গ্রেফতার করার জন্য। আমি রাত্রে বেলা হুকুম দিলাম। যে বাংলার মানুষ, এর আগে বলে দিয়েছিল। যে বাংলাদেশের মানুষের ছেড়ে দেয়ার অধিকার শুধু আমারই আছে আর কারও নাই। ভোটের মাধ্যমে তারা হেরে গিয়েছে। যে জন্য তারা যে দালাল পয়দা করত বাংলাদেশের সেই দালালের গোষ্ঠীকে বাংলার মানুষ গত নির্বাচনে দালাল করে দিয়েছিল। সে জন্য তারা একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। যে দালালদের আর স্থান নাই। ভোটে জনসাধারণ তাই দেখিয়েছে এখন মুজিবর রহমানকে সাইজ করা যায় কিনা। আপনারা সব জানেন। তারপরের সব ইতিহাস জানেন। কীভাবে গ্রামে গ্রামে মানুষদের হত্যা হয়েছে। রাস্তাঘাট ধ্বংস করেছে। স্কুল-কলেজ ধ্বংস করেছে। আমার সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করেছে। আমার ইপিআর বাহিনীদেরকে হত্যা করেছে,

আমার কৃষক-শ্রমিক-মজদুর ভাইদের হত্যা করেছে, চাষের ক্ষেতে তাদের হত্যা করেছে। দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই। এরা কি মানুষ? দুনিয়ার এ ধরনের পশু হতে পারে? বিশ্বাস হয় নাই। জানতাম না। আজকে দুনিয়ারে মানুষকে এত পশু হতে পারে তা আমি জানলাম। পশুর চেয়েও অধম। পশু একটা মানুষকে যখন হত্যা করে হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। কিন্তু এই পশ্চিম পাকিস্তানের পশুরা তার চেয়েও অধম। তারা ডাক্তারদের ধরে এনে তাদের কলিজা, ডাক্তারদের কলিজা উঠায় নিয়েছে। চোখের ডাক্তারের চোখ উঠায় নিয়েছে। যারা লেখে আমার সাংবাদিক ভাইয়েরা তাদের ধরে নিয়েছে আঙুলগুলো প্রথম কেটেছে। যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের ধরেছে তাদের হাত কেটেছে, পা কেটেছে, চক্ষু ওঠাইছে তার পরে কলিজা কেটেছে। তারপরে হত্যা করেছে। পশুও মানুষকে এভাবে হত্যা করে না। শুয়োরগুলো হত্যা করে না যে হত্যা করেছে এই পশ্চিম পাকিস্তানের পশুর দল। তাদের সঙ্গে ভাব রক্ষা করতে হবে। দুঃখের বিষয় কি জানেন এখনও কিছু কিছু বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে বসে বসে মন্ত্রিত্ব করছে। স্বপ্ন দেখে বাংলায় নাকি আবার ফিরে আসবে। ওরা বাংলা মাটিতে আর আসতে পারবে না। তারা দালালি করে আজও দালালি করে। আজও আমি মাঝে মাঝে রেডিওতে খবর পাই। যে রুহুল আমিন সাহেব বক্তৃতা করেছেন। জাত যায় না ধুলে আর খাসলত যায় না মইলে। এগুলি মানুষ জানে না যে কী হয়েছে। তোমার ছেলেকে যদি হত্যা করত? তোমার মা-বোনের ওপর যদি পাশবিক নির্যাতন করত? তোমার ঘরের ছেলেকে যদি গুলি মেরে হত্যা করত? কেমন লাগত তোমাদের? যাও যাও যাও সুখে থাকো সুখে থাকো। বাংলার মাটিতে আর আসতে হবে না। এখানেই যেতে হবে কি করা যাবে উপায় নাই। আমরা কী করতে পারি। এখনও স্বপ্ন দেখেন যে বাংলাদেশকে নাকি আবার নেয়া যায় কি না। বাংলাদেশকে ভুট্টো সাহেব বলেন যে রিকগনিশন দেবো কী দেবো না। তোমার লোক সংখ্যার থেকে আমার আমার লোক সংখ্যা বেশি। তোমার দেশের চেয়ে আমার দেশ সোনার দেশ। তোমরা ২৪ বৎসর লুট করেছ ইংরেজরা ২০০ বৎসর লুট করেছে। তাই আমার দেশের মানুষ এই দুঃখি না খাওয়া। যাও খেয়ে দেখো কেমন মজা এখন। যাও খেয়ে দেখো। কয় আমি গণভোট করিবো। ভুট্টো সাহেব গণভোট করেন। গণভোট করে শান্তি পান। বাংলাকে রিকগনিশন আপনি দেন না দেন তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি চিন্তা করেন আপনাকে আমি রিকগনিশন দেব কি দেবো না। আপনি পাকিস্তানি বলে দাবি করেন। দাবি করে সুখে থাকেন। সিন্ধু আপনার জন্মভূমি সেখানে আজকে সিন্ধি বাজাচ্ছে সিন্ধিরা, বেলুচিস্তানের মানুষ আজ স্বাধীকার চায়। ফ্রন্টিয়ারের পাঠানরা স্বাধিকার চায়। আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে তাদের জন্য। আমরা বাঙালিরা স্বাধীন হয়েছি অস্ত্রের ভয়ে। পাঠান ভাইরা, বেলুচ ভাইরা, সিন্ধু ভাইরা, স্বাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাও। তোমাদের পিছনে আমাদের সমর্থন রইল। তুমি আমাকে রিকগনিশন দিয়ো না। ঘর সামলাও বন্ধু ঘর সামলাও। আমার ঘর শূন্য। আমার ঘর শ্যামল আমার গ্রামের মানুষ। আমার প্রাণের ভাষা, আমার সোনার মানুষ। হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্লাক মার্কেটিয়ার, কিছু কিছু চোর, কিছু কিছু গুণ্ডা, কিছু কিছু বদমাইশ, কিছু কিছু স্মাগলার

সবমিলিয়ে সব জায়গায় থাকে, আমার দেশেও কিছু কিছু আছে। আমি খাবার দিয়েছি ভবিষ্যতে আরও দেবো। বাংলার মানুষ আমার সাথে আছে। পেটের মধ্যে থেইকা চোর, চোরটা ধরিবার চেষ্টা করিবো। টেনশন রাখতে পারেন।

ভাইয়েরা আমার, ছয়মাস আমি জেলের থেকে বের হয়েছি। আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন। আজকে ছয় মাস হলো, ৬ মাস আপনাদের কল কারখানা বন্ধ ছিল। রেললাইন ভাঙা ছিল। রাস্তাঘাট ভাঙা ছিল। সেপাইদের কাপড় ছিল না। রক্ষীবাহিনীর কাপড় ছিল না। ব্যাংকে টাকা ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। মেশিন কারখানা বন্ধ ছিল। জাহাজ ডোবা ছিল। কী নিয়া আমি বসছিলাম? ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমাকে দুনিয়া থেকে আনতে হচ্ছে। আনতে কী লাগে। কত জাহাজ লাগে, কত টাকা লাগে। কী করে আনতে হয়, চট্টগ্রামে পৌঁছুতে হয়, চালনায় পৌঁছুতে হয়, গ্রামে নিতে হয় ছয় মাস। আপনারা যে আল্লাহ্‌র কাছে কেউ কেউ বলে এটা হলো না এটা হলো না। এটা হলো না। ছয় মাসের মধ্যে এখন একটা গাছ লাগালে ৭ বৎসরে ফল হয় না। বেয়াদবি মাফ করবেন। একটা গাছ লাগান ছয় বৎসরে ফল না। আর এটা ধ্বংসস্তূপ। খাজনা মাফ করে দিচ্ছি। বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ। আপনাদের গরিব কর্মচারী বাঁচে না। শ্রমিক ভাইরা কষ্ট পায়। পঁচিশ টাকা পর্যন্ত বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। গুণে দেখি ৩৫ কোটি টাকা কোথায় পাবো। চাল কিনতে হবে দুনিয়া থেকে। ... আনতে হবে, কাপড় আনতে হবে। প্লেনে করে আনতেছি। এক এক মণ চাল লঞ্চে করে পাঠাতে ১২০ টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে যায় আবারো প্লেনে পাঠাতে হয়। ভৈরব ব্রিজ ভেঙে গেছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এখনও ভাঙা। যদিও প্রায় শতকরা ৯০/৯৫টা ব্রিজ আমরা ঠিক করে দিয়েছি। খালি এটা হলো না, ওটা হলো না, এটা হলো না, এটা হলো না। তাহলে কীভাবে দেবো? মাথা থেকে দেবো? আসবে কোত্থেকে? আমিতো বলেছি জনসাধারণের কাছে যে তিন বৎসর আমি কিছু দেবার পারবো না। জনগণ আমাকে বলেছে যে তিন বৎসর আমরা তোমার কাছে কিছু চাই না। তারপরেও আমি একশো পঞ্চাশ কোটি টাকার ওপর আমি সাহায্য রিলিফ দিয়েছি এই বাংলার মানুষকে। আমি তো বলেছি দেবো না। ১০০ কোটি টাকার উপরে রিলিফ দিয়েছি বাংলার মানুষকে। ২৬ কোটি টাকা দিয়েছি টেস্ট রিলিফে। ৩৫ কোটি টাকা দিয়েছি গরিব কর্মচারী বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। এটা তো বলবে না। চাল দিয়েছি গ্রামে-গ্রামে। হ্যাঁ কিছু কিছু লোকে, কিছু কিছু চোরের দল চাইটে চাইটে খাইছে। এগুলো ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। কোত্থেকে আনা হবে? কীভাবে দেয়া হবে? কথা নাই বার্তা নাই প্রডাকশন বাড়ান, আমি বলেছি তিন বৎসর কিছু দেবার পারবো না। তারপরেও আপনাদের আমি ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি কি না বলেন। দিই নাই? আপনাদের ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে আমিও তিন বছর কিছু দিবার পারবো না। কোনও দাবি শুনি না। আপনারা রাজি আছেন কি না আমি জানতে চাই। তার মানে এই না যে আমি দেবো না, তার মানে এই না যে আমি দেবো না। নিশ্চয়ই যা আছে সব আপনাদের। আজকে যত চট কল ছিল সব চট কল আগে ছিল একজন মালিকের। এখন হয়েছে সাড়ে সাত কোটি দেশের বাঙালির। সমস্ত চটকল জাতীয়করণ

করা হয়েছে। সমস্ত কাপড়ের কল জাতীয়করণ করা হয়েছে। সমস্ত ব্যাংক-ইন্স্যুরেন্স জাতীয়করণ করা হয়েছে। আর সমাজতন্ত্র করতে হলে শ্রমিক ভাইদের সমাজতন্ত্রের নীতিমালা শিখতে হবে। ফ্যাক্টরি এখন আর আদমজি নাই। ফ্যাক্টরি এখন আর দাউদের নাই। ফাক্টরি এখন হয়েছে সাড়ে সাতে কোটি লোকের সম্পত্তি। আপনারাও খাবেন। আপনারা আয় করবেন। আপনারা প্রোডাকশন বাড়াবেন। আপনারাও খাবেন। আর ঐ যে গরিব কৃষক যাদের টাকায় এই বাংলায় কলকারখানা গড়ে ওঠে তারা ওদের ভাগ পাবে। তাদেরও সুযোগ দিতে হবে এবং তারা হলো আপনার আমার বাপ-মা, আপনারা তো আসমানে থেকে আসেন নাই। আমরা বলি আমরা শ্রমিক, আমরা শ্রমিক, হ্যাঁ আমরা শ্রমিক, জন্ম কোথায় অমুক জায়গায়। বাড়ি কোথায়? অমুক জায়গায়। বাপ কী করে? বাবা কৃষক। তো আমরা শ্রমিক কৃষক তো ভাই। আপনারা যেমন কারখানায় উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না করতে পারেন। তাহলে আপনাদের বেতন বাড়ানো চলবে না। উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে পারে, আপনাদের আমি এমন ম্যানেজমেন্ট করে দিয়েছি অবশ্য যদি করতে পারি কোনদিন কোনও যুগে আপনাদের কেউ শোষণ করতে পারবে না। কারণ ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা কলকারখানায় কী হবে জানেন? প্রত্যেকটা কলকারখানায় আপনাদেরই করতে হবে। কী করতে হবে? ম্যানেজমেন্ট বোর্ড হবে, সরকার থাকবে বেসরকারি থাকবে আর শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকবে। কত আয় হয়। কত ব্যয় হয় আপনারা জানবেন। এর চেয়ে বড় সুন্দর জিনিস, দুনিয়ার কিছু হতে পারে না। কোনও দেশে করতে পারে না। যা আমি করেছি আপনাদের জন্য। আপনারা শ্রমিকরা ভোট দিয়ে পাস করে দেবেন। দুইজন আপনার, একজন ব্যাংকের, একজন গভর্নমেন্টের, একজন হলো আপনার জুট কর্পোরেশন এর। জলে বসে কলকারখানা চালাবেন কত আয় কত ব্যয় কত কিনবেন। আপনারা দেখবেন যা আয় হবে তার একটা অংশ আপনাদের উপকারের জন্য করা হবে। আর অংশ জনগণের জন্য ব্যয় হবে। সরকারের কাছে যাবে আর একটা অংশ।

শ্রমিক ভাইয়েরা, আমার বুকে বড় লাগছে। আপনারা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আমি জানি আমার কথায় হাসতে হাসতে জীবন দেন তাও আমি জানি। কিন্তু একটা কথা আজকে আপনাদের বলতে চাই। এটা কী আশ্চর্য কথা! আজকে ছয় মাস হলো, না? আজকে বলে আমরা অমুক জায়গা বাড়ি অমুক জায়গা বাড়ি, আমরা অমুক জায়গার লোক, আমরা অমুক জায়গার লোক, আমরা করবো, এটা করবো, ওটা করবো। আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। কি আমি স্লোগান দেই নাই? আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বলি নাই? আপনারা বলেন নাই? আমার সঙ্গে বলেন নাই? আমার দেশ তোমার দেশ বলি নাই? স্লোগান দেন।

আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
জয় বাংলা, জয় বাংলা।

নারায়ণগঞ্জ না, বরিশাল না, কুমিল্লা না, ফরিদপুর না, নোয়াখালী না, আমি আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ।

যারা এটা করে, তারা শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তারা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে। আপনারা যে আজকে আমার কাছে ওয়াদা করতে হবে প্রত্যেকটা ভাইয়ের। আপনাদের পরিষ্কার কথা, আপনাদের কারখানার মালিক সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। এই কারখানায় আমি দেখতে চাই। যে দুনিয়াতে দেখতে চাই আমি এক পয়সা বাড়াতে পারব না। যদি প্রোডাকশন আপনারা না বাড়ান, অনেক জায়গা আছে ... এই অঞ্চলে অন্ততপক্ষে কাজকর্ম ভালো চলছে। অনেক জায়গায় জায়গায় কেউই বলে কাজ পায় না। টাকা দাও। ফাইল কইরা নিয়া যায়। একি মিয়া মগের বাজার নাকি এইটা? কার টাকাটা নাও। এই কাজ করবেন না। এই কাজ যেন না করেন। আপনারা উৎসাহ দেখাবেন না। আপনাদের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। সমাজতন্ত্র এমনি হয় না। সমাজতন্ত্র করতে হলে সমাজতন্ত্র শৃঙ্খলারক্ষা করতে হবে। আমার গ্রামে লক্ষ লক্ষ মা-বোন না খাওয়া, আমার গ্রামে লক্ষ লক্ষ মা-বোনের কাপড় নাই। আমার গ্রামে লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ঘর নাই। আমার লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার। কোনও কিছু করতে পারব না যদি আপনারা কলকারখানার প্রোডাকশন না বাড়ান এবং তা করতে হলে আপনাদের নীতিমালা মেনে চলতে হবে। সমাজতন্ত্রের নীতিমালা। সমাজতন্ত্র বাংলাদেশে হবে, গণতন্ত্র বাংলাদেশে থাকবে, ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশে থাকবে, আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। থাকবে না? রাজি না আপনারা? আপনারা আমার কাছে ওয়াদা করেন প্রত্যেক মানুষের কাছে আমি জানতে চাই তাহলে কেন আপনারা আমাকে জেল থেকে বাহির কইরা আনলেন? কেন আমি মরলাম না জেলখানার মধ্যে? কেন ইয়াহিয়া আমাকে ফাঁসি দিয়ে মারল না? অনেক ভাইয়ের রক্ত আদমজির রক্ত আমি দেখেছি, ১৯৫৪ সালে রক্ত আমি দেখেছি। মন্ত্রী হয়েছিলাম। শপথ নিয়েছিলাম। মন্ত্রীর যাত্রায় আমি '৫৪ সালে পুনরায় এই পথে দৌড়াইয়া আদমজিকে রক্ষার চেষ্টা করি। না পারি নারায়ণগঞ্জ থেকে লোক নিয়া আসতে। তখন তোমাদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। মন্ত্রী হইয়া বাড়ি যাই নাই। আদমজিতে এসেছিলাম। যে জন্য মন্ত্রী ডিসমিস করে সমস্ত মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে আমাকে জেলে নেয়া হয়েছিল। আজ যদি আমি শুনি যে আমার বাংলাদেশ যে বাংলাদেশকে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ১০/১২ বছর জেল খেটেছি, আমি আমার যৌবনকে দিয়ে দিয়েছি। আমার কথায় লক্ষ লক্ষ ছেলে মা-বোন তার জান দিয়েছে। আমি যদি শুনি যে আমার শ্রমিক ভাইদের মধ্যে আজকে এই কথা হয়। ওমুক নোয়াখালী, অমুক ঢাকার, অমুক কুমিল্লার, অমুক ফরিদপুর এর আগে কি আমার মৃত্যু ভালো ছিল না? বলেন আপনারা ওয়াদা করতে হবে। যে আমরা এক। আমরা বাঙালি। আমাকে যদি ভালোবাসেন আপনারা যদি মজিব ভাইকে ভালোবাসেন আমি প্রধানমন্ত্রীর দাবি নিয়ে বলছি না আমি আপনাদের ... দাবি নিয়ে বলছি না। আমি মজিব ভাই হিসেবে বলছি, আমি আপনাদের বঙ্গবন্ধু হিসেবে বলছি। আমি আপনাদের জাতির পিতা হিসেবে বলছি। আপনারা ওয়াদা করেন যে এই কথা যেন আমার কান আর না শোনে যে অমুক জায়গার

লোক, অমুক জায়গার লোক হবে না বলেন হাত তোলেন। হবে হবে আমার বাংলা সোনার বাংলা হবে যদি আপনারা পরিশ্রম করেন। যদি আপনারা কাজ করেন। যদি আপনারা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন তাহলে নিশ্চয়ই সোনার বাংলা হবে, এ প্রসঙ্গে আমার কোনও সন্দেহ নাই। বসেন বসেন পাঁচ মিনিট বসেন। একদল লোক চুরি, ডাকাতি শুরু করে দিয়েছে। হামলা চালায় আর গোপনে গোপনে হত্যা করে। আমি যেমন ১৫ দিন সময় দিয়েছিলাম। ১৫ দিন পরে থাবা দেবো আমি থাবা ঠিকই দিয়েছিলাম। আজ না হলেও এই কয়েক দিনের মধ্যে এই ছয় মাসের মধ্যে আমার ৭০ জনের ওপর আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে গোপনে। আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করতে পারে এমন শক্তি কারো ছিল না। আমি ক্ষমতায় আছি বলে তারা শান্ত আছে। গোপনে বাড়ির মধ্যে ঢুকে হত্যা করা হয়। রাত্রে বেলা ঘুমিয়ে আছে তখন তাদের হত্যা করা হয়। ৭০ জনের ওপর কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ আমরা ক্ষমতায় আছি না হলে ২৪ বছর অপজিশন করেছি। কোনও মানুষের ক্ষমতাই ছিল না যে আমার কর্মীর গায়ে হাত দেয়। কারণ জনগণ আমার ওপর আস্থা দিয়েছে তাই আমি কর্মীদের বলেছি শান্ত হও। আইন-শৃঙ্খলা যারা রাখবার তারাই রাখবে। তোমরা অস্ত্র ধরো না। তাই আমি বলে সাবধান করে দিচ্ছি যে, আর না আর না, বাড়াবাড়ি কোরো না। চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ দেশকে সেবা করতে পারে না। চোরের মতো বাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়ে গুলি করে মারে। সেটা দেশ সেবা হয় না। তাই আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আমি নরম মানুষ। ডিফিকাল্ট পড়ে গেছি কারণ আপনারা আমাকে জাতির পিতা করেছেন। আমি একটু বেকায়দায় পড়ে গেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যদি আমি না হতাম। আর খালি যদি আমি প্রধানমন্ত্রী হতাম। তাইলে দেখায় দিতে পারতাম যে মজা কারে কয়। কিন্তু আমি যে জাতির পিতা হয়েছি। সবাই আমায় বঙ্গবন্ধু করেছেন জাতির পিতা করেছেন। আমার প্রধানমন্ত্রিত্ব করতে হচ্ছে। সেই জন্য আমি বেশি কিছু করতে পারি না। আমার বুকে লাগে। কিন্তু এটা আমার দুর্বলতা নয়। আইন-শৃঙ্খলা রাখতে হবে এবং জনসাধারণের কর্তব্য রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রাখা। যে জাতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে জানে না। সে জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না, তাই আমার শ্রমিক ভাইয়েরা মেহেরবানি করে একটু কলকারখানার দিকে নজর দেন। একটু কাজ বেশি করেন। কথায় কথায় চাকা বন্ধ করার চিন্তা করবেন না। আপনাদের অমঙ্গল হবে। দেশবাসীর অমঙ্গল হবে।

কৃষক ভাইরা যারা আমার আছেন তারা জানেন ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আমি মাফ করে দিয়েছি। যত বকেয়া আছে সব মাফ করে দিয়েছি, তার অর্থ এই নয় যে আপনাদের কর্তব্য নাই। আমি যখন খাজনা মাফ করে দিয়েছি তখন আপনাদের কাছ থেকে একটা জিনিস দাবি করতে পারি। সেটা হলো কী জানেন? আপনারা মেহেরবানি করে এক এক বিঘা জমির এক এক মণের থেকে বেশি উৎপাদন করতে হবে। খাজনা মাফ করে দিলাম। আপনাদের আর কঠিন হবে না। কষ্ট দেবে না। আপনাদের অত্যাচার আর করতে পারবে না। আপনাদের ... করতে হবে না। আপনাদের ... যাবার হবে না। তাই যদি না হয় ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ করার মানে শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের খাজনা মাফ করে

দেওয়া। তাহলে আপনাদের কাছ থেকে আমি চাইতে পারি। যেমন শ্রমিক ভাইদের কাছে চাই। বেতন ২৫ টাকা বাড়ায় দিয়েছি। কারখানা তোমাদের স্বার্থ মতো হয়ে গেছে। প্রোডাকশন বাড়াও। দেশের একটুও নাই। প্রোডাকশন বাড়ুক। আর উন্নতি হোক। দেখা যায় যদি হয় এই কাজ করলে সম্পত্তি তোমরাও খাবা, জনগণও খাবে। সে জন্য আমার কৃষক ভাইরা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আমি আপনাদের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করছি। বকেয়া খাজনা মাফ করেছি। প্রত্যেক বিঘাতে আপনারা ১ মণ করে জমির ফসল বাড়ায় দেবেন তাহলেই আমি আমার পাওনা পাবো। এর বেশি আমি চাই না। মাত্র এক মণ। প্রত্যেক বিঘা প্রতি এক মণ তাহলে আমাকে দিতে হবে। এ বছরই আমাকে ৩০ লক্ষ টন খাবার আনতে হবে। ৩০ লক্ষ টন মানে জানেন?

ইনশাআল্লাহ, যেখান থেকে পারি আমি গ্রামে পৌছায় দেবো। এত বড় সংগ্রামের পরে প্রত্যেক দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। মানুষ না খেয়ে মরেছে। আমি আপনাদের পেট ভরে খাবার দিতে পারি নাই। কিন্তু আমি কিছু কিছু আইনা আপনাদের গ্রামে গ্রামে রিলিফ করে পৌছাইয়া দিয়াছি।

আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
জয় বাংলা, জয় বাংলা।



২৬ জুলাই, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাত্রাকালে
ঢাকা বিমানবন্দরে এই ভাষণ দেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, ডাক্তারদের পরামর্শে বাধ্য হয়ে আমি চিকিৎসার জন্য আজ বিদেশ যাচ্ছি। স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ার কাজে যখন সবেমাত্র হাত দিয়েছি। তখন আমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ্‌র রহমতে আমি খুব শিগগিরই আরোগ্য লাভ করে দেশের মাটিতে ফিরে আসবো। বাংলাদেশের মানুষই হচ্ছে আমার প্রাণ। এদেশের সুন্দর, সুখী ভবিষ্যৎই হচ্ছে আমার সাধনা। তাই আমি আমার সমস্ত জীবনটাই আপনাদের সেবায় উৎসর্গ করেছি। আসুন আমরা দল-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব রকম ভেদাভেদ ভুলে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

আপনারা আমাকে দোয়া করবেন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা।



১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু আরোগ্য লাভ করে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে
ধানমণ্ডি ৩২-এ তার বাড়িতে
সাংবাদিকদের উদ্দেশে এই ভাষণ দেন।

আমি অসুস্থ অবস্থায় দেশ থেকে চলে গিয়েছিলাম। দেশবাসীর ভালোবাসা ও দোয়ায় আমি আরোগ্য লাভ করেছি এবং দেশে ফিরে এসেছি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, সুইস গভর্নমেন্ট, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে আমাকে ধন্যবাদ দিতে হয় বাংলাদেশের জনগণ সরকারের পক্ষ থেকে। তারা যথেষ্ট দেখাশোনা করেছে। বিশেষ করে সুইস গভর্নমেন্ট আমাকে তাদের অতিথি করে জিম্মায় রেখেছে। সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ সরকার, সেখানে আমি ছিলাম, তাদের গেস্ট করে আমাকে রেখেছেন। তাদের আমি ধন্যবাদ না দিলে সেটি অন্যায় করা হবে। আমার দেশবাসীর খবর আমি সবসময় বিদেশে থাকলেও আমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে সকল সময় দেশের সমস্যা আমি জানতে পেরেছি। আমি তাই সব সময় তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি। সে অনেক দূর, তা হলেও তারা যোগাযোগ করেছেন। জানি নানা সমস্যায় দেশ জর্জরিত। আমার নিজেরও তো দুঃখি মানুষের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি, সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শুকুর, দেশবাসী আজ আমাকে প্রাণভরে দোয়া করেছে। দুঃখ বিপদের দিনে তারা খোদার কাছে তারা দোয়া করেছে। কেঁদেছে। সে জন্য জনগণের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আমাদের এই ভেঙে পড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত আমার স্বাধীন বাংলাদেশ তার অবস্থা সকলেরই জানা আছে। আল্লাহ্ যদি আমাকে শক্তি দেয় ও তৌফিক দেয় আমার সহকর্মীদের নিয়ে চেষ্টা করবো যেন দেশের দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। সমস্যায় জর্জরিত এই দেশ। অনেকদিন থেকে এ দেশকে শোষণ করা হয়েছে এবং গত নয় মাসের ঝড়ে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে সব কিছু। দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না। জনগণের এই দুর্দশা নিয়ে কারও ছিনিমিনি খেলা উচিত না। কারণ কোনদিন সরকারের কেউ বা আমি বলি নাই দেশের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। একথাই বলা হয়েছে যে দেশের সমস্যার কোনও শেষ নাই। তার ওপর আবার

ধ্বংসস্তূপ। তারপরে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। রেলগাড়ি ভেঙে গেছে, জাহাজ ডুবিয়ে গেছে, গুদামে চাল ছিল না। সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করেছে, পুলিশ বাহিনীকে, মিলিটারিকে, আমাদের বিডিআরকে, আনসারকে তারপরে সামরিক বাহিনীকে, তারপর যে মানুষ ছিল আমাদের তাদের অধিকাংশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। দেশে কোনও ট্রান্সপোর্ট ছিল না। সে অবস্থার মধ্যে সরকার গ্রহণ করে আমার সহকর্মীরা যথেষ্ট করার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে যদি আমি বিশেষ করে ভারতের কথা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি তো অন্যায় করা হবে। কারণ যারা আপনারা সকলেই জানেন, মনে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলতে পারেন। কিন্তু যেদিন এই দেশের স্বাধীনতা হয়, সেদিন গুদামে কী চাল ছিল, ব্যাংকে কী অর্থ ছিল, ফ্যাক্টরির অবস্থা কী ছিল, রাস্তাঘাটের কী অবস্থা ছিল, সকলেরই জানা আছে। সেই মুহূর্তে যদি ৫ লক্ষ টন খাবার ভারত সরকার ও ক্যাশ টাকা সাহায্য না করত, সরকারের অবস্থা অচল হয়ে পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে সাত লক্ষ টন, পরে আবার দিয়েছে ১ লক্ষ টন, আড়াই কোটি মণ খাবার দিয়েছে। যে দেশের জনসাধারণ এখনও ভুগছে, তাদেরও খাদ্য সমস্যা রয়েছে। এবং অন্যান্য বন্ধু কান্ট্রি যে সমস্ত কান্ট্রি যে দেশ আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দেই। তবে আমাদের সমস্যা অব্যাহত রয়েছে এবং বেশির ভাগ সমস্যা সামনে ওনলি ফর হিউম্যানিটি। আমরা যে সকল মানুষকে এখনও এটেইন করি। তারা রাজনীতির উর্ধ্বে এই সমস্যাকে দেখে বাংলাদেশের দুঃখি মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। কারণ আমাদের সমস্যা যথেষ্ট রয়েছে। এগুলো মানুষের সৃষ্ট সমস্যা, কৃত্রিমভাবে সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীরা ধরে করেছে। আজকে আপনারা সকলেই জানেন এত তাড়াতাড়ি আমাদের অনেক নেতাই ভাত খেয়ে এক জায়গায় পরের দিন ভুলে যান। কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে আমাদের দেশে অনেক দিন আপনারা নয় মাস পাক সামরিক বাহিনী এখানে অত্যাচার করেছে। তখন কেউতো রাতটা আরামে ঘুমাতে পারেন নাই এবং এমন কোনও ঘর নাই যে ঘরের মধ্যে ঢুকে একজন লোককে হত্যা করা হয় নাই। কৃষকরা উঠানে শহিদ হয়েছে। এক কোটি লোক যখন দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেছে। এক কোটি লোক যখন আবার ফিরে আসতে থাকে তাদের সমস্যা ঘর-বাড়ি, খাওয়া এবং আরও কিছু প্রায় দেড় কোটি লোক এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালিয়ে গেছে। ফিরতে পারে নাই। এ সমস্ত সমস্যা মানুষের, দেশের, মানুষের মঙ্গলের দিকে নজর রেখে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। আমরা সকলের সাহায্য কামনা করি। যারা কাজ করতে চান এবং আশা করি আপনারা আমার জনগণের কাছে, তারা আজকে আমাকে দোয়া করেছে এবং তারা যে আমাকে আশীর্বাদ করেছে, আমার মোবারকবাদ পৌঁছায় দিবেন তাদের মোবারকবাদ দিয়ে আমি অপমান করতে চাই না। তবুও তাদের দোয়ায় আমি ফিরে এসেছি এবং আল্লাহ্ যেন তৌফিক দেয় তাদের সাথে যেন আমি থাকতে পারি, তাদের পাশেই থাকতে পারি এবং তাদের ভালোবাসা নিয়েই যেন আমি মরতে পারি। জয় বাংলা।



৯ অক্টোবর, ১৯৭২

ঢাকা

পিজি (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) হাসপাতালের
রক্ত সংরক্ষণাগার ও নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু
মুক্তিযুদ্ধে শহিদ চিকিৎসকদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এবং এই ভাষণ দেন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, প্রথমেই আমি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মহাবিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই যে অল্প সময়ের মধ্যে সরকার সাহায্য করতে পারে নাই তা সত্ত্বেও আপনারা যেভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন, সে জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হয়। আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আপনাদের সঙ্গে দেখা করার। কোনও জায়গায় এখন পর্যন্ত আমি ফাংশন এ যাই নাই। ডাক্তার নূরুল ইসলামই আমাকে মানা করেছে কোথাও না যেতে। আজ তিনিই আমাকে টেনে নিয়ে আসছেন। আমি কী করব বলেন, ডাক্তার সাহেব বলেছেন আপনি কোথাও যাবেন না। কোনও প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করবেন না। তার যখন প্রয়োজন, তিনি যখন মনে করেছেন আমাকে নিয়ে আসা দরকার তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন। ডাক্তারের হুকুম আমাকে মানতেই হয়। আমি অসুস্থ যখন। তবুও আমি খুশি হলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো। যে ... আপনারা খুলেছেন। রিসার্স এর দিক দিয়ে এর মূল্যবোধ রয়েছে। দেশের অবস্থা সম্পর্কে আপনারা জানেন, আপনারা শিক্ষিত, আপনারা বুদ্ধিজীবী, আপনারা দেশের মানুষ। আপনারা জানেন দেশের অবস্থা কী। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিভিন্ন স্তরের লোক যেমন জীবন দিয়েছে, এ পর্যন্ত যে নাম আমরা পেয়েছি তাতে ৫০ জন ডাক্তারকে শহিদ হতে হয়েছে। ৫০ জন ডাক্তার পয়দা করতে কী লাগে তা আপনারা জানেন এবং দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তারদের হত্যা করা হয় না। ডাক্তারদের একটা অন্য একটা বিপক্ষে যখন যুদ্ধ হয়, দুই দেশ যখন যুদ্ধ হয়, ডাক্তার যখন গ্রেফতার করা হয় কোন জায়গায় খারাপ ব্যবহার করা হয় না বা হত্যা করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তানি পশুরা এত বড় পশু যে আমার ডাক্তারদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। ৫০ জনের লিস্ট পাওয়া গেছে, এ জন্য ডাক্তার ইসলামকে আমি বলেছি পিজি হাসপাতালের দুয়ারের কাছে এই ডাক্তারদের নামগুলো ইতিহাসে লিখে রাখুন। প্রত্যেক ডাক্তার যেন দেখেন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের দান কতখানি তাহলে বোধহয় তাদের দেশের

জনগণের দরদ বাড়বে। আমার যেটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল এই ইনস্টিটিউট-এর, আমি নিজে দেখেছি অন্যান্য দেশে, আপনারা করেছেন, এটা জাতি গৌরববোধ করতে পারে এবং এর যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় সরকারের দিক থেকে কোনদিন অর্থের অসুবিধা হবে না, নিশ্চয়ই সরকার সেদিকে নজর রাখবেন। কিন্তু পয়সা দিয়ে যে সবকিছু হয় না সেটা আপনারা বোঝেন। পয়সার সাথে সাথে আরেকটা দরকার সেটা হলো মানবতাবোধ। আমার যেটা মনে হচ্ছে আমার বেয়াদবি মাফ করবেন, আমরা যেন মানবতা বোধ হারিয়ে ফেলেছি। পয়সা তো কোনও জায়গায় কম দেয়া হচ্ছে না। ভিক্ষা করে হোক, বন্ধু রাষ্ট্রদের কাছে সাহায্য নিয়ে হোক, ব্যাংকের থেকে সাহায্য নিয়ে হোক, গ্রান্ট নিয়ে হোক পয়সা এনে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় চরিত্র আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কুমিল্লায় সভায় বলেছিলাম, যে শেখ মুজিবর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও বাংলাকে সোনার বাংলা করতে পারবেন না যদি সোনার মানুষ গড়তে না পারেন। সেটা আমার জন্য, খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আপনাদের কাছে বলতে গেলে যে, আমি যেদিকে চাই সেদিকেই দেখি মানুষ এত নিচ হয় কী করে? মানুষ মানুষের কাছে পয়সা খায় কী করে? মানুষ গরিব দুঃখির কাছে থেকে কীভাবে লুট করে? আমি বুঝতে পারি না। এত রক্ত, ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন, এত শহিদ, এত মায়ের আর্তনাদ, এত শিশুর আর্তনাদ, এত বাপ-মার ক্রন্দন, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের লেখা, রাস্তায় রাস্তায় রক্তের সাক্ষ্য আর সেইখানে বসে তাদেরই টাকায়, সরকারের কর্মচারীরা যদি পয়সা খায়, তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, এ দুঃখ বলবার জায়গা কোথায় আছে আমাকে বুঝায়া বলেন। আইন দিয়েতো এটা করা যায় না। এটা মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন দরকার, মনের পরিবর্তন দরকার, মানবতাবোধ জাগ্রত হওয়া দরকার। আপনারা বেয়াদবি মাফ করবেন ডাক্তার সাহেবরা। মেডিকেল কলেজের মধ্যে ঢোকা যায় না দুর্গন্ধে। কেন? পয়সা কম দেয়া হয়েছে এ পর্যন্ত? আগে তো আপনাদের যখন ডাণ্ডা মারত তখন তো ঠিকই আপনারা পরিষ্কার করতেন। এখন পরিষ্কার থাকে না কেন? যদি একজন তখন কমিশন থেকে এসে আপনাদের ধমকি দিত তখন সঙ্গে সঙ্গে আপনারা করতেন। এখন করেন না কেন? কেন একটা ওয়ার্ডে যারা আপনারা প্রফেসর আছেন, সেই ওয়ার্ড-এর রেসপনসিবিলিটি কেন নেন না? এটা কী, আপনাদের হাত কি বেঁধে রেখে দিয়ে রাখছি? তাওতো দেশের রোগীর উন্নতি হলো না। সেখানে দুর্গন্ধ হয়, সেখানে অপরিষ্কার হয় সেখানে সেফটিক হয়ে যায়। সেখানেতো আপনারা কী করে রোগীকে ঔষধ দেন আমাকে বোঝায়ে বলতে পারেন? এছাড়াও আপনাদের কর্তব্য রয়েছে। ... যে বড় ডাক্তাররা আছেন, স্পেশালিস্টরা আছেন তারা গ্রামের দিকে কেন যাবেন না? গ্রামে তো শতকরা ৯৫ জন লোক বাস করে। তারাইতো সম্পদ দিয়ে আপনাদের সবকিছু রেখেছে। নতুন শহর দেখেন, আপনাদের দোতলা অফিস দেখেন। মেডিকেলের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট দেখেন। যেখানেই যান সবকিছু বাংলাদেশের দুঃখি মানুষের পয়সায়। তার দিকে কেন নজর দেবেন না? সাদা কাপড় দেখলে কেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন। আর দুঃখি মানুষ আসলে কে, এই ব্যাটা, বাইরে বসাইয়া আপনারা চিৎকার করেন। এই মনোভাব পরিবর্তন করতে আপনাদের হবে। শুধু আপনাদের ডাক্তার সাবদের বলছি না। এটা যেন আমাদের জাতীয়

চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এই জাতীয় চরিত্রকে চরম আঘাতের প্রয়োজন আছে। আমি হাসতে হাসতে বলেছি যে, আমার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কোনও খবরের কাগজে, টেলিভিশন কোম্পানি যে আপনার কোয়ালিফিকেশন কী? আমি বলি লাভ মাই পিপল, হোয়াট ইজ ইওর ডিসকোয়ালিফিকেশন, আই লাভ দেম টু মাচ। বোধহয় অনেকে সেটা দুর্বলতা মনে করে নিয়েছিল এবং সেই দুর্বলতার খাতির নিয়ে যার যা ইচ্ছা ফ্রি স্টাইল করেছে। শৃঙ্খলা ফিরে না আসলে কোনও জাতি বড় হতে পারে না। সততা ফিরে না আসলে কোন, জাতি বড় হতে পারে না। আপনাদের অভিশাপ করবে। ৩০ লক্ষ লোকের আত্মা আপনাদের অভিশাপ করবে। যে অভিশাপে একদিন যদি আপনারা দেখবেন যে আগের বড় বড় মুসলিম লীগের লিডাররা বড় বাড়ি করে আরামে ছিল, বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এমন দিন আসবে এদেশে, যেদিন আপনারা আপনাদের এই দেশে আমরা যারা আছি তাদের যদি চরিত্রের পরিবর্তন না করি বা পরিবর্ধন না করি তাহলে এমন ঝড় আসবে যে ঝড়ে আপনারা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবেন। আপনাদের আমি সেই জন্যেই, আপনাদের কাছে আমি আবেদন করবো। যে মানবতাবোধ থাকা দরকার, মনুষ্যত্ববোধ থাকা দরকার, সততা থাকা দরকার, না হলে কোনও জাতি কোনও দিন বড় হতে পারে না এবং আপনারা শুধু নিজেকে অপমান করছেন না। আপনারা সাড়ে সাত কোটি মানুষকে অপমান করছেন এবং আপনারা অপমান করছেন, আপনারা যারা মারা গেছেন সেই শহিদদের আত্মাকে আপনারা অপমান করছেন। তাই আজকে বাংলাদেশের দুঃখি মানুষগুলো ঔষধ পায় না আপনারা জানেন? আমি খবর পাচ্ছি। এমন কোনও মেডিসিনের দোকান আমরা লোক লাগিয়েছি, গরিব ঔষুধ খেয়ে আজ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ... মানুষ কোথায় যায়, বিষ মানুষকে দিচ্ছে ঔষধ এর নামে। কোথায় গেছে, কত অধঃপতনে গেছে! দুনিয়ার মানুষ যারা আপনাদেরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেছে, যারা আমাদেরকে পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে, তারা যদি দেখে এই আপনাদের অবস্থা, তাহলে তারা হাসবে কি-না বলেন তো আমার কাছে? গভর্নমেন্ট এটা আমার ডাক্তার সাব যদি বলেন ডাক্তার সাব আমরা সায়েনটিস্ট না। আমরা এক্সপাট না। আমরা প্রফেসর না, আমরা মেডিকেল জানি না, আমরা ইঞ্জিনিয়ার না, আমরা জানি যে আপনাদের প্রোগ্রাম আপনারা করবেন। দেশের মঙ্গল-এর জন্য পোস্ট-গ্রাজুয়েট কী কী দরকার নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। দেশের জনগণ ব্লাড দিতে কোনদিন কৃপণতা করে নাই। সেদিন গত আন্দোলনের সময় আমি জেলে যাওয়ার আগে তখন আমি বলে ছিলাম ব্লাড এর দরকার, বাংলাদেশের মানুষ লাইন ধরে ব্লাড দিয়েছিল। রক্ত আপনারা পাবেন। রক্ত বাংলার মানুষ দেয়। গুলি খেয়েও রক্ত দেয়। আবার অন্যকে বাঁচাবার জন্যও বাংলার মানুষকে রক্ত দেয়। কিন্তু রক্তের ব্যবহারই হওয়া দরকার এবং সে যদি হয় নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেব রক্তের অভাব হবে না, পয়সার অভাব হবে না, সরকারি সাহায্যের আপনার অভাব হবে না। আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি দুর্বল বলে মাঝে মাঝে এখন এক্সাইটেড হয়ে যাই। কারণ আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমাকে চরম ব্যবস্থা করতে হবে। সাড়ে সাত কোটি লোককে রক্ষা করার জন্য যদি দুই পাঁচশোকে যদি কোনও কিছু করতে হয়, সাজা দিতে হয়, চরম পানিশমেন্ট দিতে হয় নিশ্চয়ই তা দেয়া হবে। আই

হ্যাভ মাই ডিউটি, রেসপনসিবিলিটি। আমি ঐ দুঃখি মানুষের নেতা। আমি ঐ শূন্য থেকে নেতা হইছি। ওরাই আমাকে নেতা বানিয়েছে। এই বাংলাদেশের দুঃখি মানুষের সাথে আমি থাকবো। সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোক, খালি প্রমোশন চায়, এরা দেশের কোনও কাজ করতে চায় না। সেদিকে আপনারা মেহেরবানি করে হুঁশিয়ার হন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমি দেখেছি, আরও দেখতেছি মেডিকেল কলেজের সামনে যে দুঃখি ন্যাংটা পড়ে আছে, তিনদিন পর্যন্ত পড়ে আছে, তাকে কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করে না। আর বড় গাড়ি নিয়ে যখন হাজির হয়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে আসেন সাহেব। আপনারা ডাক্তার, আপনাদের মনোভাব হবে অনেক উদার। আপনাদের মনোভাব হবে সেবার। আপনাদের কাছে বড়-ছোট থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ, কার রোগ বেশি, কার রোগ কম, তাহলেই তো সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন হবে এবং মানুষের সহযোগিতা পাবেন। বেয়াদবি মাফ করবেন, মানুষ আমার কাছে কমপ্লেইন করে, হসপিটালে ভর্তি হতে পারি না। বাড়িতে গিয়ে পয়সা না দিলে। পয়সা দিয়ে যদি বাড়িতে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করি সার্টিফিকেট নিয়ে আসি ভর্তি হতে পারি। একটু মেহেরবানি করে সাত আট মাস চলে গেছে। আমি কোনও শূন্য থেকে নেতা হইছি। বস্তিতে ঘুরেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। সাইকেলে ঘুরেছি, নৌকায় ঘুরেছি, পায়ে হেঁটে বেড়ায়েছি, আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পর্যায়ের সাথে জড়িত আছি, আমি খবর রাখি। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। আপনাদের আবেদন করছি যে, আপনারা মেহেরবানি করে আপনাদের মতের এবং পথের একটু পরিবর্তন করুন এবং সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষকে সেবা করুন। আপনাদের যে ডাক্তার বললেই মানুষ, দ্যাখেন ডাক্তারদের কী সম্মান। যুদ্ধের সময় রেডক্রস লাগায় দেয়া হয়, সে ডাক্তারকে চার্জ করে না। আপনাদের সম্মান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সম্মানের মর্যাদা আপনাদেরই রাখতে হবে। আপনাদের মানুষ গালাগালি কেন করবে। মেডিকেল কলেজ চারটা করা হয়েছে। পয়সা কড়ি নাই। তবুও আমরা বলেছি মেডিকেল কলেজ সবগুলোকে ওপেন করা হবে এবং যত তাড়াতাড়ি হয় আমার অনেক প্রফেসর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাকে দেখতে এসেছিলেন, ডাক্তার নূরুল ইসলামের সামনে তাদের বলেছি, আপনারা দেশে ফিরে আসেন। দেশে আপনাদের কাজ আছে। দেশ আপনাদের, আপনাদের দেশ দাবি করতে পারে। কারণ আপনারা যে মেডিকেলে পড়েছেন, জনগণের টাকা থেকে আপনাদের সাহায্য করা হয় মেডিকেল কলেজগুলোতে। আর আপনারা লেখা-পড়া শিখেই যখন বড় ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গিয়ে টাকা উপার্জন করতে চান সেটা বড় অন্যায়। কারণ আপনাদের যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তার যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা এই দেশের দুঃখি মানুষের ট্যাক্সের টাকা থেকে মেডিকেল কলেজের খরচ দেয়া হয়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের যেমন দেয়া হয়, আপনাদেরও তেমনি দেয়া হয়। যারা আপনারা মেডিকেলে পড়েন। তখন এই যে সুযোগ-সুবিধা সরকার দেয়, এ সরকার বলে কোনও পদার্থ নাই। এটা জনগণ দেয় এবং পাস করার পরে আপনাদের জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্ল্যান নিয়েছি প্রত্যেক থানায় একটা করে হসপিটাল হবে। আপাতত আমরা দশ-বিশ করে এই বৎসরের মধ্যে আমরা শেষ করতে চাই। তাই না? আমার ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ একটা প্রোগ্রাম রয়েছে। আমার

ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর দিকে একটু যেতে হবে। যতই প্রডাকশন এর দিকে যাই না কেন। যেদিকেই যাই না কেন। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তা না হলে আমরা বাঁচতে পারবো না। সেদিকেও আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আর একটা জিনিস আমি দেখেছি, আশ্চর্য, আমি নিজে রোগী হয়ে দেখেছি, ঘুরে দেখেছি, আমাদের নার্স আমাদের সমাজের জন্য একটা সম্পদ আমি বুঝতে পারি না। এ সমাজ কী করে বাঁচবে। একটা মেয়ে দেশের খাতিরে নার্সের কাজ করছে তার সম্মান হবে না। আর বাজে কাপড় পরে ঘুরে বেড়ালে তার সম্মান অনেক। উচ্চ চেয়ারটা তাকে দেয়া হবে। এ জন্য আজকে নার্সিং শিক্ষা ও নার্সিং যে আপনার যে কাজগুলো আছে এগুলো উচ্চ পর্যায়ে নিতে হবে এবং এর একটা কোর্স থাকতে হবে। আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম যে নার্সদের সম্পর্কে আমাকে একটা প্ল্যান দেন। কী করে আমি ওদের গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা যাতে আসতে পারে কত বেতন দিলে তারা এখানে আসতে পারে। আইএ পাস মেয়েরা কীভাবে আসতে পারে। মেট্রিক পাস মেয়েরা কীভাবে আসতে পারে। আসতে হবে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে এবং তাদের কোর্স হবে, তাদের ট্রেনিং হবে এবং তারপর তাদের চাকরির একটা সিস্টেম থাকবে। আমরা ঠাট্টা করে বলি একটা রোগী পায়খানা করে ফেলে দিয়েছে। রোগী পায়খানায় পড়ে আছে, যে পর্যন্ত সুইপার না আসবে, আমরা বেড প্যান সরায় নেবো না। ওটা সুইপারের কাজ। এই যে মেন্টালিটি রোগী অসুস্থ মরে তার পাশে বেড প্যান পড়ে রয়েছে। আমি গিয়ে হাত দিয়ে সেই বেড প্যানটাকে সরায় নেবো না। সুইপারের দরকার। কেন? আমিতো লন্ডন দেখলাম, আমি চিকিৎসা করতে, যে নার্স ঠিকমত আস্তে বেড প্যান নিয়ে চলে গেল। কেন আমাদের মেন্টাল পরিবর্তন হবে না, আমারে বুঝায় বলেন। সেবার মনোবৃত্তি না থাকলে কোনও কিছু হবে না। এটা যেন ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট। ডাক্তার সাহেব যাবেন, হাত দেখবেন, বুক দেখবেন, প্রেসক্রিপশন দেবেন, চলে আসবেন। নার্সরা যাবেন ইনজেকশন দিবেন। পায়খানা হয়ে গেলে সুইপার তখন আসবেন। যদি না থাকে আসলে আসবে। ওয়ার্ড বয় যখন আসবে হোয়াট ইজ ওয়ার্ড বয়? ওয়ার্ড বয় বা কী? সুইপারই বা কী? ডক্টর বা কী? নার্স বা কী? সবাই সেবক, সবই বাংলার মানুষ এবং এ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলতে হবে। তা না হলে এদেশে মঙ্গল আসতে পারে না। আপনাদের, আপনাদের সব নিয়ে ডাক্তার সাব যারা আছেন, আশা করি ৫০/৬০/৭০% বিদেশে ঘুরে আসছেন। নার্সদের কাজ দেখে আসছেন দুনিয়ায় যে, কী করে অন্যান্য ফরেন কান্ট্রিতে বিদেশে, কী করে ইউকে, ইউএসএ, রাশিয়া, কী করে জার্মানি, ফ্রান্স, অন্যান্য কান্ট্রিতে সব দেশে যান। সেখানে দেখে আসেন, সে দেশের ডাক্তাররা, সে সব তো কাছ থেকে আপনারা দেখেছেন, দেখেছেন আপনারা। দেখে আইসা, আপনাদের পয়সা খরচ করে শিখায় আনা হয়েছে। সেটা কেন ইনট্রোডিউস আপনারা এখানে করেন না। এখানে আসলেই আপনাদের, আপনারা মনে করেন যে বড় ডাক্তার হয়ে গেছেন। ঐ নার্স কিছুই না। কিন্তু ওখানে ডাক্তার নার্সের সঙ্গে কথা বলতে হলে সবাই সম্মান করে কথা বলে। ইজ্জতের সাথে কথা বলে। ওখানেই যে পরিষ্কার করে নিয়ে যায় ঘরটা সুইপার তার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলে। তার মানে ওরা যেন অমানুষ তা নয়। ওরা এদেশের সমান নাগরিক, সমান অধিকার। যে কাজেই যা করুক না কেন, সে কাজের

জন্য তার সম্মান আছে। যে সমাজের প্রয়োজনে সে করে। তার নিজের পেটের তাগিদে যেমন করে, সমাজের প্রয়োজনে সেটা করে। সে জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করবো। যার যার রেসপনসিবিলিটি আপনারা করেন। ওইটা হলো না, ওটা হলো না, এটা হলো না, ওটা হলো না অনেক কিছু হবে না। যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে যে ভাত খেয়ে কাপড় পরে ঘুমান সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছে শোকর করেন। এর বেশি কোনও দেশে আজ পর্যন্ত কেউ করতে পেরেছে কিনা আমার জানা নাই। রাশিয়াতে বিপ্লবের পরে এক বৎসরের মধ্যে ১২ লক্ষ লোক শীতে মারা গেছিল। বার্মাতে সেখানে গ্রামে-গ্রামে সেখানে কী অবস্থা হয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় কী অবস্থা হয়েছিল বিপ্লবের পর? বাংলাদেশে আপনারা আরামে ঘুমান, গাড়িতে চড়েন, রেশনের খাবার পান, মাইনেটা মাসে মাসে পাচ্ছেন, আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শোকর করেন। যে এখানে ৫০ লক্ষ লোক না খেয়ে দুর্ভিক্ষে মরার সম্ভাবনা ছিল। বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা নাই। তার মধ্য থেকেও বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যে খাবার এনে যেভাবে হোক দেশকে চালানো যাচ্ছে। তাতে আপনাদের সকলের কোঅপারেশন দরকার, আমি সকলকে বলছি না। আমি বলি, আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন যে আপনাদের একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার, মানবিক পরিবর্তন, মানবতাবোধ আপনাদের মধ্যে ফিরে আসতে হবে এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের দেশের অনেক চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর ডাক্তার সাহেব আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনাদের উন্নতি কামনা করে সকলকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা সকলে দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। যেমন আপনারা এখানে করেছেন আপনাদের কোনও রকমের অসুবিধা হবে না। আবার আমি বলছি, আপনারা কাজ চালিয়ে যান, বিশেষ করে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। ওয়ার্ড, বাই ডোনেশন। দেখেন পয়সা যাদের আছে, তারা যদি ওয়ার্ড দেন আমি ওয়েলকাম করি। তবে আমাদের দেশে আরেকটা দোষও আছে। সে জন্য আমি ওয়েলকাম করি। যাদের টাকা পয়সা আছে, তারা যদি মেডিকেল কলেজ ধরেন রংপুরে যাদের পয়সা আছে রংপুরে মেডিকেল কলেজ করেছি সেখানে একটা ওয়ার্ড করে দেয়, বরিশালে মেডিকেল কলেজ করেছি সেখানে যারা পয়সাঅয়ালা লোক আছে যদি একটা ওয়ার্ড করে দেয়, সিলেটে পয়সাঅয়ালা লোক আছে, তারা যদি ওয়ার্ড করে দেয়, ওর নাম কি কয় ময়মনসিংয়ে আছে তারা ওয়ার্ড করে দেয়, রাজশাহীতে ওয়ার্ড করে দেয়, ঢাকাতে ওয়ার্ড করে দেয় তাহলে তো আমি আশা করি যে তাড়াতাড়ি অনেক উন্নতি হবে। তার যদি যখন দয়ামায়া হবে তখন দেবে, আর দয়ামায়া না হলে দেবে না। এ আমি আবেদন-নিবেদন করে আমার লাভ কী বলেন? আমি বলতে পারি যে যাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে এগিয়ে আসুক দেশ গড়ার সংগ্রামে। তাহলে দেশের মুক্তি হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা।



২০ নভেম্বর, ১৯৭২

ঢাকা

জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রাপ্তির পর
আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনাসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ এই ভাষণ দেন।

উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমাকে জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রদান করেছে বলে আমারই দলের থেকে আওয়ামী লীগের থেকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। সত্য কথা বলতে কী, আমি এর যোগ্য কিনা আমি জানি না। তবে এ সম্মান আমার নয়, এ সম্মান লক্ষ লক্ষ শহিদ ভাইদের, শহিদ বোনদের, নির্যাতিত বোনদের, বাংলার দুঃখি মানুষের, সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের, আমার মুক্তিযোদ্ধা ও পঙ্গু ভাইদের এবং দেশের সর্বসাধারণ মানুষের। এ সম্মান বাংলার জাগ্রত মানুষের, যারা সংগ্রাম করেছে শান্তির জন্য। শান্তি, শান্তির পথ ও সংগ্রামের পথ। শান্তি আনতে হলেও সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা চাই, আমরা বিশ্বাস করি, শান্তিতে বাস করতে চাই, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে চাই, পেট ভরে খেতে চাই, শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, দুনিয়া থেকে শোষণ বন্ধ হোক এটাই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি। আজ বিশ্ব শান্তির প্রয়োজন। বাংলার মানুষ শান্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। শান্তিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বাংলার নাম আছে। কিন্তু অত্যাচার, অবিচার, জুলুমের বিরুদ্ধেও বাংলার মানুষ দাঁড়াতে জানে। সে প্রমাণও বাংলার ইতিহাসে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে আমরা বাঙালিরা পরাধীন ছিলাম। আমরা শোষিত, আমাদের সম্পদ লুট করে নেওয়া হয়েছে। অনাচার, অবিচারে বাংলার মানুষ আজ ওষ্ঠাগত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চারিদিকে হাহাকার। বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়েছে শোষকরা। আমরা কাউকে শোষণ করতে চাই নাই, আমরা শোষিত হতে চাই নাই। আমরা শান্তিতে আমাদের সম্পদ ভোগ করতে চেয়েছি। কিন্তু বাংলা বারবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের ওপর আঘাত করেছে। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি এই জন্য যে দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হোক। আজ দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হয়, জানি না আমার মুখে এটা শোভা পায় কি না, কিন্তু দুনিয়ায় যারা আজ শক্তিশালী দেশ, যারা আজ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মত্ত, যারা বিজ্ঞানকে

ব্যবহার করছেন ধ্বংস করার অস্ত্র তৈরি করার জন্য, তারা যদি এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা না করে এই সম্পদ যদি দুনিয়ার দুঃখি মানুষের জন্য ব্যয় করত, তাহলে দশ বছরের মধ্যে দুনিয়াতে কোনও দুঃখি মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেত না। তারা যখন বড় কথা বলেন, তারা যখন অস্ত্র প্রতিযোগিতা করেন, তারা যখন বড় বড় বোম তৈরি করেন মানুষকে ধ্বংস করার জন্য এবং পাশে পাশে শান্তির কথা বলেন, তখন সত্যিই কষ্ট হয়। কারণ মানবজাতি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বাস করেছে, বাস করে। তাদের কৃষ্টি, তাদের সভ্যতা, তাদের ভাষা নিয়ে তারা বাস করতে চায়। তারা চায় দুনিয়াতে শান্তি। তারা শান্তিতে দেশকে গড়তে চায়। কিন্তু আজ দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি যদি আজ সত্যিকারে মানুষকে ভালোবাসত, যেখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ আজ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, যেখানে লক্ষ কোটি মানুষ আজ পথের ভিখারি, যেখানে কোটি কোটি মানুষ আজ গৃহহারা, সর্বহারা, যেখানে যারা আজ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অস্ত্র তৈরি করে অর্থ নষ্ট করেন, তারা যে কথাই বলুন না কেন তারা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করেন কি-না আমি জানি না। কিন্তু আমরা যারা দুঃখি মানুষ, যাদের দেশের শতকরা আশি জন মানুষ আজ পেট ভরে খেতে পায় না, তারা আমরা দুনিয়ায় শান্তি চাই, তাদের সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই। যাতে আমাদের দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, আমরা শান্তি কায়েম করতে পারি। আজ কী দেখতে পাই আমরা? আজ এখনও আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অত্যাচার করে জাতীয় গণআন্দোলনকে দমন করে রাখতে চেষ্টা করছে। আজ দেখতে পাই আমরা মধ্য এশিয়ায় সেই জুলুম চলেছে। আজ দেখতে পাই আমরা সাউথইস্ট এশিয়ায় সেই জুলুম চলেছে। আমরা দেখতে পাই দাবা খেলার দুনিয়ায় সমস্ত বড় বড় শক্তির দ্বারা যার জন্য আমাদের অনেক দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে কোটি কোটি মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধ আমরা চাই না। দুনিয়ার সব সমস্যাই সমাধান করা যায় আলোচনার মাধ্যমে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়। এমন কোনও সমস্যা নাই যা আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা যায় না। তবে কেন হানাহানি? তবে কেন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা? তবে কেন শোষণ করার এ মনোভাব? যদি আজ কেউ মনে করে থাকেন, তাদের ভুল ভাঙবে এমন দিন আসবে। যখন মানুষ আজ জাগতে শিখেছে, মানুষ যখন আজ বুঝতে শিখেছে, মানুষ যখন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। কোনও দেশ কোনও দেশকে চিরদিনের জন্য দখল করে, জুলুম করে শোষণ করতে পারে না। দেখা যায় দুনিয়াতে বড় বড় অনেক শক্তি আছেন, কারো বিরুদ্ধে আমি বলতে চাই না, কারো বিরুদ্ধে আমি নই। কারণ আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার শক্তি বা কোথায়? আর তার বিরুদ্ধে আমি কী করতেই বা পারি? তবে এইটুকু বলতে পারি, যদি বিশ্ব দুনিয়ার মানুষ শান্তির জন্য পাগল হয়ে যায়, বিশ্ব দুনিয়ার জনমতকে ধ্বংস করার শক্তি কারো থাকে না। তাই বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। যাতে আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। হানাহানি, দাঙ্গা, মারামারি, যুদ্ধ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে যাক। এইটাই আমরা কামনা করি।

আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, বক্তৃতা আমি করতে চাই না। বাংলার মানুষ শান্তির জন্য সংগ্রাম করে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। বাংলার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলার সম্পদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধেও আমার কিছু নাই। তাদেরও বাংলার মানুষ ক্ষমা করতে রাজি আছে। তারাও সুখে বাস করুক আমরা চাই। কিন্তু তাদের জ্ঞান ফিরে আসুক। তারা যে অন্যায় করেছে সেটা স্বীকার করুক। তারা দুঃখ প্রকাশ করুক। তারা অন্যায়, অবিচার, জুলুম করেছে সেটাকে তারা দুনিয়ার কাছে বলুক এবং তাদের মনের মধ্যে এটা যেন, তারা যেন আঘাত পায় যে অন্যায় তারা করেছে। খোদাও মাফ করবে, জনগণও মাফ করবে এবং বন্ধুত্বও কায়েম হতে পারে। কিন্তু সে অন্যায়কে যদি তারা বলে যে এটা ভালো, সে অন্যায়কে যদি তারা বলে যে এটা অন্যায় করা হয় নাই আমরা ঠিক করেছি। যদি তারা বলে যে আমরা যে হত্যা করেছি, আমরা যে লুট করেছি, আমরা যে নির্যাতন করেছি, আমরা যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার করেছি, এটা আমরা ঠিকই করেছি, তাহলে দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসতে পারে না। দেশে দেশে বন্ধুত্ব হতে পারে না। তাই আমরা এশিয়াতে বাস করি। আমরা এশিয়াবাসী অনুন্নত। শান্তি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। শান্তি এ জন্য প্রয়োজন, আমাদের দেশ গঠনের কাজে প্রয়োজন। কোনও কোনও দেশ তাদের আয়ের শতকরা ষাট ভাগ, সত্তর ভাগ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করেন। অস্ত্র দিয়ে যে দেশ জয় করা যায় না তা তাদের বোঝা উচিত। অস্ত্র দিয়ে যে দেশকে অধিকার করে রাখা যায় না তা তাদের জানা উচিত। বাংলাদেশের মানুষ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদি শক্তিদের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান অস্ত্র ব্যবহার করেছে বাংলার মাটিতে। কিন্তু বাংলার মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের মোকাবেলা করেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়াতে যে সংঘবদ্ধ মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আমি কোনদিন বিশ্বাস করি না, আমার বাংলাদেশের মানুষও বিশ্বাস করে না যে, বন্দুকের নলই হলো শক্তির উৎস। আমরা বিশ্বাস করি জনগণই হলো শক্তির উৎস। এখানে আমাদের সঙ্গে অনেকের সঙ্গে পার্থক্য। তাই আমি আকুল আবেদন করবো আজ। আমি আমার বাংলাদেশের মানুষ সম্মানিত এবং গর্বিত মনে করি। যিনি শান্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। যে জুলিও কুরি পদক আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে আমি আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে তাদের জন্য নিশ্চয়ই সেটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো। কিন্তু সেটা আমার নয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাপ্য। আমি তাদেরই একজন এবং তাদেরই একজন হিসাবে আমি মরতে চাই। তাদের পাশে পাশে থাকতে চাই। তাদের সাথে সাথে কাজ করতে চাই এবং তাদের জন্য জীবন দিতে চাই। তাই আমি আজ এই কথা দুনিয়ার যারা শক্তিশালী দেশ আছেন, যারা বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ করছেন অস্ত্রের জন্য তাদের কাছে এই বাংলার মাটি থেকে, এই দুঃখি মানুষের পক্ষে থেকে, এই নির্যাতিত মানুষের পক্ষে থেকে, এই বুভুক্ষ মানুষের পক্ষে থেকে আকুল আবেদন জানাবো, আপনারা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। সাম্রাজ্যবাদি নীতি বন্ধ করুন। বর্ণবৈষম্য দূর করার সহায়তা করুন এবং দুনিয়াতে শান্তি কায়েম করুন। এই আবেদনই আপনাদের কাছে আমি করবো।

এই অর্থ যাতে আপনারা রক্ষা করেন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা না করে যদি সে অর্থ এবং সম্পদ এ দুনিয়ার দুঃখি যে দেশগুলো আছে, যাদের সম্পদ একদিন আপনারা ছলে বলে কৌশলে জুলুম করে নিয়েছিলেন, তাদের জন্য ব্যয় করেন, তাহলে মনুষ্য সমাজ শান্তি পাবে এবং এ দুনিয়ায় একজন মানুষও না খেয়ে মরবে না এবং তাদের গায়ে কাপড় হবে, তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত হবে। তাই মানবতার খাতিরে, বিশ্ব মানবতার খাতিরে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করবো অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। অ্যাটম বোমের টেস্ট বন্ধ করুন। মরণাস্ত্র টেস্ট বন্ধ করুন। ঐ সম্পদ দেশের দুঃখি মানুষের জন্য অন্য দেশে ব্যয় করুন। দেখবেন দুনিয়ায় অশান্তি কোনদিন হবে না, দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে। তাই আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্যচ্যুতি না করে আমার যে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের শান্তি পরিষদ যে আছে যার সঙ্গে ১৯৫২ সাল থেকে বোধহয়, '৫১ সাল থেকে আমি জড়িত ছিলাম, আজও জড়িত আছি তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তারা বাংলাদেশে শান্তির আন্দোলন আরও গড়ে তুলুক। কিন্তু ঐ শান্তি নয় যে শান্তি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীরা এখানে করে গেছিল। যখন শান্তি কমিটি বলা হয়, তখন বাংলাদেশের মানুষ আঁতকে ওঠে। কারণ ঐ শান্তি কমিটি করে করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে বাংলার মানুষকে ধ্বংস করেছে। আমাদের সেই শান্তি পরিষদ শান্তি কমিটি নয়, এ ভুল যেন আপনাদের কোনও কাজে না হয়। এ শান্তি পরিষদ বাংলাদেশে বহুদিন থেকে ছিল। আমি ১৯৫২ সালে সাউথইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের পিকিংয়ে যে শান্তি সম্মেলন হয় সেখানে যোগদান করেছিলাম। দুঃখের বিষয়, যে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম ১৯৫২ সালে পিকিংয়ে, আজ আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করল, আমার দেশের মানুষ যুদ্ধ করল, আমার দেশের মানুষ আত্মত্যাগ করল, আমার দেশের ত্রিশ লক্ষ লোক শহিদ হলো, আমার দেশের দুই লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হলো, আমার দেশের এক কোটি লোক দেশ ছাড়া হয়ে বিদেশে গেল, আমার দেশের প্রায় দেড় কোটি লোক এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম থেকে পালিয়ে বেড়াল। সেই সময় যখন আমার মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতেছিল, যারা আজ মানুষের দুঃখের কথা বলে দাবি করেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সেই চায়না আজ বাংলাদেশে যাতে জাতিসংঘে যোগদান করতে না পারেন, সে জন্য ভেটো দিয়েছেন। এ জন্য তার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র। শুধু বলবো যে কথা মুখে বলেন, যে কথা দুনিয়াতে প্রচার করতে চেষ্টা করেন, সেটাই কাজে করুন। এটাই আবেদন করবো। এর বেশি বলতে আমি চাই না। অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ। আমি একটা ছোট দেশ। অত বড় কথা আমার মুখে শোভা না পায়। নাও পেতে পারে। কিন্তু যে কোনও জালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আছে এটা সকলের বুঝে নেওয়া দরকার।

আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি প্রত্যেকটা দেশের সাথে। আমার পড়শি ভারতবর্ষের আমার বন্ধুরাষ্ট্র। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সন্ধি আছে। আমরা তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না। তারা আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারাও করেন না। আমরাও করি না।

আমাদের সহযোগিতায় পাশে পাশে বাস করবো। এশিয়ার অন্যান্য দেশকেও আমরা বলবো, সাব কন্টিনেন্টের অন্যান্য দেশকেও আমরা বলবো– আমাদের সঙ্গে এসে বন্ধুত্ব কোরো। আমরা বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। অস্ত্র দেখায়া লাভ নাই। যেখান থেকে অস্ত্র পেয়ে কেউ যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়াও, জাগ্রত জনগণকে তোমরা দাবায়া রাখতে পারবে না। আমরা সব ভুলেও আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি সাউথইস্ট এশিয়ার সমস্ত দেশের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি সাব কন্টিনেন্টের সমস্ত দেশের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকা, কানাডা, দুনিয়ার সমস্ত দেশের সঙ্গে। কারণ আমরা দুনিয়ার সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। কিন্তু আমার দেশের বৈদেশিক নীতি পরিষ্কার। আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি Independent Neutral Non-allied Foreign Policy. আমরা বিশ্বাস করি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কারো সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়। এই নীতিতে বিশ্বাস করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। এই নীতিতে বাংলার মানুষ অটুট থাকবে। এ সম্বন্ধে কেউ নড়াচড়া করতে পারবে না। এ বিশ্বাস আমার আছে। বাংলার মানুষকে আমি জানি এবং চিনি। তাই বিশ্ব শান্তি পরিষদ বাংলাদেশ শাখার আমার সহকর্মীরা যেভাবে কাজ করেছেন, তাদের আমি মোবারক বাদ জানাই। বিশ্ব শান্তির জন্য যারা সংগ্রাম কাজ করছেন দুনিয়াতে অনেক দেশ যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে তাদেরও আমি মোবারকবাদ জানাই। যারা এখনও বিশ্ব শান্তি বিশ্বাস করেন না, তারাও এগিয়ে আসুন এটাই আমি আশা করি। সেই জন্য আজ আমি বলি দুনিয়ার কারো সঙ্গেই আমার দুশমনতা নাই। সকলের সঙ্গে বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। আমি আবার আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে, আমি বিশ্ব শান্তি পরিষদকে মোবারকবাদ জানিয়ে, আমি বাংলার শান্তি পরিষদকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আপনাদের কাছে বিদায় নিতে চাই। তবে আমি শুনে সুখী হলাম বিশ্ব শান্তি পরিষদ ঢাকায় একটা সভা করতে চান। আমি তাদের আমন্ত্রণ জানাই। বাংলার মাটি শান্তির জন্য। আপনারা নিশ্চয়ই এখানে সভা করতে পারবেন। সমস্ত সহযোগিতা আমাদের কাছ থেকে পাবেন। জনগণের কাছ থেকে পাবেন। আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা।

বিশ্ব শান্তি জিন্দাবাদ।



৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঢাকা

ঢাকায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে
বঙ্গবন্ধু এ ভাষণ দেন।

উপস্থিত রক্ষীবাহিনীর ভাইয়েরা, আপনারা আমার মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। সামান্য কিছুদিনের মধ্যে নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আপনারা দেশ সেবায় যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং যে শৃংখলা দেখিয়েছেন, আমার পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের মোবারকবাদ জানাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনারা পাকিস্তানের পশু শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আপনারা মোকাবেলা করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ ছেলে আমার জীবন দিয়েছিল। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক বাংলাদেশে শহিদ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল পশুশক্তি। আমার দেশের দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছিল, যা দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় নাই। পাকিস্তানের বর্বররা মনে করেছিল যে আমরা বাঙালিরা কাপুরুষ। শক্তি, বন্দুক, মেশিনগান দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখবে এবং বাংলাকে শোষণ করবে। কিন্তু বাংলার মানুষ, বাংলার যুব সমাজ, বাংলার সামরিক বাহিনী, বাংলার বিডিআর, বাংলার মুক্তিবাহিনী এবং বাংলার জনগণ, বাংলার শ্রমিক, বাংলার ছাত্র দেখিয়ে দিয়েছে বিনা অস্ত্রে হলেও যখন মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, যখন মুক্তিপাগল হয়ে যায়, কোনও শক্তি তাদের দাবায়া রাখতে পারে না। তাই প্রমাণ করেছে, দুনিয়াতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বাংলার জনসাধারণ। আপনারা মুক্তিফৌজে ছিলেন। না খেয়ে, গায়ে কাপড় ছিল না, হাতে অস্ত্র ছিল না। ইমানের জোর নিয়ে, মাতৃভূমিকে ভালোবেসে আমার হুকুম মনে করে তাদের মোকাবেলা করেছিলেন। আজ আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ

আপনারা গর্বিত জাতি। দুনিয়ায় আজ আপনাদের পতাকা ওড়ে। দুনিয়ার বিশ্ব সমাজ আজ আপনাদের চেনে। আপনাদের কর্তব্য শেষ হয় নাই।

রক্ষীবাহিনীর ভাইয়েরা, আজকে গর্বের সঙ্গে আমি বলতে পারি, সামান্য কিছুদিনের মধ্যে আমার সামরিক বাহিনীর ছেলেরা বর্ডারে স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য যখন আমি হুকুম দিয়েছিলাম, কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত স্মাগলিং বন্ধ করে দিয়েছে। ২৫ বৎসরে যা কেউ পারে নাই তাই করেছে। তাদের আমি আপনাদের মোবারকবাদ জানাই। আপনাদের মোবারকবাদ জানাই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে, সামান্য ট্রেনিং নিয়ে আপনারা যেখানে দরকার হয়, পাঠিয়েছি, আপনারা শান্তি শৃংখলা রক্ষা করেছেন। পুলিশ বাহিনীকে হত্যা করা হয়েছিল। তারাও আজ জায়গায় জায়গায় সুন্দর কাজ করছে। হ্যাঁ কমপ্লেইন আছে, সব সময়ই শোনা যায়। বিডিআর কাজ করছে, তাদের আরও শক্তভাবে কাজ করতে হবে। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে শুধু সামরিক বাহিনী, শুধু রক্ষীবাহিনী, শুধু পুলিশ বাহিনী, কোনও বিডিআর বাহিনী দিয়ে শান্তি শৃংখলা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের, আপনাদের সহানুভূতি এবং সাহায্যের প্রয়োজন। তা পেতে হলে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তারা এদেশের নাগরিক। তাদের অর্থে আপনাদের সংসার চলে। আপনাদের বাপ-মায়েরা এখন তাদের নাগরিক। আপনারা যখন কোনও জায়গাতে অপারেশনে যাবেন, কাজ করতে যাবেন, ঠিক দেখতে পাবেন যে আপনার বাবার মতো চেহারা, আপনার মায়ের মতো চেহারা, আপনার বোনের মতো চেহারা সেখানে রয়েছে। সে জন্যই যখন অন্যায় যে করবে তাকে ক্ষমা করবেন না। অন্যায় যে করবে না তাকে কখনও যেন অত্যাচার না করা হয়। এটাই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। দ্বিতীয় কথা, আইন-শৃংখলা রাখতে হলে নিজেদের আইন-শৃংখলা মানতে হয়। কোনও জাতি কোনও দিন বড় হতে পারে না ডিসিপ্লিন ছাড়া। আপনাদের ডিসিপ্লিন রক্ষা করতে হবে। শৃংখলা রক্ষা করতে হবে। হুকুম মানতে হবে এবং তাদের হুকুম মতো দরকার হলে জীবন দিতে হবে। যদি আপনি আপনার উপরের কর্মচারীকে না মানেন, তাহলে আপনাকে সাধারণ মানুষ মানবে না। সে জন্যই শৃংখলা আপনাদের বজায় রাখতে হবে। আজ দেশের মধ্যে আজ প্রায় এগারো মাস হলো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কী করতে পেরেছি, না পেরেছি, জানি না। শুধু এইটুকু জানি, যে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা দেশ, যার সর্বস্ব ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাস্তাঘাট, টাকা পয়সা, চালের গুদাম, শিল্প কারখানা, সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস, পুলিশ বাহিনীকে ধ্বংস, দেশকে ছারখার, কোনও জায়গায় কয়েকটা পাউন্ড ছাড়া আমাদের হাতে কিছু ছিল না। ১১ মাসের মধ্যে আপনারা কিছুটা পায়ের ওপর দাঁড়াতে পেরেছেন। দুঃখ হয় এখনও গ্রামে গ্রামে, জায়গায় জায়গায় নিরপরাধ মানুষকে অত্যাচার করা হয়, ডাকাতি করা হয়। এই ডাকাতদের খতম করতে হবে। এই দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংস করতে হবে। সে জন্য শীঘ্রই আপনারা আমার হুকুম পাবেন। মার্চ করে আপনাদের বেরিয়ে যেতে হবে। এই ডাকাত, দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করতে হবে। যাতে দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে। দেশের

মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়। আজ দুষ্কৃতিকারীরা বন্দুক পেয়েছে। তাই ডাকাতি করে, অত্যাচার করে, লুট করে। তাদের সমূলে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে আপনাদের। বাংলাদেশে দুষ্কৃতিকারীদের স্থান নাই। সে জন্য আমরা বিশেষভাবে শৃংখলা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

আমার ভাইয়েরা, আমি জানি, আপনাদের অসুবিধা আছে। আপনাদের কাপড় দিতে পারি না, আপনাদের ভালো মতো খাবার দেবার পারি না। আপনাদের ভালো অস্ত্র দেবার পারি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হলো মনের জোর। সবচেয়ে বড় জিনিস হলো মাতৃভূমিকে ভালোবাসা, সবচেয়ে বড় জিনিস হলো দেশের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। অভাব মানুষের আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই। দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর এখনও দেশের মধ্যে ছেয়ে আছে। ওরা মনে করেছে আমরা দুর্বল। তা নয়। তোমার দায়িত্ব বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি ধ্বংস করতে হবে, বাংলার মাটি থেকে শোষণ ধ্বংস করতে হবে।

৪টি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র। মনে রাখতে হবে জোয়ানরা, এই যে ৪টা আদর্শ সামনে রেখে দেশকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দেশের মানুষকে যাতে শোষণমুক্ত সমাজ, দেশের মানুষ যাতে পেট ভরে ভাত খেতে পারে, সুখে ঘুমাতে পারে, গায়ে কাপড় পরতে পারে, বেকার সমস্যা দূর হয় সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

৪টি আদর্শ আমার কী? এ আদর্শ জাতীয় আদর্শ। এইটা যারা না মানবে, তারা বাংলার মাটিতে থাকতে পারবে না। কারণ বাংলার জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।

গণতন্ত্র, গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি। আইনের শাসন। জনগণের মত নিয়ে সরকার চালাতে হবে। সে যেই হোক না কেন জনগণের মতের ওপর নির্ভর করে সরকার চালাতে হবে। সেটাই হলো গণতন্ত্র।

তার পরে হলো সমাজতন্ত্র। তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ। শোষক আর শোষিতদের লুট করে খেতে পারবে না। দেশের সম্পদ সকলের ভোগ করার অধিকার রয়েছে। শোষক সমাজকে শেষ করে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।

তারপরে হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা? আমার ধর্ম আমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। কারো ধর্মে আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবো না। কিন্তু আমার ধর্ম পালন করার আমার অধিকার রয়েছে। অন্য ধর্ম পালন করার অন্যের অধিকার রয়েছে।

সর্ব প্রথম হলো জাতীয়তাবাদ। যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি। আমরা বাঙালি। বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি। বাঙালি হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আমার ছেলেরা, আপনারা জানেন, একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার আমাকে এরা ফাঁসি দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি মাথা নত করি নাই। এ জন্য যে, আমি বাঙালি।

আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি। মানুষের মৃত্যু একবার হয়। দুইবার হয় না। কিন্তু বাংলার মানুষকে গোলাম করে তাদের কাছে মাথা নত করতে আমি পারি না।

তাই মৃত্যু একদিন মানুষের হয়। আমি আজ দাঁড়িয়ে কথা বলছি, কাল আমি নাও থাকতে পারি। কিন্তু থাকবে আদর্শ, থাকবে নীতি, থাকবে মানুষের ভালোবাসা, থাকবে প্রেম, থাকবে মহাব্বত, থাকবে কী করে দুনিয়ায় ভালো কাজ তাই।

এ জন্য আজ আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবেন, মানুষকে ভালোবাসবেন। একদিকে যেমন কঠিন পাথর হবেন, তেমনি আবার প্রাণে যাতে মায়া মমতা থাকে তার দিকে খেয়াল রাখবেন।

আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা যারা চালক তাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। অল্পদিনের মধ্যে আপনারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ জন্য আরো ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের সামনে যথেষ্ট কাজ রয়েছে।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা।



১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় এই ভাষণ দেন।

... একটা কম্প্রেহেনসিভ প্ল্যানের প্রয়োজন আছে। তা না হলে আজ এটা করলাম, কাল এটা করলাম, পরশু এটা করলাম, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। আগেও যা হয়েছে, এখনও তাই হবে। কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেছিল কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট। আমি বলেছি যে এভাবে করলে বোধহয় ভালো হবে না। একটা ভাঙবো, একটা গড়বো এভাবে হবে না। ওই কমিশন মানে, আমি তো কমিশনের ওপর নিজেই একটু বিরক্ত আছি। কমিশন মানে, কমিশন অর্থ হলো আগে ছিল ব্ল্যাফ দেওয়া। যে কমিশন করে দেওয়া হয়, কমিশন রিপোর্ট দেয়, সরকার দেখেন, তারপর ওটাকে চাপায় রাখেন, তারপরে আর পাবলিশ করেন না, তারপর আর ওটার আর কাজ হয় না, সে উদ্দেশ্য নাই এবং আমি নিজেই, বলতে পারেন সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত আমি নিজে ওর বিরুদ্ধেই বলি। আমি বলি যে কমিশন টমিশন বাদ দাও। তখন এডুকেশনকে এমন একটা, এমন একটা সিস্টেম এখানে করা হয়েছে, যে সিস্টেম মানুষ পয়দা করার চেয়ে আমরা বোধহয় কেরানি পয়দাই বেশি করি এবং সে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। সে জন্য একটা পুরোপুরি একটা প্ল্যান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে এডুকেশন সিস্টেমটাকে কীভাবে করা যাবে? সে জন্য একটা কমিশন গঠন করা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করবেন। যারা এদেশের মুরব্বি আছেন, যারা গুণী-জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী আছেন, তাদের নিয়েই করা হবে। তারা সবকিছু গবেষণা করে যে রিপোর্ট দেবেন, আমরা সেটাকেই মানবার চেষ্টা করবো। যাতে একটা প্ল্যান ওয়েতে, এটাকে যদি আমরা পরিষ্কারভাবে একটা নতুন চিন্তাধারায় নতুন রাস্তার দিকে না নিয়ে যাই, তাহলে এদেশে মুক্তি আসা সম্ভবপর নয়। যতই চেষ্টা করি না কেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে, তার সঙ্গে যদি শিক্ষার যোগ না থাকে তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কেন, কোনও নীতিই পরিপূর্ণ হয় না। আর দেশে যাতে অশিক্ষা দূর হয়, সাধারণ মানুষ শিক্ষা পেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন হয়ে

পড়েছে। আমরা কোনদিকে নজর দিতে পারছি না। সত্য কথা বলতে কী আপনাদের কাছে, কারণ, কী করে আমরা নজর দেবো? আপনাদের কাছে তো আমাকে বলতে হবে না। ময়দানে বক্তৃতা করি, বা বাইরে বলি, সেটা নিশ্চয়ই সত্য কথা বলি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থাটা হয়েছে, সে কথা আপনাদের আমার বোঝাতে হবে না। আপনারা ভালো করে জানেন। স্কুল-কলেজগুলোর যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা আপনারা ভালো করে জানেন। আর যদি দশদিন যদি আর পাকিস্তানি বাহিনী থাকত, তাহলে বোধহয় আমার বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে থাকত না। যেভাবে প্ল্যান ওয়েতে ওরা হত্যা করতে আরম্ভ করেছিল। না হলে এটা দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না আজ পর্যন্ত। যেটা আমি ফরেন ইন্টারভিউতে ওদেরকে বলেছি। সারেন্ডার করার মাত্র দু-তিনদিন আগে ঢাকা শহরে কার্ফু দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে ধরে ধরে এনে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। যে ডাক্তার তার চোখ উপড়ে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। যে হার্ট স্পেশালিস্ট তার কলিজা কেটে বের করে হত্যা করা হয়েছে। যে জার্নালিস্ট তার আঙুলগুলো কেটে হত্যা করা হয়েছে। এটা কোনও দুনিয়াতেই নেই; মানে কত বড় বর্বর হতে পারে! আমি কোনদিন দুনিয়ার ইতিহাসেও পড়ি নাই, আর জানিও নাই। এতকাল রাজনীতি করতেছি, রাজনীতির সাথে জড়িত, সমস্ত দেশের আন্দোলনগুলোতেও দেখেছি, পড়েছি এবং নিজেও তো আন্দোলনের সৃষ্টি। আন্দোলনের মধ্যে থেকেই আমার আজকে আমি এগিয়ে এসেছি। কারণ আমি বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে পলিটিক্স করে রাজনীতি করি নাই। আমি সবসময়ই রাজনীতি করেছি এবং সেটা ত্যাগের মাধ্যমে এবং হিম্মতের মাধ্যমে রাজনীতি করেছি। এ প্রবলেম সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জানা আছে। কিন্তু এটা কোনও জায়গায় দেখা যায় নাই আজ পর্যন্ত দুনিয়ার ইতিহাসে। যে প্ল্যান ওয়েতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা, যেটা ওরা গর্ব করে বলেছিল, মুজিবর রহমান পাবে বাংলাদেশ। কিন্তু এমন করে রেখে যাবো যাতে বাংলাদেশ দাঁড়াতে না পারে। এত গর্ব করে বর্বর জেনারেলরা বলেছিল। এখন খবর পাইতেছি আরকি। বাংলাদেশ সোনার বাংলা দেখায় দিব আমরা। "রেখে যাব না কিছু যে ও আইসা মজিবুর দাঁড়ায়। ও তো আসবে না, ওর ভবিষ্যৎ যারা আসবে তারাও যেন না করতে পারে।" আমি এসে গেছি। খোদার রহমত। আপনাদের দশজনের দোয়া। না হলে আমিও জানতাম না যে আমি ফিরে আসবো। আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমি চাই যে, যদি আমার মরতে হয়, আমি প্রস্তুত। কারণ আমার দেশের মানুষের মুখ কালি করে আমি মরতে চাই না। এট লিস্ট ওরা ভবিষ্যতে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে, যাকে নেতা মেনেছিলাম, সে মাথা উঁচু করেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন আপনাদের প্রবলেম শুধু যে শিক্ষা প্রবলেম তা নয়। আমি আপনাদের কাছে কালকে বলেছি। যে কী বলবো আপনাদের কাছে! একটা সরকার চালাতে হলে, একটা দুনিয়া থেকে মাল আনতে হলে বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। '৪৭ সাল থেকে প্রায় বিশ বছর, আঠারো বছর পর্যন্ত বাঙালিরা শতকরা ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে তখনকার দিনে এবং তার প্রত্যেকটি পয়সা শতকরা ৭০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে সরবরাহ করা হয়েছে। এক পয়সা

আমি পাই নাই। শুধু এক পয়সা যে পাই নাই তা নয়। যে দেনাগুলো করে গেছে, যেটা আমাকে এখন চালাবার জন্য আমার প্রয়োজন, তাও অনেক নিচের দিকে। এগুলো শোধ করে আমাকে এক পয়সা জমা করে জোগাড় করতে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ফুডের অবস্থা আপনারা জানেন। ঔষধ নাই, কাপড় নাই, কলগুলো শেষ করে গেছে। প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকে যা তাদের হাতে ছিল, আপনারা মনে করেন না যে ফেলে গেছে এগুলি। ওরা এক পয়সাও ফেলে যায়নি। ওরা সর্বস্ব টাকা, ব্যাংক ওদের হাতে ছিল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে তা ওভারড্রপ করে যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা তারা নিয়ে চলে গেছে। এটাও আমার ওপর লায়াবেলিটিস। কারণ সরকার নিয়ে নিছে। সরকারের ওপর লায়াবেলিটিস পড়ছে। সেইগুলিকে চালানো, জাহাজ নাই, মাল আমি পৌঁছুতে পারছি না। ১৪ হাজার ট্রাকের মধ্যে ১০ থেকে ১২ হাজার ট্রাক পোড়ায় দিয়ে গেছে। সে ট্রাকগুলো বিদেশ থেকে আনতে হবে। সমুদ্র জাহাজগুলোকে আপনার যা চলত, সেগুলোকে ডুবায় দিয়ে গেছে। সেগুলো আনতে হবে। বলুন তো আমি কী করি? আপনারা যে আমাকে, রেল ভেঙে চলে গেছে। মাল সরাতে পারছি না। যতগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করেছে, সেটা খালি নিয়েই শেষ করেছে। রেলওয়েটা লোকসানের ওপর চলছে। এই অবস্থার মধ্যে কী করতে বলেন? তবে এটা হলো সত্য কথা যদি একটা দুটা বছর কোনমতে কষ্ট করে চালানো যায়, বাংলার অর্থনীতি খারাপ হবে না। এটা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। আমার রিসোর্স আছে এবং ভবিষ্যতে আমি আয় করতে পারবো বৈদেশিক মুদ্রা, আমি আয় করতে পারবো। আমি ঐ যে বললাম না যে পারবো। বন্ধু রাষ্ট্র আমাকে সাহায্য করতেছে। আমি তো বলেছি। অস্বীকার করলে নিমকহারামি করা হবে। স্বাধীনতার আগেই ভারত এবং তার প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার এবং তার জনসাধারণ আমার এক কোটি লোককে খাইয়েছে। স্বাধীনতার পরে যদি তার কাছে আমি ইমিডিয়েটলি কিছু সাহায্য না পেতাম, তাহলে সরকার একদিনও আমার বন্ধুরা চালাতে পারত না আমি না আসা পর্যন্ত। কলাপস্ হয়ে যেত একদম। রাশিয়ার সাহায্য আসতেছে। আপনারা প্রবলেম বলছেন। শিক্ষকদের নিশ্চয়ই প্রবলেম আছে। আমি আপনাদের কাছে কোনও ওয়াদা করতে পারবো না। তবে যেটা চাই, গণমুখি শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সেটা আমি বিশ্বাস করি এবং গণমুখি শিক্ষা হতে হলে প্ল্যান প্রোগ্রাম অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন এবং এ জন্যই কমিশন করা হয়েছে এবং কমিশন যারা আপনারা এর মধ্যেই দেখতে পেরেছেন যে, আমাদের কোনও দলমত নাই। কন্ট্রভার্সি নাই। যারা সত্যি উপযুক্ত তাদেরই আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর করতেছি, যারা উপযুক্ত তাদের কাছে পাঠাচ্ছি। কোনও রকমের কে আমার বন্ধু, কে আমার ভাই, কারণ যার সম্বন্ধে কোনও রকমের কোনও কোয়েশ্চেন নাই, তাদেরই আমরা পাঠাবার চেষ্টা করতেছি। যাদের ওপর দেশের শ্রদ্ধা আছে তাদের পাঠাবার চেষ্টা করতেছি। যাতে তারা একটা আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। কারণ আগে তো সব জায়গাতেই রাজনীতি চলে এসেছে। এর মধ্যে আমি রাজনীতি আনতে চাই না। কারণ এ সেক্টরে রাজনীতি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ জন্যই

আপনারা সেখানে আছেন। তারপরও কন্ট্রভার্সি আছে। দালালি যারা করেছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গায় জায়গায় প্রত্যেকটা ইন্সটিটিউশনে দালালি করেছে কিছু সংখ্যক লোক। আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি তো খবর পেয়েছি, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দু-চারজন প্রফেসর বা যারা শিক্ষিত ছিলেন, তারা নিজে ডেকে আইনে এ সমস্ত লোককে হত্যা করেছে। তারাও তো বুদ্ধিজীবী ছিল। তারাও তো আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ডক্টরেট ছিল। তারাও তো আপনাদের ডিপার্টমেন্টের একেকজন বড় বড় শিক্ষিত লোক ছিল। তারাও তো প্রফেসর, টিচার। বলুন তাদের কী করবো আমরা?

আজকে আমার যা মনে হয়, বেয়াদবি মাফ করবেন, বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সাধারণ একটা মানুষ অন্যায় করে, সেটাকে ক্ষমা করা যায়। বুদ্ধিজীবীর নামে যারা এ সমস্ত কেলেংকারি করেছে তাদের কি ক্ষমা করা যায়, আপনারা মনে করেন? আজ আমার দেশের গরিব কৃষক, গরিব শ্রমিকরা কিন্তু বেইমানি করে নাই। আমরা সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোকরা বেশি বেইমানি করেছি এবং সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোকদের খুশি করা যায় না কোনও জীবনে। তাদের দাবির শেষ নাই। গ্রামের লোক কিন্তু জানে যে কিছুই নাই। তারা কিন্তু বিরক্ত করে না। করে আমাদের সাদা কাপড় পরা তথাকথিত ভদ্রলোক বাহিনীর লোকেরা। তাদের ত্যাগও কম এবং তারা সবসময় বেশি বেশি যে পাওয়ার আছে তার দিকেই দৌড় দেয়। ঐ ইয়াহিয়া খানের দরজার কাছে যে লোকগুলোকে দেখেছি, শেখ মুজিবরের দরজার কাছে সে লোকগুলো আসতে চেষ্টা করে। সেদিক দিয়ে আমাদের হুঁশিয়ার না হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনারা হুঁশিয়ার না হলে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আর আপনাদের আরেকটা জিনিস অনুরোধ করবো আমি। যে রাজনীতি ছাত্ররা করে, আন্ডার ডেভেলপমেন্টে পড়ে থাকে, সত্যি কথা। সেদিকে যদি কন্সট্রাক্টিভ কিছু করে, তাকে গ্রহণ করা, নিশ্চয়ই আমরা করবো। আপনারাও তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। কিন্তু যদি সেখানে আত্মঘাতী আন্দোলন শুরু হয়, তাহলে স্বাধীন দেশের মঙ্গল হতে পারে না। আমি ছাত্র আন্দোলন বহুদিন করেছি। যে জিনিসটা সংগ্রামের মধ্যে না আসে, ত্যাগের মধ্যে না আসে, সে জিনিসটা কোনদিন মানুষ উপভোগ করতে পারে না এবং বুঝতেও পারে না। আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পরে যাদের কাছে স্বাধীনতা আসল, তারা ছিল ব্রিটিশের খান বাহাদুর, ব্রিটিশের দালাল, তারা বসে গেল এই দেশের ক্ষমতায়। আর পাশের রাষ্ট্র ভারতবর্ষে দেখেন, যারা সংগ্রাম করে দশ বছর, পনের বছর, বিশ বছর জেল খেটে, পণ্ডিত নেহরুর মতো লোকও তের বছর জেল খেটে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। সে মতিলাল নেহরুর ছেলে। তাদের সেখানে একটা ত্যাগের, ভীষণ ত্যাগ ছিল এবং সাধনা ছিল। যার মাধ্যমে তারা এসে পড়ে আজকে সেখানে সরকার চালাচ্ছেন। আর আমার এখানে হয়েছিল কী? এ খান বাহাদুর হবে, না হয় নবাবজাদা হবে? না হয় পীরজাদা হবে, না হয় খান হবে? তারাই ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে এ দেশের সর্বনাশ হয়েছে।

আপনাদের কাছে আমি, আমার বেয়াদবি আপনারা মাফ করবেন। আমার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সবাই ফেরেশতা নন এবং তারাও এদেশের বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার পেছনে অনেকে রয়েছেন এবং তারা রীতিমত সাথে যোগ দিয়েছে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। সে জন্যই আপনাদেরকেও একটু হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং মেহেরবানি করে ঐ যে জিনিসটা বলতে চেয়েছিলাম, ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে নিজের যাতে প্রমোশনের চেষ্টা না করা হয়, সেটাই বাঞ্ছনীয় হবে। এতে ভবিষ্যতে নিজেরও মঙ্গল হয় না, দেশেরও মঙ্গল হয় না। আমি আপনাদের উপদেশ দিতে চাই না। আপনারা জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী। আপনাদের উপদেশ দেওয়া আমার শোভা পায় না। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি কী করে দেবো? কিন্তু আমার প্রাক্টিক্যাল নলেজ আছে বলেই আমি বলছি এ কথাগুলো। সে জন্যে আমি বলি যে আপনারা যে প্রবলেম বলেছেন, আপনাদের কিছু নাই। প্রবলেমের সীমা নাই। বলুন তো কোন প্রবলেমটা নাই? আগে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ফাস্ট প্রবলেমটা কী বলুন তো আপনারা? আমার এক নম্বর প্রবলেম হলো, যে যাতে মানুষ না খেয়ে না থাকে। খাদ্য সমস্যা অত্যাধিক ভয়াবহ। ফ্যাক্টরির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। যে আপনাদের বলতে হবে। শিক্ষক সম্প্রদায় আর ছাত্রদের নিয়ে আমার যা ব্যক্তিগত মত, আমি অবশ্য জানি না যে, বোধহয় আমি সাজেশন দিবো কমিশনের কাছে যে বছরে এক মাস দু মাস গ্রামে কাজ না করলে, একটা মাঠ সৃষ্টি না করলে, গ্রামের দিকে যদি আমরা না চলে যাই, তাহলে হবে না। শিক্ষকদের গ্রামে কাজ করতে হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এখন পর্যন্ত কমিশন কী করবে আমি জানি না। যে শিক্ষক সাহেবদেরও গ্রামে যাইয়া বছরে এক মাসের জন্য গ্রামে কাজ করতে হবে। ছাত্রদের নিয়াই সেখানে যেয়ে কাজ করতে হবে। না হলে আজকে যে সৃষ্টি হয়েছে গ্রাম আর শহরের এটাকে দূর করতে হবে এবং গ্রামকে চিনতে হবে। যে ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, 'যে বাপের খেয়েছি, আমরা অনেকে বোধহয় যারা লেখাপড়া শিখেছি প্রায়ই আমরা ধান বেচে, পাট বেচে লেখাপড়া শিখেছি। আমি তো ভাই ধান বেচার ছেলে। হ্যাঁ। ধান বেচে আমরা লেখাপড়া শিখেছি। আমরা কিছু ভুলে যাই। বাপ-মাকেও কিছুটা ভুলি সন্দেহ নাই। বাপ-মাকেও মাসে কোনও সময় দরকার হইলে পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকা দিলাম আর, শহরে বাড়ি-ঘর নিয়া আরাম কইরা গাড়ি নিয়া স্টান্ডার্ডে বাস করি। কিন্তু বাপের লুঙ্গির পরিবর্তন হয় নাই। সে জন্য যে গ্রাম থেকে মানুষ হয়েছেন সে গ্রামকে ভুলে শহরমুখী আপনারা হয়ে গেছেন। কিন্তু গ্রামমুখী যদি আপনারা হতে পারেন, ইনকারেজ করতে পারেন, দেশের মঙ্গল তাড়াতাড়ি আসবে। সেদিকে আপনাদের নজর দেওয়া দরকার। কারণ আপনারা ভবিষ্যৎ বংশধর পয়দা করবেন। আমিও চাই যে আপনারা ভবিষ্যৎ বংশধর পয়দা করেন এবং সে ভবিষ্যৎ বংশধর পয়দা করার সঙ্গে সঙ্গে যারা পয়দা করেছে, তাদের দিকেও যেন একটু নজর থাকে। এটিই আমার আবেদন আপনাদের কাছে।



১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে এক সভায় রেডক্রস কর্মীদের উদ্দেশে এ ভাষণ দেন।

বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবী ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। সাইক্লোন প্রিপারনেস প্রোগ্রাম দুই বৎসর পূর্বে করা হয়। এর পূর্বে এ রকম কোনও প্রোগ্রাম করা হয়নি। যার জন্য ১৯৭০ সনে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দেয়। আমাদের সৌভাগ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সরকার এবং রেডক্রসের সহযোগিতায় এবং ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের সহযোগিতায় একটা প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে যেটা সমস্ত দ্বীপ এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে আপনারা প্রায় বিশ হাজার ভলেন্টিয়ার আছেন। যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজে এগিয়ে এসেছেন। বিপদ-আপদের সময় আপনারা যাতে কাজ করতে পারেন এবং দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন এবং পূর্বের থেকেও আপনারা জানতে পারেন কী অবস্থা হচ্ছে, তখন আপনারা সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। আপনারা দু'রকমের কাজ করতে পারেন। যখন জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, ঝড় আসে, তখন দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। তাদের সাহায্য করতে পারেন। বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। হেড কোয়ার্টারে খবর দেবার পারেন। সরকারের সহযোগিতায় রেসকিউ করতে পারেন। রিলিফ করতে পারেন এবং পূর্বে থেকে মানুষকে সেফ স্থানে নিয়ে আসতে পারেন।

আরেকটা কাজ, সাইক্লোন থেকে রক্ষা পাওয়ার আরেকটা কাজ আছে। সেই কাজটাই আপনাদের আমি বিশেষ করে অনুরোধ করবো যে, বহু গাছ, জঙ্গল, বন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। এই বন-জঙ্গল শেষ হওয়ার জন্যই বাংলাদেশের দিকে ঝড় খুব বেশি হচ্ছে। আপনাদের কর্তব্য এখন হবে, যখন সাইক্লোন থাকবে না, যাতে বেশি গাছ উৎপাদন হয় চর এরিয়া দিয়ে, চরগুলোতে বিশেষভাবে নারকেল গাছ, সুপারি গাছ এবং জঙ্গল অন্যান্য গাছপালা যাতে সৃষ্টি হয়, সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার এবং সকলকে বোঝানো দরকার। সেটুক আমি অনুরোধ করবো আপনাদের। যে যখন আমাদের ঝড়ের সম্ভাবনা

যখন তখন থাকে না, তখন আপনারা যেভাবে ঝড়ের জন্য, মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তেমনি আপনারা যাতে মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারেন এবং প্রত্যেককে গাছ লাগাবার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন, সেদিকে আপনাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত। কারণ তাহলে ঝড়ের হাত থেকে অনেকটা আমরা উদ্ধার পেতে পারি।

তৃতীয়ত সরকার যে প্রজেক্টগুলো গ্রহণ করে বর্ডারে, সমগ্র উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোতে এবং সমুদ্রের পাশের অঞ্চলগুলোতে, যে ইমব্যাংকমেন্টের কাজ করছি আমি নিজে যে ভোলাতে একটা ইমব্যাংকমেন্ট করে দিয়ে এসেছিলাম, এমনি যদি আপনারা জনগণের সাহায্যে সরকার যেখানে ইমব্যাংকমেন্ট করতে যাবে, জনগণকে সংঘবদ্ধ করে নিয়ে সেই ইমব্যাংকমেন্টগুলোকে ভালোভাবে করতে পারেন, তাহলেও অনেক সময় বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শুধু ঝড়ের সময় প্রস্তুতি নিলেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। ঝড়ের আগেই আমাকে প্রস্তুতি নিতে হয় যাতে ঝড় কম হয় এবং ঝড় না আসে এবং ঝড় থেকে রক্ষা পেতে পারি, সেদিকে আপনারা খেয়াল রাখলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবো। আমি জানি আপনারা আমার কথা শোনেন, আমাকে ভালোবাসেন। আমি বিশ্বাস করি এবং এইদিন যে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা ছিল, তখন দেখেছি যে আপনারা সমস্ত রাত্রে, আপনাদের ডিরেক্টর, আপনাদের চেয়ারম্যান, আপনাদের যারা রেডক্রসের সদস্যরা ছিলেন, তারা আমার সঙ্গে সঙ্গে রাত জেগেছিলেন। আমাদের রেডিও যখন চলতেছিল, আপনাদের ওয়্যারলেসও চলতেছিল, সরকারের ওয়্যারলেস চলতেছিল, আমাদের যে রিলিফ ডিপার্টমেন্ট তারাও সমস্ত রাত জেগে ছিল। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জেগে ছিল। আপনারাও সেখানে সমস্ত রাত জেগে ছিলেন। যাতে যদি এমন কোনও খোদা না কাজ হয় তারা যেন মোকাবেলা করতে পারে। আমি আপনাদের খবর পাচ্ছিলাম। আপনাদের ডিরেক্টর আমাকে, আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বারবার খবর দিচ্ছিলেন এবং এদিকে সরকার এবং রিলিফ ডিপার্টমেন্টও হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আল্লাহ্‌র রহমতে, সকলের দোয়ায় ঝড় বাংলাদেশে হয় নাই। যদি হতো তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করেছে। সে জন্য আপনারা আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করবেন। জনসাধারণ সকলে মোনাজাত করবেন। খোদা আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আর ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন এরকম বিপদের সম্ভাবনা হয়, যেভাবে আপনারা এবার এগিয়ে এসেছিলেন ভবিষ্যতেও সেভাবে এগিয়ে আসবেন আমি আশা করি এবং এ জায়গার যারা আমাদের রাজনৈতিক কর্মী আছে, সরকারি অফিসার আছে, আপনারা যারা স্বেচ্ছাসেবী আছেন, সংঘবদ্ধভাবে দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াবেন এবং পূর্বে থেকে প্রিপারড থাকবেন। এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সুখে থাকুন। আমি দোয়া করি। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোক। জয় বাংলা।



১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম বিজয় দিবসে
বাংলাদেশ বেতারের নতুন একশো কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার উদ্বোধন উপলক্ষে
বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আজ বাঙালির বিজয় দিবস। এই মহান বিজয় দিবসের বার্ষিকীতে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষের কর্মীরা একটা ১০০ কিলোওয়াট শর্টওয়েভ রাশিয়ান ট্রান্সমিটার চালু করেছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। সোভিয়েত রাশিয়া এবং বাংলাদেশ বেতারের প্রকৌশলীরা দুটি দেশের বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য হাতে হাত রেখে দিনরাত পরিশ্রম করে ঠিক নির্দিষ্ট দিনে ট্রান্সমিটার চালু করায় আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রুশ-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প দু'দেশের মৈত্রির জ্বলন্ত সাক্ষর হিসেবে চির অম্লান, চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি মহান রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং গণজীবনের প্রতিফলনই হচ্ছে বাংলাদেশ বেতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। নতুন ১০০ কিলোওয়াট এই ট্রান্সমিটার চালু হওয়ায় বাংলাদেশ বেতার সেই দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে পারবে। একটা স্বাধীন জাতির চাহিদা ও মর্যাদা রক্ষা ও মোকাবেলায় বাংলাদেশ বেতার যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে সাফল্যের পথে আরেকটা নিশ্চিত পদক্ষেপ। বর্হিদেশীয় কার্যক্রম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই ১০০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। আমি এ উপলক্ষে সোভিয়েত জনগণ, সরকার, রুশ ইঞ্জিনিয়ার এবং বাংলাদেশ বেতারের প্রকৌশলীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।



১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে রেসকোর্স ময়দানে
এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, গত ৭ই জুনে বক্তৃতা করার পরে আজ আপনাদের সামনে আমি আবার উপস্থিত হয়েছি। আজ ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী এই মাঠে, এই জায়গায় মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। আজ আমরা বিজয় দিবস পালন করছি। আজ আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ আমাদের পতাকা দুনিয়ায় ওড়ে। ৯৭টা রাষ্ট্র আজ আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আজ আমাকে স্মরণ করতে হয় আমার দুঃখি ভাই-বোনের কথা। যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিল, যাঁরা জীবন দিয়েছিল, যাঁরা শহিদ হয়েছিল। আজ কত মা কাঁদে তার ছেলের জন্য, কত বাপ অশ্রু বিসর্জন করে তার ছেলের জন্য, কত বোন আমার বিধবা হয়েছে, কত মানুষ আমার গৃহহারা, সর্বহারা হয়েছে। সোনার বাংলাকে ছারখার করে দিয়ে গিয়েছিল বর্বর পাকিস্তানের সৈন্যরা। শুধু যদি যুদ্ধে আমার মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করে যাঁরা শহিদ হয়েছে তাদের নিশ্চয়ই আমরা স্মরণ করবো। সাথে সাথে স্মরণ করবো আমার দেশের বুদ্ধিজীবী ভাইদের। যাঁদের কার্ফু অর্ডার করে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীরা, এদেশের সহযোগী আলবদর, রাজাকারদের সহযোগিতায় ঘরের থেকে টেনে টেনে নিয়ে এক এক করে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তারা হত্যা করেছিল, ভেবেছিল যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এদেশের মানুষকে শেষ করে দেওয়া হবে। সে জন্য তারা আমার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছিল। হত্যা করেছিল কল-কারখানার শ্রমিকদের, হত্যা করেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্রদের, হত্যা করেছিল গ্রামের কৃষকদের, হত্যা করেছিল আমার দেশের সাধারণ মানুষকে। পেটের দায়ে, জানের ভয়ে লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। যদি আমি আমার যাঁরা শহিদ হয়েছেন বাংলার মাটিতে তাঁদের কথা স্মরণ করার সাথে সাথে যদি আমি ভারতবর্ষের যারা বারো হাজার সৈন্য আমার বাংলার মাটিতে শহিদ হয়েছিল আমার স্বাধীনতার জন্য, তাদের কথা যদি স্মরণ না করি তাহলে অন্যায় করা হবে। তারা ভারতবর্ষের নাগরিক ছিলেন। তারা দাঁড়িয়েছিলেন আমার

মুক্তি ফৌজের পাশে। তারা দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার মানুষের সাথে। তারা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন আমার বাংলার মানুষের সাথে। তাই তারা এই বাংলার মাটিতে বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য শহিদ হয়েছিল। আমি কৃতজ্ঞ ভরে স্বীকার করি, স্মরণ করি সেই সমস্ত হিন্দুস্তান ভারতবর্ষের সৈনিকরা যারা আমার বাংলার মাটিতে শহিদ হয়েছিল। আমি স্মরণ করি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ও ভারতের সরকারকে যারা আমার এক কোটি লোকরে আশ্রয় দিয়েছিল। যারা আমার এক কোটি লোকরে খাইয়েছিল। যারা আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। তাদের মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা শুরু করতে চাই।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, স্বাধীনতার সংগ্রাম একদিনে শুরু হয় নাই। স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছে অনেক আগে। অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, অনেক অত্যাচার-অবিচার, অনেক রক্ত, অনেক আন্দোলন, অনেক কারাভোগ। তারপরে স্বাধীনতার চরম পর্যায় আসে। সে ইতিহাস বলতে চাই না। বলতে চাই না ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন। বলতে চাই না ১৯৫২ সালের আন্দোলন। বলতে চাই না ১৯৫৪ সালের ৯২ক ধারা। বলতে চাই না ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারি। বলতে চাই না '৬৫ সালের ছাত্রের রক্ত। বলতে চাই না মনু মিয়া হতে সকলের রক্ত। বলতে চাই না '৬৯ সালের আন্দোলন। বলতে চাই না কিছুই। শুধু স্মরণ করতে চাই তাদের কথা কৃতজ্ঞতা ভরে।

ভাইয়েরা, বোনেরা, ২৫ বৎসর বাংলাদেশকে শোষণ করেছে পাকিস্তানের শোষকরা আমার অর্থ, আমার সম্পদ, আমার সংস্কৃতি, আমার ভাষা, আমার সর্বস্ব লুট করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেইদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলাম, কত বৎসর, কতদিন, কত রজনী কারাগারের ভেতর অন্তরালে বসে চিন্তা করেছি আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। আমার বাংলার মানুষ সম্পদ ভোগ করবে। আমার বাংলার লোক তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। আমার বাংলা দুনিয়ায় স্থান পাবে। এ কথা অনেকেই জানে না। যেদিন সে ইতিহাস লেখা হবে, যেদিন সে ইতিহাস বলবো, কতদিন, কত রাত্রে, কত বৎসর এইভাবে গোপনে গোপনে আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। সে ইতিহাস জানা দরকার। ইতিহাস মিথ্যা হয় না। কেউ চেষ্টা করবেন না ইতিহাসকে মিথ্যা করতে। তারপরের ইতিহাস আপনারা জানেন। যখন নন কো-অপারেশনের আন্দোলন শুরু করলাম, বাংলাদেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। আমি এই ময়দান থেকে বলেছিলাম, আমি যদি না থাকি, আমি যদি তোমাদের হুকুম দেবার না পারি, আমি বলে যাবার চাই, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। আমি মাথা নত করি নাই। আমার দল মাথা নত করে নাই। সংগ্রাম করেছি মাতৃভূমিকে বাঁচাবার জন্য।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ শে মার্চ। ইয়াহিয়া খান ষড়যন্ত্র করে সৈন্যবাহিনী এখানে আনল। যখন নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট শুরু হলো। ইয়াহিয়া খানও খেলছিলেন। আমরাও প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ইয়াহিয়া খানও সৈন্য আনছিলেন। আমরাও জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় দুর্গ গড়ছিলাম। এবার যে আমি, সবার মনে আছে আপনাদের, আমি বলেছিলাম, ইয়াহিয়া

খান, এটা '৫৪ সাল নয়। ইয়াহিয়া খান, এটা '৫৮ সাল নয়। ইয়াহিয়া খান, এটা '৬৬ সাল নয়। ইয়াহিয়া খান, '৭১ সাল। বুইঝা সুইঝা চল। বাংলার মানুষকে আঘাত করলে বাংলার মানুষও চরম আঘাত করবে। আপনাদের মনে আছে এই বক্তৃতা আমি করেছিলাম।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা, ২৫ শে রাত্রে আমার বাড়িতে আক্রমণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ করে। রাজারবাগ আক্রমণ করে। পিলখানা আক্রমণ করে। আমার সৈন্যদের গুলি করে মারে। আমার পুলিশদের গুলি করে মারে। আমার আনসারকে গুলি করে মারে। আমার বিডিআরকে গুলি করে মারে। আমার ছাত্রদের গুলি করে মারে। আমার বাড়িতে মেশিনগান চালায়। আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। আমি বলেছিলাম আমার নেতৃদের ডেকে, উনারা সামনে সব উপস্থিত আছে। সামান্য কথা বলা দরকার, তারা অনেকে যা ইচ্ছা আসে, অমনি লেখে ফেলায়। স্বাধীনতার সংগ্রাম, দুধের বাচ্চা চিৎকার করলেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। আর একই সময়, একই মুহূর্তে ৪০টা জেলার প্রত্যেকটা মহকুমায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে নাই। প্রস্তুতি না থাকলে। আমি আমার সহকর্মীদের হুকুম দিয়েছিলাম। যাও। যার যার এরিয়ায় যাও। দরকার হয় সরকার গঠন কর। সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। এইবারের সংগ্রাম চরম সংগ্রাম। বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে কি বাঁচবে না এইবারই স্থির হবে। আমি সংগ্রাম করবো রক্ত দিয়ে। তোমরা সংগ্রাম করবা অস্ত্র দিয়ে। আমার সহকর্মীরা আক্রমণ করে। ১০ই এপ্রিল তারিখে যখন বাংলার চারিদিকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায়ই একমাত্র ঢাকা শহরটা ছাড়া, আমাদের হাতে ছিল। ১০ই এপ্রিল তারিখে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভাপতি হয়ে, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে, খন্দকার মোশতাক আর মনসুর আলি মন্ত্রী হয়ে তারা সরকার গঠন করে, মুজিবনগরে। সরকার পরিচালনা করে। তারা সেখানে, আমাদের যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, পাকিস্তানের বর্বরদের আক্রমণে, তাদের সংঘবদ্ধ করে। তাদের ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করে। তাদের জন্য অস্ত্রের বন্দোবস্ত করে। তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করে। তাদের জন্য অস্ত্র বন্দোবস্ত করে। ট্রেনিং দিয়ে আবার বাংলার মাটিতে ফেরত দেয়। দুনিয়ায় দুনিয়ায় লোক পাঠায়। জাতিসংঘতে লোক পাঠায়। আমার গ্রেফতার হলেও আওয়ামী লীগের লিডাররা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। দুধের বাচ্চা দু'একজনে বাজে কথা বলে থাকে। নাকে টিপ দিলে দুধ বের হয়। ওরা যতদিন পলিটিক্স করেছে, তার চেয়ে অনেক বছর বেশি আমি কারাগারে কাটিয়েছি। ওরা যেদিন জন্ম হয়েছে তার চেয়ে অনেক বৎসর আগে থেকে আমি রাজনীতি, জেল খাটতে শুরু করেছি। মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হয়। তাই তারা সংগ্রাম করে। মিত্রবাহিনী আমাদের, ভারতের সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে যোগদান করে। সংগ্রাম শুরু হয়। জাতিসংঘে খেলা শুরু করে। যখন পাকিস্তানের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে যায়, তখন প্রস্তাব আনে যাতে কিছু সংখ্যক কিছু অংশ পাকিস্তানের হাতে থাকে। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়ার ভেটোতে তা সম্ভব হয় নাই। আমারে বলে যে, তোমরা বিচার কোরো না। যুদ্ধবন্দীদের

বিচার কোরো না। যুদ্ধবন্দী এক জিনিস, আর যুদ্ধ অপরাধী অন্য জিনিস। আজ আমার স্মরণ করতে হয়। এত ত্রিশ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে, এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করেছে। দুই কোটি ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাস্তাঘাট ছারখার করে ভেঙে দিয়েছে। নৌকা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা চুরি করে নিয়ে গেছে। কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। গুদামে খাবার নাই। আর কার্ফু দিয়ে আমার বুদ্ধিজীবীদের ঘরে থেকে নিয়ে হত্যা করেছে। তাদের বলে বিচার হবে না! আপোস করতে শেখ মুজিবর রহমান জানে না। বাংলার বুকে বিচার হবে। বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে। আমার মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে। কারো কাছে মাথা নত করতে আমি জানি না। যে জাতের ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দেবার পারে, যে জাতির দুই লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দেবার পারে, যে জাতি মানুষের সামনে বুক ফুলিয়ে গুলি খেয়ে মরতে পারে, সেই জাতিকে আর দাবাবার শক্তি কারো নাই। এই পতাকা থাকবে। এই স্বাধীন দেশ থাকবে। বাংলাদেশ আছে। বাংলাদেশ থাকবে।

ভুট্টো সাহেব বলেন, আমি বাংলাদেশকে রিকগনাইজ করবো কি করবো না। ভুট্টো সাহেব, আমি পাকিস্তানকে রিকগনাইজ করবো কি করবো না, সেটাই ভাববার বিষয়। তুমি আমার চার লক্ষ বাঙালিকে বন্দী করে রেখেছ। তারা কোনও অন্যায় করে নাই। দুনিয়া অন্ধ হয়ে গেছে। যারা নন বেঙ্গলি বাংলাদেশে আছে, দেড় লক্ষ, তারা বলেছে, বাংলাদেশে থাকবে। তারা বাংলার নাগরিক। তাদের সমান অধিকার দেবো। আড়াই লক্ষের উপরে বলেছে, তারা পাকিস্তানে যাবে। আমি জাতিসংঘকে অনুরোধ করছি, আমি ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসকে অনুরোধ করছি, এই আড়াই লক্ষকে বাংলার মাটি থেকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছিয়ে দাও। আর আমার লোককে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় পৌঁছিয়ে দাও।

তুমি আমারে রিকগনেশন দেবা না? এই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান বলে কোনও পদার্থ দুনিয়ায় নাই। কারণ মেজরিটি লোক আমরা বাঙালি বেরিয়ে এসেছি বাংলাদেশে। এখন কি আমি পাকিস্তানরে রিকগনেশন দেবো? না ফ্রন্টিয়ারের পাঠানিস্তানকে রিকগনেশন দেবো? না বেলুচিস্তানকে রিকগনেশন দেবো? না সিন্ধুস্তানকে রিকগনেশন দেবো? সেটাই ভাববার কথা ভুট্টো সাহেব? তুমি বলছ, রিকগনেশন দেবো না। তোমার যারা মুরব্বি তারা রিকগনেশন দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে আর তুমি দেবা না। রিকগনেশন দেবা না? বাংলাদেশ। এসেছে বাংলাদেশ। থাকবে। রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ এনেছি। রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ দরকার হয় রাখা হবে।

প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য শেখ মুজিবর রহমান রাজনীতি করে নাই। বাংলার মানুষকে ভালোবাসি বলেই রাজনীতি করেছিলাম, হাসতে হাসতে ফাঁসি কাষ্ঠে যেতে চেয়েছিলাম। বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আর বাংলার মানুষ যদি একদিন দেখি আমাকে ভালোবাসে না, এই প্রধানমন্ত্রিত্ব লাথি দিয়ে আবার আমি বাংলার মাটিতে চলে যাবো।

বাংলার মানুষ আমাকে জাতির পিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রী আমার পক্ষে ছোট জিনিস। কিন্তু বাধ্য হয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে। কারণ আমার গুদামে চাল ছিল না। আমার সেপাহীদের পোশাক ছিল না। আমার রাস্তাঘাট ছিল না। আমার অস্ত্র ছিল না। আমার রেলওয়ে চলত না। আপনারা জানেন ভাইয়েরা আমার। আপনারা এত তাড়াতাড়ি ভুলবেন না। কিছু কিছু পাকিস্তানি দালাল আজ এই বাংলাদেশে খেলছে। যারা আজ আমার পাটের গুদামে আগুন লাগায়। পাটের গুদাম বাংলার সম্পদ। তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম। মুজিবর রহমান নরম মানুষ। বাংলার মাটি যেমন নরম, পলি মাটি যেমন বৃষ্টিতে নরম হয়, আমিও তেমনি নরম। আবার চৈত্র মাসে প্রখর রোদ্রে যখন শক্ত হয় বাংলার মাটি, আমি তেমনি শক্ত হতেও জানি। আজ চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, ডাকাতরা, যারা অস্ত্র পেয়েছে, গ্রামে-গ্রামে ডাকাতি করে। দুঃখি মানুষ ঘুমাতে পারে না। বাংলার মানুষ আমার কাছে খাবার চায় না। বাংলার মানুষ আমার কাছে শান্তিতে ঘুমাতে চায়। কিন্তু চোর, গুণ্ডা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি।

জনসাধারণ ভাইয়েরা, তোমরা আমার কথা কোন এবং বিশ্বাস কোরো আমি জানি। তোমাদের কাছে আমি জানতে চাই, আমি যদি কঠোর হয়ে এই সমস্ত দুর্নীতিকারীদের চরমভাবে দমন করি, তোমরা আমাকে সাহায্য করবা কি করবা না?

আমার ওপর তোমাদের আস্থা আছে কি নাই? আমি দেখতে চাই। হাত তুলে আমাকে দেখাও।

বসেন।

রামের ধনুক আমার সহ্য হয়। হনুমানের দাঁত ভেচকানি আমার সহ্য হয় না। আজ ইয়াহিয়া খানের ফাঁসি, আইয়ুব খানের ফাঁসি আমার সহ্য হয়। কিছু সংখ্যক দুধের বাচ্চা যে দাঁত ভেচকানি শুরু করেছে তা মাঝে মাঝে আমার, আমি অসহ্য হয়ে উঠি। একটা দেশ, ধ্বংসস্তূপ। এক আনার বৈদেশিক মুদ্রা আমি পাই নাই। যেদিন সরকার আমার দল নিয়েছিল, গুদামে চাল ছিল না। খাজনা মাফ করে দিয়েছি। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। লবণ ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। আমাকে খাবার আনতে হবে আট কোটি মণ। আপনাদের আশীর্বাদে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আসছে। যেখানে পোর্ট বন্ধ ছিল। চট্টগ্রামের পোর্ট বন্ধ ছিল। চালনার পোর্ট বন্ধ ছিল। চট্টগ্রামে থেকে রেলওয়েতে আনতে সময় লাগত ৭২ ঘণ্টা। আর যুদ্ধের আগে লাগত ৭ ঘণ্টা। এখন লাগে ১২ ঘণ্টা। ৩০০ এর মতো রেলওয়ে ব্রিজ ভেঙে দিয়েছিল। আজ ২৯৮টা ব্রিজ কোনোমতে টেম্পরারিভাবে মেরামত করে আমরা মাল চালাচ্ছি। ৬৫ হাজার গ্রাম আছে বাংলাদেশে। এই ৬৫ হাজার গ্রামে আমার খাবার পৌছাতে হয়েছে। অনেকে বক্তৃতা করে। কী হলো? এটা হলো না। ওটা হলো না। ওটা হলো না। তোমার বাবার মাথা হবে। কোত্থেকে হবে?

কয়েক কোটি মণ। ভারতবর্ষ যদি আমাকে দুই কোটি মণ খাবার, আড়াই কোটি মণ খাবার না দিত, এদেশের মানুষকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। যেই জাহাজে করে চাল

আসবে, খাবার আসবে, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আনতে হবে, কই, ইলেকশন আইছে, গন্ধ পাইছে, আর বড় বড় বক্তৃতা করে। গত সাইক্লোনের কথা মনে আছে আপনাদের? যখন ভোলা, সন্দ্বীপ, পটুয়াখালী, হাতিয়া, রামগতি, নোয়াখালীতে বন্যা হয়েছিল, মনে আছে? কয়েক লক্ষ লোক সেখানে মারা যায়। আমিও তখন যুক্তপার্টি করতাম। সরকার কী সাহায্য দিয়েছে না দিয়েছে, সেদিকে আমি ভ্রুক্ষেপ করি নাই। এমন কোনও দ্বীপ ছিল না, যে দ্বীপে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিয়ে আমি রিলিফের কাম করি নাই এবং খাওয়া আর কাপড় পৌছাই নাই। যেখানে গ্রামে-গ্রামে হাহাকার, যেখানে না খেয়ে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, যেখানে আমাকে দুনিয়া থেকে কাপড় কিনে আনতে হচ্ছে, আবার যা কিনে আনি, চোরাকারবারির দল তা আবার গরিবকে লুট করে নেয়। যেখানে আমার অন্য অন্য যারা রাজনৈতিক দল আছেন, খালি কী চাই না করিয়া, একটা গ্রাম, আমার ৬৫ হাজার গ্রামের একটা গ্রাম বাইছা নিয়া কিছু কাপড়, কিছু চাল দিতেন। তাইলে বুঝতাম, কিছু রিলিফ ওয়ার্ক আপনারা করছেন। ওখানে যে কনকারেন্স করার সময় ৭০ মণ গরুর গোশত, ৭০ মণ খাশির গোশত, লক্ষ লক্ষ টাকা, ভালো ভালো মোটরগাড়ি, হাইজাকের কার, সব নিয়ে ঘোরেন, আর বলেন দুর্নীতি, দুর্নীতি, দুর্নীতি। ঢাকা শহরে ৬ খান গাড়ি নিয়ে চলেন। আসে কোত্থেকে? টাকাটা দেয় কেডা? ইন্ডাস্ট্রি আমি ন্যাশনালাইজ করছি। বড় বড় কারখানা ন্যাশনালাইজ করছি। ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করছি। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ন্যাশনালাইজ করছি। পয়সা পান কোত্থেকে আপনারা অনেকে? আমি বলি নাই সকলে। কিছু কিছু লোকে। যখন অন্যকে দুর্নীতিবাজ বলেন, মেহেরবানি করে নিজেদের চেহারাটা একটু আয়নাতে দেখে নিয়েন। আপনাদের কী ছিল এর আগে আমি জানি। বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না, হাটে হাঁড়ি ভাইঙা যাবে। যখন আমি দুর্নীতির জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীকে এক্সপেল করে জেলে ভরে দেই, তখন তারা হিরো হয়ে যায়। অন্য দলে জয়েন করে। আহাহাহা। জুলুম হয়েছে। জুলুম হয়েছে। জুলুম করি নাই। জুলুম দেখেন নাই। আপনার জন্মের আগে জুলুম হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে ১৯৪৮, ৫২। একেকবার জেলে গেছি আড়াই বছর তিন বছর। মামলার আসামি। খুনি মামলার আসামি। ডাকাতি মামলার আসামি। জুলুম দেখেন নাই কারে বলে। জুলুম করতে চাই না কারো উপরে। গণতন্ত্র দিয়েছি। আজ ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ। একদল বলছে, যে বঙ্গবন্ধু কলকারখানা জাতীয়করণ করেছে, বোধহয় এই কলকারখানা আবার ছেড়ে দেবে। জীবনেও ছাড়ব না, লেখে রাখো। এটা জনগণের সম্পত্তি। ভুলে যাও। যা থাবা দিয়ে নিছি, ও জনগণের সম্পত্তি। আমার ফেরত দেবার অধিকার নাই।

এদেশে সমাজতন্ত্র হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কই এত যদি আপনারা পারেন, একদল লোক বলে অস্ত্র দিয়ে ব্যবহার করবে। গণতান্ত্রিক দেশে এ কথা বলা আইনত নিষিদ্ধ। তবু আমি কিছু বলছি না। তবু আমি মানা করছি। আমার আওয়ামী লীগ কর্মীদের মাঝে মাঝে খুন করা হয়। ২৫ বৎসরে আওয়ামী লীগ কর্মীর গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা কারো ছিল না। আমি ক্ষমতায় আছি বলে আওয়ামী লীগ কর্মী খুন হয়। নাহলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা দেখায় দিতে পারে যে খুন কাকে বলে। আমি মানা করে দিয়েছি। ঠিক আছে।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আপনাদের কাছে আমার কথা। আজ এই ১৬ই ডিসেম্বর। আজ থেকে আপনারা দলিল পেয়েছেন। শাসনতন্ত্র। সংবিধান। দুনিয়ার ইতিহাসে বিপ্লবের পরে কেউ শাসনতন্ত্র ১১ মাসে দিতে পারে নাই। এই বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগ ও আমরা দিয়েছি। আপনাদের দলিল। আপনাদের দলিল। জনগণের অধিকারের দলিল। ২৫ বৎসর কত সংগ্রাম করছি এই দলিলের জন্য। সেই দলিল বাংলার মানুষ আজ পেয়েছে। যত কালা কানুন ছিল পাকিস্তানের আমলে, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স থেকে অন্যান্য আইন, আজ থেকে বাতিল করে দেওয়া হলো।

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, নির্বাচন দিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি নির্বাচন কেউ দেয় না। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে ৫ বৎসর ক্ষমতায় আমি থাকতে পারতাম। আমার দল ক্ষমতায় থাকতে পারত। কিন্তু তারা এসেম্বলিকে ডিজলভ্ করে দিছে। ... আজ অ্যাসেম্বলি ডিজলভ্। এবার নতুন নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ্, ৭ই মার্চ তারিখে।



১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঢাকা

মুজিবনগর কর্মচারী সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মুজিবনগর কর্মচারী সমিতির সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত আমার সহকর্মীরা, ভদ্রমণ্ডলি ও ভদ্রমহিলাগণ, আমাদের সৌভাগ্য স্বাধীন দেশের মাটিতে বসে আজ আমরা একত্রিত হতে পেরেছি। আপনারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে কথা আমার ভাই তাজউদ্দীন সাহেব বলেছেন। আপনারা যে আমার ডাকে মাতৃভূমির কিছু অংশ ত্যাগ করে মুজিবনগরে সরকার গঠন করে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, চিরজীবন জাতি তা মনে রাখবে। আমি জানি, আমার সহকর্মীরা যারা সরকার পরিচালনা করেছিলেন, তাদের কাছ থেকে সমস্ত খবরই আমি পেয়েছি। কী দুঃখে, কী কষ্টের ভিতর দিয়ে আপনাদের সরকার পরিচালনা করতে হয়েছে, আপনাদের কাজ করতে হয়েছে। সেই ইতিহাস জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। মুজিবনগরে সরকার গঠন করে আপনারা স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। আপনারা জানতেন না অনেকেই সমস্ত কিছু ফেলে মুজিবনগরে আশ্রয় নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাপ ফেলে সেখানে আশ্রয় নিয়ে আপনারা সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। আপনারা জানতেন না কোনদিনও ফিরে আসবেন। এমনও হতে পারত অনেক বৎসর আপনাদের কাটাতে হতে পারত। এমনও হতে পারত দীর্ঘ বৎসর আপনাদের সংগ্রাম চালাতে হতে পারত। এমনও হতে পারত যে ফিরে এসে কাউকে নাও দেখতে পারতেন। যে পৈশাচিক শক্তি বাংলার মাটিতে ছিল তারা যে মানুষ ছিল না তার প্রমাণ দুনিয়া দেখেছে, আমরাও হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি। স্বাধীনতা হওয়ার পরও আপনাদের ওপর বিচার করতে আমরা পারি নাই। সত্য কথা বলতে গেলে ত্যাগ যারা করে তারা চিরদিনই করে এবং ত্যাগের মধ্য দিয়েই তারা বেঁচে থাকে। আপনারা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। সবচেয়ে বড় পাওয়া এটাই আপনাদের আজ। আজ আপনাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, শত্রুমুক্ত হয়েছে। দেশের মাটিতে আপনারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারেন। সেটাই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বলতে হয়, মাঝে মাঝে, জানি না আমি

একটু পরিষ্কার কথা বলি বলেই বোধহয় অনেকে আমাকে যারা ভালোবাসেন, ভালোবাসেন, যারা অপছন্দ করেন, অপছন্দও করেন। যে কোনও রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকে না, বা স্বাধীনতা সংগ্রামে শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করে কাজ করে, কোনও দেশে কোনদিন তাদের ক্ষমা করা হয় নাই। আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম তাদের ক্ষমা করতে। আমরা আশা করেছিলাম তাদের মনের পরিবর্তন হবে এবং দেশকে ভালোবাসবে এবং কাজ করবে। কিন্তু মাঝে মাঝে যেন আমরা ঘাবড়িয়ে যাই। তারা যেন এটাকে মনে করেছে এটা তাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তারা ভুল করেছে। এটা ছিল বিপ্লবী সরকারের মহানুভবতা। পরিবর্তন যেন অতখানিক আসে নাই। তারা যেন ভালো করে সেটাকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। তাদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি দেওয়া সত্ত্বেও তারা যেন সেটাকে মানিয়ে নিতে পারছেন না বা দেশপ্রেমে এবং ধ্বংসস্তূপ একটা বাংলাদেশের জন্য যে প্রাণ দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন, কাজ করছেন না। কিছু কিছু সংখ্যকের এই মানসিক পরিবর্তন এখনও হয় নাই। কিন্তু এখনও সেটা আমরা সেটা ছেড়ে দেই নাই। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি তাদের পরিবর্তন আনার জন্য। আমি দেখেছি। আমি সত্য কথা আপনাদের কাছে বলেছি। আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না। কারণ আমি জনগণকে ভালোবাসি, জনগণের জন্য আন্দোলন করেছি, জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে বন্দুকের নলের ওপর বিশ্বাস করে দেশ শাসন করতে আমরা চাই না। যারা মুজিবনগরে যেয়ে কাজ করেছিলেন তারা ফিরে আসার পরে যেখানে যাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রাণ দিয়ে তারা কাজ করেছে। কোনও দাবি আমার কাছে বা আমাদের কাছে করতে আসে নাই। কয়েকটা ছেলে একবার এসে বলল, স্যার, আপনি আমাদের নয় মাসের বেতন বন্ধ করে দিলেন, আমাদের কষ্ট হচ্ছে। ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। সত্যি কথা। আমি বললাম যে তোরা বাড়ি যা। বহু কষ্ট করেছিস। সময় আসলে তোদের টাকা নিশ্চয়ই তোদের দেওয়া হবে। যারা নয় মাসে এখানে কাজ করে পুরা বেতন নিয়ে আরামে সংসার করলেন, তাদের বেতন কিন্তু কাটি নাই। কিন্তু মুজিবনগরের যে কর্মচারীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে, না খেয়ে, কষ্ট করে, আমি জানি, আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে জানি, যে তাদের মাইনা দেবার পারে নাই, খাবার দেবার পারে নাই, তাদের কাপড় দেবার পারে নাই, কাগজ দেবার পারে নাই। তাদেরকে ত্রাণ দেবার পারে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে মুখ দেখতে পারে নাই। তারা কিন্তু প্রতিবাদ করে নাই। আমার কাছে যখন আসছে, আমি বলছি, যা, বাড়ি যা। সময় যখন আসবো, দেখবো। পাবি। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলে নিশ্চয়ই তোদের দেওয়া হবে। ওরা বলে, স্যার, আমরা চাইতে আসি নাই। আমরা যে পাই নাই, সে জন্য আমাদের দুঃখ নাই। আপনাকে খালি বলতে আসছি। দিয়েন না আপনি। আমি বলছি, নিশ্চয়ই। দেখবো আমরা। তারা কিন্তু এই নিয়ে আইসা আমার দাবি মানতে হবে কয় নাই। আমাদের এটা দিতে হবে বলে নাই। বেশি দাবি কিন্তু তারাই করেছেন বেশি যারা দেশের আর্থিক অবস্থার কথা জানে শুনেও এবং এখানে বসে বেশি আরাম করেছেন, তারাই কিন্তু বেশি দাবি করেছেন। তবে আজ আমি বলে দেবার চাই, মুজিবনগরের যে কর্মচারীদের নয় মাসের

বেতন আমি বন্ধ করেছিলাম, তারা আগামী মাসে থেকে পাবেন। পয়সা দিয়ে আমি, আপনাদের ঋণ শোধ করতে বাংলার মানুষ পারবে না। পয়সা দিয়ে কোনদিন কোনও মানুষকে কেনা যায় না। আপনারা আমাদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্র। আপনারা– ডাক দিয়েছিলাম, ডাক শুনে সবকিছু ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। জানতেন না জীবনে আর মাতৃভূমিতে ফিরে আসবেন কিনা তাও জানতেন না। দেখবেন কত পার্সেন্ট আসে আমাদের দাবি মানতে হবে, দেখবেন, নাইনটি নাইন পারসেন্ট আসে যারা নয় মাস এখানে সংসার করছে এবং খাইছে। ধ্বংসস্তূপ একটা দেশ। আপনারা বোঝেন, দেখেছেন, কাজ করেছেন, যে জমিতে কৃষক পরিশ্রম করে, সে কৃষক বোঝে যে সে জমির ফসল নষ্ট হলে কত মায়া লাগে। আর যদি আরেকজন এসে দখল করে খায়, তার ততটুকু মায়া লাগে না। তাই মুজিবনগরের কর্মচারীরা যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন বলে তাদের প্রাণে এত মায়া এদেশের জন্য যে, তারা কোনও কিছু না দিলেও বলে কিছুই চাই না, আমরা কাজ করবো। আমার বাংলাদেশ স্বাধীন থাকুক। আমরা আবার দেশকে গড়ে তুলি। মানসিক পরিবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছে আমার সহকর্মী ভাইয়েরা। বারবার বলছি আমি। কেন যেন কানে যাচ্ছে না। বারবার বলছি, অনুরোধ করছি, ধমক দিচ্ছি কেমন যেন মনে হয় যেন মেশিন চলছে না। ব্যাপারটা যেন কেমন আমার কাছে একটু খারাপ খারাপ মনে হয়। আমিও মাঝে মাঝে ধমক দিয়েছি। কিন্তু ধমক দিয়েও আবার মাঝে মাঝে ভাবি কী করবো? কিন্তু ধমক দিতে দিতে একবার এমন ধমক দিতে হবে যে অনেকেরই বাড়ি যেতে হতে পারে। কারণ সহ্যেরও একটা সীমা রয়েছে। দায়িত্ব রয়েছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে আমাদের উপরে। স্বাধীনতা আমার বৃথা হয়ে যাবে। রক্ত আমার বৃথা যাবে। শহীদের রক্ত বৃথা যাবে। শহীদের আত্মা শান্তি পাবে না, যদি এদেশের দুঃখি মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, যদি গায়ে কাপড় না পায়, কর্মসংস্থান না হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা কদ্দিন টেকে তা আমি জানি না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। সেই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।

মুজিবনগরের কর্মচারী ভাইয়েরা, তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে। যারা এখানে ছিলেন, যাদের ক্ষমা করে আমরা কাজ দিয়েছি, তাদের আমি আবেদন করছি। দুঃখি মানুষের অর্থ দিয়ে আপনাদের সংসার চলে। দুঃখি বাংলাদেশের মানুষ যে খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয়, যে পরিশ্রম করে, যার গায়ে কাপড় নাই, যার পেটে খাবার নাই, যার ছেলে ঔষধ পায় না, তার অর্থ দিয়েই এই সরকার চলে। তার অর্থ দিয়েই আপনাদের পোশাক চলে, গাড়ি চলে, বাড়ি চলে, আমাদের চলে। তাদের কথা যদি ভুলে যাই তাহলে এদেশে এমন ঝড় উঠবে, সে ঝড়ে আপনারা অনেকে ছারখার হয়ে যাবেন। মনে করেন যে, শেখ মুজিব সে ঝড়েও নেতৃত্ব দেবার পারে। দুঃখি মানুষের সঙ্গে বেইমানি আমি করতে পারবো না। যারা আজকে অনেকে আমার আশেপাশে ঘোরেন, আমার কাছে কাছে থাকেন, যাদের

আমি জানি, তাদের অনেককে আমি চিনি এবং জানি। ১৯৪৭-'৪৮ সালে যখন প্রথম গ্রেফতার হই, তারপরে থেকে যতবার জেলে গিয়েছি, যতবার আন্দোলন করেছি আমার মুক্তির জন্য আমার দেশের জন্য যে জীবন দিয়ে থাকে তো জীবন দিয়েছে ঐ রিক্সাওয়ালা। জীবন দিয়েছে ঐ বস্তির লোক, জীবন দিয়েছে ঐ ঘোড়াগাড়িওয়ালা, জীবন দিয়েছে ঐ ছাত্র। সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোকরা কতজন জীবন দিয়েছেন আমি জানি না। আগরতলা জেল থেকে বের করার জন্য যদি রক্ত দিয়ে থাকে, সে দিয়েছে ছাত্র এবং গরিব দুঃখি। মার্শাল ল'র সময় গ্রেফতার হওয়ার পরে যখন আন্দোলন করেছিল, আন্দোলন করেছিল গরিব দুঃখি। '৬৬ সালের জুন মাসে জেলে যাওয়ার পরে আমার সহকর্মীদের গ্রেফতারের পরে রক্ত দিয়েছিল শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত। আমি বারবার আপনাদের বলছি একটু লোভ মোহ ত্যাগ করেন। দুর্নীতিতে দেশ ভরে গেছে। কেন যেন একটা মানুষের পয়সা করার নেশা হয়ে গেছে। যাকে যে কাজ দেই সেখানে যেন দুই পার্সেন্ট কমিশন খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি এখনও বাংলার জনগণকে বলি নাই। আপনারা দেখেছেন রেসকোর্সে আমি হুকুম করলে এই সেই ১৬ তারিখ দেখতে পারতেন যে আমার যেমন সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি বাংলার মানুষকে বলেছিলাম লাঠি দিয়ে যুদ্ধ করতে, বাংলার মানুষ দাঁড়িয়েছিল। আপনাদের আমি অনুরোধ করি, আপনাদের আমি আবেদন করি, আপনাদের আমি হুকুম দেই, আপনাদের আমি আরও আবেদন জানাই, কেন, একটা ধ্বংসস্তূপ দেশ, কেন আপনারা আঠার ঘণ্টা, ষোল ঘণ্টা কাজ করবেন না? ঠিক সময়মত গেলেন, আবার চট করে বেরিয়ে আসলেন, আবার খট করে চলে গেলেন, অভাব রাখি নাই। গাড়ি পাইছেন, পেট্রোল পাইতেছেন, কেন আপনারা কাজ করবেন না? বাড়িতে ঠিকমত আছেন, ফার্নিচারও দেওয়া হয়েছে। কেন ঠিকমত কাজ করবেন না? মাইনা একটু কমাইছি। দরকার হলে আরও কমাবো। কারণ গরিবকে বাঁচতে হবে। আরও কমাবো দরকার যদি হয়। একজন আসমানে যাবে, একজন না খেয়ে মরবে, বাংলাদেশে সে শাসন চলতে পারে না যদ্দিন আমরা আছি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকল। মুজিবনগরের সহকর্মীরা, আমি জানি তোমরা কী ত্যাগ স্বীকার করেছ। তোমাদের ওপর আস্থা আছে। আমি দেখেছি তোমরা কীভাবে কাজ কোরো। তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। আর যারা এখানে ছিলেন, তাদেরও অনুরোধ করছি, বারবার চান্স দিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আমাকে জানেন না। সত্যি বলছি জানেন না। আমার সহকর্মীরা খুব জানে। আমি বসে থাকি বসে থাকি নরম গরমভাবে কাজ করি, চট করে থাবা দিলে ফট করে থাবা দিয়ে বসি। তখন আমি ফিরি না। আমার নিয়মই তাই। একবার আমি থাবা দিলেই আর হাত উঠাই না। ছয় দফা দেবার পরে মাইনষে বলছিল যে, ছয় দফা? কিছু একটা কমপ্রমাইস বোধহয় শেখ মুজিব করবে। এটা আর কিছু না। আমি যে ছয় দফা দিছি, ছয় দফা আমি জানতাম আর আমার দলবল জানত। কিন্তু ওর থেকে আর নড়ানড়ি নাই। যেই নেগোসিয়েশনে বসে, সেই একটা স্টেপ বাড়ায় দেওয়া হয়। যখন পাঠায় দিলাম নজরুল সাহেবরে, তাজউদ্দীন সাহেবরে আর কামাল

সাহেবরে তখন কয় এখানে আসো। আন্দোলন আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। তা আমি হাত দিলে সহজে হাত নামাই না। আমি আবেদন করছি আপনাদের কাছে। দেশবাসীর কাছে। আমি সহ্য করতে পারি না। আমার পক্ষে এখন প্রধানমন্ত্রিত্ব চলে না। আমাকে বাংলাদেশের মানুষ জাতির পিতা করেছে। জীবনে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ, তেত্রিশ বছর আমি রাজনীতি করেছি। আমি শান্তিতে রাজনীতি করি নাই। আমি আপোসের রাজনীতি করি নাই। আমি সাইকেল নিয়ে মাটিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। বাংলার মানুষকে আন্দোলনে একদিনে এগিয়ে আনা যায় নাই। বাংলার মানুষকে আন্দোলনে এগিয়ে আনতে বহু পরিশ্রম, বহু কষ্ট করতে হয়েছে। কত রাত্রে জিপে আমাকে ফলো করেছে। সেই জিপকে ফাঁকি দিয়ে গোপন পরিষদ করতে হয়েছে। কত জেলখানার মধ্য থেকে আমাকে প্ল্যান করে বাইর করতে হয়েছে। কত কী করতে হয়েছে। সে আমরা জানি, আমার সহকর্মীরা জানে। অনেকে বলেন, লেখেন, যা মুখে আসে, ইতিহাস লেখেন। ইতিহাস। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখতে হলে ওটা আমাকেই লিখতে হবে। আর কেউ সঠিক করে লিখতে পারবে না। আর আমার সহকর্মী দু'চারজন লিখতে পারবে। সকলে লিখতে পারবে কি না সন্দেহ। কারণ অনেককেই বুঝতে দেইনি আমার সহকর্মীদের মধ্যেও। সে জন্য আপনাদের কাছে আজ আমার আবেদন হবে, যে প্রাণ নিয়ে, যে মন নিয়ে কাজ করেছিলেন, যেভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন, আমি জানি কেমন করে অস্ত্র নিয়ে গুলি করতে করতে চলে গেছে। কোথায় বউ, কোথায় বাচ্চা, কোনও পরোয়া নাই। কিন্তু মাতৃভূমির ডাকে তারা বেরিয়ে গেছে। তাদের দিকে আমাদের স্মরণ রাখতে হয়। আইসেই বলে স্যার, আমার স্ট্যাটাসটা কী হবে? স্যার আমার পজিশনটা কী হবে? আরে চাকরিতে আছেন, সেই তো ভাগ্য ভালো। আবার স্ট্যাটাস কী? বিপ্লবের পরে কবে আবার চাকরি থাকে? সেদিনই তো ডিসমিশ সব। বিপ্লবী সরকার। অল খতম। নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। বিপ্লবী সরকারের অর্থ হলো তাই। তবু বলেছি, ওরাও বাংলার ছেলে। ওরাও বাংলার মানুষ। ওদেরও বাপ-মা-ভাই আমারও বাপ-মা-ভাই। ক্ষমা কোরো। ক্ষমা কোরো। ক্ষমা করে দাও। যদি ওদের পরিবর্তন হয়, কাজ করুক। কেমন যেন আমার কাছে খারাপ লাগছে, বিশ্বাস করেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। দুর্নীতি। সত্যি কথা। দুর্নীতি বাড়ে। যাকে কাজ করতে দেই সে দু'আনা কমিশন চায়। বিদেশে মাল কিনতে দেব। কমিশন চায়। গ্রান্ট আসছে। কমিশন চায়। আরে ব্যাপারটা কী? হলো কী ব্যাপার? পয়সা কেবল মুসলিম লীগেরা বাড়াইছিল না মিয়ারা? পাকিস্তানি জল্লাদরা বাড়াইছিল না? দেখেন না বড় বড় বিল্ডিং থুয়ে গেছে। দেখছেন? বড় বড় বিল্ডিং, বড় বড় কারখানা থুয়ে এমন পলান পলাইছে একেবারে বার্মার জঙ্গল দিয়া কেউ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া কেউ কলকাতার বর্ডার পার হইয়া পলায়া গেছে। পয়সা কড়ি মাল-সম্পত্তি কিচ্ছু নাই। যে পথে আসবে সেই পথেই যাবে। মেহেরবানি করিয়া ঐ পয়সার লোভ করিয়েন না। আর পয়সা যদি ঘুষ খেয়ে বানায়ে যান, তাহলে ছেলেটা যে আছে না, ছেলেটা মাতাল হবে। একদিনে উড়ায়ে দেবে। লাভ নাই কিছু। জাতির চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। একদল আছে

বেশ সুন্দর সুন্দর গাড়ি খালি হাইজ্যাক করে। আরে যে গাড়ি চড়া জানে সেই তো হাইজ্যাক করে। গরিব তো করে না। যারা গাড়ি চালাতে জানে তারাই তো গাড়ি হাইজ্যাক করে। তারা কারা? যে ভদ্রলোকের ছেলের গাড়ি আছে, সেই ভদ্রলোকের ছেলের গাড়ি আছে, সেই ছেলে গাড়ি চালাইতে জানে, সেই তো গাড়ি হাইজ্যাক করে। আমার গরিবের, কৃষকের, রিক্সাওয়ালার ছেলে তো হাইজ্যাক করে না। কত বড় নৈতিক পরিবর্তন আমার দেশে হয়েছে! ব্যাংক লুট করে গাড়ি নিয়ে যাইয়া। ভদ্রলোকের ছেলে স্যুট কোট পরে ব্যাংক লুট করে। জাতীয় চরিত্র যদি যে জাতির চরিত্রের পরিবর্তন না হবে সে জাত বড় হতে পারে না। বাঙালি জাত ত্রিশ লক্ষ রক্তের দাগ এখানে বসে এই মুহূর্তে এক ঘণ্টার মধ্যে পনের মিনিটের মধে হেঁটে যাইয়া এই মোড় ঘুরে আপনারা দেখতে পাবেন হাজার হাজার মানুষের হাড় পড়ে আছে। সে হাড় এখনও মাটির সঙ্গে মেশে নাই। সে রক্তের দাগ এখনও আমার যায় নাই। সে মার চোখের পানি এখনও বন্ধ হয় নাই। সে বোনের আর্তনাদ এখনও যায় নাই আর আমার দেশের ছেলেরা, আমার দেশের কিছু কিছু কর্মচারী আজ ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে, ডাকাতি করে। লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়।.আমি বলে এই জাতির পিতা! আমি গর্ব অনুভব করি যে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, তার পিতা আমি। আমি গর্ব অনুভব করি যে জাতি রক্ত দিয়েছে সে জাতির পিতা আমি। কিন্তু ঘুষখোর দুর্নীতিবাজের পিতা আমি নই। আমার ঘৃণা করে। আমি বলেছি আগে, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ ছাড়া পারা যাবে না। শেখ মুজিবুর, তার মন্ত্রী, তার দলের কয়েকজনকে বাইটে খাওয়ালেও আর কয়েকজন কর্মচারীকে বাইটে খাওয়ালেও সোনার বাংলা করা যাবে না। সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ পয়দা করতে হবে। তাই এই রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র দুঃখি মানুষের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে যদি মৃত্যুর আগে আমি দেখে যাবার পারি যে আমার প্রত্যেকটা মানুষ হাসে, প্রত্যেকটা মানুষ পেট ভরে ভাত খায়, প্রত্যেকটা মানুষের গায়ে কাপড় আছে, প্রত্যেকটা মানুষের কাজ আছে। তাহলেই শান্তিতে মরতে পারবো। নাহলে যেভাবে এসেছিলাম সেভাবেই খতম হয়ে যাবো। কোনদিন শান্তিতে মরতে পারবো না। আর আমার জীবনের দীর্ঘ কারাগার, দীর্ঘ ফাঁসির হুকুম, অন্ধকার সেলের মধ্যে মাথার মধ্যে মেশিনগান দিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়েও আমি মাথা নত করি নাই। আমার সাত কোটি মানুষের যেন ইজ্জত নষ্ট না হয়। আর আজকে আমার দুঃখ হয় যাদের ওপর বিশ্বাস করে কাজ করি, যাদের আমরা ক্ষমা করেছি, তাদের মতের এবং পথের পরিবর্তন এখনো হয় নাই।

মুজিব নগরের কর্মচারী ভাইয়েরা, তোমাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ত্যাগ আর সাধনা দিয়েই দেশকে ভালো করা যায়। ত্যাগ আর সাধনা ছাড়া কোনও জিনিসই হয় না। তাই তোমরা যে ত্যাগ এবং সাধনা দেখিয়েছ, ভবিষ্যতেও দেখাবা এটা আমি আশা করি। আর যারা এখানে ছিলেন, তাদের আমি আবার অনুরোধ করছি আপনারা মতের, পথের এবং নিজের পরিবর্তন করুন। না হলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। আমি আবার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে, আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের ওপর

সত্যিকারের যা করা উচিত ছিল সেটা আমরা করি নাই এ জন্য যে সকলে মিলে কাজ করলে ওরা মতের পরিবর্তন করবে।

আমি অনুরোধ করছি আপনারা কাজ করুন। খোদা আপনাদের সহায় আছেন। মানুষকে যদি ভালোবাসেন মানুষ নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। খোদাকে যদি ভালোবাসেন, খোদাও আপনাকে ভালোবাসবে। সে ভালোবাসার মধ্যে যেন কৃপণতা না থাকে। মানুষকে যদি ভালোবাসেন, সে ভালোবাসার মধ্যে যেন কৃপণতা না থাকে। তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে। এর মধ্যে কোনও কিন্তু নাই। এ কথা বলে বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা।



২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ফরিদপুর

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ফরিদপুরে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, আমার ফরিদপুরের ভাই ও বোনেরা, আমি জেল থেকে বের হয়ে আপনাদের কাছে আসতে পারি নাই। জেলে থেকে বের হয়ে এসে এক মুহূর্ত আমি সময় পাই নাই। ফরিদপুরে আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল। আমি আমার সহকর্মীদের বলতাম যে ফরিদপুর জেলায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি। অন্যান্য জেলার ভাই-বোনদের না দেখে তোমাদের কাছে তো আমি আগে যাবার পারি না। তাই প্রথমে আমার অন্য অন্য জেলায় ঘুরতে হবে। তার পরে আমি ফরিদপুর জেলায় যাব। তারা অনেক সময় আমার কাছে বলেছে চলো একবার যাই, আমারও মন কাঁদে আপনাদের কাছে আসতে। কিন্তু কী করবো?

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যবাহিনী চব্বিশ বৎসর বাংলাদেশকে শোষণ করেই ক্ষান্ত হয় নাই। যাবার বেলায় আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে গৃহহারা সর্বহারা করে রেখে গেছে। আমার ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। আজ লক্ষ লক্ষ মা-বোন আমার বিধবা হয়েছে। আজ পিতা কাঁদে তার ছেলের জন্য। বোনেরা কাঁদে তার স্বামীর জন্য। কচি দুধের বাচ্চা কাঁদে তার বাপ বাপ বলে। পশুর দল! দুনিয়ায় হিটলার যা করে নাই, মুসোলিনী যা করে নাই, চেঙ্গিস খাঁ যা করে নাই, পাকিস্তানের ইয়াহিয়ার সৈন্যরা তাই করে গেছে। যেখানে যাই, হাজার হাজার মা-বোন এসে কাঁদতে আরম্ভ করে। যেখানে যাই, দুধের বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে আমার বাবা কোথায়? যেখানে যাই, আমার বোনেরা জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী কোথায়? যেখানে যাই, তারা বলে আমার পেটে খাবার নাই। এই দুঃখ নিয়েই আমি পাকিস্তানের জেলখানা থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। আমি ভাবি নাই জীবনে আপনাদের কাছে আমি কোনদিন ফিরে আসবো। আমি ভাবতে পারি নাই যে আমার এই সোনার বাংলায় আবার আমি ফিরে আসবো। আমি ভাবতে পারি নাই আমি বাংলার মাটিতে আবার আসবো। আমার বাংলার মানুষের সঙ্গে মিশবো। আমি জানতাম

আমার যে জেলের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল, ঠিক তার দরজার কাছে তারা আমার জন্য কবর খুঁড়েছিল। আমাকে ফাঁসি দিয়ে মারবে। আমি বলেছিলাম তোমরা মারতে পারো। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখে কালিমা মাখায়ে তোমাদের কাছে আমি দয়া ভিক্ষা করতে চাই না। আমার মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে। মৃত্যু যখন আসবে কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। গ্রেফতার হওয়ার সময় বা তার পূর্বে আমি যা বলে এসেছি প্রত্যেকটা মানুষ তা পালন করবে। তোমাদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, সোনার বাংলা গড়ে তুলবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, এই কথা চিন্তা করতে করতে আমি মরতে পারবো, আমার আত্মা দেখে শান্তি পাবে।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, মাথা নত তাদের কাছে কোনদিন করি নাই। শুধু একটা কথা তাদের বলেছিলাম, তোমরা যদি ফাঁসি দিয়ে আমাকে মারো, যদি কোনদিন সময় বাংলাদেশের আসে, তোমরা আমার লাশটা বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দিয়ো। না হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে না। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। শুধু তারা মানুষ হত্যা করেছে তা নয় আমার পুলিশকে হত্যা করেছে, আমার বিডিআর হত্যা করেছে, আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের হত্যা করেছে, আমার আনসারদের হত্যা করেছে, আমার কৃষকদের হত্যা করেছে, আমার ছাত্রদের হত্যা করেছে, আমার শ্রমিকদের হত্যা করেছে, রাস্তাঘাট ধ্বংস করেছে, রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে, আমার ব্রিজ ভেঙে দিয়েছে, আমার ধানের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার খাদ্যের গোডাউন পোড়ায়ে দিয়েছে, আমার ব্যাংকের টাকা জ্বালায়ে দিয়েছে, আমার সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গেছে। আমি যখন ফিরে এলাম, বাংলার মানুষ আমাকে জাতির পিতা হিসাবে ভালোবাসে। আমার কাছে প্রধানমন্ত্রী হওয়া লজ্জার বিষয়। যে মানুষ জাতির পিতা হতে পারে সে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না। কিন্তু আমি এসে দেখলাম, আমার সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম, দেখলাম ব্যাংকে অর্থ নাই, গুদামে খাবার নাই, বৈদেশিক মুদ্রা নাই, রাস্তা নাই, ঘাট নাই, কাপড়-চোপড় নাই, চিটাগাং পোর্ট নষ্ট হয়ে গেছে, চালনা পোর্ট নষ্ট হয়ে গেছে, কী করে এই লোককে বাঁচাতে হবে? বাঁচাতে পারবো। বাধ্য হয়ে আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষের কাছে অস্ত্র। আমি যদি না বলি, বাংলার মানুষ অস্ত্র দেবে না। আমি নিশ্চয়ই আমার সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের ধন্যবাদ দেই। যখন বললাম তোমরা আমার কাছে অস্ত্র দাও, আমার সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিল। কিন্তু কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী অস্ত্র দিল না। তারা ডাকাতি, গ্রামে গ্রামে মানুষকে হত্যা, লুটতরাজ করে চলেছে। ঠিক আছে। অস্ত্র তোমাদের দিতে হবে। অস্ত্র তোমাদের কাছ থেকে আমি আদায় করে ছাড়বো। তোমাদের দেখায়া দেওয়া হবে যে বাংলার মানুষ বিনা অস্ত্রে যদি পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে, যাবার বেলায় আমি তোমাদের কাছে অস্ত্র দিতে পারি নাই। যাবার বেলায় আমি আপনাদের কাছে বন্দুক-কামান দিয়ে যাবার পারি নাই। শুধু

বলে গিয়েছিলাম, আমি যদি না থাকি, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো। তোমরা বাংলার মানুষ যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কোরো। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার বাংলার মানুষ আমার কথা মেনে নিয়েছিল। আমার বাংলার মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছিল। আমার বাংলার মানুষ আমাকে নেতা করেছিল। ইয়াহিয়া খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, ইয়াহিয়া খান, সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে বেইমানি করার চেয়ে, বেইমানি করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে তোমার কারাগারে আমার মৃত্যু সহস্র গুণ ভালো। কিন্তু আমাকে মারতে পারে নাই। আল্লাহ্‌র মাইর দুনিয়ার বাইর। আমি আমার মানুষের কাছে আজ। আজ বাংলার পতাকা দুনিয়ায় ওড়ে। আজ ৯৭টা দেশ বাংলাকে রিকগনিশন দিয়েছে। কোটি কোটি মণ খাবার আমি দুনিয়া থেকে এনেছি। বাংলার গ্রামে গ্রামে আমি রিলিফ পৌঁছিয়েছি। আমি আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। ইয়াহিয়া খান, তুমি আজ কারাগারে বন্দী। ইয়াহিয়া খান, তোমার সেনাবাহিনীর সেনাপতিরা আমার হাতে বন্দী। সেই বন্দীদের, যারা আমার মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে, যারা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, ভুট্টো সাহেব যতই চিৎকার করুক না কেন, তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে যদি আমি বেঁচে থাকি। তুমি আজও আমার চার লক্ষ বাঙালিকে আটকায়ে রেখেছ। তারা কোনও অন্যায় করে নাই। তাদের তুমি ছাড়ছ না। তুমি আমার সঙ্গে খেলছ। পঁচিশ বৎসর তোমার নেতারা আমার সঙ্গে খেলেছে ইয়াহিয়া সাহেব। আমি তোমার ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে খেলেছি। আমি তোমার গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে খেলেছি। আমি তোমার চৌধুরী মোহম্মদ আলীর সঙ্গে খেলেছি। আমি তোমার আইয়ুব খানের সঙ্গে খেলেছি। আমি তোমার ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে খেলেছি। আর তুমি! তখন আমার কিছুই ছিল না। আজ আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ, আজ আমার আছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, আজ আছে আমার পুলিশ, আজ আছে আমার বিডিআর, আজ আছে আমার রক্ষীবাহিনী, আজ আছে আমার ছাত্র, আজ আছে আমার যুবক, আজ আছে আমার কৃষক, শ্রমিক। তোমার সৌভাগ্য পশ্চিম পাকিস্তান এখান থেকে পনেরশো মাইল দূরে। না হলে আমি দেখতাম কেমন করে তুমি আমার চার লক্ষ লোককে বন্দী করে রাখো।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আমি বলেছি প্রথম এসেই, তিন বছর কিছুই দেবার পারবো না। বাংলার মানুষ বলেছে তোমার কাছে কিছুই চাই না। কিন্তু আমি ভিক্ষা করে এনেছি। কয়েক কোটি মণ। সাত কোটি মণ খাবার এনেছি বিদেশ থেকে। একমাত্র ভারতবর্ষ দিয়েছে আমাকে দুই কোটি মণের উপরে। দিয়েছে রাশিয়া, দিয়েছে আমেরিকা, দিয়েছে কানাডা, দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দিয়েছে জাপান। কিনেছি আমি অনেক জায়গা থেকে। দিয়েছে জার্মানি। তাই বাংলার গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু খাবার পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি দেবার পারবো না বলেছিলাম। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আমি টেস্ট রিলিফ বাংলার গ্রামে গ্রামে পাঠায় দিয়েছি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত

মাফ করে দিয়েছি। সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করে দিয়েছি। সুদসহ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। লবণ ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। কাপড় নাই। বিদেশে থেকে কাপড় আনতে হবে। খাবার নাই। খাবার আনতে হবে। তেল নাই। তেল আনতে হবে। ঔষধ নাই। ঔষধ আনতে হবে। কাপড় আনি তো চাল নাই। চাল আনি তো তেল নাই। তেল আনি তো অন্য জিনিস নাই। ঔষধ নাই। এই অবস্থার মধ্যে চলেছে। কারণ সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এক পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা আমি পাই নাই যা দিয়ে বিদেশ থেকে কিনে আনব এই বাংলাদেশ যেদিনকে স্বাধীন হয়েছে সেদিন। কোথায় পাবো?

ভাইয়েরা আমার, গরিব কর্মচারীদের বেতন বাড়ায়ে দিয়েছি। তাদের ২৫ টাকা, ১৫ টাকা, ২০ টাকা বাড়ায়ে দিয়েছি। ট্যাক্স নাই খাজনা নাই। কোত্থেকে দেবো? সময় লাগবে। ধ্বংস্তূপ। ৩০০ রেললাইনের ব্রিজ ভেঙে দিয়েছিল। ২৯৮টা এ পর্যন্ত রিপেয়ার হয়ে কাজ চলছে। ২৭০টা বড় বড় ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাস্তাঘাট, আমাকে এসে ব্রিজ করতে হচ্ছে। বাস নাই। ট্রাক নাই। মাল টানার স্টিমার নাই। বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে। কোথায় পাবো? কে দেবে? এগার মাস, বার মাস একটা দেশ। ধ্বংসস্তূপে কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তারপরে চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ। যাও আমি ভিক্ষা করে আনে বাংলার গ্রামে দেই, কিছু কিছু চোরের দল, চাটার গোষ্ঠী সেইগুলি আবার চেটে চেটে খায়। এই চাটার গোষ্ঠীদের আমি ঠান্ডা করতে চাই। এই চাটার গোষ্ঠীদের আমি শেষ করতে চাই। আর চাই যারা আমার মানুষকে রাত্রে ঘুমাতে দেয় না, যারা রাত্রে চুরি ডাকাতি করে।

জনসাধারণ ভাইয়েরা, আমার কথায় অস্ত্র ধরেছিলেন। জনগণের সাহায্য ছাড়া চোর ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাইশ দমন করা যায় না। জনগণের পুলিশ আছে, রক্ষীবাহিনী নামছে, দরকার যদি হয় মিলিটারি নামায় দিবো। জনগণের কাছে আমি সাহায্য চাই। আপনারা সাথে আছেন কিনা বদমাইশ দমন করতে। হাত তোলেন। দুই হাত তোলেন। আমি দেখতে চাই। হাত নামান।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আপনার জানেন আমি আপনাদের কিচ্ছুই দেবার পারবো না। আমি সবসময় বলি যে আমি কিছুই দেবার পারবো না। তবুও আমি যা যেখানে পারি, আমাকে কোটি কোটি টাকার কাপড় কিনে আনতে হচ্ছে। আমাকে এরোপ্লেনে করে ঔষধ আনতে হচ্ছে। আমাকে এরোপ্লেনে করে খাবার দিতে হয়। এক মণ চাল যদি কিনি আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে, এরোপ্লেনে করে আরও তার খরচ হয় ত্রিশ টাকা। আশি টাকা এক মণ খাবারে পড়ে। তাই আইনা বাংলার গ্রামে দিতে হয়। ৬৫ হাজার গ্রাম। খাবার নাই। গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট করতেছে। আপনাদের চেষ্টা করতে হবে। আমি পাম্প আনছি। গত বছর নয় হাজার পাম্প দিয়েছিল। এবার আমি ২৮ হাজার পাম্প এনেছি আপনাদের জন্য। গ্রামে গ্রামে দেবার চাই। বোরো ধান তৈয়ার করতে হবে। এই বৎসর আট কোটি মণ খাদ্য আপনাদের ঘাটতি ছিল। ইতিমধ্যে সাড়ে সাত কোটি পৌছছে। সাড়ে সাত কোটি এই মাসের মধ্যে পৌছে যাবে। আগামী বৎসর যদি আবার আমাকে ছয় কোটি মণ খাবার

কিনতে হয় বাংলার মানুষকে আমি বাঁচাতে পারবো না। ফসল উৎপাদন করতে হবে। কারণ খাজনা আমি মাফ করে দিয়েছি। শ্রমিক ভাইদের কাজ করতে হবে। কাজ না করলে পয়সা পাওয়া যাবে না। বাজে কথা। শেখ মুজিবর প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাজনীতি করে না। বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। সেই জন্যই বারবার জেল খেটেছি। বারবার ফাঁসি কাষ্ঠে গিয়েছি। আমি চাই দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। আমি চাই আমার গরিব পেট ভরে ভাত খাক। আমি চাই আমার গরিব গায়ে কাপড় পরুক। আমার ছেলে লেখাপড়া শিখুক। আমার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। এই আমি চাই। এই আমার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন আমি কোনদিন করতে পারবো না, যদি সোনার মানুষ পয়দা না করেন। সোনার মানুষ না হলে সোনার বাংলা পয়দা করা যাবে না। শেখ মুজিবর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও হবে না। এবার আমি একশো তিন কোটি টাকা দিয়েছি আপনাদের। কৃষকদের জন্য। মানুষ খালি শহরে পয়সা ব্যয় করত। এবার আমি বলেছি না। বাংলার গ্রামে যাও। গ্রামে পয়সা দাও। গ্রামে রিলিফ দাও। গ্রামে টিন দাও। গ্রামে খাদ্য দাও। আমার গ্রামের মানুষ সম্পদ করে। গ্রামের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। সাদা কাপড় পরা ভদ্রলোক আমরা। এখান দিয়ে ওখান দিয়ে দু'পয়সা মারে খাই। কিন্তু গরিব দুঃখির কিসমতে কিছু জোটে না। আমি ভিক্ষা করে আনি, আর তারা দরকার মতো তিন চাটা দিয়ে দেয়। এইবার এই চাটার দলকে ধরবার জন্য আমি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই জন্য আমি দশ-এগারো মাসের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের দলিল আমি দিয়ে দিয়েছি। এই রাষ্ট্রের মালিক কে? বাংলার জনগণ। এ দলিল এসেম্বলিতে পাস করে দেওয়া হয়েছে। আর কেউ বাংলার জনগণের অধিকার কাইড়া নিতে পারবে না। আর আমি আগামী মার্চ মাসে নির্বাচন দিচ্ছি। যাতে জনগণের আমার ওপর আস্থা আছে কি না আমি দেখতে চাই। কারণ আমি ক্ষমতায় থাকতে চাই না। জনগণের আস্থা না থাকলে ক্ষমতা আমি ছেড়ে দেবো। ক্ষমতার জন্য আমি রাজনীতি করলে বহু আগে বহুকাল প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারতাম। আমি বাংলার মানুষের জন্য রাজনীতি করি। বাংলার মানুষের আস্থা চাই। আমি জানতে চাই ফরিদপুরের ভাইয়েরা আপনাদের আমার ওপর আস্থা আছে কি নাই? দু'হাত তুলে আমাকে দেখান।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা, পাকিস্তানের দালালরা, আর কিছু কিছু বৈদেশিক শক্তি আমার বাংলার মাটিতে খেলছে। আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দেবার চাই। যখন কিছু ছিল না, ইয়াহিয়া খানের সৈন্য মেশিনগান নিয়ে ২৫ তারিখে রাত্রে যখন রাজারবাগ, যখন পিলখানা, যখন বিশ্ববিদ্যালয়, আর আমার বাড়িতে মেশিন চালায়, তখনও গুলি যখন আমার দুধের বাচ্চার পায়ে এসে পড়ে, তখনও তাদের কাছে মাথা নত আমি করি নাই। কারণ আমি জানি যে বাংলাদেশের মানুষ আমার পেছনে আছে। আমি বলেছিলাম বাংলার মানুষ যখন রক্ত দিতে শিখেছে, কোনও শক্তি নাই বাংলার মানুষকে দাবায় রাখতে পারে।

ভাইয়েরা আমার, কৃষক শ্রমিক ভাইয়েরা, আমার সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনাদের কাছে আমার উপদেশ, দেশের জনগণের

টাকায় আপনাদের সংসার চলে। আপনারা দেশের বাদশা নন। আপনারা জনগণের সেবক। সেবার মন নিয়ে এই জনগণের খেদমত আপনাদের করতে হবে। পুরানা আমলের কথা ভুলে যান। এ আমলে তা চলবে না। যদ্দিন শেখ মুজিবর রহমান বেঁচে আছে। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। আমার ভাইয়েরা, যারা মনে করবেন, যখন দেশের মানুষের কাছে যাবেন, দেখবেন, এই যে বুড়া লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই তার চেহারা আপনার বাবার মতো। যে যুবকটা দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের কোণে গামছা পরে, তার চেহারা আপনার ভাইয়ের মতো। যে গ্রামের লোক বসে আছে, মাছ ধরছে, তাকে দেখবেন আপনার চাচার মতো। কারণ আপনি যদি জন্মগ্রহণ করেন অন্য জেলায়, আর এখানে গরিবের ওপর অত্যাচার করেন, আপনার বাবার ওপর সেইখানে অত্যাচার হবে। এই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এ আপনার বাপ, এ আপনার ভাই, এ আপনার চাচা, এ আপনার সহোদর। এদের কথা ভুললে আপনাদের চলবে না। মেহেরবানি করে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বহু কষ্টে ত্যাগ স্বীকার করে আপনাদের দেয়। যে যেখানে আছেন, দশটা পাঁচটা করবেন না। দেশের মানুষের জন্য কাজ করেন, দেশের মানুষের সেবা করেন, ওদের পয়সায় সংসার চলে। ওদের সেবা করে পয়সাকে হালাল করেন, এইটাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। আর তা যদি না করেন, তাহলে ক্ষতি হবে। বড় ক্ষতি হবে। আমি মানুষটা যেমনি সোজা, তেমনি ব্যাঁকা। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না আমি জানি। আঙুল কীভাবে ব্যাঁকা করতে হয় তাও আমি জানি। বাংলার মানুষ আমারে ভালোবাসে। আমার ক্ষমতার উৎস বন্দুকের গুলি নয়। আমার ক্ষমতার উৎস সাড়ে সাত কোটি মানুষ। তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করি। আর আমার কর্মচারী ভাইয়েরা, যারা এখানে রক্ষীবাহিনী আছে, পুলিশ আছে, বিডিআর যদি থাকে, তোমরা গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে যাও। তোমাদের অফিসারদের নিয়ে প্ল্যান করছি। কোথায় আছে ডাকাত যে রাত্রে যেয়ে ডাকাতি করে এবং রেপ করে, তাদের খুঁজে বাহির কোরো। জেল আমার দরকার হয় পাঁচটা বানিয়ে দেবো। কিন্তু এই চোর এবং গুণ্ডা-বদমাইশকে বাংলার মাটি থেকে খতম করতে হবে। কোনও পরোয়া নাই তোমাদের। কোনও চিন্তা নাই। চোর গুণ্ডা দমন করার জন্য। আর মেহেরবানি করিয়া একটু পয়সা খাওয়া কম কোরো। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, মনে করেন ঐ রাজেন্দ্র কলেজ ছিল ঐখানে রক্তের দাগ আছে। এখনও ঐ সার্কিট হাউজে রক্তের দাগ আছে। এখনও ... . রক্তের দাগ আছে, এখনও ভাঙা রাস্তায় রক্তের দাগ আছে, এখনও কানাইপুরের রাস্তায় রক্তের দাগ আছে, এখনও মাঠে মাঠে লাশ আছে। ওদের কথা চিন্তা করেন। ওদের রক্তের কথা চিন্তা করেন। ওদের মাবোনের কথা চিন্তা করেন। ওদের কথা ভাবেন। ঐ রক্ত চিন্তা করে এদেশের মানুষকে ভালোবাসেন। এদেশের মানুষের দুঃখ মোচন করেন। এদেশের মানুষকে সেবা করেন। না হলে ওদের আত্মা শান্তি পাবে না। ওদের আত্মা অভিশাপ দেবে। সে অভিশাপে আপনিও ধ্বংস হবেন। আমিও ধ্বংস হবো। তাই অনুরোধ আপনাদের কাছে, ঘুষ দুর্নীতি ছেড়ে দেন। মনুষ্যত্ব, মানবতা, মানবতার সেবা করেন। মানুষকে ভালোবাসেন। মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে। যেমন

খোদাকে ভালোবাসলে খোদা ভালোবাসে, মানুষকে ভালোবাসলে মানুষ ভালোবাসবে। আজ আমার দুই লক্ষ মা-বোন আছে যাদের বেইজ্জতি করা হয়েছে। যারা আজ ক্যাম্পে ক্যাম্পে পড়ে আছে। তাদের ওপর আমার কর্তব্য রয়েছে। তারা আমার মেয়ে। তারা আমার মা-বোন। তাদের কথা চিন্তা করেন। করে কাজ করেন। অফিস আদালতে একটু মেহেরবানি করিয়া ফাঁকি-টাকি একটু কম দেন। একটা ধ্বংসস্তূপ। পয়সা নাই, কড়ি নাই, রাস্তা নাই, ঘাট নাই, ট্যাক্স নাই, খাজনা নাই। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমার বাঁচাতে হবে। ভিক্ষা করে কতকাল চলবে যদি দেশের মধ্যে আমি উৎপাদন করতে না পারি? রোজ মরারে কেডা মারে? রোজ ভিক্ষা চাইলে কে দেয়? এবার না হলে ভিক্ষা-টিক্ষা করে কিছু আনছি আগামীবারে মানুষ আমাকে কত দেবে? যদি বাংলার মানুষে যদি আপনারা পয়দা না করেন, তাহলে কোত্থেকে আমি আপনাদের দেবো? তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ ভাইয়েরা আমার, আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। অনেক অনেক দল বেরোবে। ভোট আসলে তো মানুষের অভাব হয় না। নেতা বার হয়ে যায়। মা'র থেকে বেশি মায়া করে ডাইনী। মা'র থেকে বেশি পোড়ে কার? ডাইনীর না? তা কিছু ডাইনী বাংলাদেশে বেরোয়ছে। এই ডাইনী যদি বেশি কথা বলে, বলুক। বলুক। বলবার দেন। যখন ৭ই মার্চ তারিখে ভোটটা পাবে না, আবার চিৎপটাং হয়ে পড়ে যাবে। কিছু পয়সা কড়ি খাইছে। হালাল করতে হয়। হালাল করতেছে। খাও খাও বেশি করে খাও। তবে বাজে পয়সা খাইলে পেটে থেকে বদহজম হয়ে যায়। সেদিকে সাবধান থাকিও। পরের পয়সা খাইয়া লাভ হয় না। একদিন না একদিন বের হয়ে যায়। তাই আমার ভাইয়েরা, আপনারা আমার ওপর রাগ করেন না। আমি আপনাদের কাছে সত্যিই আগে আসতে পারি নাই। আর আমি যদি অন্য জেলায় না যাইয়া, এখনও বরিশাল, পটুয়াখালী আমি যাবার পারি নাই। যদি আমি অন্য জেলায় না যাইয়া প্রথম ফরিদপুরে আসতাম, কারণ আমি তো এখন বাংলাদেশের। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বলি বাংলাদেশ। সব জায়গার মানুষ আমার চোখে সমান। সব মানুষকে আমি এক চোখে দেখি। আমার কাছে গরিব দুঃখি সেই দিনাজপুরের, পঞ্চগড়ের লোক হোক, আমার কাছে যা, সেই চট্টগ্রামের, টেকনাফের লোক আমার কাছে তাই। সিলেটের সেই লোক আমার কাছে যা, সেই বরিশালের পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার লোক আমার কাছে তাই। আমি যখন জাতির পিতা, আমি যখন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু, এখন সমস্ত মানুষ আমার চোখে সমান। আমি তো বেইনসাফি করতে পারি না। আগে আসতে পারি নাই। তবুও আমি তো এখানে জন্মগ্রহণ করেছি, এই মাটিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এ কথা অস্বীকার করতে পারি না। তাই আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন রইল যে আপনারা যে যেখানে আছেন, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। সেভাবে সংঘবদ্ধ থাকেন। গ্রামে গ্রামে আপনারা কাজ করেন এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারি কর্মচারীদের যা হুকুম দিয়েছে যোগদান করে চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের যাতে ধরায় দেবার পারেন, তা চেষ্টা করেন। ইনশাল্লাহ্ একদিন যদি এ দেশের মানুষ, এদেশের যুব সমাজ যারা যুদ্ধ করেছে, আপনারা তো জানেন, যে আমার ছোট ছোট ছেলে যুদ্ধ করেছিল, কারো হাত নাই, কারো পা নাই,

কারো চক্ষু নাই, এই ছেলে তো আমার ছেলে, আমার কিছু করতে হবে। আমি চাই আমি কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্ট করে দিয়েছি। যাতে ভবিষ্যতে ওরা ভিক্ষা করে না খায়। এই চার কোটি টাকার সম্পত্তি থেকে ওরা যেন পেনশন পেয়ে জীবনটা কাটাতে পারে। ওরা তো মাতৃভূমির জন্য পা দিয়েছিল, ওরা তো মাতৃভূমির জন্য চক্ষু দিয়েছে, ওরা তো মাতৃভূমির জন্য হাত দিয়েছে, ওদের জন্য আমার কর্তব্য রয়েছে। আপনারা তো জানেন যে, কত মায়ের বোন আমার বিধবা হয়েছে, সংসার ছারখার হয়েছে। আমি প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড করে ভিক্ষা করে টাকা এনে এ পর্যন্ত আমি প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা দিয়েছি। দু'হাজার, বেশি না। দু'হাজার, তিন হাজার করে। তাতে হয় কী? তাতে কী হয় মানুষের? যার স্বামী হারিয়ে ফেলেছে, যার ছেলে হারায়ে ফেলেছে, তাদের এই টাকা দিয়ে তো ইয়ে করা যায় না। তবুও যদি কোনরকমে তারা এক মুঠো ভাত খায়, তার জন্য চেষ্টা করছি। কোথায় পাবো? বিশ্বাস করেন যে এই বার মাস, জেলের থেকে বের হয়ে এসেছি আমি আজ প্রায় এগার মাস, দুই মাস আমি অসুস্থ ছিলাম। সকাল বেলা আমি বসি, রাত এগারটা পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়। সকলেই কাজ করেন। কাজ না করলে হবে না।

আমার যুবক ভাইরা, দেশকে ভালোবাসো। দেশকে ভালোবাসো। দেশের জন্য নিশ্চয়ই তোমরা কাজ করবে। দেশকে ভালোবাসলে দেশ ভালোবাসবে। আপনাদের আমি আবার ধন্যবাদ জানাই। ইনশাল্লাহ্ আবার আসবো। আবার দেখা হবে। আজও বরিশাল পটুয়াখালী আমি যাই নাই। আগামী সপ্তাহে বরিশাল পটুয়াখালী যাচ্ছি। সমস্ত জেলাগুলো একবার ঘুরে তারপর মহকুমাগুলো চেষ্টা করবো। আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা আমাকে মাফ করবেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন আমি যেন ইমানের সঙ্গে যেন থাকতে পারি। আর আরেকবার আপনাদের কাছে ওয়াদা করতে চাই, আপনারা যাবার বেলা হাত তুলে আমার সঙ্গে জয় বাংলা বলে স্লোগান দেন–

জয় বাংলা
জয় বাংলা
জয় বাংলা।
আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।
আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।



২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

যশোর

যশোর স্টেডিয়ামে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভাই ও বোনেরা আমার, জেল হতে বের হওয়ার পরে আমি যশোরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি নাই। এক মুহূর্তও বিশ্রাম আমার নাই। যখন প্রোগ্রাম করেছিলাম, আসবো, তখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, বক্তৃতা করার আমার কিছুই নাই। কোনদিন যশোর শহরে আমি সভা করি নাই। আজ মনে হয় ৩০ বৎসর থেকে যে বন্ধু আমার সাথে ছিলেন যিনি আমার পাশে পাশে রাজনীতি করেছেন, ১৯৪৮ সালে যিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন, কোনদিন ভাবতে পারি নাই, যে জেলখানা থেকে ফিরে আসবো আর দেখবো বন্ধু মশিয়ার রহমান আমাদের মধ্যে নাই। বন্ধু মশিয়ার রহমানকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বর সৈন্যরা গ্রেফতার করে নিয়ে এই যশোর ক্যান্টনমেন্টে অত্যাচার করে করে দীর্ঘ ৯ মাস পর্যন্ত অত্যাচার করে তাকে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয়েছে আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে, হত্যা করা হয়েছে আমার দুধের বাচ্চাদের, হত্যা করা হয়েছে আমার শ্রমিক কৃষকদের, হত্যা করা হয়েছে আমার সামরিক বাহিনীর লোকদের, হত্যা করা হয়েছে আমার পুলিশ বাহিনীর লোকদের, হত্যা করা হয়েছে আমার বিডিআরের লোকদের, হত্যা করা হয়েছে আমার আনসার বাহিনীর লোকদের। লক্ষ লক্ষ মা-বোন গৃহহারা সর্বহারা হয়ে বাংলার মাটি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছারখার করা হয়েছিল।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, ২৪ বৎসর ২৫টা বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানি জালিমরা রক্ত-মাংস আমার লুট করে নিয়েছে, আমার সম্পদ লুট করেছে, আমার অর্থ লুট করেছে, আমার মানুষকে পথের ভিখারি করেছে। তারপরেও শান্তি পায় নাই। তারপর হত্যা করেছে আমার দুধের বাচ্চাকে, ধ্বংস করেছে আমার দেশকে। আমার দুই লক্ষ মা-বোনকে করেছে বেইজ্জতি। আমার বাংলাদেশের যুবকরা দেখিয়ে দিয়েছে, আমার বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ দেখিয়ে দিয়েছে। দুনিয়ায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, যে পাকিস্তানের বর্বররা যত অস্ত্র নিয়ে

থাকুক না কেন এই বাংলার মাটিতে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। অনেকে আমাকে বলেন যে, এদের বিচার কোরো না, আমি বলি, এদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে। আমি শেখ মজিবর রহমান নির্দেশ দিলাম। এরা দুনিয়াকে আমার ওপর প্রেশার দেবার চেষ্টা করছে। তারা জানে না, যে ফাঁসিকাষ্ঠের ওপর দাঁড়িয়েও শেখ মজিবর বাংলার মানুষের সাথে বেইমানি করে নাই। তারা জানে না, যখন কবর খুঁড়েছে তখনও তাদের কাছে আমি মাথা নত করি নাই। আমার বাংলার ছেলেরা রক্ত দিয়ে গেছে। এ রক্তের সঙ্গে বেইমানি অন্যরা করতে পারে আমি করতে পারি না।

বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমি আসতে পারি নাই। সত্যিই আমার অনেক আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা জানেন যে দিন এ দেশে আমি জেল থেকে ফিরে আসি, সেদিন কিছুই ছিল না। আমি বলেছিলাম, তিন বৎসর তোমাদের আমি কিছুই দেবার পারবো না, বাংলার মানুষ বলেছিল, তোমার কাছে কিছুই চাই না। গুদামে ধান ছিল না, রেললাইন ভেঙে দিয়েছিল, রাস্তার ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছিল। চট্টগ্রাম পোর্ট ধ্বংস করেছিল, চালনার পোর্ট ধ্বংস করেছিল। কল-কারখানা ধ্বংস করেছিল। জমিতে খাদ্য ছিল না। মানুষের কাজ ছিল না। এক পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা আমার ব্যাংকে ছিল না। আমার সাড়ে সাত কোটি লোক কী দিয়ে আমি বাঁচাবো তাদের? কী দিয়ে তাদের আমি খাওয়াবো? কী করে আমি দুনিয়া থেকে কাপড় আনবো, কোত্থেকে আমি তেল আনবো, কোত্থেকে আমি চাল আনবো? মানুষ বলেছিল, যে বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মরে যাবে। কেউ বলেছিল ৫০ লক্ষ মারা যাবে। কেউ বলেছিল কোটি কোটি মারা যাবে। আপনাদের আমি ভাত দেবার পারি নাই। আপনাদের আমি কাপড় দেবার পারি নাই। আপনাদের আমি তেল দেবার পারি নাই। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি দুনিয়া থেকে ভিক্ষা এনে গ্রামে গ্রামে মানুষকে সাহায্য দেবার জন্য। কোথায় পাবো? ২৫ বিঘা জমির খাজনাসহ সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করে দিয়েছি। সমস্ত মিউনিসিপাল ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। সমস্ত লবণ ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। বাংলার মানুষ ট্যাক্স দিতে পারে না। তাদের পয়সা নাই। পাকিস্তানিরা লুট করে নিয়ে গেছে, কারেন্সি নোট পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে। কত মার হাহাকার, কত বাপের আর্তনাদ, কত বিধবা বোনের আজও সেই বুক ভরা আর্তনাদ! বিশ্বাস করেন, আমি ঘুমাতে পারি না। আমার কাছে যখন আমার মা-বোনেরা এসে কাঁদতে থাকে, বাবা, আমার ছেলে নাই, আমার ছেলেকে মেরে ফেলে দিয়েছে। তোমাকে দেখে একটু শান্তি পেলাম। বলেন কী করবো তাদের মুখের দিকে যখন আমি চাই আমি শিহরিয়া উঠি, যখন আমি দেখি মাসুম বাচ্চারা বাপ বাপ করে কাঁদতে থাকে, যখন আমি দেখি এতিম মাসুম বাচ্চারা মা মা করে চিৎকার করে, যখন আমি দেখি, আমার বোনেরা স্বামীর জন্য আর্তনাদ করে তখন বিশ্বাস করেন, আমি পাগল হয়ে যাই। একটা জাত, সাড়ে ৭ কোটি মানুষ কিছু নাই, সব ধ্বংস করে দিয়েছে। পুলিশের কাপড় নাই, মিলিটারির কাপড় নাই, রক্ষীবাহিনীর কাপড় নাই, জনগণের কাপড় নাই, যদি কাপড় আনি চাল কম পড়ে। যদি চাল আনি, তেল কম পড়ে। পোর্ট বন্ধ, চাল আসতে পারে না।

ভারতবর্ষ বিশেষ দান দিয়ে আমাকে ২ কোটি মণ খাবার দিয়ে সাহায্য করেছে। আমি ৬ কোটি মণ খাবার বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে গ্রামে পৌছিয়াছি। আমার দুঃখ হয়। আমার দুঃখ হয়। ভিক্ষা করে আমি দুনিয়া থেকে নিয়ে আসি, বাংলার মানুষকে আমি গ্রামে পৌছিয়ে দেই, আর একদল চাটার গোষ্ঠী আজও ওগুলো চেটে চেটে খায়। গরির পায় না। সেইগুলো আর একদল যারা অস্ত্র নিয়ে গ্রামের জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করছে রাত্রে মার্ডার করে। আমি বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। জনগণের সাহায্য না হলে কোনও সরকার দুর্নীতি এবং এই ডাকাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করতে পারে না। আমি জনগণের সাহায্য চাই। পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত, রক্ষীবাহিনী প্রস্তুত, বিডিআর প্রস্তুত, সামরিক বাহিনী প্রস্তুত, দরকার হয় আমি গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেব। আমার বাংলার মানুষ আরামে ঘুমাতে চায়। আমি আর কিচ্ছু বুঝি না আমি জানি যশোর জেলার কয়েকটা থানায় অনেক লোককে হত্যা করেছে বানরের দল। ওরা জানে না, আইয়ুব খানের কাছে আমি মাথা নত করি নাই। ওরা জানে না, ইস্কান্দার মীর্জার কাছে আমি মাথা নত করি নাই। ওরা জানে না, ইয়াহিয়া জেলের মধ্যে বসে আমার দুয়ারে কবর খুঁড়েছে, আমি মাথা নত করি নাই। আর এরা মনে করেছে কী? আমার মানুষকে আজকে ঘুমাতে দেয় না। আমি ভিক্ষা করে আনি, লুট করে খায়। চোরের দল ভুলে গেছে এত রক্ত, এত ত্যাগ, এত গৃহহারার আর্তনাদ তবুও চোরের দলের এখন পর্যন্ত ঘুম ভাঙে নাই।

জনসাধারণ ভাইয়েরা ও বোনেরা, আমি যদি শক্ত হাতে এগুলোকে দমন করি আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন কি না হাত তুলে ওয়াদা করেন। দুই হাত তুলেন।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আমি ১০ মাসের মধ্যে আপনাদের এগার মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দিয়েছি, আবার মার্চ মাসে নির্বাচন দিয়েছি। আগামী ৭ই মার্চে, আমি ক্ষমতায় থাকার জন্য আপনারা জানেন আপনারা আমারে ভোট দিয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে আমি ৫ বৎসর ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। ক্ষমতার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য আমার জীবনের যৌবন আমি জেলের মধ্যে কাটিয়ে দেই নাই। ক্ষমতার জন্য আমি বারবার আইয়ুব, ইয়াহিয়া, ইস্কান্দার মীর্জা, গোলাম মোহাম্মদের কাছে যাই নাই। আমি জেল খেটেছিলাম আমি ফাঁসিকাষ্ঠে গিয়েছিলাম। আমার বাংলার দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। আমি জানতে চাই, আপনাদের আমার ওপর আস্থা আছে কি নাই।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, একশো দুই কোটি টাকার রিলিফ, আমি বাংলার মাটিতে দিয়েছি। এমন কোনও গ্রাম নাই যেখানে আমি রিলিফ পৌছিয়ে দেই নাই। টাকা নাই, পয়সা নাই, পোর্ট কাম করত না, ভিক্ষা করে করে দুনিয়া থেকে আনতে হচ্ছে। খালি বক্তৃতা করে, একদল আছে খালি বক্তৃতা করে। ওই মিয়ারা, একটা গ্রাম যেখানে মানুষ না খায়া মরছে, বক্তৃতা না করিয়া কিছু কাপড়, কিছু চাল নিয়ে গরিবকে বিলাইতা, তারপরে বক্তৃতা করতা, আর যেই ভোটের গন্ধ পাইছে, আর আচকান গায়ে দিয়া সব নামছে। যত সব কী বলবো? আমি গেছি এখন বুড়ো হইয়া আমি তো আগের মজিবর রহমান নাই। আমি জাতির

পিতা হয়েছি, আমি বঙ্গবন্ধু হয়েছি। আমার আবার দায় থেকে প্রধানমন্ত্রী হতে হয়েছে। আমি মহাবিপদে আছি। তাহলে যা হবার তা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে অনেক হয়েছে আর ভবিষ্যতেও হতো।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, মজিবর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও বাংলার দুঃখি মানুষের মুখে হাসি আসবে না, সোনার মানুষ পয়দা না করলে সোনার বাংলা হবে না। বাজে কথা; আমি কাউকে ধোঁকা দেই না। আমি প্রথম বলেছি তিন বৎসর আমি কিছুই দেবার পারবো না। বাংলার মানুষ বলেছে, রাজি আছি। তার মানে কি আমি দেই নাই? কোন গ্রামে রিলিফ পৌছায় নাই? কোন গ্রামে? ৬৫ হাজার গ্রাম, বাস নাই, ট্রাক নাই, রেললাইন চলত না, কারখানা চলত না, পোর্টে মাল আসত না, কী করে আনবো? এরোপ্লেনে ১ মণ চাল যদি সবার কাছে ৫০ টাকা দিয়া এরোপ্লেনে ১ মণ খাবার আমাকে আনতে হইছে ৮০ টাকা খরচ কইরা। বাংলার মানুষকে এক মুঠ দেবার জন্য। পেট ভরে দিবার পারি নাই। কিন্তু এক মুঠ দেবার চেষ্টা করেছি। কোথা থেকে আসবে? এটা হয় নাই, ওটা হয় নাই, এটা আসে নাই, ওটা আসে নাই তোমার বাপ-দাদার মাথা আসবে। কোথেকে আসবে? নিয়ে এসো। গরিবরে কিছু খাওয়াও, দুঃখিরে কিছু দাও। ১০ খান কাপড় দাও। ১০ মণ চাল দাও। আমার প্রত্যেকটা মানুষকে গ্রেস দিতে হচ্ছে। আজ ৭০টা থানা তারা পোড়ায়ে দিয়ে গেছে। আমার ফিফটি পারসেন্ট পুলিশকে মারছে। আমার ফিফটি পারসেন্ট আর্মিকে মাইরা ফালাইয়াছে। আমার ফিফটি পারসেন্ট বিডিআরকে মারছে, আমার কাগজপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনারা যশোরের মানুষ জানেন না? বোঝেন নাই? এখনও পাকিস্তানের দালালদের এখন পর্যন্ত চক্ষু খোলে নাই। ভুট্টো সাহেব বলে এখনো লাফায়! ভুট্টো সাহেব, সাত মণ ঘিও আর হবে না রাধাও নাচবে না।

সুখে থাকো ভুট্টো সাহেব সুখে থাকো। তোমার মা-বোন ভাইদের নিয়ে সুখে থাকো, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই নাই। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ যদি দেখত যে আমার দেশে তোমার দেশের লোকেরা কী করে গেছে, তাহলে চোখের পানি রাখতে পারত না। বড় বড় কথা বলতে লজ্জা করে, পয়সা আছে, বাংলার টাকা, আরামে খরচ করতেছে। আর আমাকে রাশিয়ার কাছ থেকে, আমেরিকার কাছ থেকে, কানাডার কাছ থেকে, অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে, ব্রিটিশের কাছ থেকে, জাপানের কাছ থেকে, ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ভিক্ষা করে আইনা আইনা আমার বাংলার মানুষকে খাওয়াতে হচ্ছে।

কলকারখানার শ্রমিক ভাইয়েরা, আমার কাছে দাবিদুবি নাই। আমি ওই প্রধানমন্ত্রী টধানমন্ত্রী মানি টানি না, পয়দা কর পয়সা নাও, পয়দা করবা না মেহেরবানি করে বাড়ি যাও। পয়দা কোরো তোমরা জীবনে যা পাও নাই, আমি তোমাদের এই কয় মাসে তাই দিয়েছি। সমস্ত গরিব কর্মচারীকে আমি ২৫ টাকা ২০ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। পে-কমিশনের রিপোর্ট আমি দিয়েছি। আমি চাই, আগে ভুঁড়িয়ালারা ছিল। বাংলাদেশে ভুঁড়িয়ালা ইনশাল্লাহ্ আর পয়দা হতে পারবে না। এই বাংলাদেশ হবে দুঃখি মানুষের বাংলাদেশ, কৃষক

শ্রমিকের বাংলাদেশ। যত ব্যাংক ছিল জাতীয়করণ করেছি। যত চটকল ছিল, সব জাতীয়করণ করেছি। যত চিনির কল ছিল, সব জাতীয়করণ করেছি। যত কপড়ের কল ছিল সব জাতীয়করণ করেছি। জাতীয়করণের অর্থ কী? সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সম্পত্তি হয়েছে। আগে ছিল কার? একেক মিয়া ভুঁড়িওয়ালার। আমি বক্তৃতা করতাম যে, ভুঁড়িওয়ালা যদি আল্লাহ্ আমার দিন দেয় তোমাদের ভুঁড়ি আমি কাইটা দেবো। ওই, ভুঁড়ি আমি কাইটা দিচ্ছি। আমি বক্তৃতা করতাম যে, আমার কৃষক খাজনা দেবার পারে না। ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ করে দেয়া হবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হয়ে গেছে। আমি মিথ্যা কথা বলি না, বাজে কথা বলি না। আর প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করি নাই। আর প্রধানমন্ত্রী থাকার ইচ্ছাও আমার নাই। আমাকে বাধ্য হয়ে হতে হয়েছে। জাতির পিতা আবার প্রধানমন্ত্রী হয় কেমন করে? হতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কারণ কিছুতেই এদেশের মানুষকে বাঁচানো যেত না। তাই বাধ্য হয়ে জেল থেকে যেদিন এসে পৌঁছেছি ঐদিন থেকে আমাকে কাজ করতে আরম্ভ করতে হয়েছে।

ভাইয়েরা আমার, আমি সবসময় আসতে পারি নাই। আপনাদের কৃষক ভাইরা, কাজ করতে হবে, পয়দা করতে হবে। আমি চেষ্টা করবো। পয়দা না করলে বাংলার মানুষকে বাঁচানো যাবে না। না হলেও নয় কোটি মণ খাবার আমাদের ঘাটতি। আট কোটি মণ এই বছরের ১১ মাসের মধ্যে আমাকে নয় কোটি মণ খাবার আনতে হয়েছে বিদেশ থেকে। প্রত্যেক বৎসর যদি নয় কোটি আনতে হয় তাহলে আল্লাহ্র মর্জি আপনারা বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনাদের পয়দা করতে হবে। আপনাদের জমি যেন পড়ে না থাকে। সরকারের পক্ষে যা আছে এই দেশের দুঃখি মানুষের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে আছি এটা মনে রাখা দরকার। তাই আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা কাজ করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আইন দিয়া বন্ধ করা যায় না। আমি যখন ৭ই মার্চ আপনাদের বলেছিলাম, আমি তো বন্দুক দিয়ে যেতে পারি নাই। আমি তো অস্ত্র দিয়ে যাবার পারি নাই। আমি দিয়েছিলাম ডাক, আমি দিয়েছিলাম আপনাদের আদর্শ। আমি বলেছিলাম, যে এই পশ্চিমারা যতদিন বাংলার মাটিতে আছে, তোমরা সংগ্রাম যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। যেই জন্য আপনারা অস্ত্র নাই, কিছুই নাই, পুলিশ থ্রি নট থ্রি দিয়ে যুদ্ধ করেছে, কৃষকরা লাঠি দিয়ে যুদ্ধ করেছে, শ্রমিকরা দাও দিয়ে যুদ্ধ করেছে, ছাত্ররা বাঁশ দিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর এখন? কয়েকটা পকেটমার, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ, কিছু ডাকাত, গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। আপনারা পারেন না পারেন কিনা আমি জানতে চাই। পারেন কিনা এগুলো দমন করতে?

এদেরকে দমন করতে হবে। কয়েকটা লোকের জন্য ৭ কোটি লোক কষ্ট করতে পারে না। আর একটু আপনাদের সহ্য করতে হবে শাসনতন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। দুনিয়াতে ১১ মাসের মধ্যে বিপ্লব করে দেশ স্বাধীন করে কোনদিন কোনও নেতা শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। আমি দিয়েছি সেই দলিল, জনগণের দলিল। এ রাষ্ট্রের অধিকার, এ রাষ্ট্রের মালিক এদেশের

জনগণ, এ আইন পাস করে দিয়েছি। যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর আপনাদের কাছে থেকে উড়ে আইসা পড়ে না নিবার পারে। কারণ মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে। আজ আছি কি কাল আছি জানি না। সেই জন্য মানুষের অধিকার যে অধিকার মানুষ আমার ওপর দিয়েছিল সেই অধিকার শাসনতন্ত্রে আমি জনগণের কাছে দিয়ে দিয়েছি। এবং আগামী ৭ই মার্চ আমি ভোট দিয়ে দিয়েছি। সেই ভোটে আবার আমি লোক দেবো, আপনারা যদি মনে করেন যে, আওয়ামী লীগের আবার ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন, আপনারা ভোট দেবেন, না মনে করেন, দেবেন না। তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। তবে আমি জানি বাংলার মানুষকে যত মিয়াই ফুট ফুট করুক, যত মিয়াই খট খট করুক, যত মিয়াই পয়সা বিদেশ থেকে আনুক বাংলার মানুষকে আমি যা চিনি, আর বাংলার মানুষ আমাকে যা জানে তা কোনও মিয়ারা জানে না।

মার চেয়ে বেশি যার পোড়ে তারে কী বলে? ডাইনী। বাংলাদেশে কিছু ডাইনী পয়দা হয়েছে আজকে। আমি স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ডাইনী এসে বলে আহাহাহা এটা হলো না, আহাহাহা ওটা হলো না, একটা গ্রামে দুই সের চাল দে, ১০টা গরিবকে ৫ খানা কাপড় দে। দে না কিছু বাবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। তার নামে দেখা নাই। খালি হলো দিল না, দিল না, দিল না। আরে দেবে কোত্থেকে কোত্থেকে, কোত্থেকে আসবে। কে দেবে তাই আমি আপনাদের কাছে সত্যি, আমি এখন বক্তৃতা করা ভুলে গেছি। আর শরীরও আমার বেশি ভালো না। আপনাদের কাজ করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। আপনারা আপনাদের কল-কারখানায় কাজ করতে হবে। প্রাইমারি স্কুল টিচার ভাইরা সারা জীবন দাবি করেছে। আমি বলে দিয়েছি, প্রাইমারি স্কুল টিচার ভাইরা, কয়েক মাসের মাধ্যে আপনারা সরকারি কর্মচারী হইয়া যাইবেন। আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না। গরিব কর্মচারী ভাইরা পে-কমিশনের বেতন দিয়েছি। আগে ছিল চার হাজার আর ছিল ৭৫। আমি ওই ৪০০০ কে কাইটে কাইটে এইটুকু করতে চাই। আর ওই ৭৫ কে উঠাইয়া এইটুকু করতে চাই। পে-কমিশন করে দিয়েছি। আর গরিবের জন্য খাজনা মাফ করেছি। ভবিষ্যতে কী করা যায় দেখবো। ১০১ কোটি টাকা এবার আমি কৃষকের জন্য ব্যয় করার জন্য বাজেট থেকে দিয়ে দিয়েছি। কন মিয়ারা, কয় টাকা খাজনা দেছেন? কয় টাকা ট্যাক্স দিছেন? কোত্থেকে আসবে? ভিক্ষা করে আনি দিতে হচ্ছে। ভিক্ষা করে জাত বাঁচতে পারে না। নিজেদের স্বাবলম্বী হতে হবে। তাই বিদায় বেলা আপনাদের কাছে আমি বিদায় নিয়ে যাই। আবার দেখতে চাই আপনাদের কাছে, আমি যখন জয় বাংলা বলবো আপনারা দুহাত তুলে স্লোগান দিয়ে দেখায় দেন আপনারা আমার পিছনে আছেন কি নাই? দুনিয়া একবার দেখুক আবার।

জয় বাংলা । হাত তুলেন । দুই হাত।

জয় বাংলা

আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ

বেয়াদবি মাফ করবেন। আসসালামু আলাইকুম ।

জয় বাংলা।



২ জানুয়ারি, ১৯৭৩

পিরোজপুর

বঙ্গবন্ধু পিরোজপুরে এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

আমার পিরোজপুরের ভাই ও বোনেরা, স্বাধীনতা পাওয়ার পরে পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে বের হয়ে আপনাদের কাছে আমি আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই, তা আপনারা জানেন।

পিরোজপুরের ভাইয়েরা ও বোনেরা, সে দুঃখের ইতিহাস, সে অত্যাচারের ইতিহাস, সে জুলুমের ইতিহাস নাই বা বললাম। আপনারা নিজেরাই তার ভুক্তভোগী। এই পিরোজপুর মহকুমার হাজার হাজার মা-বোনকে হত্যা করা হয়েছে। ওমর ফারুক– যে স্বাধীনতার পতাকা এখানে উঠেছিল আমার পক্ষে থেকে– তাকে হত্যা করে তার মাথার মধ্যে সেই জালেম সরকাররা, তার সৈন্য-বাহিনীরা পতাকা লোহা দিয়ে ঢুকায়ে ঢুকায়ে টুকরা টুকরা করে ঢুকায়েছিল। মেরে হত্যা করে গাছে টাঙায় রেখেছিল। রোজ ধরে ধরে এনে ছেলেমেয়েদের হত্যা করেছিল। লক্ষ-লক্ষ মা-বোন দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। দুই লক্ষের মতো মা-বোনকে নির্যাতিত করা হয়েছে। আমার সর্বস্ব শেষ করে দিয়েছে। আমার বাংলাকে শ্মশান করেছে। আমার মা-বোনকে গৃহহারা করেছে। আমার মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে। আমার ছেলেদের হত্যা করেছে। আমার মানুষদের হত্যা করেছে।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আপনাদের কাছে সে ইতিহাস আমি আর বলতে চাই না। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীরা আমার লোকজনকে শুধু হত্যা করে নাই, ২৫ বছর বাংলাকে শোষণ করে তারা খুশি হয় নাই, যাওয়ার পূর্বে তারা আমার সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে। আমার জমির ফসল নষ্ট করেছে, আমার ধানের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার ব্যাংকের টাকা জ্বালায় দিয়েছে, আমার বৈদেশিক মুদ্রা চুরি করে নিয়ে গেছে, আমার জাহাজ ডুবায়ে দিয়েছে, আমার চট্টগ্রাম চালনা বন্দরকে ধ্বংস করেছে, আমার রেললাইন, রাস্তার ব্রিজকে

উড়ায়ে দিয়েছে। সর্বস্বান্ত করে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেদিন এক কোটি লোক যখন আমাকে এখান থেকে জেলে নিয়ে গেল, যখন তারা আমার জন্য ফাঁসির বন্দোবস্ত করল, যখন তারা আমার জেলের পাশে কবর খুঁড়ল আমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য, তখন সেই মুহূর্তে আমার বাংলার বুকে পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা চলছিল।

আজও তারা শান্ত হয় নাই। আমার চার লক্ষ বাঙালিকে আটকিয়ে রেখেছে। তাদের ছাড়ছে না। তাদের আর্তনাদ আজও আমার কাছে আইসা পৌঁছে। তারা আমার ধনসম্পদ লুট করেছে। আমি যখন ফিরে এলাম, আমি এসে দেখলাম বাংলা সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে। কত মা কাঁদে, কত বাপ কাঁদে, কত ভাই কাঁদে, কত বোন বিধবা হয়েছে, কত ভাই পুত্রহারা হয়েছে, কত সংসার ছারখার হয়েছে। কী দিয়ে এই মানুষকে আমি বাঁচাবো? ক্ষুধার্ত সাড়ে সাত কোটি লোক। কোথা থেকে আমি খাবার পাবো?

লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে অস্ত্র। চোর-ডাকাত, গুণ্ডা বদমাইশের কাছে অস্ত্র পড়ে গেল। তারা গ্রামে-গ্রামে ডাকাতি শুরু করল। বাংলার মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। এইভাবে আজ এগার মাস, বার মাস চলে গেল। কত দুঃখ আপনারা করেছেন। কত কষ্ট আপনারা করছেন। আজও বাংলার গ্রামের মানুষ পেট ভরে খাচ্ছে না। আজ তারা কাপড় পাচ্ছে না। আজ শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে না। আজ লক্ষ লক্ষ বেকার। কারণ কিছুই নাই। দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনতে হয়।

সেদিন এক লক্ষ, দুই লক্ষ নয়, দশ লক্ষ, বিশ লক্ষ নয়, প্রায় এক কোটি মানুষ বাংলাদেশের মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের সরকার, ভারতের জনগণ আমার লোকরে খাবার দিল। আমার লোকরে সান্ত্বনা দিল। আমার লোকরে অস্ত্র দিল। আমার লোকরে থাকবার বন্দোবস্ত দিল। তা না হলে আমার এক কোটি লোক না খেয়ে শৃগালের মতো, কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে পড়ে থাকত। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে যখন আমি ফিরে আসলাম, ভারতবর্ষ আমাকে দুই কোটি মণের উপরে খাবার দিল। বিদেশে থেকে আমাকে আনতে হলো সাত কোটি মণ খাবার।

সাত কোটি মণ খাবার আনতে কী লাগে? জাহাজ নাই, রেললাইন নাই, ইস্টিমার নাই, পোর্ট কাজ করে না। পুলিশের পোশাক নাই, রক্ষী বাহিনীর পোশাক নাই, বিডিআরের পোশাক নাই, সামরিক বাহিনীর পোশাক নাই, কর্মচারীদের থাকার বন্দোবস্ত নাই, শুধু চারিদিকে নাই, নাই আর নাই। চারিদিকে শুধু কান্না-কান্না আর কান্না। চারিদিকে শুধু আর্তনাদ, আর্তনাদ আর আর্তনাদ। চারিদিকে মানুষের হাহাকার, হাহাকার আর হাহাকার। কী করবো? পাগল হয়ে গেলাম। কোত্থেকে পাবো, কী করে আমার বাংলার মানুষকে বাঁচাবো? কী করে দু'মুঠো খাবার দেবো? দুনিয়া বলল যে বাংলাদেশে না হলেও এক কোটি লোক মারা যাবে। কম সে কম পঞ্চাশ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যাবে। আমি বললাম

আল্লাহ্ সহায়। চেষ্টা করে দেখা যায়। পেট ভরে দেবার পারবো না। কিন্তু মানুষকে আমার বাঁচাতে হবে। দু'মুঠো খাবার আমাকে আনতে হবে। সর্বস্ব চেষ্টা করে গ্রামে গ্রামে রিলিফ, টেস্ট রিলিফের টাকা, কিছু খাবার, কিছু মডিফাই রেশনিং, কিছু রিলিফের মাল আনলাম। গ্রামে দিলাম।

দুঃখ হয় আমার, কষ্ট হয় আমার। ভিক্ষা করে দুনিয়ার কাছ থেকে আনি। আর গ্রামে আমি সেই জিনিস পৌছাই। আর তার মধ্যে থেকে কিছু চোরের দল চুরি করে খায়। আমার দুঃখ হয়, এরা মনুষ্যত্ব হারায় ফেলাইছে। এদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই। এরা গরিবের বুকে রক্ত চুষে খায়। এছাড়া কী হলো? একদল মানুষ, যারা অস্ত্র পেয়েছে, রাত্রে মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। রাত্রে ডাকাতি করে। মা-বোনের ওপর রেপ করে। আমি তাদের সাবধান করে দেবার চাই। আমি বাংলাদেশের মাটির মানুষ। এই যে নদী গেছে, এই নদীর পাড়ে আমার জন্ম। আমি বাংলার মানুষের কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেছি। বাংলার মানুষকে অত্যাচার করা জনগণ সহ্য করবে না এবং সরকারও সহ্য করবে না। আমি বলে দিয়েছি তোমরা সাবধান হয়ে যাও। আপনাদের কাছে যেদিন আমি চলে গিয়েছিলাম, অস্ত্র দেই নাই, আপনাদের কাছে আমি গোলাবারুদ দেই নাই। আপনারা পাকিস্তানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নাই? সংগ্রাম করেছেন। আজও বলতে চাই জনগণের সাহায্য ছাড়া চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ দমন করা যায় না। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। আপনি আমাদের যেভাবে একদিন আমি বলেছিলাম, এককথায় আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আজও আমি জানতে চাই, যে আমি যা বলবো তা আপনারা মানতে রাজি আছেন কিনা? চোর, গুণ্ডাকে খতম করতে রাজি আছেন কি না হাত তোলেন। বাংলার মানুষকে চোর, গুণ্ডাকে খতম করতে হবে। রাজি আছেন? গ্রামে গ্রামে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। খুঁজে খুঁজে বাইর করে দেন। এই চোর, গুণ্ডার জন্য দরকার হয় আরও দশটা জেল আমি বানিয়ে দেবো।

ভাইয়েরা আমার, জানি আমার পয়সা নাই। জানি ছাত্ররা পড়তে পারছে না। খাজনা মাফ করে দেয়া হয়েছে। জীবনে কোনদিন আশা করেন নাই যে বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ হয়ে যাবে। আমি আপনাদের খাজনা মাফ করে দিছি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আপনাদের মাফ করে দেওয়া হয়েছে। জীবনেও আপনাদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা দিতে হবে না। কোনদিন, কেউ কোনদিন আশা করছেন? আমি দিয়েছি। লবণ ট্যাক্স মাফ। টাকা না আসলে দেবো কোত্থেকে? ফ্যাক্টরিতে যদি পয়দা না করেন, পাবো কোথায়? রোজ মরারে কেডা মারে? আমি প্রায় সাত কোটি থেকে আট কোটি মণ খাবার দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনছি। আগামী বৎসর জন্য প্রায় একশো' কোটি টাকার মতো খাবার আমাকে এখন কিনতে হচ্ছে। না হলে আগামী বৎসর মানুষ বাঁচবে কী করে? আপনাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে। আমি যেমন খাজনা মাফ করছি, আপনাদের তেমন ফসল দিতে হবে। না হলে ভিক্ষা করে কোনও জাত বাঁচতে পারে না। ভিক্ষুকের জাতে পয়দা হয়ে যাবো।

আপনাদের কাজ করতে হবে। উৎপাদন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারও যেখান থেকে পারে আইনা আপনাদের দেবে। অন্ততপক্ষে যদ্দিন আমি আছি। এই বাংলার সম্পদ যদ্দিন আমি আছি, এ বাংলার সম্পদ বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ। এ বাংলার সম্পদ বাংলাদেশের গরিব কৃষক মজদুরের সম্পদ। কিন্তু আনতে হবে দুনিয়া থেকে। এত তাড়াতাড়ি কিচ্ছু হয় না। মাত্র বার মাস। কিচ্ছু ছিল না। এখান থেকে চাল আনলে ডাল থাকে না। ডাল আনলে লবণ থাকে না। লবণ থাকলে চিনি থাকে না। চিনি থাকলে তেল থাকে না। এটা আনতে গেলে ও জাহাজ বন্ধ, ওটা আনতে গেলে ও জাহাজ বন্ধ। ৬৫ হাজার গ্রাম, সাড়ে সাত কোটি লোক, লক্ষ লক্ষ বেকার, ফ্যাক্টরি ভাইঙ্গে দিয়ে গেছে, পোর্ট নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

আল্লাহর কাছে শোকর করেন যে আপনারা এখনও বেঁচে আছেন আর এবং আমিও বেঁচে আছি। এত পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে, এত কাল আমি জেল খাটছি, যে আইছে সে আমারে জেলে দেছে। সেই যে এক পাকিস্তান আনছিলাম, কী এক পাকিস্তান, সে পশ্চিমাদের রাজত্ব, এই ব্যাটারা যে আইছে, সে ইস্কান্দার মির্জা হোক, সে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী হোক, সে মরহুম নাজিম উদ্দীন হোক, সে আপনার কী জানি কয়, সে আইয়ুব খান হোক, সে ইয়াহিয়া খান হোক, যে আইছে সে আমাকে জেলে দেছে। তিন বার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি মাথা নত করি নাই। এই বাংলার দুঃখি মানুষের পাশে পাশে আমি রয়েছি। জেলের মধ্যে ফাঁসির কাষ্ঠে আমি এ কথাই বলেছি যে আমি মরতে চাই, বাংলার মানুষের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে চাই।

আমার কি প্রধানমন্ত্রিত্ব সাজে? আমি জাতির পিতা। আমি বঙ্গবন্ধু। প্রধানমন্ত্রী কেন হবার যাবো? আমাকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল। যে এদেশের মানুষকে বাঁচাতে পারবে না কেউ। দুনিয়া সাহায্য দেবে না।

আজ ৯৭টা দেশ বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি কোনও দেশকে এতগুলো রাষ্ট্র মাইনা নেয় নাই। আমার বাংলাদেশকে নিয়েছে। আমার সোনার বাংলা। মাটিকে যেখানে ফেলবো সেখানে ফসল হয়। আমার সোনার মানুষ। খালি দেখবেন যত গোলমাল করে এই সাদা কাপড়ওয়ালা ভদ্দর লোকরা। এরাই পয়সা খায়। এরাই লুটতরাজ করে। এরাই বড় বড় কথা বলে। এরা ছাড়া আমার দেশের গরিব দুঃখি বড় ভালো। সোনার বাংলা যেমন, সোনার মানুষ তেমন। কিন্তু দুঃখ হয় কী আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, মজিবর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও সোনার বাংলা করা যাবে না। যদি সোনার মানুষ বাংলার মাটিতে পয়দা না করেন। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ সোনার মানুষ পয়দা করেন।

কতো মজিবর রহমান যাবে, কত মজিবর রহমান আসবে। সোনার বাংলা থাকবে। সোনার বাংলার মানুষ থাকবে এবং আমি শুধু, আমি এইটা করেই শুধু মরতে চাই। যে

আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খায়। আমার বাংলার মানুষ সুখে বাস করে। আমার বাংলার মানুষের গায়ে কাপড় হয়। আমার বাংলার বেকার চাকরি পায়।

লক্ষ লক্ষ মা-বোন, আজকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। আমি প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড করে প্রত্যেক ফ্যামিলিকে দুহাজার, চার হাজার টাকা দিচ্ছি। চার কোটি টাকা দিয়েছি আমি। যারা মারা গেছে তাদের জন্য ট্রাস্ট করেছি। যেন তাদের ছেলেমেয়েরা, তাদের বংশধররা কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়। সময় লাগবে। চার কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়া মুক্তিফৌজ ট্রাস্ট করেছি। এছাড়া সাড়ে চার কোটি, পৌনে পাঁচ কোটি টাকা এমনি দিয়েছি। এছাড়া একশো' দুই কোটি টাকার মতো আমি বাংলাদেশের মানুষকে রিলিফ দিয়েছি। এত রিলিফ কেউ কোনদিন চোখে দেখে নাই। এ কথা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন। তবে আছে। এখন যাদের দিয়ে কাজ করবো, তারা যদি কাজ ভালোমতো না করে শেষ পর্যন্ত তাদেরও দায়ী হতে হবে আল্লাহ্‌র কাছে, আমাকেও দায়ী হতে হবে আল্লাহ্‌র কাছে। তাই তাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আমি যা ভিক্ষা-টিক্ষা করে আইনা বাংলার মানুষের জন্য দেই, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এদেশের গরিবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েন। না হলে আমি বড় সোজা মানুষ। আমি জীবনে কারো কাছে মাথা নত করি নাই। আমি বহু অনুরোধ করেছি। বহু কাকুতি মিনতি করেছি। বহু আবেদন করছি। জাতির পিতা হিসেবে আবেদন করেছি। বঙ্গবন্ধু হিসেবে আবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবেদন করেছি। কথা যেন কানেই যায় না।

আমি জানি এই পিরোজপুরের জায়গায় জায়গায় এত ডাকাতি হয়েছে। আমি বলে দিয়েছি এবার কোনও কথা নাই। ডাকাতির গন্ধ যদি মাটির তলেও পাও, ডাকাতির গন্ধ যদি পানির মধ্যেও পাও, তোমাদের কোনও চিন্তা নাই। এই ডাকাতদের ধরে বাইর কোরো। আমার মা-বোনেরা ঘুমাতে চায়। আমার মা-বোনেরা বাঁচতে চায়। আমি ভিক্ষা করে আনবো, আর চোর-ডাকাত, বদমাইশ-গুণ্ডা আমার মানুষদের কষ্ট দেবে তা কক্ষনো এই বাংলার মাটিতে হতে পারে না।

ভাইয়েরা আমার, এখন দশ মাস। আমি আইসেই আপনাদের দলিল দেখলাম যে কার কপালে কী? ব্যারাম হয়ে গেল আমার। ব্যারাম হয়ে গেল আমার। অপারেশন হলো। দুই মাস আমি হাসপাতালে। দুই মাস আমি বাইর হই নাই।

আমি দেখলাম যে বাংলাদেশের মানুষের একটা দলিল করে দেওয়া দরকার। যদি আমার কিছু হয়ে যায়, আর এ দলিল যদি না করে যাই তা হলে বাংলার মানুষের অধিকার থাকবে না। তাই বাংলাদেশের একটা শাসনতন্ত্র আমাকে এগার মাসের মধ্যে দিতে হয়েছে। বিপ্লবের পরে কোনদিন কোনও দেশে কেউ দেবার পারে নাই। এই দলিল এখন বাংলার জনগণের দলিল। মানে হলো এই, বাংলার জনগণই এই বাংলাদেশের মালিক। এ দলিল করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের আর কেউ আপনাদের ক্ষমতা নিতে পারবে না।

এক দল লোক বেরোয়ছে। পাকিস্তানের দালালরা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না। আমি মুসলমান। আমি আমার ধর্ম-কর্ম পালন করবো। কেউ আমাকে বাধা দেবার পারবে না। হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে। কেউ তাকে বাধা দেবার পারবে না। বৌদ্ধ তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে। কেউ তাকে বাধা দেবার পারবে না। পাকিস্তানের পয়সা খাইয়া ইসলামের ওই যে পাকিস্তানি ইসলাম দেখেন নাই? দেখেন নাই যে মাইয়া লোকরে মাইরা গাছে টানায় রাখছে? দেখেন নাই? দেখেন নাই ফারুককে কী করে মারছে? দেখেন নাই খালের পাড়ে রোজ রোজ পাঁচশো' লোকরে নিয়া গুলি করে হত্যা করেছে? দেখেন নাই? মনে করেছে আমরা চিনি না ওদের। ওদের আমি ক্ষমা করেছি অনেককে। বলেছি, যা করছিস করছিস। এখনো ঘুচুর-ঘুচুর ফুচুর-ফুচুর বন্ধ হয় নাই। পাকিস্তানে বহু জায়গা আছে। আর এই দেশে কোনদিন আমি বন্দুক দিয়ে রাজনীতি করি নাই। আমি আইয়ুব খানের বন্দুক-মেশিন গান, ইয়াহিয়া খানের বন্দুক-মেশিন গান, ইস্কান্দার মির্জার বন্দুক-মেশিন গান। এদেশের জনগণ মা-বোনকে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি। আজ আমার সঙ্গে বাংলার জনগণ। আজ আমার সঙ্গে বাংলার সব। বাংলার অফিসার, বাংলার মানুষ, বাংলার জনগণ সব আমার সাথে আছে। এখনও ফুসুর ফুসুর কর? এখনো গোপনে গোপনে পাম্পলেট দাও? এখনও এখানে ওখানে কর? সাবধান হয়ে যাও। তওবা কোরো। বেশিদিন আরামে থাকতে পারবা না। আর যারা মা-বোনরে হত্যা-ফত্যা করেছ, রেপ করেছ, অত্যাচার করেছ, যারা অত্যাচার করেছে তাদের কোর্ট কাচারিতে বিচার হতে হবে। সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বেশি সময়ের জন্য আপনাদের এখানে আসতে পারি নাই। কারণ আমি থাকতে পারি না। আর সকাল সাতটা থেকে আরম্ভ করি– বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এতকাল জেল খাটছি। আমার স্বাস্থ্য এত খারাপ হয় নাই। কিন্তু এই কয়েক মাসে কী প্রধানমন্ত্রী করতে গেলাম, আমার জান শেষ প্রায়।

আমাকে আপনারা জানেন যে, ইয়াহিয়া বলছে যে আমি সমস্ত বাংলাদেশ আর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে প্রধানমন্ত্রী হবো, আমি নেই নাই। আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করি নাই। আর আজও করি না। শুধু এই দেশের দুঃখি মানুষকে হাসি ফোটাবার জন্য আমি রাজনীতি করি। এই দেশের দুঃখি মানুষকে হাসি ফোটাবার জন্য আমি আমার জীবনের যৌবন আমি জেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই। এখন এই সাম্প্রদায়িকতা, আপনারা যদি আমায় ভালোবাসেন, এই সাম্প্রদায়িকতা যাতে কেউ সৃষ্টি করতে না পারে। কারণ আপনারা কিছুতেই খোদা আপনাদের মাফ করবে না। এই থেকে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হইছে, ভোটের গন্ধ পাইলেই এক দল লোক দাঁড়ায় যায়। যেই শোনে যে ভোট আইছে আর ওমনি লাফানো শুরু করে। কোথায় ছিলেন চান্দরা? এতকাল কোথায়

ছিলেন? কী করেছেন এতকাল? দুঃখের দিনে কোথায় ছিলেন? সংগ্রামের দিনে কোথায় ছিলেন? লজ্জা হয় মাঝে মাঝে। তারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে তাদের মুখে বাধে না। তারা আমার বিরুদ্ধে পর্যন্ত কথা বলে। কোন কারণ, এর কোনও কারণ নাই। কারণ কী জানেন? দুনিয়ার মানুষের কাছে আমাকে ছোট করতে চায়। আর কিচ্ছু না। ওরা জানে যে বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। এখানে ওদের ও সমস্ত চক্রান্ত চলবে না। যাতে আপনাদের জন্য আমি বিদেশ থেকে কিছু না আনতে পারি। দুনিয়ার কাছে আমারে ছোট করতে চায়। ওরা যা বলে। আমি তো কিছু বলি না। আমি তো গণতন্ত্র দিয়েছি। যাও মিটিং কর। ইলেকশন দিয়ে দিয়েছি।

আপনারা আমারে পাঁচ বছরের জন্য ভোট দিয়েছিলেন। আমি পাঁচ বছর আরামে থাকতে পারতাম। আমি তো চাই নাই। আমি বলছি, না। বাংলার মানুষের কাছে আবার যাও। তার কাছ থেকে মেন্ডেট নিয়ে আসো। বাংলার মানুষ আমাকে চায় কি চায় না? না চায়, আসসালামু আলাইকুম। চলে গেলাম। যেই ভোট আসে, আর এটা হলো না, ওটা হলো না। আমি তাই একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, এটা হলো না, ওটা হলো না বুঝলাম। বাংলাদেশে পঁয়ষট্টি হাজার গ্রাম। এই গ্রামে সাড়ে সাত কোটি লোক বাস করে। আপনারা বক্তৃতা করতেছেন, এই বরিশাল জেলার কথা চিন্তা করেন। এ আমার দুঃখ, ১৯৭০ সালে যে ভোলায়, পটুয়াখালী, নোয়াখালীর সেই রামগতি, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে যে সাইক্লোন হলো, এই সাইক্লোনে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে মারা যায়। আপনাদের জানা আছে এই অঞ্চলে ঘরবাড়ি সব ফেলে দেয়। আমি রিলিফ নিয়া সমস্ত আইল্যান্ডে, সমস্ত দ্বীপগুলোতে ঘুরেছি। ভাঙা নৌকায় আমি মেঘনা পাড়ি দিয়ে গেছি। আমি চাল-ডাল-কাপড় নিয়ে সেখানে পৌঁছায়েছি। তারপরে গেল এই ধ্বংসযজ্ঞ। তারপর হলো এই বছর আবার পানি হলো না। ফসল হলো না। তিনটি বছর পর পর। মানুষের কিচ্ছু নাই। কই, কোনও মিয়ারে তো দেখি নাই, যে দশ খানা কাপড়, পাঁচ মণ চাল, তিনটা মেডিসিন নিয়ে এক গ্রামে আইসা, বাবারা এই দুই খান কাপড় নাও। মা জননী, নেংটা হইয়া আছ, দুইখান কাপড় নেও। ভাইয়েরা আমার না খেয়ে আছ, দুই সের চাল নেও। এ তো একটা মিয়া আজ দশ মাসের মধ্যে বললা না। বক্তৃতা করার সময় সব হাজির হইয়া যায় আইসা। আর ভোট দেবার সময় সব আচকান নিয়া খাড়া হইয়া যায়। মহাবিপদ হয়ে গেছে বাংলাদেশের লোক লইয়া আমার।

ভাইয়েরা আমার, আমি সত্যিই আসতে পারি নাই। এখন পর্যন্ত যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সে জায়গাও আমি দেখতে পারি নাই। একদিন শুধু মাকে, আব্বাকে দেখতে এসেছিলাম আধ ঘণ্টার জন্য। সময় পাই না। আপনাদের কাছে আমি আসতে পারি নাই। আমার মন সব জায়গাতে। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে। আমার কাছে টেকনাফ থেকে চিটাগাং পর্যন্ত আর পটুয়াখালী পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষ সমান।

আমি তো জাতির পিতা। আমার কাছে সব সমান। এদেশের মানুষ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ছোট, বড় মা, বোন সবই সমান। আমার কাছে বাংলার মানুষ, বাংলার

মানুষ। তাকে আমি ভালোবাসি। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন, যে আমি নির্বাচন দিয়ে দিয়েছি আবার।

৭ই মার্চ তারিখে নির্বাচন হবে। আপনারা এসে ভোট দেবেন। এই ইলেকশনকে বানচাল করার জন্য কতগুলো লোক লেগে গেছে। ওরা বুঝতে পারছে যে বাংলার মানুষ ওদের ভোট দেবে না। এখন কী করিয়া গোলমাল লাগাবে, কী করে মারামারি করবে, কী করে রাত্রে বেলা পলিটিকাল ওয়ার্কারকে হত্যা করবে এই সমস্ত চলেছে। আমি তাদের বলি, যান, যদি মাজায় বল থাকে চানরা, বাক্স থাকবে, মার্কা থাকবে। আইসে ভোট দিন। জনগণ যদি তোমাদের ভোট দেয়, বইসে পড়, কোনও আপত্তি নাই। না দেয়, আবার যাইয়া চিৎকার কর তাতেও আপত্তি নাই। যদি তারপরে আবার না দেয় বিসমিল্লাহ কইয়া বিছানা কইরা শুইয়া পড় তাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু মেহেরবানি কইরা গোলমাল, মারামারি করার চেষ্টা কইরো না। নির্বাচন হবে। বাংলার মানুষ আবার ভোট দেবে। তা, আমি আপনাদের কাছে আসতে পারি নাই। কখন আসতে পারবো জানি না। আমাকে দুনিয়া থেকে সব কিছু আনতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তো কিছু করেই নাই, ২৫ বৎসর সব লুট করে নিয়ে গেছে। আর যাবার বেলায় সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এই লোককে বাঁচাবার জন্য আমার কাছে দিনের আরাম, রাতের বিশ্রাম হারাম।

তা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যেভাবে আপনারা আমার কথা শুনে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, আমাকে ভালোবেসেছিলেন, সেইভাবে আমার উপরে আপনাদের আস্থা আছে কি নাই, দুহাত তুলে আপনারা আমাকে দেখায় দেন।

আর আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমার, শ্রমিক ভাইরা কাজ করেন। আমি যেখান থেকে পারি আইনা আপনাদের কাছে পৌছাবার চেষ্টা করবো। কৃষক ভাইরা, ফসল উৎপাদন করতে হবে। গাছ লাগাতে হবে। বেশি করে কাজ করতে হবে। কারখানা বেশি বাড়াতে হবে। আমি কিচ্ছু করতে পারছি না। কেন পারছি না, জানেন? যা যেখানে পাই, খালি খাবার কিনতে হয়। খালি তেল কিনতে হয়। যা যেখানে পাই কাপড় কিনতে হয়। ঔষধ কিনতে হয়। কারখানা-ফারখানা, পশ্চিমা শয়তানগুলো আমার বাংলায় কিচ্ছু করে যায় নাই। সব কিছু বিদেশ থেকে আনতে হয়। চট্টগ্রাম, চালনা, তারপরে গ্রামে গ্রামে পাঠাতে হয়। আপনাদের অনেক কষ্ট। আল্লাহ্ জানেন।

আমি প্রথম বলছিলাম আইসা যে তিন বছর কিচ্ছু দিবার পারবো না। বাংলার মানুষ বলল তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না। কিন্তু আমি দিছি। আমি এখনও বলি কিছু দিবার পারবো না। কিন্তু যা পাবো, যা আনবো, তা বাংলার মানুষের। না হলে একশো' কোটি টাকার উপরে রিলিফ আমি আপনাদের দেবার পারতাম না। আমি কিচ্ছু দিবার পারবো না বলেছি। তারপরও আপনাদের জন্য আমাকে সাত কোটি মণ খাবার বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। এইবারেও আমি দুইশো' তেইশ কোটি টাকা দিয়েছি বিদেশ থেকে মাল কেনার জন্য। গরিব কর্মচারীদের বেতন পঁচিশ টাকা বাড়াইছি। প্রাইমারি স্কুল টিচারদের আমি সরকারি কর্মচারী

করেছি। আমি তো গরিবের মানুষ। গরিবের কাছ থেকে আমি এসেছি। তাই গরিবের পাশেই আমি থাকতে চাই। গরিবের কাছেই আমি থাকতে চাই। গরিবের কাছে থেকে আমি মরতে চাই। এর বেশি আর কিচ্ছু আমার চাওয়ার নাই। আর এই গরিবকে আমি হাসি মুখ দেখতে চাই।

আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। মাফ করবেন। একটু দেরি হয়ে গেছে। বরিশালে আমার মিটিং রয়েছে। আমি সময় পাই নাই। এই অঞ্চলে আমার আসা হয় নাই। সব জেলায় আমি একবার করে গেছি। কিন্তু মহকুমায় যাই নাই। দুই এক মহকুমায় ছাড়া। তাই পিরোজপুরে আমি আগেই আসছিলাম। আমি কথা দিয়েছিলাম। আপনারা আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আরও বক্তা ছিল। তোফায়েল সাহেব আপনাদের, আমার পলিটিকাল সেক্রেটারি ভোলার, তার বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল। সময়ের অভাবে করতে পারল না। আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ।



৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩

বরগুনা

বরগুনার এক বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

ভাই ও বোনেরা, পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে আশা করেছিলাম আপনাদের এখানে আসবো। আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। যখন প্রোগ্রাম করলাম তখন হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় দীর্ঘ দেড় মাস, দুমাসের মতো অসুস্থ থাকতে হয়েছিল। সে জন্য আপনাদের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি নাই। আপনারা বারবার আমাকে দোয়া করেছেন। বারবার আমি ফাঁসি কাষ্ঠ থেকে বেঁচে এসেছি। সে জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বরগুনার ভাই ও বোনেরা, ইতিহাস আপনারা জানেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত আমার বাংলার মানুষকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। দুস্থ এই বাংলাদেশে দুই শ' বৎসর আমরা ইংরেজের গোলাম ছিলাম। দুই শ' বৎসর পর্যন্ত ইংরেজ আমার বাংলাদেশকে শোষণ করেছিল। তারপরে পঁচিশ বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা ছলে-বলে কৌশলে আমার বাংলাদেশকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। এই পঁচিশ বৎসর না হলেও এ দেশের গরিব দুঃখি জনসাধারণের প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা লুট করে নিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে বার বার আমি সংগ্রাম শুরু করি। বার বার আমাকে কারাগারে যেতে হয়। বার বার আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেতে হয়। আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আপনাদের দোয়াতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নয় মাসের ইতিহাস বড় করুণ ইতিহাস। ২৫ই মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান পাক সামরিক বাহিনীর সৈন্য নিয়ে আমার বাংলাদেশের নিরপরাধ, নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লক্ষ-লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করে। লক্ষ-লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এক কোটি লোক বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। দুধের বাচ্চাদের হত্যা করে। আমার মা-বোনদের পাশবিক অত্যাচার করে। জালেমরা দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। জালেমরা আমার মা-বোনদের হত্যা করেছে, বেইজ্জতি করেছে। জালেমরা আমার ছাত্র-যুবককে হত্যা করেছে, বেইজ্জতি

করেছে। জালেমরা আমার কৃষক-শ্রমিকদের জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে, খতম করেছে। জালেমরা পুলিশের অর্ধেককে মেরে ফেলে দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর অর্ধেককে মেরে ফেলে দিয়েছিল। বিডিআরের অর্ধেককে মেরে ফেলে দিয়েছিল। রাস্তাঘাট ধ্বংস করে দিয়েছিল। পোর্ট ধ্বংস হয়েছিল। আমি যখন জেলখানা থেকে বের হয়ে আসি, বিশ্বাস করেন, আমি শিহরিয়া উঠি। মানুষ কী করে মানুষকে এভাবে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতে পারে। সব শয়তানের তাণ্ডবলীলা। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে শেষ করার ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমি স্মরণ করি আমার সেই লক্ষ-লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের। স্মরণ করি আমার সেই লক্ষ-লক্ষ কৃষক শ্রমিক মজদুর ছাত্রদের। আমি স্মরণ করি আমার পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আমার বিডিআর জোয়ানদের। যারা বিনা অস্ত্রে, সামান্য অস্ত্র নিয়ে সেই পাহাড়ি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবেলা করে। আমি স্মরণ করি ভারতবর্ষ, তার জনসাধারণকে যারা আমার এক কোটি লোককে খাবার দিয়েছিল। আমি স্মরণ করি মিসেস গান্ধীকে। তিনি আমার ছেলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। আমি স্মরণ করি জনসাধারণকে যারা আমার এক কোটি লোকরে ঘর দিয়েছিল, খাবার দিয়েছিল। না হলে একটা লোকও বাঁচতে পারত না। তাই যারা শহিদ হয়েছে তাদের জন্য দোয়া করবেন। জীবনে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তার মার চোখের পানি এখনো শুকায় নাই। তার বাপ আজও কাঁদে। তার বোন আজও কাঁদে। মা হারা ছেলে আজও রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে কেঁদে বেড়ায়। আজও আমার দেশের দুই লক্ষ মা-বোন ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে। তাদের বেইজ্জতি করা হয়েছে। আর যারা শহিদ হয়েছে তারা কিন্তু শহিদ হয়েছিল মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য। তারা শহিদ হয়েছিল এদেশকে স্বাধীন করার জন্য। তারা শহিদ হয়েছিল এদেশের মানুষকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করার জন্য। তারা রক্ত দিয়েছিল এদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য। গোলামির জিঞ্জির থেকে স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। পশ্চিমা শোষকরা বাংলার মানুষকে শোষণ করে চলে গেছে। কিন্তু যা করে গেছে, যা ধ্বংস করে গেছে সে ঘা শুকাতে অনেক সময় লাগবে। আমার চালের গুদাম জ্বালায়ে দিয়েছে। আমার ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার চালনা, চট্টগ্রাম বন্দর নষ্ট করে দিয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদে, দশজনের সাহায্যে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্যে চট্টগ্রাম বন্দর আজ কাজ করতে শুরু করেছে। তিনশোর মতো রেলওয়ে ব্রিজ, পুল ভেঙে দিয়েছিল। আপনাদের আশীর্বাদে দুইশো আটানব্বইটা মেরামত করা হয়েছে। সামান্যভাবে যাতে রেললাইন চলতে পারে। ৬৫ হাজার গ্রাম, সাড়ে সাত কোটি লোক দু'বেলা খাবার নাই। চারিদিকে হাহাকার। মা-বোনেদের আর্তনাদ। ফ্যাক্টরিতে কাপড় নাই। তিন বৎসর পর্যন্ত অত্যাচার, জুলুম চলেছে। বন্যায় বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা আপনাদের কত সর্বনাশ হয়েছিল সত্তর সালে আপনাদের মনে আছে। আমি এখানে এসেছিলাম। তখন এখানে রিলিফ কাজ করেছিলাম। তারপরে হলো এক বৎসরের যুদ্ধ। আমার গরিবদের বকেয়া সুদসহ খাজনা আমাকে মাফ করতে হলো। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা আমাকে মাফ করতে হলো। মিউনিসিপাল ট্যাক্স

আমাকে মাফ করতে হলো। লবণ ট্যাক্স আমাকে মাফ করতে হলো। কারণ আমার গরিব, খাজনা দেবার মতো শক্তি ছিল না।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, বিদেশ থেকে আনতে হবে চাল, খাবার। বিদেশ থেকে আনতে হবে কাপড়। বিদেশ থেকে আনতে হবে ঔষধ। বিদেশ থেকে আনতে হবে সব কিছু প্রায়। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা পশ্চিম পাকিস্তানের মাল বিক্রি করার জন্য বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা করে নাই। শতকরা আশি ভাগ কাপড় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমাকে আনতে হতো। আগে আসত, কারণ ঐ মাল বিক্রি করে বাংলার টাকা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলেছিল। এই জন্যই তো আমাদের সংগ্রাম। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ভোট দিয়েছিলেন। শতকরা আটানব্বইটা সিট আমি পেয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী আমি হতে পারতাম। পাঁচ বৎসর আমি থাকতে পারতাম। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জালেমদের সঙ্গে যারা আমার মা-বোনকে শেষ করেছে, যারা আমার বাংলার মাটিকে সর্বস্বান্ত করেছে প্রধানমন্ত্রী সেই দেশের হওয়ার চেয়ে কারাগারে জীবন যাপন করা, বা ফাঁসির কাষ্ঠে বসে মৃত্যুবরণ করা আমার পক্ষে হাজার গুণ ভালো। তাই ওদের কাছে আমি মাথা নত করি নাই। ইয়াহিয়া খান আমাকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল সমস্ত পাকিস্তানের। আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অনেকে হয়েছে। আমি তো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য বাংলার মানুষের নেতা হই নাই। আমি চেয়েছি বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি চেয়েছি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি চেয়েছি বাংলার মানুষ তাদের সম্পদের মালিক হোক। আর পশ্চিমের জালেমরা বাংলাদেশ ত্যাগ করুক। কিন্তু রাজি হই নাই। যার জন্য এই পঁচিশ তারিখে রাতের অন্ধকারে ঢাকাতে আমার বাড়ি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিডিআরের পিলখানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আক্রমণ চালাল মেশিনগান। হাজার হাজার লোক মারা গেল। মেশিনগান চালিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানে নিয়ে গেল। তারা আর বাংলার মাটিতে আমাকে আসতে দেবে না। আপনারা দোয়া করেছেন, তাই আপনাদের সাথে আমার দেখা করা অনেক আগেই উচিত ছিল। পারি নাই।

ভাইয়েরা ও বোনেরা, সমস্যায় জর্জরিত এ বাংলাদেশ। একটা গাছ যদি আপনারা লাগান তাহলে ফল হতে সাত বৎসর, আট বৎসর, নয় বৎসর সময় লাগে। একটা ভস্মীভূত রাষ্ট্র। কিছুই নাই। বৈদেশিক মুদ্রা নাই আপনারা জানেন? এই বৎসর, এই এগার বার মাসের মধ্যে আমাকে দুনিয়ার কাছ থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে, বন্ধুরাষ্ট্রের মাধ্যমে সাত কোটি মণ খাবার আনতে হয়েছে। একশো' দুই কোটি টাকার মতো রিলিফ বাংলার গ্রামে গ্রামে আমি দিলাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের চরিত্রের পরিবর্তন এখনো হয় নাই। এখনো কিছু সংখ্যক লোক, এত রক্ত যাওয়ার পরেও যে সম্পদ আমি ভিক্ষা করে আনি বাংলার গরিবকে দিয়ে পাঠাই তার থেকে কিছু অংশ চুরি করে খায়। এদের জিহ্বা যে কত বড়, সে কথা কল্পনা করতে আমি শিহরিয়া উঠি। এই চোরের দল বাংলার মাটিতে খতম না হলে

কিছুই করা যাবে না। আমি যা আনবো এই চোরের দল খাইয়া শেষ করে দেবে। এই চোরের দলকে বাংলার মাটিতে শেষ করতে হবে।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, একদল লোক সুযোগ পেয়েছে গ্রামে গ্রামে টুইকা গরিবের ওপর অত্যাচার করে, ডাকাতি করে, রেপ করে।

জনসাধারণ ভাইয়েরা ও বোনেরা, যেদিন আমি আপনাদের বন্দুক ধরাই, ইয়াহিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য ডাক দিয়েছিলাম, তখন তো আপনারা অগ্রসর হয়েছিলেন। সে কী মেশিনগান, সে কী এরোপ্লেন, আর এই চোর-গুণ্ডার কাছে কয়েকটা ভাঙা বন্দুক। পারেন না আপনারা? পারেন না এই চোর-গুণ্ডা-বদমাইশরে শেষ করতে? পুলিশ বাহিনী, রক্ষীবাহিনী নামায়ে দেওয়া হয়েছে। দরকার হয় সৈন্যবাহিনীকে নামায় দেওয়া হবে। আমার বাংলার মানুষকে অত্যাচার করা চলবে না। আমি চাচ্ছি সমস্ত কর্মচারীকে আমি অনুরোধ করছি। আমি পুলিশকে, রক্ষীবাহিনীকে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলছি যেখানে চোর-ডাকাতের গন্ধ পাবা, তোমাদের কোনও ভয় নাই। হুকুম দিচ্ছি আমি। তাদের শেষ করে দাও। যাতে আমার মানুষ সুখে বাস করতে পারে। আরামে ঘুমাতে পারে। আমি শুনি, রেপ করে, রাত্রে ডাকাতি করে, মানুষকে খুন করে। আশ্চর্য মানুষ! এত রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনলাম, আর আমার মানুষ আরামে ঘুমাতে পারবে না? আর সমস্ত, কী বলবো, দুঃখের কথা! বলার জায়গা নাই। ...

আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। টেস্ট রিলিফের টাকা আমি দিয়েছি আপনাদের কাছে। এত মানুষকে আমি পেট ভরে খাবার দেবার পারি নাই। আমি বলেছিলাম, জেলের থেকে বের হয়ে, হে জনসাধারণ ভাইসব, তিন বছর আমি কিছু দেবার পারবো না। বাংলার মানুষ বলল, চাই না। তাই বলে টেস্ট রিলিফের টাকা প্রত্যেকটা ইউনিয়নে ইউনিয়নে পৌছানো হয়েছে। ... লোন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাইরা আমার, রোজ মরারে কেডা মারে? আগামী বৎসর আমাকে অলরেডি এই '৭৩ সালের জন্য প্রায় একশো' কোটি টাকার খাবার কেনার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আরো দরকার হলে কিনতে হতে পারে। পাবো কোথায়? টাকা দেবে কেডা? রোজ মরারে কেডা মারে? ভিক্ষা কোথায় পাবো? নানা চিন্তা, নানা অসুবিধা। সাত কোটি লোক। ট্যাক্স নাই। মানুষের দেবার ক্ষমতা নাই। কী কষ্টের মধ্যে চলে! যা-ও সামান্য ট্যাক্স-টুক্স পাই, তা দিয়ে কতদূর চলতে পারে? দুনিয়া থেকে কোটি কোটি টাকার আমাকে লোন করে ধার করে আনতে হয়েছে। ভিক্ষা! আর এ ভিক্ষার মাল চাটার গুষ্টি চাটে চাটে খায়। এই ভিক্ষার মাল আমার গরিবের দুয়ারে পৌছে না। আর, ভাইরা আমার, আমি জানতে চাই, এই যে দুর্নীতি আর এই যে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, যারা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন কিনা এই কথা আপনাদের কাছে আমি জানার চাই। হাত তুলে আমাকে দেখায় দেন।

আস্তে, আস্তে, বাবা আস্তে।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার,এখন কোথায় পাবো আমি? ভিক্ষা করে আনছি সাত কোটি মণ খাবার। কাপড় কিনে আনতে হচ্ছে। তেল থাকে তো নুন থাকে না। নুন থাকে তো কাপড় থাকে না। কাপড় কিনা আনি তো ওটা কম পড়ে যায়। আমার দশা হইছে ছোট চাদরের মতো। মাথায় দিলে পাও খালি। পায় দিলে বুক খালি। এইভাবে দুনিয়া থেকে সবকিছু আনতে হচ্ছে। আমি আপনাদের পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ করে দিছি। জীবনে কোনদিন আপনারা কল্পনা করেন নাই। আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দিবো। কিন্তু আমিও তো আপনাদের কাছে চাই। কী চাই? খাজনা যখন আপনাদের দিতে হবে না, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত, ফসল তো কিছু বেশি করতে হবে। না হলে আমি ঘাটতি পুরাবো কোত্থেকে? ভিক্ষা করে আইনা কদ্দিন এই লোকরে বাঁচাতে পারবো? সে জন্য আপনাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে। ছাত্রদের জন্য বই কিনতে পারি না। রাস্ত ঘাট করতে পারি না। ওধারে আপনার নদী সমস্ত মরে যাচ্ছে। পঁচিশ বৎসরের ঘা, দুইশো পঁচিশ বৎসরের ঘা আমি দশ-এগার মাসে কী করবো? বিশ্বাস করেন, এতকাল জীবনের যৌবন আমি জেলের মধ্যে দিয়েছি আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় নাই, এই এগার মাসে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় গেছে। আমি চিন্তা করতে পারি না। আমি মানুষের দুঃখ সহ্য করতে পারি না। ওদের সাথে সাথে আমার জীবন কাটিয়েছি। দুঃখি মানুষ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। কিন্তু কী করে কোথায় পাবো, আমি চিন্তা করতে পারি না।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, তারমধ্যে যতটুকু সম্ভবপর, চেষ্টা করছি আইনে আইনে সামান্য সামান্য দেবার। গরিব কর্মচারীদের বেতন কিছু বাড়াতে হয়, তাদের চলে না। প্রাইমারি স্কুলদের সারা জীবন কেউ দেখে নাই, তাদের দিকে দেখতে হয়। সেকেন্ডারি স্কুল টিচারদের কেউ দেখে নাই, তাদের দিকে দেখতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। ভবন ভেঙে গেছে। কিছু টাকা প্রত্যেক স্কুল কলেজকে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পারি ভিক্ষা করে আনি, দু'হাত দিয়ে বিলাই। কিন্তু তাতে তো হবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি না করতে পারলে ভিক্ষা করে আইনে একটা জাত বাঁচতে পারে না। ভিক্ষুকের জাতের কোনও ইজ্জত দুনিয়াতে হয় না। দুঃখের বিষয়, দশ মাস, এগার মাস স্বাধীনতা হয়েছে, বার মাস স্বাধীনতা হয়েছে। যে আমি আপনাদের একটা দলিল দিয়েছি। দেখলাম, মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে। কখন কী হয়! গণ পরিষদের মেম্বারদের নিয়ে বললাম একটা দলিল কোরো। এ দলিল কোরো যাকে বলা হয় শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার এমনভাবে লেখো যে, কোনও শোষক যেন আমার দেশের গরিবকে আর শোষণ করে খেতে না পারে। এ দলিল আমি পাস করে দিছি। পাশ করে দিয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে। আজ শাসনতন্ত্র হয়ে গেছে। জনগণের দলিল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভোট দাও। যদিও আপনারা কিন্তু আমাকে পাঁচ বৎসর থাকতে দিয়েছিলেন। এমনকি আপনারা বলেছিলেন, লাগবে না লাগবে না। আমি বললাম, জনগণের কাছে ফিরে যাও। জনগণের জন্য শাসনতন্ত্র দিয়েছি। জনগণের কাছে আবার ভোট নিয়ে আসো। জনগণ যদি বলে, থাকো। না বলে তো ফিরে আসো। কী আছে?

আমার তো জীবন-যৌবন জেলের মধ্যেই গেছে। প্রধানমন্ত্রিত্ব হওয়ার মতো ... আপনারা জাতির পিতা করেছেন আমাকে। বঙ্গবন্ধু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কি বড় জিনিস মনে করেছেন না কি? এটা অন্যের কাছে বড় হতে পারে। কিন্তু আমি বার বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। কিন্তু হই নাই। আমি চেয়েছি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা। যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি, আপনারা হাজার হাজার লোক আমার মা-বোনেরা আপনারা আমার জন্য রোজা রেখেছেন, দোয়া করেছেন, যখন আমি বন্দী ছিলাম। যখন আমি আগরতলায় ছিলাম, তখনও আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। এবার যখন আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে ফাঁসি-টাঁসি, কবর টবর খুঁড়ে ঠিক করছে তখনও আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, চোখের পানি ফেলেছেন আমার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের ডাক শুনেছে। আমার ছেলেরা রক্ত দিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। না হলে তো আমি আর আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পারতাম না। আর আমি ভাবছিলাম, জীবনে আমার আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না এবং সে জন্যই আমি ওদের কাছে মাথা নত করি নাই। কারণ মৃত্যু মানুষের একবারই হয়। কিন্তু সাত কোটি লোকের নেতা আমি। এই সাত কোটি লোকের মুখে কালিমা মাখায়া দিয়া আমি তো বাঁচতে চাই না। ওমনে বাঁচা তো বাঁচা নয়। ও মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য। তাই মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম যাতে বাংলার মানুষ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র পায়। আল্লার মেহেরবানিতে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ৯৭টা দেশ বাংলাদেশকে রিকগনাইজ করেছে। দুনিয়ার দেশের কাছে আমি সাহায্য পেয়েছি। দুঃখ হয় কী জানেন? যে, যেই দেখে যে আমি ভোট দিয়ে দিয়েছি ৭ই মার্চ, আর কী কথা! এখানে গোলমাল লাগানোর চেষ্টা, ওখানে গোলমাল লাগানোর চেষ্টা। এখানে এই করার চেষ্টা ওখানে এই করার চেষ্টা বড় লজ্জা হয়। বড় দুঃখ হয়। মার চেয়ে যে বেশি পোড়ে, তারে বলে ডাইনী। যার জীবন দিয়ে দিলাম আমি বাংলাদেশের মানুষের জন্য। আজ লাফ দিয়ে ওঠে বলে এটা হলো না। ওটা হলো না। আমি তো বলছি সাড়ে তিন বৎসর কিছু দেবার পারবো না। যেই ভোটের গন্ধ পাইছে সব আবার আইসা দাঁড়ায় গেছে। ছিলেন কোথায় চানরা? করেছেন কী চানরা?

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই। আপনাদের কাজ করতে হবে, ফসল উৎপাদন করতে হবে। আমি দুনিয়া থেকে যেখান থেকে পাই আইনা গ্রামে আপনাদের পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। আপনারা দেখবেন আপনাদের জিনিস যেন কেউ লুটপাট করে না খায়। আপনারা দেখবেন যাতে আপনারা সুখে বাস করতে পারেন। কত সমস্যা। বেকার সমস্যা। কত সমস্যা। চাকরি পায় না। কোথাও টাকা পয়সা নাই। ও জায়গায় মানুষকে দেবার মতো শক্তি নাই। কী করে বাঁচাবো? তাই আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই, আপনারা চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে জানিয়ে দেন যে আপনাদের আমার উপরে আস্থা আছে কি নাই? আমার হুকুম মতো চলবেন কি চলবেন না?

হ্যাঁ। দুই হাত তোলেন। দুই হাত। সব তোলেন দুই হাত। ওই দিকে কী হলো? হাত নামান।

আমাদের মধ্যে একদল লোক ঢুকেছে যারা এদেশে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তাদের আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। তারা গোলমাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। বিদেশে, জানে যে বাংলার মানুষের কাছে আমাকে ছোট করতে পারবে না। বিদেশে যাতে আমার মুখ ছোট হয়, সে জন্য কিছু কিছু লোক গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। আর কিছুই না। কোনও দেশে এই যে আমার দেশে আজকে কতকগুলো সামান্য ঘটনা ঘটতেছে, এর পিছনে রয়েছে বিদেশি ষড়যন্ত্র। যাতে দুনিয়াতে আমার মুখটা ছোট করা যায়। কারণ, দুনিয়ার নেতারা জানে, দুনিয়ার মানুষ জানে যে, শেখ মুজিবর রহমানকে খুন করা যায়, তার মাথা কেনা যায় না। কিন্তু এরা চেষ্টা করছে যদি আমি অপমান হই, সাড়ে সাত কোটি মানুষ অপমান হয়। কারণ, আমাকে আপনারা জাতির পিতা করেছেন। সে জন্যই দুনিয়াতে আমাকে ছোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাক।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা, এই রোদ্রের মধ্যে কষ্ট করে বহু দূর থেকে আপনারা এসেছেন। সকালে আমাকে আসতে হলো এজন্য। বিকালে পটুয়াখালী মিটিং করে ভাবছিলাম রাতে পটুয়াখালী থাকবো। কিন্তু আমাকে ঢাকায় চলে যেতে হচ্ছে। আমি সকাল সাতটা থেকে রাত্র এগারটা পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমাকে কাজ করতে হয়। কী করবো? মানুষ তো বিশ্রামও চায়। কিন্তু বিশ্রাম আমার হয় না। আর বিশ্রাম কবে পাবো আমি জানি না। হ্যাঁ আগে মাঝে মাঝে জেলে যাইয়া একটু বিশ্রাম হইত। এখন জেলে নেবে বা কেডা আমারে? নিজে নিজে ইচ্ছা করে যাই। তা আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা, আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। বহু কষ্ট আপনাদের। বহু দুঃখ আপনাদের। অনেক দিন আপনাদের কষ্ট করতে হবে। আমি মিথ্যা ধোঁকা কাউকে দেই না। মিথ্যা কথা একটু কম বলি আমি। আমি আপনাদের কিছু ধোঁকা দেবার পারবো না। আমি যা বলেছি যে এদেশে সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারলে আপনাদের পেট ভরে খাবার দেবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। সম্পদ উৎপাদন করতে হবে। সুখী বাংলাদেশকে গড়তে হবে। আমার স্বপ্ন। আমি যদি মরেও কোনদিন যাই, আমি যদি রাজনীতি কোনদিন ছেড়েও দিই, তবু আমি দেখতে চাই, আমার বাংলা সোনার বাংলা হোক। আমার বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমার বাংলাদেশের মানুষ সুখী হোক। আমার বাংলাদেশের মানুষের গায়ে কাপড় হোক। আমার বাংলার ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। বাংলাদেশের সম্মান দুনিয়াতে, দুনিয়ায় বাংলার সম্মান বেড়ে যাক। এই আমি চাই। এর মতো চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নাই। জীবনে যা কোনও মানুষ পায় না, তা আমি পেয়েছি। সে হলো আপনাদের ভালোবাসা। এই ভালোবাসা নিয়েই আমি আল্লাহ্‌র কাছে, আপনারা আমাকে দোয়া করবেন আপনাদের এই ভালোবাসা নিয়ে আমি যেন মরতে পারি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা

জয় বাংলা।



৯ জানুয়ারি ১৯৭৩

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ঢাকায় বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত অধিবেশনে
এই ভাষণ দেন।

... আপনাদের বেশি কাজ করতে হবে। তারপরে যে যা মনে করবেন, যে আঘাত এবং যে ঘা হয়েছে এই ঘা শুকাইতে এবং সমান হইতে কমছে কম যে কোনও ইকোনোমিস্টকে আমি অনুরোধ করতে পারি আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি তা ৭ বৎসরের কম কেউ আশা করতে পারে না। তবু আমি বলেছি আমি তিন বৎসরে করতে চাই। এর জন্য বাংলাদেশের লোক আমার কাছে চায় না। চাওয়া-চাওয়ি একটু বেশি শহর দিয়া। চাওয়ার দরকার হোক। না চাইলেতো মায়েও দুধ দেয় না। আমি বুঝি সেটা। বাংলাদেশের লোককে বলেছি তিন বছরে আমি কিছু দিবো না। সে জন্য আমি অনুরোধ করছি দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝতে হবে রেভিনিউ কতদূর পর্যন্ত আসতেছে, কী পরিমাণ আপনারা পান? গণতান্ত্রিক দেশের সুবিধা আছে আয় ব্যয় আপনাদের সামনে পেশ করা হয়। যখনই কোনও কিছু আলোচনা করবেন তখনই আয়-ব্যয়টা আপনারা দেখে নেবেন। এর মধ্যে এক পয়সা গোপন থাকে না। ... কান্ট্রিতে যা থাকে তাদের আলাদা ... আলাদা থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কান্ট্রিতে পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে। এইটা আয়, এইটা ব্যয়। আর ভিক্ষুক জাত কোনদিন জীবনে বড় হতে পারে না। ভিক্ষের ওপর বেসিক করিয়া আমার বাংলাদেশের ইকোনমি নির্ভর করবে আমি গ্রহণ করতে চাই না। হ্যাঁ আমাকে ভিক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও করতে হবে। কিন্তু সমস্ত ভিক্ষের ওপর যদি নির্ভর করতে হয় সে দেশ কোনদিন জীবনে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে না। সে জন্যই জাতীয় সম্পদ যতটুকু আছে তার ওপর প্ল্যান করে আমাকে অগ্রসর হতে হবে, সময় লাগে আপত্তি নাই। যাতে ভবিষ্যৎ বংশধর আমাকে গালি না দেয়। এখন যদি ধরেন চিন্তা করে দেখেন আমি যদি আইসেই কইতাম ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা খাড়াইয়া দাঁড়াও, চালাও কারখানা, আনো মাল, ওপেন অধিকার করে দিলাম, মাল আনো। কোনও অসুবিধা হইত না দেখতেন বাজার বইয়ে যেত কাম হইত কিন্তু তার ফল পাইতেন তিন বৎসর পাঁচ বৎসর পরে। সমাজতন্ত্র বুঝতে হলে সমাজতন্ত্রের ডিসিশান মানতে হবে এবং সেই জন্য কিছুদিনের জন্য অন্তত সাফার করতে হয়

জাতকে যাতে ভবিষ্যতে জাত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে। সমাজতন্ত্রের কথা বলে অনেকে মিয়া। কিন্তু সমাজতন্ত্র ওই চটি বই পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না। বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রবলেমও বুঝতে হয়। তাহলে সমাজতন্ত্র কোথাও থেকে হাওলাদ করে আনা যায় না। এক এক দেশের সমাজতন্ত্র এক এক রকম হয়েছে। তার মাটি, তার এটমোসফেয়ার, তার ক্লাইমেট, তার হিউম্যান ম্যাটেরিয়াল সব বিবেচনা করে তার সিস্টেম করতে হয়েছে। সে জন্য এক জায়গার সোসালিজম অন্য জায়গাতে চলে না। আমার বাংলাদেশে সোসালিজম হবে তা আমার বাংলার মাটিতে সৃষ্টি হবে বাংলার মানুষ সৃজন করবে। আমি কোনও ভাড়া করে আনতে চাই না। সে জন্য সমাজতন্ত্র করতে হলে আপনাদেরকে সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই আজকে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সুযোগ দিয়েছেন। কাজ করেন। আমার মনে হয় এক-দুই মাসের মধ্যেই আশা করি পে-কমিশন আমার কাছে রিপোর্ট সাবমিট করতে পারবে। আমি আপনাদের পক্ষ থেকে আবেদন করবো যে, দুই মাসের বেশি আর দেরি করিতে পারিবেন না আপনারা দিতে চেষ্টা করিবেন। তারপরে আমি ঐটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি আপিল করিতে পারি। আমি ওদের সামনে একটা পরিষ্কার রাস্তা দিবার চাই। এই নির্বাহী কমিটি, এই তোমাদের বেতন, এই তোমাদের আছে। এত টাকা পাবা। কথা নাই, বার্তা নাই, সোজা কাজ করে যাও মিয়া। ফটফট দরকার নাই। এর বেশি পারবো না। কাটিলেও পারবো না। মারিলেও পারবো না, সোজা পথ, এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সে জন্য আমি তাড়াতাড়ি অনুরোধ করছি। অলরেডি বলেও দিয়েছি দুই মাসের বেশি আর টাইম দেওয়ার মতো আমার অবস্থা নাই। মনের অবস্থাও নাই, দেখি কী হয়, তাড়াতাড়ি করতে চাই। কারণ মওত-টৌওত তো আল্লাহ্‌র হাতে। কোন সময় কী হয়ে যায়! কিছু গোছায়-টোছায় না দিয়ে গেলে আবার কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যাবে। তবে আমি একটি কথা বলে দিবার চাই। ফরগেট, ভুলে যাইয়েন না যে ডিসিপ্লিন নামে একটি পদার্থ আছে। ইউ মাস্ট আপনাদের আপনাদের সুপিরিয়র অফিসারদের ডিসিপ্লিন মানতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশে খুব বেশি ডিসিপ্লিন। এর অর্থ এই নয়, স্বাধীনতা পেয়ে গেছি বলে আমরা যা খুশি করব, তা হয় না। ডিসিপ্লিন না থাকলে সে জাতি বড় হতে পারে না। অফিসের ডিসিপ্লিন মানতে হবে। কেননা আজকে আপনি আছেন একজন ক্লার্ক, কাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হলেন, আপনার স্টাফই যদি আপনার কথা না শুনে তাহলে কালতো আর একজন শুনবে না। সেই জন্য আপনাদের ডিসিপ্লিন মানতে হবে। এডমিনিস্ট্রেশনের ডিসিশন থাকতে হবে সবকথা এটাই। সে জন্য আপনাদের ডিসিপ্লিনড হতে হবে। ডিসিপ্লিনড না হলে কোনও জাত বড় হতে পারে না। ইনডিসিপ্লিনড নেশান জীবনে বার বার বাধা পায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমাজের প্রত্যকটা স্তরে স্তরে ডিসিপ্লিন থাকতে হয়। তা না হলে চলবে না। বক্তৃতা অনেকক্ষণ করছি। অশেষ ধন্যবাদ। বাংলার মাটিকে ভালোবাসেন। বাংলার মানুষকে ভালোবাসেন। বাংলাদেশের জন্য কাজ করেন। বাংলার মানুষ বড় দুঃখের সহিত আপনাদের পয়সা দেয়। মেহেরবানি করে হালাল করিয়া খেয়েন এই আবেদন জানায়ে বিদায় নিচ্ছি।

আস্‌সালামু আলাইকুম।



১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

ঢাকা

নির্বাচনকে সামনে রেখে গণভবনে মন্ত্রীদের উদ্দেশে এই ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু।

আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই যখন জানি যে ইলেকশন ৭ই মার্চ হচ্ছে। এটা আমাদের জাতির পক্ষে একটা বড় জিনিস। এর ওপর জাতির সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে। ... নির্বাচন দিতে পারে নাই। আমরা চেষ্টা করেছি, সকলে কথাবার্তা দিয়েছেন এবং তার জন্যই আজকে আমরা সাধারণ নির্বাচন করতে যাচ্ছি। ৭ই মার্চ তারিখে। তো যেটা বিশেষ প্রয়োজন যে নির্বাচনটা যেন ইম্পারশিয়াল হয়। আপনারা যারা রয়েছেন আপনাদের কর্তব্য হলো, এই নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর হয় সাথে সাথে নির্বাচন যেন কোনও হস্তক্ষেপ না করা হয়। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে রাজনৈতিক দলের ভিতর প্রত্যেক দলের অধিকার রয়েছে নির্বাচনে। নির্বাচনে শরিক হওয়া এবং সুযোগ-সুবিধা সরকারি দলের সাথে সাথে তাদেরও সুযোগ-সুবিধাটা প্রয়োজনটা যথাযথ পেতে হবে কোথাও যেন কোনও– কোনও রকম কোনও বাধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আমরা একটা সিস্টেম যে সিস্টেম আমরা গ্রহণ করেছি সেই সিস্টেমটা যদি ইফেক্টিভ করতে হয়। এটা গণতান্ত্রিক সিস্টেম। সেখানে নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর হয় এবং ইম্পারশিয়াল হয়। ... ক্ষমতায় একদল থাকবে একদল যাবে। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমার দেশ চলবে। এটা শুধু যে আমার কথা তা নয়। যে শাসনতন্ত্র আমরা দিয়েছি সে শাসনতন্ত্রে সেটা প্রত্যেক অক্ষরে অরে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে কারো কোনও অধিকার নাই কথা বলার যে কাজটা দেওয়া হয়েছে এই কাজটা মানতেই হবে এটা শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। এর বিরুদ্ধে কথা বললে শাসনতন্ত্রকে বানচাল করা। এটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যে শৃঙ্খলাকে ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি যার জন্য আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছি এত শহিদ হয়েছে এত রক্ত দিয়েছি এটা মিথ্যে হয়ে যাবে যদি আমরা আমাদের আদর্শ এবং মূলনীতি থেকে দূরে সরে যাই। এখানে জাতীয়তাবাদ দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ স্বাধীনতা ফেরত গণতান্ত্রিক দেশে কিছুটা সুযোগ পায় একদলীয় যা দেশের আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করে। তারাও গণতন্ত্রের নামে

আছে। সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যেমন ধরেন আমরা আজকে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। সে জাতীয়তাবাদটা কী সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আপনাদের বক্তৃতা দিয়ে সহজ করে আমাকে বুঝাতে হবে না। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ডিগ্রিধারী ছাত্র ছিলেন এখন সরকারি দলে কাজ করেন। তবে পাকিস্তানি সরকারি কর্মচারী নয় বা ইন্ডিয়ান সরকারি কর্মচারী নয়। আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীন দেশের সরকারি কর্মচারী। এমন ধ্বংসস্তূপে আমরা আত্মনিয়োগ করবো যার জন্য সেবা করছি তারা দেশের মানুষ আপনারই বাপ আপনারই ভাই এবং তাদের অর্থের বিনিময়ে আমরা যারা এখানে যা কিছু করছি আমাদের সবকিছু যা চলে এবং তাদের মঙ্গল এবং তাদের উন্নতি তাদের যা কিছু আছে ভালো জিনিস তার জন্য আমাদের সকলকে রাখা হয়েছে। যারা আপনারা সরকারি কর্মচারী তাদের কর্তব্য অনেক বেশি। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার যে একটা, কিছু কিছু লোক চেষ্টা করছে এবং যেখানে বিদেশি শত্রুরা বা শোষণকারীরা আমাদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে সেখানে যেমন সরকার রয়েছে তেমনি আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে ... গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে সমস্ত সাপোর্ট রয়েছে। আপনারা সম্পূর্ণ ইম্পারশিয়াল হয়ে যে কোন দল তাদের আদর্শ নিয়ে নির্বাচন যদি করতে চান নির্বাচন দেওয়া হবে। ইলেকশন কমিশনারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে আপনারা কো-অপারেশন করবেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে যদি কেউ চেষ্টা করেন যে হ্যাঁ আমরা অস্ত্র দেখাবো। অস্ত্র দিয়ে বানচাল করবো। তাহলে সেখানে আমাদের গ্রেফতার করতে হবে। কোনও কিন্তুটিন্তু নাই। আমরা হুঁশিয়ার, আপনারাও হুশিয়ার থাকবেন বলে আশা করি। এটা আপনাদের মনে রাখা দরকার যার ক্ষমতা রয়েছে যাদের পদ থাকবে কেউ যেন বাধা সৃষ্টি না করে। যে আসবে যার মার্কা থাকবে যার ব্যালেট বাক্স থাকবে সে যেন সেখানে এসে ভোট দিতে পারে সে দিকে পুরোপুরি আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। অন্তত এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি। এটা আমাদের মেনে চলতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মেনে চলতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের একদল লোক এখনও আছে যারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ তুলে ধরার চেষ্টা করে। বহুদিন আমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি এখনও করছি যদি না হয় তাহলে যদি ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হয় তার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আপনাদের কর্তব্য হলো যেহেতু নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে এই নির্বাচনে কথাটা মনে করেন না যে স্বাভাবিকভাবে করতে যাচ্ছে বিদেশি শক্তি চেষ্টা করছে। ... কারণ কেউ আশা করতে পারেনি এত বড় একটা ধ্বংস্তূপের পরে এত তাড়াতাড়ি একটা দেশ আপনাদের ইজ্জত দুনিয়ায় অনেক বেড়ে যাবে এই নির্বাচন যদি শান্তিপূর্ণ হয়। এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু হয় আপনারা করতে পারেন তাহলে দুনিয়ার কাছে আপনাদের ইজ্জত বেড়ে যাবে যা আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, সেটা আমরা বিশ্বাস করি তারপর আপনাদের এবং দেশের সাত কোটি লোকের ইজ্জত দুনিয়াতে বেড়ে যাবে। যার জন্য বোধ হয় অনেক দেশ চায়নার মতো দেশে এক বছরে ৯৭-৯৮টা কান্ট্রির রিকগনেশন পায়নি। বাংলাদেশ তা পেয়েছে ... সেটা অন্য কথা। সেটা আমরাও জানি যে চায়না দুই বছর জাতিসংঘের বাইরে থেকে যেহেতু মরে যায়নি, বাংলাদেশকে যদি বাইরে রাখা হয় বাংলাদেশ যে মরবে না সকলের ধারণা আছে এবং

আমারও ব্যক্তিগত ধারণা আছে। তবে প্রথম কথা হচ্ছে এই নির্বাচনটা যদি আমাদেরকে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া দরকার, সুন্দর হওয়া দরকার এবং যারা অপজিশন পার্টি যারা ইলেকশন দিয়েছেন যারা সত্যিকারের ইলেকশন করতে চান কিংবা করাতে চান না জানেন তাদের অবস্থা তারা সুযোগ খুঁজছেন কোনও গোলমাল সৃষ্টি করছেন কিংবা বলবেন আমরা ইলেকশন বয়কট করলাম। কারণ পেপারে বিবৃতি দেওয়া যায় ... .। অনেকে চেষ্টা করবেন যে কোনও একটা ছুতা নিয়ে ইলেকশনকে বানচাল করতে। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই আসো। আসো, নামো, বাস্ক দাও তোমাদের লোক আনো ভোট দাও। তারা বলবে আমাদের সরকারি কর্মচারীরা বাধা সৃষ্টি করছেন কাউকে আসতে দেয়নি, কাউকে বাস্কেট দেয়নি, কারো বাস্কেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে এসব থেকে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং আপনাদের রেসপন্সিবল হয়ে কাজ করতে হবে– দুষ্কৃতিকারী আপনাদের দেশের মধ্যেই রয়েছে। অনেককে আমি ধন্যবাদ দেই আপনাদের যেটা দুষ্কৃতি থেকে অনেকটা শান্তি ফিরে আসছে। যত আশা করছি ততখানি নয়। তবুও কিছুটা আমরা দেখেছি এবং আপনারা একথা বলতে পারবেন না যে আপনারা আপনাদের সাফিসিয়েন্ট না যে কথা আগে বলেছেন আপনারা যা চেয়েছেন তাই দিয়েছি যা প্রয়োজন হয়। ... কিন্তু সত্যি কথা যদি বলতে চাই তবে আমরা বলবো আপনাদের সামনে সবচেয়ে বড় অস্ত্র যেটা, সেটা আপনাদের হাতে রয়েছে। সেটা জনগণের সহযোগিতা এবং জনগণের সহানুভূতি। সেই জনগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি আপনারা পাচ্ছেন। সেই জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে এখানে আমি আপনাদের প্রতিজ্ঞা করাতে চাই যেই হোক না কেন ল-অর্ডার যা করেছেন ... . সেখানে আপনাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। নিশ্চিন্তে আপনারা কাজ করে যেতে পারেন। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেখানে আছে, যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয়, সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকবে। যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন থাকবে। তবে সাধারণ রেসপন্সিবিলিটি হলো আপনাদের ... যেখানে ইমার্জেন্সি হবে আর্মি দেবেন, ইমার্জেন্সি হবে রক্ষীবাহিনী দেবেন, ইমার্জেন্সি হবে, বিডিআর দেবেন কিন্তু কন্ট্রোল করার রেসপন্সিবিলিটি আপনাদের। ... কোথায় কয়টা সেন্টার হবে এবং কোন জায়গায় কতজন অফিসার থাকতে হবে এবং কী করে ভোট বাক্সো কাউন্টিং সুন্দর হতে পারে, কী করে কমিউনিকেশন অফিসার নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করতে পারে কাগজপত্র রেডি করে আগে পৌছে দিতে হবে। কী করে সেখানে পুলিশ স্টেশনগুলোকে কী করে আপনার গার্ড দিতে হবে, যতগুলো সেন্টার আছে সবগুলোতে সেন্টার গার্ড আপনাদের দিতে হবে এবং দেখতে হবে মানুষ যেন ঠিকমত ভোট দিবার পারে। অল রেসপন্সিবিলিটি ইউর। কোন রকম গোলমাল সৃষ্টি কেউ করতে না পারে এবং যাতে ভোটগুলো সুন্দরভাবে কাউন্টিং হয়। যাতে আপনার এই ট্রান্সপোর্ট যাতে হয় আমরা আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বুঝিয়ে নেন। আপনাদের সাথে কনফারেন্সে কী কী সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার কোথায় কী আছে না আছে বৃত্তান্ত খবরাখবর আমরা করতে পারি। আমাদের সম্পদ বেশি নাই সত্যি কথা সামান্য আছে বেশি নাই তার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এবং সামান্য যেই আছে তাদের মধ্যে আমরা কাজ করছি সামান্যের ভিতর দিয়ে। সে জন্য আপনাদের খুব ভালো করে

খেয়াল করে কাজ করতে হবে এবং আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনারা ইম্পারশিয়াল হন। আমি প্রধানমন্ত্রী আছি বলেই আর আমার পার্টি আছে বলেই আপনারা অন্ধ হয়ে যাবেন এই যে তা নয়। আইনে যেটা আছে সেটা ঠিকমত করতে হবে। আপনাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই। ইম্পারশিয়ালিটি আপনারা দেখবেন। এটাও বলবো যারা সন্ত্রাস করতে চায় একটা জিনিস মনে রাখবেন দেখা যায় নির্বাচনে সব সময় দেখা যায় যে পার্টি হেরে যায় সে পার্টি গোলমাল করে। জানেন? ... যখন হেরে যায় গোলমাল করে নির্বাচন পন্ড করা যায় কিনা চেষ্টা করে। নির্বাচনে যে জিতবে সে কিন্তু গোলমাল করে না সে চেষ্টা করে কী করে নির্বাচনটা হয়। যারা হেরে যায় তারা ফাউল করে, গোলমাল সৃষ্টি করে। এটা করে তারা ... । একটা কথা আরো আজ বলছি আমি আপনাদের যে হলো এই যে সঙ্গে সঙ্গে ইলেকশনতো আছেই, দ্বিতীয় আর একটা কথা আমি বেশি করে বলবো যে আইন যুদ্ধ করার পরে বর্ডারে আবার স্মাগলিংয় হয়েছে। বর্ডারে বিডিআর যারা আছে তাদেরকে আর একটু হুঁশিয়ার হতে হবে এবং বিডিআর এর সঙ্গে ফুল কো-অপারেশনে এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে এবং এই জন্য আবার এই স্মাগলিং যেন শুরু না হয়। ইতিমধ্যে আমি খবর পাচ্ছি জায়গায় জায়গায় একটু আবার শুরু হয়েছে। এটা আবার প্রতিরোধ করতে হবে। যেমন কো-অপারেশন নাই এক ঘরে যেমন আবার কিছুটা আছে যাদের পেছনে ইতিহাস অনেকের ভালো দেওয়া আছে। দ্বিতীয়ত যে কো-অপারেশনে পিপল সঙ্গে না পেলে অসুবিধা হয়। সেটা পেতে হবে। এদিকে বর্ডার এর দিকে একটু যারা দায়িত্বে আছে বেশি করে খেয়াল রাখা স্মাগলিংটা যেন আবার বেড়ে না যায়। এটা যেন পরিপূর্ণভাবে স্টপ করা হয় এর জন্য বলে দিবেন। আপনারা আছেন। বলে দিবেন আমরাও বলে দিব আমরা আর্মি দিয়েছি, উইথড্র করেছি, পারমানেন্ট করি নাই। দরকার যদি হয়, স্মাগলিং চলে, আবার আমি আর্মি পাঠিয়ে দিবো কিন্তু আমি ফল হল এই যে আমি চাই আপনারা সেটা বুঝিয়ে বলবেন যাতে আমি চাই সব সময় আর্মিদের রাখতে চাই না ভয়ে। কারণ এটা আমাদের একটা ফোর্স। আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। সেটাকে আমি সব সময় রাখতে চাই না। দ্বিতীয় কথা– আরো একটা পয়েন্ট বলতে চাই যে, পুলিশ বাহিনীকে বিলুপ্ত করে যাবে তাদের শক্তিমান সব কাজে রক্ষীবাহিনীকে রাখা– সেটাও ঠিক হবে না। তাদেরকে একেবারে আমি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জনগণের কাছে পাঠাতে চাই না। কারণ জনগণ কিছুটা ভীত হয়। সময় মত আমি সব পৌছে দেবার চাই। তবে সময় যদি চায়, তাহলে সব প্রস্তুতি আমি নিয়ে রেখেছি। আর সব প্রস্তুতি যদি মডারেট হয়ে যায় একবার তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা কী যে হবে! পাকিস্তানের দশা হবে! পাকিস্তানি দশা আমি বাংলাদেশে করতে চাই না। তারা প্রস্তুত থাকবে। রেডি থাকবে। দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা এই কর্তব্য করবে সেদিকে আপনাদের প্রতি কাজে আমি অনুরোধ করছি। যেটা বলছিলাম, নির্বাচনের কথা আপনাদের সাথে। সুযোগ-সুবিধা যা যা চায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। লোকজনের যা যা পাওনা আছে নির্বাচন কমিশনারের সাথে আপনারা ফুললি কো-অপারেশনে থাকবেন। আমি একটা অর্ডার আপনাদের দিয়ে দিয়েছি। একটা ফুল অর্ডার দিয়ে দিয়েছি যেটা অলরেডি আপনারা পেয়েছেন

যে, ফুল কো-অপারেশন যেটা ইলেকশন কমিশনের যে যে রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে যায় সেটা আপনারা সম্পূর্ণ করবেন। লিগ্যাল যে অথরিটি দিয়েছি, ফ্রিস্টাইল নির্বাচন করার জন্য তাদের অনুরোধ যদি যায় তাদের ডেভেলপমেন্ট যদি যায় সেগুলো পুরোপুরি মানবেন। এর জন্য কোনরকম যেন ভুল না হয়। আমি আপনাদের আর সময় নষ্ট করতে চাই না। যথেষ্ট কাজ রয়েছে আপনাদেরও, আমারও। আর আমি চাই না আপনাদের আমি এখানে আটকিয়ে রাখি। আমি দ্বিতীয় করবেন দ্বিতীয় কনফারেন্স আগেই করেছি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা হয়েছে। প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়েছে অলমোস্ট সেগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে এবং যার যার এরিয়াতে আপনারা দেখবেন ... আপনাদের কী কো-অপারেশন দরকার সেদিকে খেয়াল রাখবেন আপনাদের আনসার দেওয়া হয়েছে, আপনাদের পুলিশ দেওয়া হয়েছে, রক্ষীবাহিনী রেডি আছে, আর্মি রেডি আছে– সব আমাদের রেডি আছে লাস্ট সাতদিন আপনারা শুধু একটু খেয়াল রাখবেন এবং যার যার এরিয়াতে আপনারা সুন্দরভাবে কাজ করবেন এটাই আমি আশা করি। ইলেকশন আমি চাই ইম্পারশিয়াল এবং ... .। এবং যাতে মানুষ ভালোভাবে ভোট দিবার পারে। আর কেউ যদি ইলেকশন বানচাল করতে চায় তাহলে রুখতে সেখানে হবে। কোন কিন্তুটিন্তু নাই। অনেক রিকোয়েস্ট অনেক অনুরোধ আর আবেদন করেছি। ... আমি জাতির পিতা হিসেবে বলেন বঙ্গবন্ধু হিসেবে বলেন বহু অনুরোধ করেছি। মানুষ ঘুমাবার চায়। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। বাংলাদেশের মানুষ আমার কাছে ঘুমাবার চায়। আমি চাই মানুষ শান্তিতে ঘুমাক। Responsibility is yours. এছাড়া এটা হলো যেখানে শান্তিতে ঘুমাবার পারল না, আপনারা Responsibility আপনার ঘাড়ে চাপাতে পারবেন না ... । আর একটা কো-অপরাশেন চাই আপনাদের ডিসি, এসপিদের মধ্যে। আগে আইন ছিল বলে ... লিখতে পারত বলে ... জুতা খুলত, না হয় খুলত না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলে। তা হবে না। ... যে যেখানে কাজ করে, জাকির হোসেনের কথা ভুলে যান আপনারা ... আন্ডারস্ট্যান্ডিং অলসো ... আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হলে হাতে পাওয়ার কিনে খবরের কাগজরে পাওয়ার কিনে কাজ হয় না। আমার এই হলো কি-না, ওই হলো কি-না। আমি ফার্স্ট পজিশনে, তুমি সেকেন্ড পজিশনে, এই পজিশন আমাদের সর্বনাশ এনেছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনারা এই পজিশন থেকে আপনারা বাঁচেন। You are all বাংলাদেশের মানুষ আপনারা। এই দেশের নাগরিক। আপনারা এই দেশের সেবক। আপনারা এখানে চাকরি করেন। আপনি এসপি, ডিসি এক সাথে কাজ করবেন। মিলেমিশে অনেক দেখেছি। এত সুন্দর করে একসঙ্গে কাজ করতে দেখেছি। মনে হয় যেন আপন দুই ভাই কাজ করছে। খবরদার যেন শুনতে না পাই যে, এ এর কথা শুনে না। ওর কথা ও শুনে না। যেখানে শুনবেন না তারা বাড়ি যাবেন। যারা শুনবেন তারা থাকবেন। একটা কথা পরিষ্কার মনে রাখা দরকার, প্রত্যেকের প্রতেকের রেসপনসিবলিটি রয়েছে। But you must work ... .. আমাদের সেক্রেটারিয়েটে দেখি এই ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট, ঐ ডিপার্টমেন্ট ঐ ডিপার্টমেন্ট যেন অনেকটাই কোম্পানি। এখানকার ফাইল এখানে যেতে তিন মাস সময় লাগে। খালি ফাইল পড়ে। ফাইল ব্যবস্থা ঠিক দেওয়া হচ্ছে। বেশিদিন নাই। ... .ফাইল ঠিকমত চলে কেমন করে সেটাও আমরা দেখিয়েছি একবার।

আমার ডিপার্টমেন্ট এইটুকু আছে এইটুকুই থাকবে ঐ ডিপার্টমেন্ট যতটুকু আছে ততটুকুই থাকবে। এক ডিপার্টমেন্টের কাজ আরেক ডিপার্টমেন্ট করে দিতে পারবে না। এক ডিপার্টমেন্টের কাজ করে দিতে ছয় মাস ওভার হয়। ঠিক সেই রকম যদি আমার ডিসট্রিক অ্যাডমিনিসট্রেশন হতে চায় তাহলে অসুবিধা হয়। তবে as a whole দেখে খুশি হয়েছি আমাদের ডিসট্রিক যা আছে ডিসট্রিক অ্যাডমিনিসট্রেশেনরা তারা ডিসি, এসপিরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে। যাই হোক সামান্য কিছু ইনসিডেন ছাড়া এজ অ্যা হোল ভালোই হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা আমাদের স্পেশাল গ্রাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজে যারা আছে দেশের একচুয়েল খবরটা দেশের আনবার চেষ্টা করবেন। এদের আমি অনুরোধ করবো কারণ একটা জিনিস আপনারা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হবেন না আমি আপনাদের রিপোর্ট-টিপোর্ট ফলো করি না। কারণ আপনারা একজনকে যে রিপোর্ট আইয়ুব খান পাইছে যে রিপোর্ট ইয়াহিয়া খান যেই রিপোর্ট ইস্কান্দার মির্জা পাইছে সে রিপোর্ট আমি পাইলে আমার কথাও তাদের মতো হলো। আমি আপনার কাছে কোনও মিথ্যা খবর চাই না। যতটুকু সত্য যতই বিরুদ্ধ হোক না কেন সেই সত্য খবর আমি আপনার কাছে চাই। আপনারা খুশি করার জন্য মিথ্যা খবর দিবে না। খবরের কাগজে যা পড়ি তিন দিন পরে পুলিশ রিপোর্টে তা আসে নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। এই সমন্ধে একটু মেহেরবানি করে আপনাদের এজেন্সিকে স্ট্রং করে ফেলেন। এই সমন্ধে আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা যারা হাই অফিশিয়াল আছেন অনুরোধ করবো শ্রম দেন। ... This is Bangladesh. This is not Pakistan. Independent country. ... .., যদি কেউ না পারে ... । যদি একচ্যুয়াল খবর অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা যদি একচ্যুয়াল খবর না পায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলতে পারে না, ডিসিশন নিতে পারে না এবং এক্সপ্লেইন ভুল হয়। ... খবরের কাগজে যা উঠছে সেটাই পরদিন পর্যন্ত টপ সিক্রেট কইরা প্রিন্ট কইরা মন্ত্রীদের কাছে চলে আসে, টপ সিক্রেট নিউজ, কিন্তু আমি আগেই পড়ে আসছি। আমি ইচ্ছা করে সেগুলো পড়িও না। আমি বলে দিয়েছি ... ও আমার কাছে প্রেস কড়িও না। পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মাথা খারাপ হলে আমি ফাউল কাজ করব। ফাউল করলে দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে। সে জন্য আমি পড়বো না। ... কারণ আমি ফাইট করেছি; এই বাংলাদেশে ... আই অ্যাম অউন মেশিনারি। বাংলাদেশে আছে। আর কোন মেশন লাগবে না। যারা আপনার এম্পায়ার হিসেবে আছেন তারা নিশ্চয় জানেন বাংলাদেশর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। How money come from here? টাকা আসছে কোথা থেকে? বিদেশ থেকে টাকা আসছে। এই ইলেকশনে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে। কোটি কোটি টাকা আসছে। আমরা খবর পাই কিন্তু ধরতে পারছি না। কোটি কোটি টাকা আসছে স্যাবোটাজের জন্য। লন্ডন হয়ে টাকা আসছে। অন্য পথে টাকা আসছে। সাবোটাজ। আর ইলেকশন। স্বাধীনতা যখন পেয়েছি, এখানে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ ... যায় কিনা এবং নির্বাচনে অন্য পার্টিকে সাহায্য করার জন্য পয়সা আসছে। নতুন ইনভাইরনমেন্টে আমরা যেন এডজাস্ট করতে পারছি না। কোথায় সে বাধা আমাদের মধ্যে আছে। বিপ্লবের পর কোনও দেশ কোনও পুরান লোকদের রাখে না। কোনদিন কোনও দেশ

রাখে নাই। ইতিহাসে নাই। আমি জানি বাংলাদেশ। আমারই সব। দেখি তাদের মনের পরিবর্তন করা যায় কিনা। দেখি তারা মানুষ হয় কিনা। একটা বাধা আমাদের মধ্যে আছে। সে পুরনো মনোভাব আমাদের যাচ্ছে না। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি বিপ্লবের পর পুরনো লোকদেরকে কেউ রাখে না। অনেক দয়া দেখাইছি। অনেক মায়া দেখাইছি। অনেক কার্টিসি দেখাইছি। অনেক ভালোবেসেছি। কিন্তু তাদের মেন্টালেটি চেঞ্জ করতে পারছি না। নতুন ইনভাইরনমেন্টএ এডজাস্ট করতে পারছি না। দেশ এগিয়ে চলছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা দেশের মধ্যে এবং আদর্শ মনে রেখে কাজ করতে হবে। কেননা দেশের মধ্যে এই যে আমি আপনাদের বলেছি, আপনাদের এক্সটেন্ট করেছি যেটা হয় না করেছি। বারবার আমি বলতেছি আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল আবেগ রইল অনুরোধ রইল কাইন্ডলি চেঞ্জ ইউর মেন্টালেটি। মিটিং ডাকেন আলোচনা করে এক ঘণ্টা আলোচনা করে বলেন মুভ লাইক দিজ দিজ ইউরস। ডিসট্রিক অফিসাররা ডিসট্রিকে বসেন কল ইউর ডিসকাজ দ্যা প্রবলেম ... একটু ইমপ্রোভমেন্ট করেছেন ল' অর্ডারে। আমি আর একটু ইমপ্রোভমেন্ট চাই। আমি মেন্টেলেটি চেঞ্জ করানোর জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। আপনারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, স্বাধীনতা পেয়েছেন। ইলেকশন দিয়েছি। দেশ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এটা অনেক দেশ সহ্য করতে পারে না। অনেকে সহ্য করতে পারে না। একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশের জিওগ্রাফি ভীষণ ইমপর্টেন্ট। একটি ভুল হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। বহু চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের ডিসিশন দিতে হয়। এদিকে আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার। দুনিয়ার বড় বড় শকুনের চোখ বাংলাদেশে ওপর পড়ে আছে। যাতে এই শকুনের হাত থেকে বাংলাদেশের লোককে বাঁচানো যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটা পারবো যদি আপনারা একটি ভালো কাজ করেন এবং দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন এবং দুঃখি মানুষ যেন দেশের স্বাধীনতা পায়। স্বাধীনতার ফল যদি ভোগ করতে না পারে তাহলে এই স্বাধীনতা বেশিদিন থাকে না। আপনারা অনেকে ইতিহাসের ছাত্র। অনেক ভালো লেখাপড়া করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় ডিগ্রি আছে। আপনারা দেখবেন যে স্বাধীনতার ফল যদি সাধারণ মানুষ ভোগ করতে না পারে তাহলে সে স্বাধীনতা বেশিদিন থাকে না। আপনারাও ভোগ করতে পারবেন না। আপনাদের বলি ইলেকশান যাতে ইম্পারশিয়াল হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে যাতে আপনারা বসে ডিটেইলস আলোচনা করে সবকিছু ঠিক করেন। ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আশা করি আপনারা দেরি না করে কাজ করবেন। আজকের দিনের মধ্যে সবকিছু ডিসট্রিকে পাঠিয়ে দিবেন উইথআউট ডিলে কারণ, যথেষ্ট কাজ রয়েছে। আশা করি আপনারা মনে কিছু করবেন না? ঠিকমত কাজ করবেন?

খোদা হাফেজ।



১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে এক বিশাল জনসভায় এই ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু ।

আমার টাঙ্গাইলের ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে আমি এই টাঙ্গাইল প্রথম এসেছিলাম। সেদিন আপনাদের সন্তান আপনাদের তখনকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী আমার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছিল। তারপরে আমি আর সময় পাই নাই আপনাদের কাছে আসার জন্য। আমি যখন বন্দী ছিলাম পাকিস্তানে তখন আপনারা টাঙ্গাইলবাসী ভাইয়েরা টাঙ্গাইলবাসীর জনসাধারণ বোনেরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের ত্রিশ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার দেশের মা-বোনের বুক খালি করেছে। পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী আমার মায়ের কোল খালি করেছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজও কাঁদে। ছেলেহারা মায়ের আর্তনাদ, স্বামীহারা বোনের আর্তনাদ, পুত্রহারা বাপের আর্তনাদ আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে চলছে। পাকিস্তানের মানুষ এবং সৈন্যরা মনে করেছিল দুনিয়া মনে করেছিল বাঙালি জাতিকে অস্ত্র দিয়ে দাবায় রাখা যাবে। কিন্তু বাঙালিরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাঙালি জাতিকে কেউ আর দাবায় রাখতে পারবে না। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি একদিন স্বাধীন হবে ইনশাল্লাহ্। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। শুধু তাই নয় আজ দুনিয়ার ৯৭টা দেশ বাংলাদেশকে মেনে নেয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ আমার দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় পাকিস্তানের নেতাদের আজও ঘুম ভাঙে নাই। তারা আমার তিন চার লক্ষ বাঙালিকে আটকায়ে রেখেছে। তারা আজও তাদের মুক্তি দিচ্ছে না। তারা তাদের নিয়ে খেলা করছেন। ভুট্টো সাহেবের মনে রাখা উচিত যতই দালাল সৃষ্টি কোরো না কেন, বাংলার মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইনশাল্লাহ্ বাংলায় আমরা ফেরত নিয়ে আসব। তোমাদের খেলা আমরা জানি। তোমরা আজকে বলছ যে যুদ্ধ বন্দীদের বিচার কোরো না। যারা আমার মা-বোনের ওপর ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, যারা আমার দুঃখি মা-বোনকে হত্যা করেছে, যারা আমার গ্রামকে গ্রাম ছারখার

করেছে, যারা আমার ১ কোটি লোককে দেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে যেতে বাধ্য করেছিল তাদের বিচার ইনশাল্লাহ্ যদি আমি বেঁচে থাকি এই বাংলার মাটিতে তাদের হবে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। চিন্তা করে দেখেন সেদিন একদল লোক এখনও তাদের কি মনুষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সেদিন আমি বন্দী ছিলাম। আমার ১ কোটি লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে সেদিন ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা, আমার পুলিশ, আমার রক্ষীবাহিনী, আমার সেপাই, আমার বিডিআর, আমার যুবক, আমার ছাত্র, আমার সামরিক বাহিনী লোকদের হত্যা করা হয়েছিল। কই তখনতো অনেকে কান্দেন নাই। আজ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার জন্য আপনারা কান্দেন। যারা কথা বলেন আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চাই আমার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে কি অন্যায় করেছিল আমার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে চাকরি করছিল, ব্যবসা করছিল। তাদের রাখার অধিকার তাদেরকে দিয়েছে? মনুষত্ব দুনিয়ায় নাই। আমি ছোট রাষ্ট্র হতে পারি। অত ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশ নয়। আমি আমার রাষ্ট্র দুনিয়ার অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমার লোক সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। আমার মানুষ সংঘবদ্ধ। আমার মানুষের পেটে খাবার নাই। আমার মানুষের গায়ে কাপড় নাই। আমার মানুষের থাকবার জায়গা নাই। আমার জমিতে ফসল হয় নাই। আমার লক্ষ লক্ষ একর জমিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১ কোটি লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। একদল লোকের ফ্যাশন হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলার। তখন কিন্তু মিয়া সাহেবদের পালায় যাইয়া দিল্লিতে বসে মিসেস গান্ধীর খানা খেতে হয়েছিল। তখন লজ্জা করে নাই খাইতে? এখন গালাগালি করা হয়। আমার বাঙালিরা আর কিছু হতে পারে বাঙালিরা নিমকহারাম নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। দুই স্বাধীন দেশের বন্ধুত্ব। বলে ভারতের সৈন্য আছে বাংলার বুকে। তোমার কলিজার মধ্যে ভারতের সৈন্য আছে? দেখায় দাও। বাংলার বুকে কোনও সৈন্য বিদেশি নাই। মিথ্যা কথা বলার সীমা থাকা দরকার বাংলার জনগণের সৈন্যের প্রয়োজন নাই। আমার সৈন্য কারা? আমার সৈন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। আমি যাবার সময় তোমাদের অস্ত্র দিবার পারি নাই। আমি হুকুম দিয়েছিলাম। তোমরা অস্ত্র কিনে নিয়ে সংগ্রাম করেছ। দরকার যদি হয় বিদেশি সৈন্যর দরকার হবে না বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। বাংলার মানুষ যদি আমি হুকুম দেই একটি একটি করে জীবন বিলিয়ে দেবে। বাংলার স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেবে না। আমি ভাইয়েরা আপনাদের কিছুই দেবার পারি নাই। আমি মিথ্যা ধোঁকা দেওয়া মানুষ না। আমি বলেছিলাম তিন বছর কিছুই দেবার পারবো না। পাকিস্তানিরা আমার রাস্তাঘাট ভেঙে দিয়েছিল। পাকিস্তানিরা আমার পোর্ট ধ্বংস করেছিল। পাকিস্তানিরা আমার ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। পাকিস্তানিরা আমার কারেন্সি নোট জালিয়েছিল। পাকিস্তানিরা আমার গুদামের চাল জ্বালিয়েছিল। পাকিস্তানিরা আমার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। খালি হাতে আমি সাড়ে সাত কোটি লোকের ভার নিয়েছিলাম। দুনিয়ার বন্ধু রাষ্ট্ররা আমাকে সাহায্য করেছে। তাদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে সাহায্য

দিয়েছেন খাবার। ২৭ লক্ষ টন খাবার আমাকে আনতে হয়েছে। রাস্তা নাই, ঘাট নাই, ট্রাক নাই, বাস নাই, রেললাইন নাই, স্টিমার নাই, কেমন করে যে আসল কেমন করে যে আমার বাংলার মানুষের জন্য যে পৌঁছালাম আজও আমি জানি না। খালি কথা বলতে পারেন। ব্যর্থ কথা বলার দরকার কী মিয়া? অত বক্তৃতা করেন কেন? নাক দিয়ে দুধ গলে বড় বড় কথা বলে। আর ওর জন্মের আগে থেকে আমি জেল খাটি। ওর বাপ-দাদা জানে এই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের বাংলার মানুষের দুর্দিনে আমি আমার সহকর্মীরা কোনদিন বেইমানি করি নাই এবং প্রত্যেকবার মোকাবেলা করে কারাভোগ করেছি। এবং ফাঁসি কাষ্ঠে দাঁড়াইয়াছি। বাদ! অত কথার দরকার কী? আমিতো বলেছি আমি তিন বছর কিছু দেবার পারবো না। এখনও বলি কিছু দেবার মতো নাই। প্রথমবার সাইক্লোন। তারপর পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ। এবার নয় মাস বৃষ্টি হয় না আমি পাম্প দিয়েছি। পানি পাওয়া যায় না। কি করে মানুষ বাঁচছে? রাত্রে আমি ঘুমাতে পারি না। তারপরেও মানুষ কিছু কিছু লোক দুষ্কৃতিকারী অস্ত্র রেখেছেন। তারা ডাকাতি করে। মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। দুঃখিকে মারে। আমি রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, আর্মি দিয়েছি এখন একটু ঠান্ডা করার চেষ্টা করছি। জনগণের সাহায্যে। রক্ষীবাহিনী উইথড্র কোরো, পুলিশ বাহিনী উইড্র কোরো, চোরের সুবিধা হবে। চোরের দলের নেতারা রক্ষীবাহিনী উইড্র হবে না পুলিশ উইথড্র হবে না দরকার হয় মিলিটারি দেবো এই বদমাশি খতম করে দেবো। আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই ছাফ ছাফ কথা আমি ইলেকশান দিচ্ছি। আমি শাসনতন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। যার যার মিয়ার মাজায় বল আছে খাড়ায় যাও ইলেকশনে সোজাসোজি ভোট নিয়া যাও। জনগণের কাছে বাক্স থাকবে ভোট দেবে হাবিজাবি কথার দরকার কী? আমরা আন্দোলন করবো। তোমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় আমি মজিবুর রহমান আমার দলবল আন্দোলনের মধ্যে থেকে পয়দা হয়েছি। আন্দোলন কারে কয় সেটা আমি জানি, আমার জীবন জানে, আমার ৩৫ বছরের রাজনীতি জানে। কোনও আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম না? আইয়ুব খান ফিফটি এইটে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, '৬৬ সালে আগরতলা কেস করে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এবারও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ফাঁসি দেওয়ার জন্য। পারে নাই। বাংলার মানুষ দোয়া করেছে। বাংলার মা-বোন রোজা রেখেছে। বাংলার মসজিদে-মসজিদে মন্দিরে-মন্দিরে দোয়া হয়েছে। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে আমি জানি। আমিও তাদের ভালোবাসি। এ ভালোবাসা চিরদিন থাকবে। চিরদিন আমি এই ভালোবাসা নিয়ে মরতে চাই। যেদিন বাংলার মানুষের ভালোবাসা পাবো না একদিনও আমি আর বাঁচতে চাই না। একদিনও আমি আর ক্ষমতা চাই না। আমি আপনাদের কাছে কিছুই প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না। নির্বাচন দিয়েছি এর মানে কি জানেন? আমি যাতে দুনিয়া থেকে সাহায্য না আনতে পারি সে জন্য কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং আমার বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করে। আমি এই সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচাবো কী করে? কোথা থেকে আমি পয়সা পাবো? কোথা থেকে আমার কাপড় আসবে? কোথা থেকে আমার চাল আসবে? কোথা থেকে আমার খাবার আসবে? একটা গ্রামে যাইয়া কোনও লোকরে একখানা

কাপড় বিলায় নাই। একটা গ্রামে যেয়ে একটা লোকরে এক মুঠ খাবার দেয় নাই বক্তৃতা করার সময় আছে। এটা হলো না ওটা হলো না। কী হবে? তোমাদের মুণ্ডু না মাথা কী হবে বাবা?

ভাইয়েরা ও আমার বোনেরা, কোনও দেশে আজ পর্যন্ত বার মাসের পরে শাসনতন্ত্র দিতে পারে না। আমি আপনাদের দলিল দিয়ে গেছি। কেন? আজ আমি আছি কাল নাও থাকতে পারি। আজ আমি মরে যাবার পারি। কিন্তু বাংলার মানুষকে কী দিয়ে যাবো? সেই জন্য একটা দলিল করে দিয়েছি। যেই সদস্যদের আপনারা ভোট দিয়েছেন তাদেরই নিয়ে আমি দলিল করেছি। তাকে বলা হয় শাসনতন্ত্র যাতে বাংলাদেশের মানুষের সমস্ত অধিকার তার মধ্যে লেখা আছে। তাদের অধিকার আর কেউ নেবার পারবে না। তার ভিত্তিতে আমি নির্বাচন দিয়েছি। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন পাঁচ বৎসরের জন্য। ইচ্ছা করলে আমি পাঁচ বৎসর ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। আমি নির্বাচন দিয়েছি কেন? দুনিয়ার লোকের কাছে আমাকে অপমান করার চেষ্টা করা হয়। আমি দেখাই দেবার চাই মানুষ আমার পেছনে আছে কি নাই? যদি বাংলার মানুষ আমার পেছনে থাকে আমি নিয়েছি আমার নৌকা গতবার ইলেকশনের আগে আমি বলেছিলাম নৌকায় ভোট দেন। বাংলার মানুষের মুক্তি হবে। ছয় দফা হবে না হলে এক দফা হবে। এক দফা হয়ে গেছে। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ হবে হয়ে গেছে। যা যা বলেছিলাম একটাও বাকি রাখি নাই, করে দিয়েছি। কিন্তু এবার দেশ গড়ার সংগ্রাম। দুঃখ হবে, কষ্ট হবে। লক্ষ লক্ষ বেকার। মুক্তিযোদ্ধাদের এখনও চাকরি দেবার পারি নাই। পেটে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতি পারছি না। একটা গাছ লাগালে সাত বছরের আগে ফল হয় না। একটা ধ্বংসস্তূপ দেশ যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খাওয়া, যেখানে মা-বোনের কাপড় নাই, শতকরা আশি ভাগ কাপড় বিদেশ থেকে আনতে হয়, তেল আনতে হয়, কয়লা আনতে হয়, সবকিছু আনতে হয়। খাবার আনতে হয়। এটা সোজা কথা? সাড়ে সাত কোটি লোকের জন্য। লাফানো আছে আর ঝাঁপানো আছে আমি জানতে চাই টাঙ্গাইলের ভাইয়েরা বেশি বক্তৃতা করতে পারবো না একদিনে তিন চারটা বক্তৃতা করতে হবে। আমি নৌকা দিয়েছি যে নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন, যার জন্য স্বাধীনতা। এবারও নৌকা দিয়েছি। সে নৌকা আমার নৌকা। এ নৌকায় আপনারা ভোট দিবেন সাত তারিখে যাইয়া। খালি বলবেন না, আহা ভোট তো পাবি আমি যাবো কেন? আপনাদের প্রত্যেকে যাইয়া দলবল নিয়া ভোট দিতে হবে দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে কত পরিমাণ ভোট প্রেজেন্ট হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু পেয়েছে দেখাতে হবে। কারণ এই ফটফটি আর খটখটি আর ফুসোর ফুসোর আর গুসোর গুসোরও আমার পছন্দ-টছন্দ হয় টয় না। শরীরে বল থাকে ভোট নিয়ে পাস কর। আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই। দু'হাত তুলে দেখায় দেন আমার নৌকায় আপনারা ভোট দেবেন কি দেবেন না?

স্লোগান :

জয় বাংলা জয় বাংলা।

জাতির পিতা যেখানে আমরা আছি সেখানে...

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আমি জানি আমি জানি আমি জানি এখন একটা কথা আছে ইলেকশান যেই আইছে না এই ঠিক ইলেকশনের কয়দিন আগে বলবে আমরা আর ইলেকশান করতে পারিলাম না, আমরা পলাইয়া যাইতেছি, মানে আমরা বয়কট করিলাম, মানে ভোট পাইবে না। ভোট পাইবে না বলিয়া এই আস্তে টাইম বেশিদিন নাই। বলবে যে ইলেকশন ঠিকমত হইতেছে না, জুলুম জুলুম হইতেছে, আমরা বয়কট করিবো, এর মানে হইল আল্লাহ্‌র মর্জি বাস্ক খালি যাইবে। যান না ভোট নেন। যার যার মিয়ার ভোট নেয়ার খায়েশ আছে, বাস্ক আছে, ছবি নিছেন, ভোট নিয়া যান। আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই কোনও ওয়াদা ফুয়াদা আমার নাই। আমি প্রথম আইসা বলেছিলাম তিন বৎসর কিছু দিবার পারবো না। বলেন আপনারা গ্রামে গ্রামে আমি রিলিফ পৌঁছাইছি কিনা বলেন। পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করেছি কিনা বলেন। এই টাঙ্গাইলে নদীর একখানা ব্রিজ ছিল না বা একখানা ব্রিজ মেরামত কিছু কিছু হইছে কিনা বলেন কিছু কিছুতো হইছে। আমি টেস্ট রিলিফের টাকা গ্রামে গ্রামে দিয়েছি। কিন্তু কথা হইছে কিছু কিছু চুরি চামারি তো হইছে। এই জন্য নির্বাচন দিয়া কিছু কিছু হাবি জাবি সাপ সুপ করার আছে তাও আমি করতেছি আর এর পরে আল্লাহ্‌র মার্জি যা হয় তাই হবে। চিন্তার কোনও কারণ নাই। আমি যদি ক্ষমতায় নাও থাকি দেশের মধ্যে একটা গণতন্ত্র সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পন্থা চলে আসুক। গণতন্ত্র মানুষে বিশ্বাস করে। একটা কথা পরিষ্কার বলে যাই। একদল লোক সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের চেষ্টা করছে। বাংলার মাটিতে আর সাম্প্রদায়িকতার দানা বাঁধতে উঠতে দেওয়া হবে না। আপনারা আমার সঙ্গে আছেন? আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন? আপনারা সমাজতন্ত্র শোষণহীন সমাজে বিশ্বাস করেন? আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন? আপনারা বাঙালি এ কথা ভুলবেন না। আপনারা বাঙালি, আমরা বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ যদি এর বিরুদ্ধে কোনদিন কোনও কাজ করতে চান তাদের মনে রাখা উচিত শাসনতন্ত্রে এই চারটা স্তম্ভ দেশের লোক মেনে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে কথা বলা বেআইনি। আইন সকলের জন্য সমান।

আমার ভাইয়েরা বোনেরা, আপনারা তো বুঝেন আমার অবস্থা। এখান থেকে জামালপুর, জামালপুর থেকে কিশোরগঞ্জ এই একদিনে আমার কাজ শেষ করতে হবে। আপনাদের বক্তৃতা শোনাতে পারলাম না আমি। আর আপনারা বক্তৃতা শুনতে চান না। আপনারা বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে দেখলেই হবে। তো বঙ্গবন্ধু আইছে। দেখছেন। আপনারা খুশি হইছেন নিশ্চয়ই। আমিও আপনাদের দেখেছি। তবে একটা কথা হন এই আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আল্লাহ্‌ যেন আমাকে ইমানের সঙ্গে রাখে। আর এ দেশের দুঃখি মানুষকে যেন আমি আপনারা চেষ্টা করেন। আমাকে বেটে খাওয়ালেও হবে না। সোনার মানুষ পয়দা

না করলে সোনার বাংলা গড়া যাবে না। এই কথা বলে আপনাদের আমি অনুরোধ করছি আমার সঙ্গে আপনারা স্লোগান দেন–

জয় বাংলা
জয় বাংলা
জয় বাংলা
আওয়ামী লীগ
আওয়ামী লীগ
জিন্দাবাদ
জিন্দাবাদ
আমার মার্কা কী?
নৌকা
আমার মার্কা কী?
নৌকা

খালি নিজেরা ভোট দিলে হবে না। আশে পাশের লোক নিয়ে আইসা ভোট দিতে হবে। দেবেন তো ঠিকমত ভোট? দুনিয়াকে দেখাতে হবে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোক এক সাথে আছি। দেখাতে পারবেন?

আসসালামু আলাইকুম।
খোদা হাফেজ।



১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

সুনামগঞ্জ

বঙ্গবন্ধু সুনামগঞ্জের এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

সুনামগঞ্জের ভাই ও বোনেরা, এই রৌদ্রর মধ্যে অনেক দূর থেকে আপনারা এসেছেন আমাকে দেখবার জন্য। সে জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভাই ও বোনেরা আমার, আমার বন্ধু, আমার সহকর্মী আবদুস সামাদ সাহেব বক্তৃতা করেছেন, আমার সহকর্মী, আমার বন্ধু জেনারেল ওসমানী সাহেব বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতা করার কী আছে আমি জানি না। আপনারা সব জানেন, সব বুঝেন। আমাদের দুর্ভাগ্য ছিল পঁচিশটি বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানি বর্বর শোষকরা আমার বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দুইশত বৎসর পর্যন্ত ইংরেজরা এই বাংলার সম্পদ লুট করে নেয়। কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরে পাকিস্তানি শোষকরা না হলেও তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ বাংলা থেকে লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় বারবার আমরা যুদ্ধ করেছি। মোকাবেলা করেছি। বারবার আমাদের কারাবরণ করতে হয়েছে। অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। বাংলার মাটিতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। সেই যুদ্ধ আপনারা জানেন পঁচিশ মার্চ তারিখে শুরু হয়। পাকিস্তানি বর্বরবাহিনী অস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী বিদেশি অস্ত্র নিয়ে আমার বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা হত্যা করে তিন লক্ষ এ দেশের জনসাধারণকে। তারা ধ্বংস করে রাস্তাঘাট। তারা করে মায়ের বুক খালি। আজও মা কাঁদে, আজও বাপ কাঁদে, আজও ভাই কাঁদে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজও রাস্তায় রাস্তায়। দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোকেরা। সেদিন আমার এক কোটি লোক বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, অনাথ দুধের বাচ্চাদের হত্যা করা হয়, সেদিন যদি শ্রীমতি গান্ধী আর ভারতের জনসাধারণ আমার লোকরে স্থান না দিত, খাবার না দিত, আমার এক কোটি লোক না খেয়ে শৃগাল কুকুরের মতো মারা যেত। আমার মুক্তিযোদ্ধারা যখন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেদিন যদি ভারতের জনসাধারণ আমাদের সহযোগিতা

না করত বাংলার মানুষ গোলাম হয়ে যেত। স্বাধীনতার পরে আপনাদের কথা আমার বলতে হয়। আমাকে যখন বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে নিয়ে যায়, যখন আমাকে ফাঁসি দেওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলে, শ্রীমতি গান্ধী এবং বরেণ্য অন্য নেতারা দুনিয়ায় দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে আমার মুক্তির দাবি করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তিরানব্বই হাজার পাঞ্জাবিকে এখানে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য না করত তাহলে বোধ হয় আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসতে পারতাম না। আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, মা-বোনেরা আমার জন্য রোজা রেখেছে, মসজিদে মন্দিরে দোয়া হয়েছে যার জন্য আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি। ধ্বংসস্তূপ বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাস করে। গুদামে খাবার নাই, গায়ে কাপড় নাই, রাস্তাঘাট ভাঙা, পোর্ট ধ্বংস, জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে, রেললাইন ভেঙে দিয়েছে, যুবকদের হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়েছে। কী করবো? কোথায় পাবো? আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। হাজার হাজার অস্ত্র গ্রামের মধ্যে ছিল। আমি ধন্যবাদ দেই বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের যখন বললাম তোমরা অস্ত্রসমর্পণ কর যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তারা অস্ত্র সমর্পণ করল। যারা ভুয়া তারা কিছু কিছু অস্ত্র রেখে বাংলার কেয়ামত সৃষ্টি করল। তারা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না, অত্যাচার করে। পুলিশদের কাপড় ছিল না। রক্ষীবাহিনী তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের হত্যা করেছে। ফ্যাক্টরি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিদেশ থেকে ঘোষণা করা হলো পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি লোক না খেয়ে ক্ষিধার জ্বালায় মারা যাবে। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আপনাদের দোয়ায়, আপনাদের আশীর্বাদে আমরা চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম বিদেশ থেকে খাবার আনার জন্য। জাহাজ নাই, রেললাইন ভাঙা, বাস নাই, ট্রাক নাই। কী করে খাবার পৌছাবো? যেদিন ভারত আমাকে দুই কোটি মণের উপরে খাবার দিয়ে সাহায্য করল, দুনিয়ার অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র আমাকে খাবার দিল। সাত কোটি মনের উপরে খাবার বাংলার মাটিতে পৌছানো হলো। গ্রামে গ্রামে পৌছানোর চেষ্টা করলাম। বৈদেশিক মুদ্রা এক পয়সা রেখে যায় নাই। কী দিয়ে কাপড় কিনবো? কী দিয়ে আমি তেল কিনবো? কী দিয়ে আমি অন্যান্য জিনিসপত্র কিনবো? কোথায় টাকা? কে দেবে? কোথায় পাবো? বন্ধু রাষ্ট্ররা আমাকে সাহায্য করল। তাই নিয়ে কিছু কিছু আনা হলো। ... ৩০ কোটি টাকা দেয়া হলো, তাগাবি লোন দেয়া হলো। কোথায় পাওয়া যাবে? খাজনা মাফ করে দিলাম। বকেয়া খাজনার সুদসহ পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া হলো। কোথায় পাওয়া যাবে? স্কুল-কলেজ ভাঙা। কলেজের ছাত্ররা লেখাপড়া করতে পারে না। বই নাই। কলেজগুলোর অবস্থা তাই। স্কুলগুলোর অবস্থা তাই। গরিব কর্মচারী বাঁচতে পারে না। কী করা যাবে? তাদের বেতন বাড়াতে হলো। তারপরও যদ্দুর পারা যায় চেষ্টা করা হয়েছে। যত লোক মারা গেছে কী করা যাবে? শহিদ হয়ে গেছে। তাদের ফ্যামিলি না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। দুই হাজার টাকা পর্যন্ত মাথা পিছু করে পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছি। অন্ধ হয়ে গেছে আমার মুক্তিযোদ্ধা, পা ভেঙে গেছে আমার মুক্তিযোদ্ধার তাদের জন্য কী করা যাবে? তারা

দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রামে সবকিছু দিয়ে দিয়েছে। আমাদের মুক্তিফোর্স ট্রাস্ট করতে হলো। চার কোটি, পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে। কোথা থেকে আসবে? ট্যাক্স কোথায়? খাজনা কোথায়? কীভাবে আসবে? চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম। অত্যাধিক পরিশ্রম করার জন্য আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ... আমি দুই মাস অসুস্থ রইলাম। ষোল ঘণ্টা, আঠার ঘণ্টা করে আমার সহকর্মীর কাজ করতে আরম্ভ করল। কারণ বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হবে। নমরুদ ফেরাউনের দল শুধু যে বাংলার মাটি থেকে চলে গেছে তা নয় যাবার বেলায় ইচ্ছা করে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে। হত্যা করেছে আমার বুদ্ধিজীবীদের। আপনারা জানেন না যুদ্ধে পরাজিত হবার তিনদিন আগে বড় বড় শহরে কার্ফু দিয়া আমার ভালো ভালো ডাক্তার, ভালো ভালো প্রফেসার, ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো ভালো সাইন্টিস্ট হত্যা করল। দুনিয়ায় কোথাও দেখা যায় না। পাকিস্তানের মতো এতো অমানুষ দুনিয়ায় পয়দা হয় নাই। হিটলার, মুসোলিনী দেখলে লজ্জা পেত দেখে। ভাইয়েরা আমার এখনও আমার তিন লক্ষ, চার লক্ষ বাঙালিকে আটকিয়ে রেখেছে। তাদেরকে ছাড়ছে না। খেলছে। দেখা যাক সেদিন যখন পারো নাই ভুট্টো সাহেব, এখনও পারবে না। বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় ফিরে আসবে একদিন। তবে কষ্ট হবে। দেরি হবে। দিতে তোমাদের হবে এই সম্বন্ধে সন্দেহ আমার নাই।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, ৯৭টা, ৯৮টা দেশ বাংলাদেশকে রিকগনিশন দিয়েছে। এর মধ্যে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। এর মধ্যে ভোটও দিয়েছি। এর মধ্যে রাস্তা করা আরম্ভ করেছি। জিজ্ঞাসা করতে পারেন পয়সা পায় কোথা থেকে? আমি বলি, পয়সা আনছি। বিদেশ থেকে আনছি। বন্ধু রাষ্ট্র সাহায্য করছে। কয়লা আনতে হবে, তেল আনতে হবে, পেট্রোল আনতে হবে। সবই কিনতে হবে। কারণ পঁচিশ বৎসরে বাংলায় তো কিছুই করে নাই, ঐ জায়গাতে মাল নিয়ে আসে দোকানে বিক্রি করি পশ্চিম পাকিস্তানে পয়সা নিয়ে গেছে। যার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। শতকরা আশি ভাগ কাপড় আমার বিদেশ থেকে কিনে আনতে হবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য। কোথায় পাবো? কে দেবে? ভাইয়েরা আমার একদল লোকের ফ্যাশন হয়েছে যারা ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের লজ্জা করা উচিত। ... নিমকহারামির সীমা থাকা দরকার। আমি বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র পাশাপাশি দুই ভাই বাস করবো। কারো সঙ্গে কারো শত্রুতা নাই। কারো ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবো না। এইতো নীতি।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আমি চাই আপনাদের কাজ করতে হবে। ফসল উৎপাদন করতে হবে। বিদেশ থেকে এক বৎসরে শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনারা মাত্র জানুয়ারি মাস আমাকে সোয়াশো কোটি টাকার খাবার কিনতে হয়েছে। সোয়াশো কোটি টাকার বৈদিশিক মুদ্রায় কিনতে হবে। কোথায় পাবেন? গত বৎসর আমাকে সাতাইশ লক্ষ টন মানে সাড়ে সাত কোটি মণ আট কোটি মণ খাবার আনতে হয়েছে। এ বৎসরেও আমাকে না হলে আমাকে পাঁচ-ছয় কোটি মণ খাবার কিনতে হবে। বন্যা হয় নদী মরে

গেছে। পঁচিশ বৎসরে সৎকার হয় নাই। রাস্তা ভেঙে গেছে পঁচিশ বছরে কিছুই হয় নাই। আল্লাহ্‌র কিসের মতো কী বলবো দুঃখের কথা? সব কপালে এসে এই হতভাগা মুজিবর রহমানের কপালে জোটে। এক হয় কাজ করতে হবে, গরিব দুঃখিকে বাঁচাতে হবে। আজকে শাসনতন্ত্র দিয়েছি চারটি স্তম্ভের উপরে। এর বিরুদ্ধে কথা বলা চলবে না। এটা আমার জাতের চারটি স্তম্ভ। এটা হলো আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার কৃষ্টি, বাংলা আমার সভ্যতা, যার ওপর ভিত্তি করে এই দেশ স্বাধীন করেছি। আমরা রক্ত দিয়েছি। গণতন্ত্র আমরা দিয়েছি। দেশের মানুষ ভোট দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। তারাই দেশ চালাবে। কোনও একনায়কতন্ত্র এই বাংলাদেশে হতে পারবে না। আজ আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। যেখানে ভুঁড়িওয়ালারা আর বাংলার গরিবদের লুট করে খেতে না পারে। শাসনতন্ত্রে এই আইন পাস করে দেয়া হয়েছে এবং শোষণহীন সমাজ হবে যেখানে সুষম বণ্টন হবে। তারপরে ধর্মনিরপেক্ষতা। মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান তার ধর্ম কর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্ম কর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান তার ধর্ম কর্ম পালন করবে, বৌদ্ধ তার ধর্ম কর্ম পালন করবে। কেউ বাধা দিতে পারবে না। ধর্মের নামে ব্যবসা বাংলার মাটিতে আর হবে না। এটা নিশ্চিত থাকা দরকার।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, পাকিস্তানিরা ইসলাম ইসলাম করে আমার দুই লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে। আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই এত বড় জঘন্য মানুষ দুনিয়ায় কোথাও পয়দা হয় নাই। ভোট দিয়েছি। আমার আমি সুনামগঞ্জে এসে বড় দুঃখ পেলাম। যারা আজ দলে ছিল নমিনেশন পায়নি ওয়াদা করেছে তারা দাঁড়িয়ে গেছে। যে পার্টির ওয়াদা আমার ওয়াদার কাছে ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে সে কেমন করে দেশের মঙ্গল করবে? ভোট আমি গতবার চেয়েছিলাম, আপনারা নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন। পাঁচ বৎসর ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি চাই নাই। কারণ চাই নাই এই জন্য জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফেরত দাও। এটাই হলো আমার জীবনের সংগ্রাম। জনগণকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। জনগণ যাকে ভোট দিবে তারাই আজ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। যদি ভালো কাজ না করে পাঁচ বৎসর পর তাদের তাড়িয়ে দিয়ে অন্য দলকে বসানো হবে। এটাইতো হবে গণতন্ত্র। এটাই হবে মানুষের মূল কথা। আমি আপনাদের ভোট চেয়েছি। আপনারা ৭ই মার্চ তারিখে ভোট দেবেন। আমার ভোট চাইতে হয় আমার লজ্জা করে। কেন আমি ভোট চাবো বাংলার মানুষের কাছে? ক্ষমতা অর্জনে আমি বিশ্বাস করি না। ক্ষমতায় তো অনেক আগে হতে থাকতে পারতাম। আমাকে তো ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খান সবাই প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল। আমি তো প্রধানমন্ত্রী গদি নেবার চাই নাই। আমি তো ফাঁসির কাষ্ঠের দড়ি নিয়েছিলাম বাংলার মানুষের জন্য। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি জানি। এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান আপনারা সুখে বাস করবেন। পাশাপাশি বাস করবেন। ভাই ভাই বাস করবেন। কোনও মতে যেন সাম্প্রদায়িকতা বাংলার মাটিতে আর না হয়। তাহলে আমি হার্টফেল করে মারা যাব। কারণ জীবন ভরে আমি সংগ্রাম

করেছি মানুষের মঙ্গলের জন্য। মুসলমান ভাইয়েরা, আল্লাহ্ কিন্তু রাব্বুল আলআমিন আল্লাহ্ কিন্তু রাব্বুল মোত্তেকিন। সমস্ত মানুষের সে খোদা। কোনও সম্প্রদায়ের সে খোদা নয়। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল সাম্প্রদায়িক এর বীজ যেন বাংলার মাটিতে যেন বপন না করে। তাহলে ত্রিশ লক্ষ যে শহিদ হয়েছে ওদের আত্মা শান্তি পাবে না। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমন কষ্টকর। ঐ যে ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে গেছে তাদের মা আজও কাঁদে। তাদের স্বামী আজও কাঁদে। আজ বিধবা বোন এখনও কাঁদে। তারা আর দুনিয়ায় ফিরে আসবে না। তারা আর দেখবে না আত্মীয়স্বজনকে দেখবে না যে। সোনার বাংলার জন্য তারা সংগ্রাম করেছিল তাও দেখবে না। কেন জীবন দিয়েছিল? জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে সুখী করবার জন্য। জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে পেট ভরে ভাত খাওয়ানোর জন্য। জীবন দিয়েছিল বাংলার মানুষকে সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য। এই জন্য তারা জীবন দিয়েছিল। ওদের আত্মা শান্তি পাবে না। যে পর্যন্ত আমার বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খেতে পাবে না। আমার জীবনে কিছুই আমি আর পাবার নাই। আপনারা সুখে বাস করেন, শান্তিতে বাস করেন। আমি শুধু তাই চাই। আমি চাই সোনার বাংলা, আমার সোনার মানুষ আর আমার সোনার বাংলা, সোনার মানুষ। সোনার মানুষ যেন সোনার বাংলায় পয়দা হয়। সোনার মানুষ না হলে সোনার বাংলা আমি গড়তে পারবো না। আমার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করেন। আপনারা আমাকে দোয়া করেন। ক্ষমতার মোহে যেন মানুষ পাগল না হয়ে যায়। মানুষকে যেন মানুষ ভালোবাসে এবং মানুষের ভালোবাসার মতো অত বড় জিনিস আর জিনিস আর দুনিয়ায় কিছুই হয় না। যেখানে আমি যাই লক্ষ লক্ষ মানুষ ... কেন আমাকে এরা আমাকে ভালোবাসে? আমি কী করেছি এদের জন্য? কী করতে পারবো এদের জন্য? আমি শুধু এইটুকু ভাবি মরার আগে যেন দেখতে পারি আমার সোনার বাংলা সোনার বাংলা হয়েছে। আমার মানুষ সুখী হয়েছে। মানুষ অত্যাচার-অবিচারের হাত থেকে বেঁচেছে। আমার মানুষকে নিয়ে শোষণহীন সমাজ হয়েছে। আমার সম্পদ নমিনেশন বা বন্টন হচ্ছে আমার সোনার ছেলেরা যেন মানুষের মতো গর্ব করে দুনিয়ায় দাঁড়াতে পারে এইটুকু দেখে যেন মরতে পারি। এর বেশি কিছু চাই না। ভাইয়েরা-বোনেরা আমি নমিনেশন দিয়েছি। ইলেকশনে দাঁড়াতে হয় এ জন্য পার্টি নমিনেশন দিয়েছে। সকলকে আপনারা চেনেন। সামাদ সাহেবকে চেনেন, সকলকে আপনারা চেনেন। আমি আজকে শুনে খুশি হলাম যে শহিদ সাহেবকে চেনেন, সামাদ সাহেব যে শুধু সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছে তা নয় আমার জেনারেল ওসমান গনিও যে সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা আমি জানতাম না আগে। মাটি ভালো ভালো ফসল হয়। আমি এই কথা বলি না যে ভালো ফসল হয়। পরগাছাও বেশি হয়। মাঝে মাঝে উঠাতে হয়। কারণ দু-একটা পরগাছা বাংলা থেকে বেরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর সঙ্গে মন্ত্রিত্ব করে আমার চার লক্ষ

বাঙালিকে অত্যাচার করছে তাদের একজনের বাড়ি এই সুনামগঞ্জে। মাটি যেমন সুন্দর সোনার ফসল যেমন হয় আবার পরগাছাও বেশি হয়। তবে মেহেরবানি করে পরগাছাগুলোকে যা দু-একটা আরো আছে তুলে ফেলে দিলে বাংলাতে ভালো ফসল হবে। ভালো মানুষ হবে।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আমি শুধু একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাদের আমার ওপর আস্থা আছে কিনা? আর নৌকায় আপনারা ভোট দিবেন কি দেবেন না? আপনারা হাত তুলে আমাকে দেখায় দেন।

শুধু ভোট চাই না। এই থাম। এই বাচ্চারা থাম। খালি ভোট চাই না। আমাদের যা যেখানে আছে তাদের নিয়ে আইসা বাক্সে ভোট দিতে হবে। দুনিয়াকে দেখাতে হবে যে বাঙালি আমরা এক।

জয় বাংলা আরও জোরে কইতে হবে

জয় বাংলা

জয় বাংলা

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ।



১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বঙ্গবন্ধু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাই ও বোনেরা, এই দুপুর রোদ্রের বেলায় অনেক দূর থেকে আপনারা এসেছেন। আমি জানি ব্রাহ্মণবাড়িয়া একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমি জানি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাজার হাজার আমার ছেলে শহিদ হয়েছে। আপনাদের আমার আগেই আইসা দেখা উচিত ছিল। কিন্তু জেলের থেকে বের হয়ে আমি আপনাদের কাছে আসতে পারি নাই। সেই জন্য সত্যিই দুঃখিত। ভাইয়েরা বোনেরা আমার, কী আমি আপনাদের কাছে বলবো আর কী-ই বা বলার আছে। দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানি শোষকরা আমার বাংলাদেশের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে, শুধু লুট করেই ক্ষান্ত হয় নাই তারা যাবার বেলায় আমার সর্বস্ব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। ৩০ লক্ষ মা-বোনকে এবং আমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা আজ ছেলের জন্য কাঁদে, লক্ষ লক্ষ বোন আমার আজ বিধবা, লক্ষ লক্ষ বাপ আজ তার ছেলের জন্য কাঁদে, দুই লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জত করা হয়েছে। কী কী অত্যাচার করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাইদের তা বলতে হবে না। তারা জীবন দিয়ে তা দেখেছে। মানুষ! পাকিস্তানিরা নাকি মানুষ! ওরা তো মানুষ না, ওরা পশুর চেয়ে অধম। আমার ছেলেদের টুকরা টুকরা করে কেটে হত্যা করেছে, অত্যাচার করে মেরেছে, রাস্তা-ঘাট ভেঙে দিয়েছে, চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, রেললাইন নষ্ট করেছে, বৈদেশিক মুদ্রা লুট করেছে, স্কুল-কলেজ ধ্বংস করেছে, কল কারখানা ধ্বংস করেছে, বাংলার মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছে। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল যে অস্ত্র দিয়ে, বিদেশি অস্ত্রের সাহায্যে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবে এবং তাদের শোষণ করতে পারবে। ইনশাল্লাহ্ তা পারে নাই। বাংলার মানুষ দেখায়ে দিয়েছে, ২৫শে মার্চ তারিখে ওরা যখন আমার বাড়ি আক্রমণ করে আমি তখন বাংলার মানুষকে বলেছিলাম যে তোমরা তাদের মোকাবেলা কর, বাংলাদেশকে স্বাধীন কর, পশ্চিমাদের খতম কর, বাংলা থেকে তাড়িয়ে দাও। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। বাংলার মানুষ আমার কথা মেনেছিল, আমার আদেশ মতো কাজ করেছিল, বিনা অস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শতকরা ৫০ জন পুলিশকে হত্যা করেছিল,

আমার সামরিক বাহিনীকে হত্যা করেছিল, আমার বিডিআরকে হত্যা করেছিল, আমার ছাত্রদের হত্যা করেছিল, আমার যুবকদের হত্যা করেছিল, আমার কৃষকদের হত্যা করেছিল। এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি নিশ্চয়ই মোবারকবাদ দেবো, যদি তাই না দিই অন্যায় করা হবে, বাঙালি নিমকহারাম নয়। সেই দিন যদি এক কোটি লোককে স্থান না দিত ভারতবর্ষ ও শ্রীমতী গান্ধী, আমার এক কোটি লোক না খেয়ে শৃগাল-কুকুরের মতো মরত আর জীবনে বাংলাদেশ ফিরে আসতে পারত না। আমার ছেলেরা যদি অস্ত্র না পেত তাইলে তারা যুদ্ধ করতে পারত না। একটি স্টেটে ১৪ লক্ষ বাস করে সেখানে আমার সোয়া লক্ষ লোক আশ্রয় দিয়েছিল, তারা আমার লোকদের আশ্রয় দিয়েছিল, তারা আমার লোকদের খাবার দিয়েছিল, তারা আমার লোকদের সহযোগিতা দিয়েছিল, তাই তো আমি ভারতের জনসাধারণ ও শ্রীমতি গান্ধীকে আমি মোবারকবাদ জানাই।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, দুঃখ হয় এই, একদল লোক তারা সেখানে বইসা আরামে খেয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। তারা আজ মিথ্যা বদনাম করেন, তারা জানেন না এই স্বাধীনতার পরে আমি যখন জেলখানা থেকে বের হয়ে আসি আপনারা জানেন বোধহয় যে আমাকে ফাঁসি দেবার জন্য সব বন্দোবস্ত হয়েছিল, আমার সেলের কাছে কবর করা হয়েছিল সে দিন শ্রীমতি গান্ধী সমস্ত সারা দুনিয়ার রাস্তায় রাস্তায় যেয়ে যাতে আমার জীবন রক্ষা হয় তার জন্য চেষ্টা করেছিল। আমি নিমকহারামি করতে পারি না, আমার বাংলার মানুষ নিমকহারাম নয়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, ভারতবর্ষও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, দুই বন্ধু রাষ্ট্র পাশাপাশি বাস করবে। আমার ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করবে না, তার ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করবো না। আমার স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য আপনাদের মনে আছে বর্ডারে সামরিক বাহিনী দিয়েছিলাম যাতে আমার মাল চালান হয়ে না যায়।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, তাছাড়াও স্বাধীনতার পরে যদি ২ কোটি ৯০ লক্ষ মণ খাবার ভারতবর্ষ আমাকে না দিত, যদি প্রায় ৭/৮ কোটি মণ খাবার দুনিয়া থেকে আমি না পাইতাম তাহলে বাংলার মানুষকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যেত যদি ভিক্ষা করে না আনতাম দুনিয়া থেকে। কাপড় আমাকে আনতে হবে, তেল আমাকে আনতে হবে, চাল নষ্ট করে দিয়েছে, বাস জ্বালিয়ে দিয়েছে, এখনো ভৈরব ব্রিজ আমি সারতে পারি নাই। ৩শ' রেলের ব্রিজ ভাইঙ্গা দিয়েছিল। এর মধ্যে ২৯৮টা রেলের ব্রিজ কোনমতে মেরামত করা হয়েছে, ভৈরব ব্রিজ আজও মেরামত হয় নাই, আশা করি কয়েক মাসের মধ্যে ওটাও মেরামত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ্। চট্টগ্রাম পোর্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চালনা পোর্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেমন করে খাবার আনবো, কেমন করে মাল আনবো, কীভাবে আসবে, জাহাজ কোথায়? কী করে গ্রামে পাঠাবো? আমার মানুষ দুঃখে, আমার মানুষ না খাওয়া, আজও আমার গ্রামে গ্রামে মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়, আজও আমার গ্রামে গ্রামে মানষের কাপড় নাই, আজও আমার গ্রামের মানুষ দুঃখি মানুষ। আমি চিন্তা করতে

পারি না, আমি পাগল হয়ে যাই। কোথায় পাবো, কীভাবে পাবো, কার কাছ থেকে আনবো, কী করে আমার গ্রামের লোকরে আমি বাঁচাবো।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, ১০০ কোটি টাকার রিলিফ বাংলার গ্রামে গ্রামে আমি দুনিয়ার থেকে এনে দিয়েছি, আমি টেস্ট রিলিফের টাকা যোগাড় করে দিয়েছি আপনাদের জন্য। আমি বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ করে দিয়েছি। আমি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছি। আমি লবণ ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি। আমার কৃষক খাজনা দেবার পারে না আমি কেমন করে ঐ যে তাদের ওপর থেকে টাকা তুলবো এবং এই টাকা দিয়ে আমি খাবার আনবো। তাই বিদেশ থেকে আমাকে খাবার আনতে হবে। এই বছর আমাকে সোয়াশ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে খাবার কিনতে হয়েছে; কারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে। '৭০ সালে সাইক্লোন হয়ে গেল, '৭১ সালে বর্বরবাহিনীর সাথে আমার যুদ্ধ করতে হলো, আর এইবারে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অনাবাদি হয়ে আছে জমি। মানুষ আমার সাড়ে সাত কোটি, দেশ আমার ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল, রাস্তাঘাটের অবস্থা কী, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, কোথায় আমি তো মিথ্যা ওয়াদা করি নাই। আমি যেদিন জেল থেকে বের হয়ে আসি তারপরে আমি বাংলার মানুষকে বললাম, ৩ বৎসর তোমাদের আমি কিচ্ছু দেবার পারবো না। বাংলার মানুষ বলল, তোমার কাছে আমরা কিছুই চাই না। কিন্তু তাই বলে আমার কর্তব্য রয়েছে; আমি দেখতে পারি না মানুষের দুঃখ, আমি সহ্য করতে পারি না মানুষের কষ্ট, জীবনভরে বাংলার মানুষের জন্য আমি সংগ্রাম করেছি, আমার জীবনের যৌবন আমি জেলের মধ্যে দিয়েছি, তিন তিনবার আমি ফাঁসির আসামি হয়েছি। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। এ ভালোবাসার মধ্যে কৃপণতা নাই। আমার দেবার মতো কিছুই নাই আছে শুধু আমি ভালোবাসা দেবার পারি আর চেষ্টা করতে পারি। আমার সহকর্মী যারা রাতদিন পরিশ্রম করেছে, কোথায় আমার গরিব কর্মচারী যারা খাবার কষ্ট পায় তাদের বেতন আমার ২৫ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে হয়েছে। তাতে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা আমাকে দিতে হয়েছে। কোথায় পাবো, কোত্থেকে পাবো? সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা, ২৫ বৎসরে, যা ছিল সব লুট করে নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকরা। ওরা মানুষ না, ওরা অমানুষ। কী করে যে আমার ছেলেদের হত্যা করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এমন গ্রাম নাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এমন রাস্তা নাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এমন ঘাট নাই যেখানে আমার শহিদের কবর নাই। কত লোক কত মায়ের কোল খালি করেছে। যখন বোনেরা এসে আমার কাছে কাঁদে কোথায় আমার স্বামী, যখন বাপ এসে আমার কাছে কাঁদে কোথায় আমার ছেলে, যখন ভাই এসে আমার কাছে বলে কোথায় আমার ভাই? একজন লোকের ৫/৬টা ছেলে ৪টা ছেলেকে হত্যা করেছে। এমনি করে যে কত মায়ের বুক খালি করে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের পশুরা তা আমি কল্পনা করতেও পারি না। ওরা যে এত অমানুষ, ওরা যে এত পশু, ওরা যে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ, ওরা যে নমরুদের চেয়েও খারাপ তা আমরা জানতাম না। দুঃখ হয় এই বাংলার বুকে যখন বারবার যুদ্ধ করেছি পশ্চিমাদের সাথে একদল লোক বর্বর

পশ্চিমাদের সাথে হাত মিলিয়েছে মন্ত্রিত্বের লোভে। ওদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি অনেককে। আমি বলেছি তোমরা যাও, বাংলার মানুষকে ভালোবাস, বাংলার মাটিকে ভালোবাস আর কিছু লোক যারা অত্যাচার করেছে তাদের বিচার হচ্ছে।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, ১২ মাসে/১১ মাসে শাসনতন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। আপনারা আমাকে ৫ বৎসরের জন্য ভোট দিয়েছিলেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমতায় থাকতে পারতাম। ক্ষমতায় আমি থাকতে চাই না। আমার জানি কেমন ভালো লাগে না, আমার জানি কেমন আটকায়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার মানুষের পাশে পাশে থাকতে হয়। এই প্রধানমন্ত্রী আমাকে নিতে হয়েছে খালি এই ধ্বংসস্তূপ আমার বাংলার মানুষকে দু'মুঠো খাবার বন্দোবস্ত করার জন্য। আমি নির্বাচন দিয়েছি ৭ই মার্চ তারিখে, নির্বাচন না দিলেও পারতাম, বাংলার মানুষ আমার কাছে ভোট চায় নাই। আমি বলতে পারতাম আমি ৫ বৎসর থাকবো। বাংলার মানুষ বলত, থাক। কিন্তু আমি দিয়েছি, দিয়েছি কেন? যে আমার জীবদ্দশায় যদি একটা সিস্টেম করে দিয়ে না যাই কী হবে ভবিষ্যতে বলা যায় না। তাই শাসনতন্ত্র দিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার সেই শাসনতন্ত্রে লেখে দেওয়া হয়েছে যে, এই বাংলাদেশের সম্পদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের। কেউ একে লুট করে খেতে পারবে না, তাই শাসনতন্ত্র দিয়েছি। দিয়েছি ভোট বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে তারা বাংলাদেশকে শাসন করবে, ৫ বছর পরে নির্বাচন হবে তারপর আবার দরকার হয় আর একজনকে পাঠাবে। আমি নির্বাচন দিয়েছি ৭ই মার্চ। আমার মার্কা নৌকা, যদি আপনারা মনে করেন যে, যদি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আর আমার ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে আপনারা আমার নৌকায় ভোট দেবেন। যদি মনে করেন না আমার কোনও আপত্তি নাই। কারণ আমার জীবনে যা পাবার তা আমি পেয়েছি। এর বেশি আর কোনও মানুষ দুনিয়াতে পেতে পারে না। যেখানে আমি যাই মানুষ পাগল হয়ে আসে, যেখানে আমি যাই মানুষ আমাকে দেখতে আসে, বৃদ্ধ এক মহিলা সে আজকে আমার কাছে বলল, বাবা তোমার জন্য মানত করেছিলাম যে তুমি আসলে তোমারে একটা আংটি দেবো, বাবা তুমি আমার আংটিটা গ্রহণ কর। আমি যখন ঘরে বইসা থাকি এক বৃদ্ধ একটা গরু নিয়া আইসা হাজির আমি মানত করেছিলাম, আমি যখন থাকি যে আমার মায়ের মতো এক বৃদ্ধ মহিলা এসে বলে আমি একটা ছাগল মানত করেছিলাম, আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, মসজিদে মসজিদে দোয়া করেছেন, মা-বোনেরা রোজা রেখেছে, মন্দিরে-মসজিদে দোয়া হয়েছে আমি কারাগার থেকে ফিরে এসেছি আমার বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছি।

আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন। আমার বাংলার মানুষ সার্বভৌম। আমি আজকে দেখতে চাই আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক, আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, এর বেশি আমি পাবার কিছুই নাই আমার। আমি সব পেয়েছি যা কোনদিন মানুষ পায় না, এত ভালোবাসা কোনও দেশের কোনও নেতা পায় নাই যে ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। আপনাদের আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আমি যেন আপনাদের এই

ভালোবাসা নিয়া মরতে পারি, এর বেশি আমার কিছুই পাবার নাই। তবুও দেশে শাসন করার জন্য একটি সিস্টেম আমাকে করে দিতে হচ্ছে, এ জন্য আমি নির্বাচন দিয়েছি। আশা করি আমি দেখতে চাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাইয়েরা আপনাদের আমার উপরে আস্থা আছে কিনা। আর নৌকায় ভোট দেবেন কিনা দুহাত তুলে আপনারা আমাকে দেখায়ে দেন।

আমার মার্কা কী?

নৌকা।



১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে বঙ্গবন্ধু মৌলভীবাজারবাসীদের উদ্দেশে এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

আমার মৌলভীবাজারের ভাই ও বোনেরা, আপনারা অনেক কষ্ট করে অনেক দূরের থেকে এসেছেন। দু'কথা শোনার জন্য, আমাকে দেখার জন্য। আমিও এসেছি আপনাদের দেখার জন্য। আপনাদের ভালোবাসা, যে ভালোবাসা নিয়ে আমি বেঁচে আছি সেই ভালোবাসা দেখাতে আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনারা জানেন যে, ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানিরা বাংলাদেশকে কীভাবে শোষণ করেছে। ২৫ বৎসর তো পাকিস্তানের শোষকরা বাংলার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। এর পূর্বে ২০০ বৎসর ইংরেজ বাংলাদেশকে শোষণ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শোষকরা এবং শাসকরা যে নিষ্ঠুর অত্যাচার বাংলার ওপর করেছে দুনিয়ার কোথাও তা দেখা যায় না। ৩০ লক্ষ লোককে বাংলার মাটিতে হত্যা করেছে। ২ লক্ষ মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে, আর শতকরা ৫০ ভাগ পুলিশ, সামরিক বাহিনী, বিডিআর এদের হত্যা করেছে। আমার শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করেছে। এত বড় পাষণ্ড দুনিয়ার কোথাও আছে আমার জানা নাই। শুধু মানুষকে হত্যা করে নাই, গ্রাম-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক কোটি লোক বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল জান বাঁচাবার জন্য। প্রায় দেড় কোটি লোক এই গ্রাম থেকে ঐ গ্রামে পালিয়ে বেড়ায়েছিল যাতে ওদের হাতে ধরা না পড়ে। কত ছেলে, কত যুবক, কত বৃদ্ধা, কত বাচ্চা হত্যা করা হয়েছে তার হিসাব নাই। সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে সত্য কথা যাবার বেলায় সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। চালের গুদাম ধ্বংস, রাস্তাঘাট ধ্বংস, পোর্ট ধ্বংস,এরোপ্লেন যে কখানা ছিল সেগুলো নিয়ে গেছে, কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। জাহাজ যা ছিল তার প্রায় ১৫০ খানা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আর ২৫ বৎসরে নদী-নালার কোনও সংস্কার করে নাই। মানুষের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে নাই বলেই খাদ্যে ঘাটতি পড়েছে। বেঁচে আছি মহা ধ্বংসলীলার মধ্যে। আমি জেলখানা থেকে ফিরে আইসা এই দেশ গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করি। শুধু

আপনারা আমাকে দোয়া করেছিলেন, আপনারা ঘরে ঘরে আমার জন্য রোজা রেখেছিলেন, আপনারা মসজিদে-মন্দিরে আমার জন্য দোয়া করেছিলেন, আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন সেই জন্য আমিও জেলের থেকে বের হয়ে আসছি। আর ওরা আমার ওরা আমাকে (ধুর মিঞা এটা কি পাগল) আমিও জানতাম না যে আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। ওরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং যখন আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করে আমি জানতাম না যে, আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। কিন্তু আপনারা দোয়া করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। আমি যাবার বেলায় যে হুকুম দিয়েছিলাম আপনারা তা তামিল করেছেন, সেই জন্য আপনাদের দোয়ায় আমি আমার বাংলার মাটিতে ফিরে আসছি। পাবার মতো আমার কিছুই নাই। আপনারা যা দিয়েছেন তার চেয়ে বড় জিনিস আমার জীবনে প্রাপ্য নাই। আপনাদের যে ভালোবাসা, আপনাদের স্নেহ, কেউ ক্ষমতার জন্য লড়ে, কেউ অর্থের জন্য লড়ে কিন্তু আমি এই দেশের মানুষকে ভালোবাসি সেই জন্য লড়েছিলাম। ২৫ বৎসর পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলাম। যখন আমি আগরতলা মামলার আসামি হই তখনও এই আপনাদের জেলার লোকেরা যারা লন্ডনে বাস করত তারা আমার জন্য পরিশ্রম করে চাঁন্দা তুলে সেই চাঁন্দার টাকা দিয়ে উকিল পাঠিয়েছিল।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমার আগরতলা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম যে ষড়যন্ত্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে। তখনও চেষ্টা করেছিল আমাকে ফাঁসি দেবার জন্য, পারে নাই। আজ আপনাদের কিছুই নাই। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করতে পারবো না। আপনাদের টাকা নাই, আপনাদের পয়সা নাই, খাজনা মাফ করে দিয়েছি, লবণ ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি, মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছিলাম। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করেছিলাম। পয়সা আসবে কোত্থেকে, খাবার কিনবো কোত্থেকে, কাপড় কিনবো কোত্থেকে, তেল কিনবো কোত্থেকে, পেট্রোল কিনবো কোত্থেকে? পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে কোনও কারখানা ভালোভাবে করে যায় নাই। শতকরা ৮০ ভাগ কাপড় বিদেশ থেকে আমাদের কিনে আনতে হয়, কেরাসিন তেল কিনে আনতে হয়, পেট্রোল কিনে আনতে হয়, গাড়ির চাকা কিনে আনতে হয়, খাবার কিনে আনতে হয়, দুনিয়ার সবকিছু আমাকে প্রায় কিনে আনতে হয় বিদেশ থেকে। কারণ পাকিস্তানিরা সব কারখানা করেছিল করাচি। পশ্চিম পাকিস্তানে মাল বিক্রি করে বাংলার টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। এই জন্যই তো সংগ্রাম করেছিলাম। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার দুঃখ হয়, এত লোক মারা গেছে কিন্তু মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। এখনো একদল লোক যুদ্ধের সময় অস্ত্র পেয়েছিল যারা জমা দেয় নাই আমার হুকুম মতো। লক্ষ অস্ত্র আমাকে জমা দিয়েছে বাংলার লোকেরা, বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা। চোর-ডাকাত-বদমাইশ এখনো অস্ত্র জমা না দিয়ে আমার মানুষকে রাত্রে ঘুমাতে দেয় না। গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করে। আমি হুকুম দিয়ে দিয়েছি আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি পুলিশকে, রক্ষীবাহিনীকে দরকার হয় সামরিক বাহিনীকে দেওয়া হবে। গ্রামে গ্রামে খুঁজে চোর-চোট্টা-বদমাইশদের ঠান্ডা করতে হবে।

আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। দেখি হয় কি-না। বাংলাদেশের চোর-গুণ্ডাদের বলি যে বাংলাদেশের এমন কোনও ঘর নাই যে ঘরে আমাকে একজন লোক ভালোবাসে না। খবর আমি নিশ্চয় পাবো এবং অনেক পেয়েছি। জেলে জায়গা নাই, অনেক জেল করতে হতে পারে আমার। কিন্তু বাংলার মানুষকে আমি ঘুমাতে দিতে চাই।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আপনাদের কষ্ট করতে হবে, মিথ্যা ধোঁকা আমি দেই না যে আমি আজ বলে যাবো আপনাদের কাছে মিথ্যা কথা বলে যাই আমি আল্লাহ্‌র কাছে কী জবাব দেবো? যারা ধোঁকা দেবার পারে দিক আমি দেবার পারবো না। দেশের অবস্থা ভালো না, এই বৎসর আমাকে সোয়াশো কোটি টাকার খাবার কিনতে হয়েছে, সোয়াশো কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে কিনতে হয়েছে। গত বৎসর আমাকে ৮ কোটি মণ খাবার বিদেশ ভিক্ষে করে আনতে হয়েছে যেখানে প্রায় ৩ কোটি মণ খাবার ভারতবর্ষ আমাকে দিয়েছিল, না হলে বাংলার মানুষকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। সেই ভিক্ষে করে খাবার এনে কতকাল আমার লোকরে আমি বাঁচাতে পারবো? খাদ্য উৎপাদন করতে হবে, কল-কারখানায় কাজ করতে হবে তা না হলে ভিক্ষুকের জাতরে জীবন ভর কেউ ভিক্ষা দেয় না। আমি না হয় কিছু দাবায়ে দুবায়ে আইনা আপনাদের দেবার পারি। কতকাল তারা দেবে? শ্রমিক ভাইদের কষ্ট হয় আমি জানি চা শ্রমিক ভাইদের কষ্ট আছে আমি জানি। আপনারা জানেন সকলে যে চা আপনাদের পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রি হতো, এখন নতুন করে আমাকে দুনিয়াতে বাজার খুঁজতে হয়েছে। ইনশাল্লাহ্‌ বাজার পেয়েছি এবং চা বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের দুঃখ নিশ্চয় আমি দেখবো। কত টাকা আমাদের দিতে হচ্ছে এই চা পাঠাবার জন্য আপনারা বুঝতে পারেন। কিন্তু খালি চাই চাই করলে তো হবে না, রাস্তা নাই ঘাট নাই, জাহাজ নাই, নদী মরে গেছে, কাপড় নাই, খাওয়ার নাই, শুধু চারিদিকে নাই নাই আর নাই। ঘুমাতে পারি না আমি। তার ওপর দুই মাস অসুস্থ ছিলাম অপারেশন হয়েছিল। শান্তি পেলাম না। শান্তি পেতাম যদি বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খেত, শান্তিতে মরতে পারতাম যদি বাংলাদেশের মানুষ সুখী হতো। যার জন্য জন্য সংগ্রাম করেছি এবং জীবনের যৌবন জেলের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি।

আমার মৌলভীবাজারের ভাই ও বোনেরা, আমরা দলিল করে দিয়েছি। এটা আমার অত্যন্ত বড় কর্তব্য ছিল যে যদি কিছু হয়ে যায়ও বাংলার মানুষ তার দলিল পাক। বাংলাদেশের দলিল করে দিয়েছি শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র কোনদিন কোনও দেশ দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না বিপ্লবের পরে, ৩০ লক্ষ জীবন দেবার পরে, ভস্মীভূত রাষ্ট্র হবার পরেও ১১ মাসের মধ্যে দলিল বা শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আপনাদের দোয়ায় দলিল শুধু দেই নাই নির্বাচনও দিয়ে দিয়েছি। আপনারা তো আমাকে ভোট দিয়েছিলেন, ৫ বৎসর থাকবার জন্য ভোট। ইচ্ছা করলে আমি থাকতে পারতাম, ক্ষমতার জন্য রাজনীতি আমি করি নাই, ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করলে আমি বহু আগেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম, আমি বাধ্য হয়েছি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে, কারণ বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্র, ভস্মীভূত রাষ্ট্র– বিদেশ থেকে

সাহায্য আনতে হবে, আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে ৯৮টা দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে যদিও এখনও আমরা জাতিসংঘের সদস্য হতে পারি নাই, চীনারা ভেটো দিয়েছে ভেটো দিয়ে আমার রাস্তা বন্ধ করেছে। করুক, চীন বড় রাষ্ট্র, কিন্তু চীনের জনগণের বোঝা উচিত তার দেশ লক্ষ কোটি সংগ্রাম করে স্বাধীনতা পেয়েছিল আমার দেশও ৩০ লক্ষ লোক জান দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে। পাকিস্তানিদের পরামর্শে চীনরা এ করেছে। তাদের সঙ্গে আমি শত্রুতা করতে চাই না। চীন অনেক বড় দেশ। কিন্তু আমারও আত্মসম্মান আছে, আমার বাঙালি জাতি আত্মসম্মান বিশিষ্ট জাতি। চীন আমাকে রিকগনিশন দিক আর না দিক, চীন আমাকে ভেটো দিক আর যা ইচ্ছা তাই করুক বাংলাদেশ আছে, বাংলাদেশ থাকবে। বাংলাদেশকে কেউ ইনশাল্লাহ্‌ ধ্বংস করতে পারবে না। আমি নির্বাচন দিয়েছি ৭ই মার্চ, আপনাদের আমি নির্বাচন দিয়েছি ৭ই মার্চ। আপনারা ভোট দেবেন যে পার্টিকে ইচ্ছা ভোট দেবেন। তবে একটা দুঃখ হয়, কিছু কিছু লোক বড় বেইমানি করে, আমার কাছে ওয়াদা করে যে, আপনি আমাকে নমিনেশন দেন যখন আমি দিলাম না অমনি আইসা বলে আমি বঙ্গবন্ধুর লোক, আমার বঙ্গবন্ধুর লোক নও তুমি, তুমি বঙ্গবন্ধুর হুকুম শুনো নাই, তুমি বেইমানি করেছ। বঙ্গবন্ধু যাকে নমিনেশন দিয়েছে তার মার্কা হলো নৌকা, তোমার মার্কা নৌকা নয়। আর বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে ভোট দেবে বলে (বাবা থাম, তোদের জ্বালায় অস্থির। খালি স্লোগান দিস) এই নৌকাই বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু '৬৯ সালে ভোট করেছিল এবারও জানে যে নৌকা ছাড়া ভোট হবে না। সেই জন্য উল্টা-পাল্টা করে গোপনে গোপনে আমার নাম লয়।

মৌলভীবাজারের ভাইয়েরা ও বোনেরা, একদল লোক আছে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে চেষ্টা করে। তাদের মনে রাখা দরকার বাংলার মাটিতে সাম্প্রাদয়িকতার বীজ আর দানা বাইন্ধা উঠতে দেওয়ার হবে না। বাংলার মানুষ আমরা আমরা বিশ্বাস করি ধর্মনিরপেক্ষতা মানে, ধর্মহীনতায় নয়। প্রত্যেকটা মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার রয়েছে। মুসলমান ধর্ম-কর্ম করবে নামাজ পড়বে রোজা করবে। এবারও পাকিস্তানের যুগে হয় নাই, আমাদের যুগে অন্ততপক্ষে আমরা ৬ হাজার ৬শ' লোককে প্রথম হজে পাঠিয়েছি। আপনাদের মনে আছে এইবার প্রথম ২৫ বৎসরের মধ্যে ৬ হাজার ৬শ' লোককে আমরা হজ করতে পাঠাইছি। আপনারা জানেন হিন্দু হিন্দুধর্ম পালন করবে, মুসলমান মুসলমান ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে কাউকে বাধা দিতে পারবে না। ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনারা ভাই ভাই হয়ে বাস করবেন। আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই। আপনারা আমার কথা শুনুন। আমি জানি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করেন এবং আপনারা আমাকে ভালোবাসেন। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন যাতে আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি। সেই জন্য এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ভাই ভাই হিসেবে বাস করবে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনাদের কাছে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে। আপনারা ৭ই মার্চ তারিখে নৌকাতে ভোট দেবেন কিনা, আমার ওপর আস্থা আছে কিনা?

দু'হাত তুলে আপনারা আমাকে দেখায়ে দেন। বস বস। আমি আপনাদের কাছে সবসময় আসতে পারি না। আমার মার্কা কি আপনাদের মনে আছে আমার মার্কা কী? কী? কী? ও আচ্ছা। অন্য মানুষের ধোঁকায় পড়বেন না। কথা আছে একটা, আমি আপনাদের কাছে কোনও ওয়াদা করবো না, আপনাদের কাজ করে দেশের উন্নতি করতে হবে। মিথ্যা ধোঁকা আমি কাউকে দেই না, আপনাদের কাজ করতে হবে, দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশকে গড়তে হবে, কোনও জায়গা যেন খালি থাকে না। ফসল উৎপাদন করতে হবে। এই কথা বলে আপনাদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে, আমার বোনেরা আমার ভাইয়েরা আপনারা আমারে মাফ করবেন। আমি এখান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবো, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চাঁনদপুর যাবো, একেক দিনে ৩টা করে আমাকে মিটিং করতে হচ্ছে। অনেক দিন জেল খাইটা বয়সও বেড়ে গেছে, আর জেলে আমাকে আমার শরীর নষ্ট করতে পারে নাই। এই ১৩ মাসে আমাকে এত খাটতে হয়েছে আর খাটতে হচ্ছে যে জানি না কোনদিন আমি হঠাৎ করে পড়ে ফট্ করে মরে চলে যাবো। এ আমারে ছাড়ে না। তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ।



১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

চাঁদপুর

চাঁদপুরের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, আমার চাঁনপুরের ভাই ও বোনেরা, অনেকদিন ভাবছি আপনাদের কাছে আসবো, কিন্তু আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই তা আপনারা জানেন। ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানের শোষকরা আমার বাংলাদেশকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে, ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তান শোষকদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। চরম সংগ্রাম শুরু হয় ২৫শে মার্চ তারিখে। আমি আপনাদের যাবার বেলায় কিছু দেবার পারি নাই, আমি শুধু আপনাদের দিয়েছিলাম আদর্শ। আমি বলেছিলাম, পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত কর, বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র কর, আপনারা আমার কথা মেনেছিলেন, আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে, এক কোটি লোক বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানি বর্বররা এত অত্যাচার করেছে যে অত্যাচারের সীমা দুনিয়ায় দেখা যায় নাই। আশ্চর্য হয়ে যাই যে মানুষ কী করে মানুষকে এত অত্যাচার করতে পারে।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, সেই অত্যাচারের কাহিনি আমি নাইবা বললাম আপনারা, নিজেরাই তা জানেন। কেমন করে দুধের বাচ্চাদের হত্যা করেছে, কেমন করে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কেমন করে ৩০ লক্ষ মা-বোনকে হত্যা করেছে। (সিট ডাউন, প্লিজ ... প্লিজ ফটোগ্রাফার। সিট ডাউন। হ্যাঁ, বসেন বসেন)। এমনকি যাবার বেলায় আমার বুদ্ধিজীবীদের পর্যন্ত হত্যা করেছে। চালের গুদাম পোড়ায়ে দিয়েছে, রাস্তাঘাট ধ্বংস করেছে, স্কুল-কলেজ ধ্বংস করেছে, পোর্ট নষ্ট করেছে, রেললাইন ধ্বংস করেছে, স্টিমার জাহাজ ডুবায়ে দিয়েছে। এমন কোনও কাজ করে নাই, এমন কোনও জিনিস রেখে যায় নাই যা নিয়ে সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচানো যায়।

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, স্বাধীনতায় এত রক্ত বাংলার মানুষ যা দিয়েছে দুনিয়ার কেউ তা দেয় নাই। স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা বড় রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি।

ভস্মীভূত একটা দেশ, সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল, ২৫ বৎসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কিছুই করে নাই। নদী-খাল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। না হলেও ১৫০০ মাইল নদীপথ নষ্ট হয়েছে। কী করা যাবে? কীভাবে লোকদের বাঁচানো যাবে? কোথায় পাবো? কার কাছ থেকে আসবে? কে দেবে? কী করে এই দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাবো? আজও আমার দেশের মা-বোন কাপড় পায় না, আজও আমার দেশের মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা। স্বাধীনতা পেয়েছি বড় রক্তের বিনিময়ে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমন কষ্টকর।

ভাইয়েরা বোনেরা, ভারতবর্ষ আমাকে ২ কোটি ৯০ লক্ষ মণ খাবার দিয়েছে। তাছাড়াও বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রেরা আমাকে খাবার দিয়েছে। তাই সাড়ে সাত প্রায় আট কোটি মণ খাবার আমাকে আনতে হয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধের সময় এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, যদি সেদিন যদি ভারতের লোক, ভারতের সরকার যদি আমার লোককে স্থান না দিত আমার কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মরতো। আজকে একদল লোকের ফ্যাশন হয়েছে ভারতবর্ষ আমার বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলা। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতবর্ষও স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাশাপাশি বন্ধু হিসেবে বাস করবো, কেউর কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, নাক গলাবে না এবং কোনদিন ভারতবর্ষ বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, আমরাও ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না। বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা বাস করবো। কিন্তু একদল লোকের ফ্যাশন হয়েছে ভারতের কথা বলা। তারা মাঝে মাঝে আবার খাইয়াও আইছে, আরামে বাস করিয়াও আইছে আসার সময় পয়সাও নিয়া আইছে আবার গালি দেবার সময় লজ্জা করে না। যাই হোক এটা আমাদের, আমি জানি বাংলাদেশের মানুষ নিমকহারাম নয়।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি তো আপনাদের বলেছি, যখন জেলের থেকে বের হয়ে আসলাম যে তিন বৎসর কিছুই দেবার পারবো না। আপনারা বলেছিলেন, তোমার কাছে কিছুই চাই না। আজও আমি কোনও ওয়াদা করতে পারবো না। যারা ওয়াদা করে তা করতে পারে। বাংলার মানুষকে বাংলায় যা যোগাড় করতে পারবো যা সম্পদ আসবে বাংলার মানুষের ভোগ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কোনও আসমান-জমিন ওয়াদা আমি করি না, আমি করতে পারি না, আমি মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দিতে চাই না। সে নেতৃত্ব আমি কোনদিন করি না, সে নেতৃত্ব আমি কোনদিন করতে পারি না। আমার পাওয়ার আর কী আছে। আমি যা পেয়েছি বাংলার মানুষ আমাকে যা দিয়েছে কোনও দেশের কোনও নেতা তা পেয়েছে কিনা আমি জানি না। যে ভালোবাসা যে স্নেহ আপনারা আমাকে দিয়েছেন আমি যখন জেলের মধ্যে বারবার বন্দী হয়েছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করেছেন, আপনারা মসজিদে মন্দিরে দোয়া করেছেন, মা-বোনেরা রোজা রেখেছেন, আমার জন্য দোয়া করেছেন, আমার ছেলেরা যুদ্ধ করেছে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য, আমাকে মুক্ত করার জন্য। বহু রক্তের বিনিময়ে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আজও মা কাঁদে ছেলের জন্য,

আজও বাপ কাঁদে তার ছেলের জন্য, আজও আমার লক্ষ লক্ষ বোন বিধবা হয়েছে পাকিস্তানি বর্বররা আমার ২ লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে। কোথা থেকে দেওয়া হবে, কোত্থেকে দেবো, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুনিয়ায় যাই, ভিক্ষুকের জাতের ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষা চাই কিন্তু ইজ্জত বিক্রি করে ভিক্ষা আমি আনতে পারবো না, অন্যরা পারতে পারে। যতটুকু প্রয়োজন নিশ্চয় আমরা আনবো মানুষের কাছ থেকে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, কাজ করতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, দেশকে গড়তে হবে। দুঃখ হয় আমার, এত কষ্ট করে এত দুঃখ করে যে সমস্ত মালপত্র কিছু কিছু আনি গরিবকে যখন বিলাতে যাই বা বিলাবার দিই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এত রক্তের দাগ এখনো যায় নাই। এখনো মায়ের চোখের পানি মুছে নাই, এখনো বাপ কাঁদে, সেই রক্ত এখনো হাজার হাজার কবরস্থান পাওয়া যায় আর মানুষের চরিত্র পরিবর্তন হলো না। যারা মরে গেছে তারা জীবনে আসবে না, যারা শহিদ হয়েছে তারা স্বাধীন বাংলা দেখবে না, যারা শহিদ হয়েছে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তারা সংগ্রাম করেছে, যুদ্ধ করেছে, রক্ত দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য। শুধু স্বাধীনতার জন্য নয়, যাতে এদেশের কোটি মানুষ পেট ভরে ভাত খায়, যাতে দেশে শোষণহীন সমাজ হয়, যাতে এদেশের সম্পদ সুষম বন্টন হয়, তাদের জন্য তারা রক্ত দিয়ে গেছে। এ স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি বাংলার মানুষ সুখী না হয়, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। বাংলার মানুষ কাপড় না পায়, বাংলার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে না পারে। একদল লোক আছে, যাদের কাছে যুদ্ধের অস্ত্র রয়েছে, রাত্রে রাত্রে ডাকাতি করে, এত বড়ো শয়তান যে এখনো মানুষকে রাত্রে ঘুমাতে দেয় না। আরো বলে কিনা যে, রক্ষীবাহিনী উইথড্র কর, পুলিশ দিয়ো না। কী টাঙ্গাইলের ভাইয়েরা তোমরা তো চর দখল নিয়া বহু মারামারি কর, চোর-ডাকাতকে শেষ করতে পার না? পার চোর-ডাকাতদের? মনে হয় না। চোর ডাকাতদের খুঁজে বাইর কর। আমার মানুষ ঘুমাতে চায়। না হলে এমন ঝড় উঠবে সেই ঝড়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। চোর চোট্টা বদমাইশ বেশিদিন থাকতে পারে না সমাজে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, বাংলাদেশে গ্রামে গ্রামে রাস্তা নাই, ঘাট নাই, লঞ্চ নাই, বাস নাই। যেখান থেকে পেরেছি গ্রামে গ্রামে এসে গরিবকে কিছু পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি। খাজনা মাফ করেছি বকেয়া খাজনা, সুদসহ। ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছি। কল কারখানা ধ্বংস হয়েছিল, চালানো শুরু হয়েছে। শ্রমিক ভাইয়েরা খালি দাবি কর, দাবি-টাবি চলবে না আমার কাছে। প্রোডাকশন করতে হবে। ভালো করে প্রোডাকশন কর, ভালো করে পয়সা পাবা। আর ভালো করে প্রোডাকশন না কর পয়সা পাবা না। ওসব বলে কয়ে লাভ নাই আমার কাছে। পয়দা করলে খাবার পাবা, কাজ করলে খাবার পাবা, পয়দা না করলে কেউ দেবার পারবে না, মুজিবুর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও দেবার পারবে না।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, ১২ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দিয়েছি, দুনিয়ার কোনও দেশে আজ পর্যন্ত দেবার পারে নাই। এই শাসনতন্ত্র দিতে হয়েছে আমাকে তাড়াতাড়ি, মানুষ মরণশীল। শাসনতন্ত্রে লেখা রয়েছে জনগণের অধিকার। ৪টা আদর্শের উপরে

শাসনতন্ত্র। জাতীয়তাবাদ–বাঙালি আমরা, বাংলা আমার জাত, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার মাটি, বাংলার কৃষ্টি বাংলার সভ্যতা আমার, আমি বাংলাদেশের অধিকারী। গণতন্ত্র–রাষ্ট্র চলবে জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণ ভোট দিয়ে যেই জয়ী হবে। সেখানে মানুষের মৌলিকতা থাকবে। সমাজতন্ত্র– শোষণহীন সমাজ হবে সেখানে ভুঁড়িওয়ালা বাংলার মানুষকে লুট করে খেতে পারবে না সেই আইন পাস করে দেওয়া হয়েছে। ৪র্থ–ধর্ম নিরপেক্ষ, বাংলার মাটিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সব সমান। মুসলমান মুসলমান ধর্ম পালন করবে কেউ বাধা দেবার পারবে না, খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করবে কেউ বাধা দেবার পারবে না, হিন্দু হিন্দু ধর্ম পালন করবে কেউ বাধা দেবার পারবে না। কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি করলে যে কী হয় আপনারা দেখেছেন। পাকিস্তানিরা ইসলামের নামে আমার দুই লক্ষ মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। পাকিস্তানিরা আমার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়েছে, পাকিস্তানিরা আমার ঘরবাড়ি ছারখার করেছে। পাকিস্তানিরা দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। কোথায় পাবো? কোত্থেকে দেবো? তারপরও নির্বাচন দিয়েছি ৭ই মার্চ। যাকে ইচ্ছা ভোট দেবেন আমার কোনও আপত্তি নাই, যারা যারা ভোট দেবার চায় বাক্স থাকবে একদম পরিষ্কার। কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। আর যাকে ভোট দেন আমার কোনও আপত্তি নাই। তবে আমি এটা আশা করবো যে আমার ওপর আস্থা কিনা এবং আমার যে মার্কা নৌকা তা ভোট দেবেন কিনা আমি তো জিজ্ঞাসা করতে নিশ্চয় আপনাদের কাছে পারি। যদি আপনারা আমার ওপর আস্থা থাকে আর নৌকায় যদি আপনারা ভোট দেন দু'হাত তুলে আপনারা আমাকে দেখায়ে দেন। একটা একটা বেকায়দা হয়ে গেছে, আমার মনে হয় যে এই যে আমি বের হইছি এটা বোধহয় উচিত হয় নাই। তাদের অনেকে ভয় পাইয়া শেষ পর্যন্ত বলিবে যে আমি ইলেকশন বয়কট করিলাম। কারণ তারা জানে যে একটা সিটও তারা ইনশাল্লাহ্ পায় কিনা সন্দেহ আছে। সেই জন্যই আমার মনে হয় না বেরোনোই উচিত ছিল। তবে আমি খালি ভোটের জন্য বের হই নাই। আমি আপনাদের দেখতে আসছি, আপনারা আমারে ভালোবাসেন, আমি আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে চাই, প্রধানমন্ত্রী হয়ে মরতে চাই না। আমি আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে চাই, যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন এবং যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে এখনো ভালোবাসেন।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি বেশি বক্তব্য করতে পারবো না। সকাল বেলায় মৌলভীবাজার, তারপরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এখন আসছি চাঁনপুরে। আমার ভাই মিজানুর রহমান চৌধুরী মন্ত্রী। তিনি একদফা ওয়েলকাম করেছেন। তার মধ্যে কিছু দাবি তুলেছেন। তো আমি মিজানুর রহমানকে বলবো, তোমার নিজের কাছে নিজেই দাবি কর, সেটাই ভালো হয়। কারণ, টাকা পয়সা নাই, যা আছে আপনাদের। জানি মেঘনার ভাঙে মাঝে মাঝে কিছু দিই, যোগাড় করি কিছু কিছু দেয়া হয় দাবি-টাবি আমার কাছে নাই, ওয়াদা-ফোয়াদা আমার কাছে নাই। আমি আপনাদের কথা দেবার পারবো না। তবে আমি মনে করি যে বাংলার

মানুষের যে করে হোক বিদেশের থেকে হোক যা কিছু যোগাড় করতে পারবো তাই বাংলার মানুষের সকলের। আপনারা জানেন খবর রাখেন না, গত বৎসর আমাকে আনতে হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মণ খাবার আর এই বৎসর আমাকে কিনতে হয়েছে প্রায় সোয়াশ' কোটি টাকার অলরেডি কেনা হয়ে গেছে, এইগুলো খাওয়ার কিইনা গরিবকে খাওয়াইয়া অন্য কাজ কতদূর করতে পারবো কি পারবো না সে কথা আমি এখন বলতে পারবো না। কারণ মানুষকে প্রথমে খাওয়ায়ে বাঁচাতে হবে। এই জন্য ভাইয়েরা বন্ধুরা আমার, আপনারা আমারে মাফ করবেন। রোজ রোজ দুই-তিনটা মিটিং করতে অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে, গরিব কর্মচারীর বেতন বাড়াতে হয়েছে, কিছু প্রাইমারি স্কুল টিচারদের বেতন বাড়াতে হয়েছে। পে-কমিশন করেছি, তার রিপোর্ট বের হবে তারপরে দেখা যাবে কী হয় না হয়।

চাঁনপুরের ভাইয়েরা বোনেরা, বহুদিন পর্যন্ত আপনারা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এখানে আসার জন্য, আরজ করেছিলেন আমি আসতে পারি নাই। ইনশাল্লাহ্ বেঁচে থাকলে আবার আসবো। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন আল্লাহ্ যেন ইমানের সঙ্গে রাখে। আর একটা কথা খালি রাখবেন যে বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি, বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি এর চেয়ে আমার আর কিছুই প্রাপ্য এর চেয়ে আমি আর কিছুই চাই না।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।

জোরে জোরে জোরে, জয় বাংলা।



১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

বরিশাল

বরিশালের বাকেরগঞ্জে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আপনারা সালাম গ্রহণ করুন। আপনারা অনেক কষ্ট করে এখানে আসছেন। আমি জানি, বাকেরগঞ্জে রাস্তাঘাট নাই, আপনাদের সব পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে এত সকাল বেলা বাড়ি থেকে। এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের কাছে আমি আগে আসতে পারি নাই, বরিশালে সভা করে গিয়েছিলাম। আপনারা জানেন, দেশের অবস্থা। কী করে পাকিস্তানিরা আমার বাংলাদেশটাকে শেষ করে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, দুই লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছে, এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, জাহাজ সব ডুবায়ে দিয়েছিল, চালের গুদাম ধ্বংস করে দিয়েছিল, কারেন্সি নোট জ্বালায়ে দিয়েছিল, বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছিল। জেল থেকে বের হয়ে যখন আসলাম তখন চারিদিকে শুধু হাহাকার, মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। প্রায় মানুষ বলেছিল ৫০ লক্ষ লোক কি এক কোটি লোক না খেয়ে মারা যাবে। কী করবো বুঝতে পারি না। পাকিস্তানিরা এমন ধ্বংস দেশকে করে দিয়ে গেছে শুধু ওরা মরেও গেছে মাইরাও গেছে। মানুষকে মানুষ এভাবে অত্যাচার করতে পারে দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। ২৫ বৎসর পর্যন্ত বাংলার সবকিছু ওরা লুট করে নিয়ে গেছে। যাবার বেলায় আমার বাংলাদেশটাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। চারিদিকে না খাওয়া, কাপড় নাই, তেল নাই, ঔষধ নাই, শুধু হাহাকার আর হাহাকার। আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, মসজিদে মসজিদে দোয়া হয়েছে। মা-বোনেরা রোজা রেখেছে। মসজিদে মন্দিরে দোয়া হয়েছে। তাই আমি জেলখানা থেকে বের হয়ে আসছি। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। আল্লাহ্‌র মর্জি থাকলে বাঙালিদের সম্পদ আর বিদেশিরা লুট করে নিয়ে যেতে পারবে না। দেশের মানুষকে বাঁচাতে আজও ছেলে কাঁদে, আজও মা কাঁদে, আজও বাপ কাঁদে। কারণ নৃশংসভাবে এদেশের লোকগুলোকে হত্যা করে গেছে পাকিস্তানি বর্বররা। কী করে লোককে বাঁচানো যাবে? গত বৎসর স্বাধীনতা হওয়ার পরে প্রায় সাত আট কোটি মণ খাবার বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে, গ্রামে গ্রামে বিলাতে হয়েছে। একশ' কোটি টাকার মতো রিলিফ বাংলার

মানুষকে দিতে হয়েছে। বকেয়া খাজনা যা ছিল সুদসহ তা সব মাফ করে দেওয়া হয়েছে। লবণ ট্যাক্স মাফ করে দেওয়া হয়েছে। গত নির্বাচনের আগে আমি বলেছিলাম, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া হবে, ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কী করে সরকার চলবে? কী করে কর্মচারীরা বেতন পাবে, কী করে গরিব-দুঃখি জনসাধারণ ভাত খাবে, কোত্থেকে কাপড় পাবো? সব দুনিয়া থেকে আনতে হয় পোর্ট ভাঙা, কল-কারখানা ভাঙা, লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার, শ্রমিকরা কাজ পায় না। আমি সত্যি গর্বিত যে আপনাদের ছেলে মন্নান সাহেব শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাদের সহযোগিতায় শতকরা ৮০টা কল-কারখানা চালু করা হলো, লক্ষ লক্ষ ছেলে কাজ পেল কোনমতে দিন চলল। ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনাদের অসুবিধা আমি জানি। এ রাস্তা বহুদিনের কথা, আপনারা নিশ্চয় শুনে সুখী হবেন আমি হুকুম দিয়ে দিয়েছি যে বরিশাল থেকে পটুয়াখালী রাস্তা তৈয়ার হয়ে যাবে। এই রাস্তা হতে সময় লাগবে। ইট চাই, সিমেন্ট চাই, সবকিছু চাই। তারপরেও কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং ইনশাল্লাহ্ রাস্তা আপনারা পাবেন নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। কিন্তু নাই কিছু। এই বৎসর আমাকে প্রায় ১২৫ কোটি টাকার খাবার কিনতে হয়েছে। আরো কত কিনতে হয় তা জানি না। কিন্তু পয়সা পাবো কোথায়? শতকরা ৮০ ভাগ কাপড় বিদেশ থেকে আনতে হয়।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, নির্বাচন আমি না দিলেও পারতাম। আপনারা আমাকে ৫ বৎসরের জন্য ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তো ক্ষমতায় থাকতে চাই না। এদেশে শ্রমিক কর্মচারী ভাইয়েরা না খেয়ে কষ্ট পায়, আমাকে ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বাড়াতে হলো। যেখান থেকে পারি ভিক্ষা করে এনে বাংলার মানুষের দুয়ারে আমি পৌছায়েছি, বিদেশ থেকে টাকা দিয়েছি এর বেশি দেবার ক্ষমতা আমার নাই। কারণ, আপনাদের ওপর আমার ট্যাক্স ধরতে হয়, খাজনা ধরতে হয়। বাংলার দুঃখি মানুষ কি দেবার পারে? তাদের দেবার কি ক্ষমতা আছে? তাদের পেটে খাবার নাই। আমার ভাই বলেছে, পাম্প হ্যাঁ পাম্প বিদেশ থেকে আনতে হবে। চাল আনবো না, কাপড় আনবো না, ঔষধ আনবো, না তেল আনবো না, পাম্প আনবো? কোত্থেকে আনবো? আমি জীবনভরে আপনাদের জন্য সংগ্রাম করেছি, সারা জীবন যুদ্ধ করেছি, বারবার ফাঁসির কাষ্ঠে গিয়েছি এই বাংলার মানুষের জন্য। আমি তো চাই বাংলার মানুষ সুখী হোক, আমি তো চাই আপনারা পেট ভরে ভাত খান। আমার সংগ্রাম তো চাই সেই জন্যই তো জীবনভরে আমি কষ্ট করেছি এবং দুঃখ করেছি, আপনাদের কাজ করতে হবে, সহ্য করতে হবে। আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে, দেশকে বাঁচাতে হবে। নির্বাচন দিয়েছি, শাসনতন্ত্র দিয়েছি যা আজ পর্যন্ত কোনও দেশে কোনদিন দেবার পারে নাই। আমি ১১ মাসের মধ্যেই আপনাদের দলিল করে দিয়েছি যে দলিলে আপনাদের অধিকার লেখা রয়েছে। কেউ কোনদিন জীবনেও আপনাদের আর ঠগায়ে খেতে না পারে এবং বাংলাদেশের মানুষ তার সম্পদ ভোগ করতে পারে এবং নির্বাচনও দিয়ে দিয়েছি। এই জন্য দিয়েছি জনগণের আস্থা চাই, জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া

হোক, বহুকাল ধরে জনগণ সংগ্রাম করছে। একবার '৭০ সালে ভোট দিয়েছিল তারপরে যখন ইয়াহিয়া খান দেখল যে, সমস্ত লোক শেখ মুজিবুর রহমানকে ভোট দেয় তখন ইয়াহিয়া খান তার সামরিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাংলাকে চিরতরের জন্য গোলাম করার জন্য, লুট করার জন্য। আপনারা জানেন যে, ২৫ বৎসরে না হলেও পাকিস্তানিরা এ বাংলার মাটি থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। কোথায় পাবো, কোত্থেকে আসবে, কে দেবে, কে গরিবকে বাঁচাবে? আমি জানি, আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আপনারা আমাকে দেখতে চান। এও আমি জানি যে, আপনারা আমার পেছনে আছেন। এ জন্য জানি যে, আপনাদের আমি ভালোবাসি আপনারাও আমাকে ভালোবাসেন। আর নির্বাচন হয়েছে অনেক আসবে দাঁড়াবে। আমি তো ভোট দিয়ে দিয়েছি, দাঁড়াক, যে দাঁড়ায় দাঁড়াক। আমার ভালো ভালো কর্মী রয়েছে এখানে তবুও আমাকে দিতে হয়েছে মন্নানকে। এ জন্য যে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের নেতা সে। যেহেতু বাকেরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছে আপনাদের এখানে সবসময় আসতে পারে নাই কিন্তু কাজ করেছে সে বসে থাকে নাই। যতবার জেলে গেছি সেও জেলে গেছে আমার সঙ্গে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি আপনাদের কাছে এইটুক বলবো যে, আমার ভোট চাবো কেন আপনাদের কাছে। আমি ভোট চাবো আমি তো যেখানে যাই লক্ষ লক্ষ মানুষ আইসা ঝাঁপাইয়া পড়ে বলে, তোমাকে ভোট কী, তুমি যা চাও তাই দেবো। আমি তো চাই না, আমি চাই বাংলার মানুষ সুখী হোক। আজ আমার গ্রামে গ্রামে গ্রামের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়, আমার মা-বোনেরা কাপড় পায় না, তাদের পেটে খাবার নাই। আমি তো চিন্তায় ঘুমাতে পারি না। কী করে এই দেশের লোককে আমি বাঁচাবো? সাড়ে সাত কোটি লোক একজন দুইজন নয়। কী করে এই দেশ রক্ষা পাবে? কী করে দেশের মানুষ বাঁচবে? আর সেই জন্যই আজ সমস্ত দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি ঝালকাঠি যাবো। আমি নিশ্চয়ই বাকেরগঞ্জের মানুষের কাছ থেকে আশা করতে পারি, আপানারা নিশ্চয় আমাকে ভালোবাসেন। আমি দেখতে চাই যে আপনারা আপনাদের আমার উপরে আস্থা আছে কিনা আর নৌকায় আপনারা ভোট দেবেন কিনা/ এটা দু'হাত তুলে বাকেরগঞ্জের ভাইয়েরা আমাকে দেখায়ে দেন, দুই হাত তুলে দেখায়ে দেন। একহাত তোলবেন না। ঠিক আছে। আমি আপনাদের কাছে আসছি, আমি জানি, বাংলাদেশের ভোট সবই আসবে সেই জন্য কোনও কথা নাই, কিন্তু আমি একটা অনুরোধ করব যে, চোর-ডাকাত-বদমাইশ দেশের মানুষকে শেষ করে দিয়েছে। আমি হুকুম দিয়েছি রক্ষীবাহিনীকে, পুলিশকে যে আমার মানুষ ঘুমাতে চায়, আমার মানুষ শান্তিতে বাস করতে চায়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাইশ এরা মানুষের ওপর অত্যাচার করে তাদের ধরে এমন শায়েস্তা করুন যে এদেশে যেন আর অশান্তি সৃষ্টি না হয়। তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই বাংলার মানুষ আমার কাছে ঘুমাতে চায়, বাংলার মানুষ আমার কাছে শান্তি চায়। বাংলার মানুষ বহু

কষ্ট করেছে, জীবনভরে কষ্ট করেছে, যুগ যুগ ধরে কষ্ট করেছে। লক্ষ লক্ষ বেকার, লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা আজ পর্যন্ত আমি তাদেরকে চাকরি দেবার পারি নাই। কোত্থেকে দেবো? কীভাবে দেবো? কোথায় পয়সা পাবো? ভিক্ষা করে আনতে হয়। গতবার সাড়ে তিনশ' কোটি টাকা আমাকে বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে আনতে হয়েছে। সাত কোটি আট কোটি মণ খাবার আমার বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। ভারতবর্ষ আমাকে দুই কোটি নব্বই লক্ষ মণ খাবার দিয়েছে না হলে বাংলার মানুষকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। এ বছর দেখতে হবে ১৯৭০ সালের বন্যা, সাইক্লোন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধ। কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে গেল আর মানুষ পালায়ে বেড়াল। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে গেল আর এই বৎসর অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই। কী যে বিপদের মধ্যে আছি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই, যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন এই ভালোবাসা যেন নিয়ে আমি মরতে পারি এর বেশি আমার পাবার কিছুই নাই। আমি যা পেয়েছি তা কোনও প্রধানমন্ত্রী পায় নাই। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকার জন্য রাজনীতি করি না। আমি করি দুঃখি মানুষকে ভালোবাসি তাদের জন্যই আমার জীবনের সব এবং তাদের ভালোবাসা এবং তাদের জন্যই কাজ করেই আমি মরতে চাই এই দোয়া আপনারা আমাকে করবেন যে, আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি।

জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা।

আমার মার্কা কি মনে আছে আপনাদের? কী? নৌকা? নৌকা না হলে চলে না। তাই না?

আচ্ছা, খোদা হাফেজ।

আসসালামু আলাইকুম।



২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

রাজবাড়ি

বঙ্গবন্ধু রাজবাড়ির এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

আমার রাজবাড়ির ভাই ও বোনেরা, যে কথা আজ আমি বলবো, রাজবাড়ির গ্রাম রাজবাড়ির বন্দর রাজবাড়ির ইউনিয়ন রাজবাড়ির থানা সব জায়গাই আমার চেনা, আমি গিয়েছি। প্রথম জীবনে রাজনীতি শুরু করে ভাইয়েরা রাজবাড়িতে আমি সভা করেছি। আপনাদের সঙ্গে অনেকের আমার পরিচয় হয়েছে। অনেকদিন হলো আমি আসতে পারি নাই। কেন আসতে পারি নাই তা আপনারা জানেন। ২৫শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানিরা তাদের সৈন্যবাহিনী যেদিন বাংলার মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই রাতে আমার বাড়িতে মেশিনগান নিয়ে তারা আক্রমণ করে আমাকে গ্রেপ্তার করে। বাংলাদেশের ছাত্র, বাংলাদেশের যুবক, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, বাংলাদেশের কৃষক, বাংলাদেশের শ্রমিক, বাংলাদেশের পুলিশ, বাংলাদেশের বিডিআর, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী আমার হুকুম মতে ২৫শে মার্চ তারিখে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তনিরা আমার বাংলার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। না হলেও ৩০০০ কোটি টাকার সম্পদ বাংলার মাটি থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানিরা ছলে বলে কৌশলে আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে গোলাম করে রেখেছিল। বারবার মোকাবেলা করেছি, বারবার আমাকে কারাবরণ করতে হয়েছে, বারবার ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, বারবার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এবার আমাদের চরম সংগ্রাম হয়েছে। যেই সংগ্রাম যেই যুদ্ধে বাংলার মানুষ দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়ে দিয়েছে যে বাংলার মানুষ কাপুরুষ না, বাংলার মানুষ যুদ্ধ করতে পারে, বাংলার মানুষ মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে পারে। তাই ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ৩০ লক্ষ লোক শুধু জীবন দেয় নাই, আমার লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা জীবন দিয়েছে পঙ্গু হয়েছে। আমার লক্ষ লক্ষ মা-বোন বিধবা হয়েছে, আমার দুই লক্ষ মা-বোন আজ বেইজ্জতি হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর লোকের হাতে।

ভাইয়েরা বোনেরা, আপনারা জানেন যে, ২৫ বৎসর লুট করে তারা ক্ষান্ত হয় নাই, যাবার পূর্বে আমার সর্বস্ব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। যা নেবার তা নিয়ে গেছে যা থাকবার তা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমার ছেলেরা রক্ত দিয়ে, আমার ভাইয়েরা রোজা রেখে, আমার মায়েরা রোজা রেখে, আমার দেশের মানুষ মসজিদে মন্দিরে দোয়া করে, আমার মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম করে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আমি এই স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ফিরে আসি পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে। ভাইয়েরা-বোনেরা, কী পেয়েছি আপনারা সব জানেন। ১ কোটি লোক ভারতবর্ষে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানিরা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, পাকিস্তানিরা রাস্তাঘাট ধ্বংস করে দেয়, পাকিস্তানিরা রেললাইন ধ্বংস করে ফেলে, পাকিস্তানিরা পোর্ট নষ্ট করে, পাকিস্তানিরা কল-কারখানা জ্বালিয়ে দেয়, পাকিস্তানিরা আমার দেশের বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়ে যায়। সেদিন ভারতের জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যদি আমার এক কোটি লোককে আশ্রয় না দিত আমার বাংলার এক কোটি লোক বিড়াল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে মরত। সেদিন যদি আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের, যখন তারা যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটছে, জায়গা না দিত আমার রাজ্যের মুক্তিবাহিনীর একটা ছেলেও বাঁচতে পারত না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি সোভিয়েত রাশিয়ার কথা। যেদিন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম সেদিন তারা বাংলার মুক্তিপাগল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কাছে মোবারকবাদ জানাই যারা এই দুনিয়ার বিশিষ্ট জনসাধারণ বিভিন্ন রাষ্ট্র আমার লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন আমি ফিরে এলাম, দেখলাম সিংহাসনে কিছুই নাই। পয়সা নাই, টাকা নাই, অর্থ নাই, চালের গুদামে চাল নাই, রাস্তাঘাট ভাঙা, রেললাইন ভাঙা, কল-কারখানা ভাঙা, বৈদেশিক মুদ্রা লুট, চারিদিকে হাহাকার। লক্ষ লক্ষ বাচ্চা এতিম, লক্ষ লক্ষ মা-বোন বেইজ্জিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথায় পাবো পয়সা? কোথায় পাবো অর্থ? কী করে বাঁচাবো আমার দেশের মানুষকে? আমি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে আবেদন করলাম। দুনিয়ার মানুষও আমাকে দিয়ে গেল। ভারতবর্ষ আমাকে ২ কোটি ৯০ লক্ষ মণ খাবার দিল, খাবার দিল সোভিয়েত রাশিয়া, খাবার দিল ইউএসএ, খাবার দিল কানাডা, খাবার দিল গ্রেট ব্রিটেন, খাবার দিল জার্মানি, খাবার দিল ফ্রান্স, খাবার দিল স্ক্যান্ডিনাভিয়ান কান্ট্রি, খাবার দিল অস্ট্রেলিয়া, খাবার দিল আমাকে জাপান। দুনিয়ার অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র আমাকে খাবার এবং অন্যান্য সাহায্য করল। যা নিয়ে তা আমি আমলাদের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি মণ খাবার বাংলার মাটিতে নিয়ে এলাম। সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমার তাদের থাকার কোনও জায়গা নাই, গ্রাম থেকে গ্রাম পালিয়ে বেড়াইছে, রাজাকার আলবদরের ভয়ে মা-বোন ইজ্জত রক্ষা করার জন্য ঘরের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে দেশের অবস্থা কী ছিল আপনারা জানেন। দুনিয়া বলেছিল, লক্ষ লক্ষ লোক, ৫০ লক্ষ লোক মারা যাবে। আপনাদের মনে আছে যারা আমার মুরব্বিরা বেঁচে আছেন ১৯৪৩ সালের কথা

যেদিন জার্মানি আর ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল, বাংলার মাটিতে যুদ্ধ হয় নাই, সেই দিন বাংলার বাংলাদেশে ৪০ লক্ষ লোক না খেয়ে বিড়াল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে মরেছিল। এবার কী? গ্রামে গ্রামে যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে শহরে, বন্দরে, যুদ্ধ হয়েছে বাংলার গ্রাম সব জায়গায় যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মানুষ বলেছিল, ৫০ লক্ষ থেকে এক কোটি লোক বাংলার না খেয়ে মরবে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, দুনিয়ার বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে যেভাবে হয় আপনাদের কাছে আমি খাবার পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি আমি এক কোটি টাকার মতো রিলিফ সাহায্য বাংলার মানুষকে এনে দিয়েছি, আমি বকেয়া সুদসহ ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছি, আমি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছি, লবণ খাজনা মাফ করে দিয়েছি। রাষ্ট্র চালাবার জন্য পয়সার প্রয়োজন, টাকার প্রয়োজন, সে টাকা আসে জনগণের ওপর ট্যাক্স ধরে। কিন্তু আমার দেশের মানুষের যে অবস্থা, আমি কেমন করে কোনও সুবিধা হরণ করে ট্যাক্স বসাবো? তাই আমি ট্যাক্স বসাতে পারি না। আমাকে কাপড় কিনে আনতে হয় বিদেশ থেকে, আমাকে তেল কিনে আনতে হয় বিদেশ থেকে, আমাকে ঔষধ কিনে আনতে বিদেশ থেকে। পাকিস্তানিরা আমার এখানে কিছুই করে নাই, সবকিছু আমার বিদেশ থেকে কিনে আনতে হয়।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, এইভাবে আমাদের একটি বৎসর চলে গেছে, এখনো বাংলার মানুষ গ্রামে গ্রামে না খেয়ে কষ্ট পায়, এখনো বাংলার মানুষ কাপড় পায় না। এখনো আমার লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক দুঃখ কষ্ট আপনাদের কপালে আছে এবং না খেয়ে আরো সহ্য করতে হবে, এভাবে বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে মানুষ বাঁচতে পারে না। দেশের মানুষ পরিশ্রম করে কাজ করে, উৎপাদন করলেই এরা খেতে পারবে। বিদেশিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের উস্কাইয়া দিত। এখন বাংলার মাটিতে উৎপাদন হবে, বাংলার মানুষ উৎপাদন করবে, বাংলার মানুষ ভোগ করবে, বিদেশিরা তা কোনদিন পারবে না উৎখাত করার জন্য। সে আইন পাস করে দেয়া হয়েছে শাসনতন্ত্রে যে শাসনতন্ত্রে লেখা আছে বাংলার জনগণের অধিকার যে শাসনতন্ত্রে লেখা আছে বাংলার মানুষ ভোটের মাধ্যমে তার সরকার চালাবে যে শাসনতন্ত্রে লেখা আছে বাংলার মানুষ বাংলার সম্পদের মালিক। এইটুকু বলতে পারি যে দুনিয়া থেকে যা গ্রহণ কইরা আনতে পারি সব এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য। সরকারি কর্মচারীর বেতন দিতে হয়, কারখানা চালাতে হয়, তাদের পোশাক দিতে হয়। আমার সিপাহীদের শতকরা ৫০ ভাগ হত্যা করেছিল, আমার আর্মিদের আমার বিডিআরদের শতকরা ৫০ ভাগ হত্যা করেছিল, আমার মুক্তিবাহিনীদের হত্যা করেছিল। আজ আমার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা পঙ্গু হয়ে আছে তারা বেকার হয়ে বেঁচে আছে। কোথায় পাবো? কী সাহায্য করবো? প্রায় ৪/৫ কোটি দিয়ে তাদের জন্য ট্রাস্ট করে দিয়েছি যাতে পঙ্গু-নিরীহ আমার রক্ষীবাহিনীর ছেলেরা জীবনে কারও ওপর নির্ভর করে বাঁচতে না হয় সরকার সাহায্য করে। যে সমস্ত মা– বোন বেইজ্জতি হয়েছে, ভাইয়েরা মারা

গেছে, বোনেরা মারা গেছে মাথা প্রতি তাদের সংসারের জন্য দুই হাজার করে আমাকে সাত কোটি টাকা দিতে হয়েছে। কোথায় পাবো? কে দেবে? সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। এত বড় আঘাত, এত বড় ধ্বংস দুনিয়ার কোথাও হয় নাই। বিদেশি রাষ্ট্র বলেছে গত জার্মান যুদ্ধের সময় যখন চারটা দেশ জার্মানিকে আক্রমণ করে সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন আর আমেরিকা সেই আক্রমণের পরে জার্মানিতে যে ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে বাংলার মাটিতে। আমার কথা নয়। এ কথা বলেছে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল। সে ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলার মানুষকে গড়তে হবে। আমার দুঃখ হয়, আমি বহু ব্যথা পাই। মাঝে মাঝে চিন্তায় আমার মন ভেঙে যায় যে, এত রক্তের পরেও জাতির চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। এখনও একদল লোক আছে যারা গোপনে গোপনে অস্ত্র রেখে দিয়েছে। আমার গ্রামের মানুষকে ঘুমাতে দেয় না, তাদের অত্যাচার করে, ডাকাতি করে, চুরি করে, বদমাইশি করে। আমি পুলিশকে রক্ষীবাহিনী দিয়েছি। দরকার হয় সামরিক বাহিনী দেবো। কিন্তু এই চোর, বদমাইশ, গুণ্ডাদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে এটা আমি চাই। আজ আমার নেতারা সবাই বলে এত রক্ষীবাহিনী দেয় কেন? এত পুলিশ দেয় কেন? এত দেয় কেন? কম হয়ে গেছে। যদি পারতাম আরো বেশি দিতাম। প্রয়োজন হয় আরও বেশি দেবো। খুঁজে বাইর করতে হবে বদমাইশ, গুণ্ডাদের। তোমাদের কোনও চিন্তা নাই। বাইর কর চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ। বাংলার মানুষ আমার কাছে ঘুমাতে চায়। এই বদমাইশদের জায়গা নাই। কোনও পরোয়া তোমাদের নাই। যতদিন ইনশাল্লাহ্ আমি বেঁচে আছি। আমি চাই তাই। নিশ্চয় দমন এটা হবে সরকারি নীতি। কিন্তু দুঃখি মানুষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। গরিবের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। দুঃখিদের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। আমার অশিক্ষিত গ্রামবাসীর ওপর যেন অত্যাচার না হয়। সেদিকে খেয়াল রাখো ভাইরা।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আপনাদের নির্বাচন দিয়েছি। শাসনতন্ত্র দিয়েছি। জনগণকে আমি ভোট দিতে বলেছি। আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। একদল লোকের ফ্যাশন হয়ে গেছে আজকাল ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা, সোভিয়েত এর বিরুদ্ধে কথা বলা, বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলা। এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। আবার তারাই ভারতবর্ষে বইসা বইসা আরামে খাইছে। আর আসার সময় পেট ভইরা কাপড়-চোপড় লইয়া আইছে। লজ্জা শরমের বালাই নাই। নিমকহারামির সীমা নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। তার ব্যাপারে আমি নাক গলাবো না। আমার ব্যাপারে সে নাক গলাবে না। কিন্তু পাশাপাশি দুই বন্ধু রাষ্ট্র মিলে একসঙ্গে বাস করবো। কারও সঙ্গে কেউ ঝামেলা করবে না। আর আমার রাষ্ট্রে যতদিন আমি বেঁচে আছি বাংলাদেশে কোনও রাষ্ট্র হাত দেবার ক্ষমতা ইনশাল্লাহ্ নাই আর হবে না। পাকিস্তানিরা ভালো করেই জানে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই পরিশ্রম করতে হবে শ্রমিক ভাইয়েরা। ছাত্রদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত ভালো করা যায় নাই। বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। এডুকেশন কমিশন করা হয়েছে। গরিব কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন করা

হয়েছে। ... এগুলোর রিপোর্ট দেওয়া হবে, কাজ শুরু হবে। দুঃখি মানুষ যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আল্লাহ্ আমার সব দরজা বন্ধ রেখেছে। ১৯৭০ সালে সাইক্লোন হলো। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হলো। এবার চার মাস পর্যন্ত পানিই হলো না। মানুষ ফসল উৎপাদন করতে পারে না। এই বৎসর আমাকে বিদেশ থেকে সোয়াশ' কোটি টাকার মতো খাবার কিনে আনতে হয়েছে বাংলাদেশের জন্য। বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে। কোথায় পাবো? কে দেবে? কীভাবে আনবো? জাহাজ লাগবে, পোর্ট ইনশাল্লাহ্ ভালো হয়ে গেছে। কাজ চলছে রেললাইনের। প্রায় ৩০০ ব্রিজ ভাঙা ছিল। ২৯৮টা মেরামত কিছুটা হয়েছে। রাস্তা ভাঙা ছিল ২০০, পৌনে তিনশ' এর মতো প্রায়। কিছু কিছু হয়েছে। কোথায় পাবো? আমার কাছে আলাউদ্দিনের প্রদীপ নাই যে ভাই আজকের মধ্যে পাঁচটা ব্রিজ হয়ে যাবে। তা হবে না। আজকের মধ্যে পেট ভরে খাবার দেবো তা হবে না। মিথ্যা ধোঁকা কাউরে দেই না। মিথ্যা ধোঁকা দেয়া আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যা কথা বলা আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যা কথা বলার আমার অভ্যাস নাই। আমি বলেছি আগে থেকে তোমাদের কিছু দেবার পারবো না। বাংলার মানুষ বলেছে কিছুই চাই না। তারপরেও কোনও বাংলাদেশের মানুষ বলতে পারে যে গ্রামে গ্রামে আমি রিলিফ পৌছাই নাই, গ্রামে গ্রামে আমি খাবার পৌছাই নাই, ঔষধের টাকা আমি দেয় নাই। ভিক্ষা করে যা আনবো তা আপনাদের জনগণের।

ভাইয়েরা, বোনেরা আমার, নির্বাচন এসেছে। ইলেকশন দিলেই কিছু লোক আছে ভোট চায়। দেবেন যারে ইচ্ছা তারে দেবেন। আমি আপত্তি করবো কেন? এখন ভোট যদি কেউ না দেন তো শেখ মুজিবুরের দোষ না। যদি বাংলার মানুষ বলে যে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের দল ছাড়া কাউকে ভোট দেবো না– সেতো আমার পাপ না। আপনারা ভালোবাসা দেন। মানুষকে ভালোবাসতে শেখেন। ভালোবাসলেই ভালোবাসা পাওয়া যায়। আপনারা জীবনে একমুঠো খাবার এনে গরিবকে দেবেন না আপনারে মানুষ ভোট দিবে? কেমন করে ভোট দিবে? আপনারা চান কেমন করিয়া? তবুও চান আপত্তি নাই। আমি আইন করে দিয়েছি। বাক্স থাকবে। সকলের বাক্স থাকবে। মানুষ যাবে। গোপনে গোপনে ভোট দেবে। দিয়ে দেন। যাকে ইচ্ছা ভোট দেন। আমার আপত্তি নাই। আমি খুশি হব। তবে আমি বলতে চাই যে আমিও একটা নৌকা দিয়েছি। যেমন সত্তর সালে আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিলেন, এবারও আপনারা নৌকায় ভোট দিবেন কিনা? আস্থা আছে কিনা? এটা আমারে আপনারা দু'হাত তুলে দেখাইয়া দেন। সব ভোট? সব ভোট দিবেন? একটাও বাদ যাবে না? বসেন।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি আপনাদের কাছে চাই একটা জিনিস এর চেয়ে বেশি চাই না। সেটা কি জানেন? আপনারা জানেন যে, প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে আমি আগেও অনেকবার হতে পারতাম। গভর্নর হতে চাইলে অনেকবার হতে পারতাম। আমি তো গভর্নর, প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাজনীতি করি নাই। আমি করেছি বাংলার দুঃখি মানুষের মুখে

হাসি ফোটাবার জন্য। আমি চাই আমার বাংলার মানুষ সুখে বাস করুক। আমি চাই আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি চাই আমার বাংলার বেকার সমস্যা দূর হোক। আমি চাই আমার বাংলাদেশ দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্য রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়ায় স্থান পাক। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন যেন আপনাদের যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি এই ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। একটুও ভালোবাসা কমে না। একটুও ভালোবাসা যদি কমে যায় আপনারা আমাকে বলবেন। আমি এদেশের রাজনীতি থেকে সরে যাবো। কোনও আপত্তি আমার নাই। কিন্তু আমি মরতে চাই বাংলার মানুষের ভালোবাসা নিয়া। যে ভালোবাসা তারা আমাকে দিয়েছে। এ কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।

বলুন আমার সঙ্গে, জয় বাংলা।



২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

নীলফামারী

বঙ্গবন্ধু নীলফামারীতে এক জনসভায় এই ভাষণ দেন।

২৫ বৎসর এই বাংলায়, এই দেশে এই মাটিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য। আমার কথা আমি নিজে বলতে চাই না। আপনারা ভালো করে জানেন, আপনারা দেখেছেন, যতবার এই বাংলার ওপর আক্রমণ এসেছে, ততবার আমার সামান্য শক্তি দিয়ে, জানের মায়া ত্যাগ করে, জীবনকে বাজি রেখে আমি ওদের মোকাবেলা করেছি। তিন তিনবার আমাকে ওরা ফাঁসি দেবার চেষ্টা করেছে। আপনাদের দোয়ায় আমি বেঁচে আছি। আমার স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। যে স্বপ্ন আমি কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠে দেখেছি, যে স্বপ্ন আমি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখেছি, সেই স্বপ্ন আজকে হয়েছে আমার স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু একটা জিনিস আজও হয় নাই। সেটা হলো, আমি দেখতে চাই আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, আমি দেখতে চাই আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি দেখতে চাই, আমার বাংলার মানুষ কাপড় পাক। আমি দেখতে চাই, আমার বাংলার ছেলে শিক্ষা পাক। আমি দেখতে চাই, বাংলার বেকার সমস্যা দূর হোক। আমি দেখতে চাই, সোনার বাংলা গঠন হোক। কিন্তু ভাই একদিনে তা পাওয়া যাবে না। অনেক সময়ের প্রয়োজন, সর্বস্ব ধ্বংস করেছে, আজ ২৫ বৎসরে না হলেও বাংলার মাটি থেকে ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। সোনার মাটি বাংলাদেশের যদি আমি আজ ধান দিতে পারতাম, যদি আজ আমি ডিপ টিউবওয়েল দিতে পারতাম, যদি আজকে আমি আপনাদের ফার্টিলাইজার সার দিতে পারতাম, যদি আজ আমি বাংলাদেশে পোকা মারার ঔষধ দিতে পারতাম আমার বাংলাদেশের জন্য কোনও অভাব হতো না। কিন্তু সবকিছু দুনিয়া থেকে আমার কিনতে হয়। কারখানা করে যায় নাই, তাই চেষ্টা করছি ডিপ টিউবওয়েল আনতে পারি কিনা, তাই চেষ্টা করছি আমি সার কিনতে পারি কিনা, তাই চেষ্টা করছি আমি বীজ আনতে পারি কিনা। যাতে বাংলার মানুষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। দুঃখের বিষয়, এ বৎসর না হলেও আমাকে সোয়াশ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া খাবার কিনতে হয়েছে। কারণ, বাংলার মানুষকে আমি না

খেয়ে মরতে দেবার পারি না। দুনিয়ার সব কাজ আমার বন্ধ হয়ে যাবে এই ফসল উৎপাদন করতে না পারি। কারখানায় শ্রমিক ভাইয়েরা যদি কাজ না করে, উৎপাদন না করে, মুজিবুর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও দেশের মুক্তি আসবে না। এ দেশের মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে না। বাচাল, কিছু কিছু লোক অনেক কথা বলে থাকেন যাদের আপনারা চেনেন না। যাদের আপনারা দেখেন নাই, যাদের কথাগুলি শুনেন নাই, দুর্দিনে আপনাদের পাশে তারা দাঁড়ায় নাই। তাদের অনেককেই আমি মাফ করেছি। কারণ তারা বাংলার সন্তান, বেশি অন্যায় না করলে ক্ষমা করি। অনেককে বিচার হচ্ছে। দোষী শাস্তি পাবে, নির্দোষ হলে তারা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। কারণ আমি আইনের বিচারে বিশ্বাস করি। জালেম জুলুম করতে চাই না।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, কৃষকের দিকে আমার প্রতিজ্ঞা হলো, শতকরা ৮০ জন লোক ৮৫ জন লোক বাংলার গ্রামে বাস করে। আর যুগ যুগ ধরে বাংলার কৃষকের দিকে কেউ নজর দেয় নাই। তারা বাংলার কৃষককে লুট করেই খেয়েছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, গতবার যখন আমি ৫০০ কোটি টাকা ডেভেলপমেন্টে দেই তার মধ্যে আমি ১০৩ কোটি কি ১০১ কোটি আমি বাংলার কৃষকদের জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য দিয়েছি। আমি বলেছি, যা কিছু দুনিয়া থেকে ভিক্ষা করে আনবো, যা কিছু বাংলার মধ্যে আসবে, সেই পরিমাণে অর্থ বাংলার গ্রামে যেতে হবে। গ্রাম যদি ধ্বংস হয়ে যায়, শহরের বাবুদের কোন লাভ হবে না। শহরও ধ্বংস হয়ে যাবে, বাংলার অর্থনীতি হবে গ্রাম্য অর্থনীতি, গ্রামকে বাঁচাতে হবে, গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে হবে, কৃষককে বাঁচাতে হবে তাই হলে সোনার বাংলা গঠন হবে। এই জন্য সোনার মানুষও তৈয়ার করতে হবে।

আমার নীলফামারীর ভাই ও বোনেরা, নির্বাচন দিয়েছি। নির্বাচন না দিলেও পারতাম, আপনারা আমাকে ৫ বৎসরের জন্য ভোট দিয়েছেন কিন্তু আমি তো দেশ শাসন করতে চাই না জনগণের মত ছাড়া। এবং জনগণের কাছে আমি ক্ষমতা ফেরত দেবার চাই এবং এই জন্য শাসনতন্ত্র দিয়ে জনগণের কাছে আমি ক্ষমতা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। জনগণ ভোট দিয়ে যাদের পাঠাবে তারাই দেশ শাসন করবে। আমার কোনও প্রয়োজন নাই, আমি যা পেয়েছি কোনও মানুষ তা পায় নাই। যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি কোন দেশের কোনও নেতা কোনদিন তা পায় নাই। যে স্নেহ আমি পেয়েছি বাংলার মানুষের কাছ থেকে কোনও যুগে কোনও দেশের নেতা পেয়েছে কিনা আমার জানা নাই। আজ প্রাণ ভরা ভালোবাসা, বাংলার গ্রামে গ্রামে যেখানে আমি পার্ক করে যাই সেখানে মানুষের জীবনের মায়া থাকে না, ঝাঁপাইয়া পড়ে আমাকে একটু ছুঁবে, আমাকে একটু দেখবে, আমার সাথে একটু কথা বলবে। মানুষ চায় কী জীবনে। কেউ চায় অর্থ, কেউ চায় শক্তি, কেউ চায় সম্পদ, কেউ চায় মানুষের ভালোবাসা, কেউ চায় মরার পরে শান্তি। আমি চাই মানুষের ভালোবাসা, আমি চাই মৃত্যুর পরে শান্তি। আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না। তাহলে বারবার আমি ফাঁসির কাষ্ঠে যাবার জন্য, একদিকে আমার সিংহাসন ছিল, একদিকে ফাঁসির কাষ্ঠ ছিল। আমি রেখে দিয়েছিলাম সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার, আপনারা সব জানেন, সব বোঝেন। যদি না বুঝতেন তাহলে আমার ডাকে আপনারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করতেন না। ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানি শোষকরা আমার বাংলাদেশের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। শুধু লুট করে নেয় নাই, যাবার পূর্বে আমার ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে, শুধু হত্যা করে শান্তি পায় নাই, আমার রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, আমার চালের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, নষ্ট করেছে, আমার পোর্ট ধ্বংস করেছে, আমার টাকা পোড়ায়ে দিয়েছে– ব্যাংকের টাকা। আমার বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানিরা লুট করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই ২৫ বৎসর পূর্বে প্রায় ২০০ বৎসর এই বাংলাদেশ ইংরেজের কলোনি ছিল। ২০০ বৎসর বাংলাদেশকে লুট করেছে ইংরেজ। ২৫ বৎসরে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে পাকিস্তানের শোষকরা। ২৫শে মার্চ তারিখে যেদিন পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী আমার বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর আক্রমণ করে, আমার বাড়িতে মেশিনগান মারে, আমার পুলিশ-ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ চালায়, আমার সামরিক বাহিনীর ভাইদের ওপর আক্রমণ চালায়, আমার বিডিআর ভাইদের ওপর আক্রমণ চালায় সেই মুহূর্তে আমি হুকুম দিয়েছিলাম বাংলার মানুষকে, অনুরোধ করেছিলাম বাংলার মানুষের কাছে, যার যা আছে আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। পশ্চিম পাকিস্তান শোষকদের সঙ্গে আর থাকা হবে না। যে পর্যন্ত না পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা বাংলার মাটি থেকে উৎখাত হয়ে না যায় তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। আমি যদি মরে যাই, আমার জন্য তোমরা ভ্রুক্ষেপ করিও না। বাংলার মানুষ আমার কথা রেখেছিল, বাংলার যুবক বিনা অস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বাংলার ছাত্র বিনা অস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বাংলার শ্রমিক, বাংলার কৃষক, বাংলার পুলিশ, বাংলার বিডিআর, বাংলার সামরিক বাহিনীর লোকেরা, বাংলাদেশের মানুষ। এক কোটি লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি করেছিল। লক্ষ লক্ষ বোনকে বিধবা করেছিল, লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে বেইজ্জতি করেছিল এই পাকিস্তানের জালেমরা। আল্লাহ্‌র রহমতে, বাংলাদেশ মানুষকে বলত যে, বাংলাদেশের মানুষ কাপুরুষ যুদ্ধ করতে পারে না, ওরা বলত দুনিয়ার মানুষ যে বাংলাদেশের মানুষের মেরুদণ্ড নাই। বাংলাদেশের মানুষ সারাজীবন পরাধীন থাকবে। কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, কারাগারে বসে বছরের পর বছর আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, বাংলার গ্রামে গ্রামে আমি ঘুরেছিলাম, বাংলার দুয়ারে দুয়ারে আমি গিয়েছিলাম। বাংলার মানুষকে আমি বলেছিলাম, বাংলার মানুষ ঘুমিয়ে থেকো না। বাঁচতে হলে মানুষের মতো বাঁচো আর মরতে হয় মানুষের মতো মরো। বাংলার মানুষ দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে, যে বাংলার মানুষ স্বাধীনভাবে বাস করতে পারে।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি কষ্টকর। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেশ। আমি জেল থেকে বের হয়ে আসি, আমি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলাম। আমি দিন গোনছিলাম কখন আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি জানতাম, আমি বিশ্বাস করতাম কাজের রাজনীতি। ক্ষমতার

জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। আমি রাজনীতি করেছিলাম বাংলার মানুষকে ভালোবেসে। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম স্বাধীন বাংলার, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সোনার বাংলার। ইনশাল্লাহ্ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার একটা স্বপ্ন বাকি আছে, সেটা হলো সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলা গড়তে হলে প্রত্যেকটা মানুষের পরিশ্রম করতে হবে। এই সোনার বাংলা গড়তে হলে অত্যাচার-অবিচার বাংলার মাটি থেকে বন্ধ করতে হবে। সোনার বাংলা গড়তে হলে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। সোনার বাংলা করতে হলে সম্পদের সুষম বণ্টন করতে হবে। সোনার বাংলা করতে হলে সোনার মানুষ পয়দা করতে হবে। সোনার মানুষ সোনার বাংলা গড়তে হলে এ দেশের সম্পদ এ দেশের গরিব-দুঃখি জনসাধারণ কৃষকরা ভোগ করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। কী দুঃখে আজকে একটা বৎসর কেটে গেল আপনারা জানেন। গুদামে খাবার নাই, বাংলাদেশে কারখানা করে নাই, কাপড়ের কারখানা করে নাই, ঔষধের কারখানা করে নাই। তেল বিদেশ থেকে কিনতে হয়। দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ কিনতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রা শূন্য। ব্যাংকে টাকা নাই। সোনা-রূপা লুট করে নিয়ে গেছে। কী করে এই সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচাবো? জেল থেকে বের হয়ে এসে একটা মুহূর্ত আমি বিশ্রাম করি নাই। আর আজ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে দুইমাস পর্যন্ত হাসপাতালে থাকি এবং আমি অসুস্থ থাকি। আমার সহকর্মীরা কাজ করেছে। আমার দুঃখ হয় আমি যখন দেখি যে আজও দুর্নীতি বাংলার গ্রামে গ্রামে, আমি যখন দেখি বাংলার মানুষকে চোর-গুন্ডা-বদমাইশ ঘুমাতে দেয় না, আর আমি যখন দেখি যে বাংলার মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায় আমার বুক ফেটে যায়, আমি সহ্য করতে পারি না। ভিক্ষা করে সাত কোটি, আট কোটি মণ খাবার আমাকে আনতে হয়েছে। চট্টগ্রাম পোর্ট ভাঙা ছিল, রেললাইন ভাঙা ছিল, রাস্তা-ঘাট ভাঙা ছিল। ট্রাক বাস ছিল না। না ছিল জাহাজ, না ছিল স্টিমার, না ছিল লঞ্চ। জনগণের সাহায্য সহযোগিতায় কোনমতে দু-মুঠো ভাত-খাবার না দিতে পারলেও, পেট ভরে না দেবার পারলেও বাংলার গ্রামে গ্রামে আমি পৌঁছিয়েছি।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, ভিক্ষা করে কোন জাত বাঁচতে পারে না। ভিক্ষুকের জাতের আত্মসম্মান থাকে না, ভিক্ষুকের জাতের কোনও ইজ্জত থাকে না। আমি ভিক্ষুকের জাত বাংলাদেশকে পরিণত করতে চাই না। আমার সোনার বাংলা আছে, আমার সোনার মাটি আছে। সম্পদ নিতে পারে, সম্পদ কেড়ে নিয়েছে অনেক মানুষ। চরিত্র যদি নষ্ট হয়ে যায়, তো কোনদিন চরিত্র ফেরত আসে না। দুঃখ হয় আমার, এত রক্তের পরে আজও মায়ের চোখের পানি মুছে নাই, আজও বিধবা বোন কাঁদে, আজও বাপ কাঁদে। তারপরেও আমার একদল লোক এখনও দুর্নীতিপরায়ণ, দেশের মানুষকে ঠকাইয়া খায়, চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। আমি চাই বাংলার মানুষকে যেমন ডাক দিয়েছিলাম, বাংলার মানুষকে যেমন হুকুম দিয়েছিলাম, বাংলার মানুষকে যেমন আদেশ করেছিলাম, আমার কথায় অস্ত্র ধরে সংগ্রাম করেছিল। আজ আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো, আজ আমি আপনাদের কাছে

আবেদন করবো, জাতির পিতা হিসেবে আবেদন করবো, বঙ্গবন্ধু হিসেবে আবেদন করবো, প্রধানমন্ত্রীর গদি আমার ভালো লাগে না। আমার কাছে আটকা লাগে। যে দেশের লক্ষ লক্ষ মা-বোন আমাকে দু'হাত তুলে দোয়া করে, যে দেশের মসজিদে মসজিদে আমাকে দোয়া করে, যে দেশের মা-বোনেরা আমার জন্য চোখের পানি ফেলে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া খুব বড় জিনিস নয়। যে জিনিস আমি পেয়েছি, যে জিনিস-যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি সেই ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে চাই। এর চেয়ে বড় জিনিস আমি দুনিয়ার আর কিছুই চাই না। কিন্তু ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আজ আমি চাই, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে খতম করতে হবে। বিদেশের দালালদের বাংলার মাটি থেকে খতম করতে হবে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনিই কষ্টকর। স্বাধীনতায় অনেক রক্ত দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। এখনও একদল লোক বাংলার মাটিতে বাস করে আজ আমার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। তারা জানে না বাংলার মানুষকে। পলিমাটির এই বাংলা। সোনার ফসল হয় এই বাংলায় আর এই মাটি চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রের সময় পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। তার আঘাতে অনেকের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই বক্তৃতা আমি করেছিলাম অনেক আগে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য করে আমার মনে হয় ১৯৬৩ সালে। পশ্চিমারা বুঝতে পারে নাই। তারা মনে করেছিল ডাণ্ডা দিয়ে বাঙালিদের ঠান্ডা করা যাবে। ওরা মনে করেছিল বাংলার মানুষকে শোষণ করা যাবে, আজ ইনশাল্লাহ্ বাংলার সম্পদ কেউ লুট করে নেবার পারবে না। বাংলার সম্পদ বাংলার মানুষ ভোগ করবে। যা দুনিয়া থেকে আনবো এই সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। কিন্তু ভাইয়েরা-বোনেরা আমার কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। না করলে কোথায় পাবেন, কী করে পাবেন? ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ, বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ, লবণ ট্যাক্স মাফ। রিলিফ এনে বাংলার গ্রামে পৌঁছিয়েছি। ২৫ টাকা করে কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছি। কোথেকে আসবে, কে দেবে? দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গেই সোনা হয়ে যায় না। গ্রামে গ্রামে আজও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়, রাস্তাঘাট আজও ভাঙা, রেললাইন এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই। ভৈরব ব্রিজ ভেঙে আছে, আমি মাল চট্টগ্রাম পৌঁছাতে পারি চট্টগ্রাম থেকে আনতে হলে আমাকে আগে চলতো সাড়ে তিনশ' ওয়াগান এখন আমি ৬০টার বেশির ওয়াগান আমি পাস করতে পারি না। কী করে চলে যাচ্ছে আল্লাহ্ জানে আমি জানি না। কষ্ট আছে, দুঃখ আছে,পরিশ্রম করতে হবে। দেশকে গড়তে হবে। আমাদের জীবন চলে যাবে ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে সুখে থাকে তার জন্য একটা রাস্তা করে দিতে হবে। এই রাস্তার জন্য আমি একটা শাসনতন্ত্র দিয়েছি। এই শাসনতন্ত্র মানেই জনগণের দলিল। আর কেউ কোনদিন বাংলার অধিকার খর্ব করতে পারবে না। বাংলার মানুষের অধিকার খর্ব করতে পারবে না। এ দলিলে লেখা আছে জনগণের অধিকার, এ দলিলে লেখা আছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এর ঊর্ধ্বে কথা বলার হুকুম বাংলার মাটিতে নাই। এর মধ্যে লেখা আছে

গণতন্ত্র, জনগণের ভোটের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কেউ বাধা দেবার পারবে না। এর মধ্যে লেখা আছে সমাজতন্ত্র যেখানে হবে শোষণহীন সমাজ। এর মধ্যে লেখা আছে ধর্মনিরপেক্ষতা যেখানে হিন্দু-মুসলমান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যার যার ধর্ম-কর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দেবার পারবে না। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে বপন করতে পারবে না।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আপনাদের কাছে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। কয়েকদিন আমি অসুস্থ ছিলাম, এখনো শরীর আমার ভালো না। আমি দেখলাম যদি আমি প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করি দূর-দূরান্ত থেকে রাস্তা দিয়ে পরিশ্রম করে আপনারা আসবেন। আপনাদের কষ্ট হবে। জেল থেকে বের হয়ে আপনাদেরকে দেখতে পারি নাই। আপনাদের সাথে দেখা হয় নাই। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কত কাজ! আমার লক্ষ লক্ষ এখনো বেকার ছেলে। মুক্তিযোদ্ধারা এখন আমার পড়ে আছে। পঙ্গু নাঙ্গা আমার কত ছেলে আছে রাস্তায় রাস্তায়, কত মা এসে আমার কাছে কাঁদে। এখান থেকে ওখান থেকে এখান থেকে থাবা দিয়া ওখান থেকে থাবা কোনমতে এনে মানুষকে কোনমতে বাঁচাবার চেষ্টা করতেছি। নির্বাচন দিয়েছি, ইলেকশন দিয়েছি, অনেক দল দাঁড়াবে। গণতন্ত্র দিয়েছি প্রত্যেক দলের ভোট চাওয়া পাওয়ার অধিকার রয়েছে, প্রত্যেক দল একটা বাক্স দেওয়ার অধিকার রয়েছে। জনগণ যাকে ইচ্ছা ভোট দেবে, কারো আমার আপত্তি নাই।

ভাইয়েরা, ভোট দিয়েছি ৭ই মার্চ। এই ভোট শুধু তাই নয়, একটা নতুন গণতান্ত্রিক দেশের একটা সিস্টেম আসতেছে। এটাকে বাঁচায়ে রাখতে হবে। যাতে কোনও রকমের কোনও উচ্ছৃঙ্খল ধরনের মানুষ লাফ দিয়ে এসে ক্ষমতায় না বসতে পারে। জনগণের ভোটের মাধ্যমেই এই দেশ চালাবে এই দেশের ক্ষমতা হবে। ৫ বৎসর চালানোর পরে যদি ভালো কাজ না করে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যকে আবার বসানো যাবে। এখানে আইনের রাজত্ব কায়েম হবে। আমি আইনের শাসন চাই। আমি সরকারি কর্মচারীদের বলে দিয়েছি, কেউ কারো কাজে বাধা দেবা না। যে যার ইচ্ছায় বাক্সে ভোট দেবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবা না। মনের সঙ্গে যা জড়িত সেভাবেই চলবে। কিন্তু অনেকে এই ইলেকশনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চায়। তারা জানে না যে জনগণের শক্তি, জনগণের শক্তি আমার শক্তিই হলো জনগণের শক্তি এবং সেটাই হয়তো শক্তির উৎস আমার।

ভাইয়েরা বন্ধুরা আমার, তাই আমি মনে করি যে ৭ই মার্চ যে নির্বাচন দিয়েছি যে যেখানে থাকবেন ঐদিন এসে ভোট দেবেন। দুনিয়াকে আমি দেখাতে চাই, যুদ্ধ শুরু করার আগে আমি যখন ৭ই মার্চ পশ্চিমাদের হুকুম দিয়েছিলাম বাঙালি এক ছিল এবং বাঙালি আমার কথা মতো চলেছে। এইবার ৭ই মার্চে আমি দেখাতে চাই দুনিয়াকে যে বাঙালি এক। নীলফামারী, গাইবান্ধার ভাই ও বোনেরা আমি চাই আমি স্বপ্নে দেখি, আমার জীবন বৃথা

হয়ে যাবে, আমার স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, বাংলাদেশের মানুষ কাপড় না পায়, বাংলাদেশের মানুষের বেকার সমস্যা দূর না হয় আর বাংলাদেশের মানুষ শান্তিতে না ঘুমাতে পারে। আমার জীবনের মস্ত সমস্ত সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি বলবো, আপনারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেন।

খোদা হাফেজ, জয়বাংলা।



২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

জয়পুরহাট

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩-এ জয়পুরহাটে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, অনেক রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। এত রক্ত, এত প্রাণ, এত ধ্বংস দুনিয়ার কোথাও হতে দেখা যায় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মাটিতে হয়েছে। ইনশাল্লাহ্ রক্ত দিয়ে হলেও আজ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। জেল থেকে যেদিন আমি বের হয়ে আসি, যেদিন আমি সহকর্মীদের নিয়া বসি, যেদিন বাংলার মাটির দিকে চাই আমি দেখতে পাই চারদিকে হাহাকার। আমি দেখতে পাই আমার দেশের মানুষের মুখে শুধু চোখের পানি। এত বড় মানুষ নির্দয় হতে পারে, এত বড় মানুষ পশু হতে পারে, দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় নাই। এমনকি যত মহাযুদ্ধ হয়েছে সেই মহাযুদ্ধেও এইভাবে সাধারণ মানুষদের হত্যা কেউ করে নাই। আমার দেশে পশ্চিমারা করে গেছে। ওরা বুঝেছিল বাংলার মাটিতে থাকতে পারবে না, ওরা জানত বাংলা ওদের ছাড়তে হবে, তাই সুযোগ পেয়ে নয় মাসে বাংলার সোনা, বাংলার রুপা, বাংলার টাকা, বাংলার সম্পদ, বাংলার বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় যাতে বাংলার মানুষ যুদ্ধের পরে না খেয়ে শৃগাল কুকুরের মতো মরে। যাই হোক ভাইয়েরা-বোনেরা, আমার দেশ যখন পেয়েছি, দেশের মানুষ যখন আছে, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশের সম্পদ যখন আছে, আমার সোনার বাংলায় নাই এমন জিনিস নাই। আমার সোনার বাংলার মানুষ এত সুন্দর মানুষ দুনিয়ায় হয় না। শুধু পরিশ্রম করতে হবে। সৎভাবে কাজ করতে হবে। গরিবের রক্ত যেন কেউ আত্মসাৎ করে না খায়, গরিবের সম্পদ যেন আত্মসাৎ করে না খায়। দুর্নীতি বাংলার মাটি থেকে মুছে দিতে হবে।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আমি আপনাদের কাছে বহু আগে বলেছি আপনারা নিশ্চয় মাঝে মাঝে রেডিওতে শুনেছেন আমি আপনাদের কিছুই দেবার পারবো না। কিন্তু জানেন একটা সরকার চালাতে হলে একটা ভস্মীভূত দেশতে গড়তে হলে কতগুলো জিনিসের প্রয়োজন। আমার গরিব কৃষক খাজনা দেবার পারে না। খাজনার তাড়নার তারা অতিষ্ঠ হয়ে যেত। তহশিলদারদের কারণে তাদের জান শেষ হয়ে যেত। মামলা-মোকদ্দমায় তাদের

অবস্থা শোচনীয় হতো। আমি দেখলাম গরিবকে বাঁচাতে হলে তাদের বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ করতে হবে। আমি বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ করে দিলাম। ২৫ বিঘা জমির খাজনা চিরদিনের জন্য মাফ করে দিলাম যাতে গরিব কৃষকের ওপর অত্যাচার না হয়।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, লবণ ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স মাফ করে দেওয়া হলো। ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার, ২৫ বৎসর বাংলার বহু সম্পদ বাংলার মাটির তলে আছে। কেউ সেই সম্পদের দিকে ফিরে তাকায় নাই। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ কথা চিন্তা করলে হবে না যে আমাকে এই এই এনে দিতে হবে, পারা যাবে না। আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমি মানুষকে ধোঁকা দিই না ওটা অভ্যাস নাই। ক্ষমতার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। জীবনভর ক্ষমতার রাজনীতি করলে ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। আমি রাজনীতি করেছি। বাংলার মানুষকে ভালোবাসি বলে, বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, বাংলার মানুষের শান্তির জন্য।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, ৭ই মার্চ তারিখে আমি নির্বাচন দিয়েছি। যে যে দলের ইচ্ছা তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না। যার যার দলের বাক্স থাকবে। জনগণ ভোট দিলে ভোট আপনারা পাবেন। আমি বুঝতে পারি না যে আপনাদের জন্য আমি কী করবো? আমি তো বুঝতে পারি না বাংলার মানুষের মুখে মুখে কী করে আমি হাসি ফুটাবো? আমার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলার মানুষের রক্ত, শহীদের রক্ত বৃথা হয়ে যাবে যদি আমার এ বাংলার দুঃখি মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। যদি গায়ে কাপড় না পায়, বেকার সমস্যা দূর না হয়, আর এ দেশের মানুষ শান্তিতে বাস করতে না পারে। আমার জীবনের সারা জীবনের কষ্ট, আমার জীবনের সব সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে। এই কথা বলে আমার বন্ধু মফিজউদ্দীন সাহেব এবং অন্যকে সালামালাইকুম দিয়ে আপনাদের সকলকে আমার মোবারকবাদ দিয়ে, আপনাদের যে আমি অনুরোধ করবো আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করেন যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি মরতে পারি। এর চেয়ে আমার পাওয়া আর কিছু নাই। দুনিয়ার একটা মানুষ যা চায় তার চেয়ে আমি অনেক বেশি পেয়েছি।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।



২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু এক বিশাল জনসমাবেশে
এই ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের বিষয়টি
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

আমার সিরাজগঞ্জের ভাই ও বোনেরা, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আমার পাবনার আমার সহকর্মী যাকে আপনারা অনেকেই জানেন গতরাত্রে আমি খবর পেয়ে পাবনায় গিয়েছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন যে সারাজীবন এদেশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন সেই আব্দুর রউফ বগা মিয়া গতরাত্রে অ্যাক্সিডেন্ট করে পাবনায় মারা যায়। আমার সিরাজগঞ্জের ভাইয়েরা আপনারা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন আল্লাহ্ যেন তাকে শান্তিতে রাখে। তার আত্মা শান্তি পায়।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আপনারা দেশের অবস্থা জানেন, ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানিরা আমার বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়েছে। ২৫ বৎসর পর্যন্ত শুধু সম্পদ লুট করে নাই আমার বাংলার যা কিছু ছিল তাই লুট করে নিয়েছে। আমরা বারবার মোকাবেলা করেছি। বারবার এদের সঙ্গে মোকাবেলা করেছি। বারবার আমার ছেলেরা রক্ত দিয়েছে। বারবার আমরা কারাবরণ করেছি। কিন্তু অনেক আগেই পাকিস্তানকে বাংলার মাটি থেকে শেষ করতে পারতাম যদি বাংলাদেশের মীর জাফররা বেইমানি না করত। শেষে আঘাত আনল ২৫শে মার্চ। সেই চরমতার ইতিহাস আপনারা জানেন, সেই দুঃখের কাহিনি আপনারা জানেন, সেই ব্যথা আমি আর বলতে চাই না। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে বাংলার মাটিতে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন বিধবা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বাপ পুত্রহারা হয়েছে। ২ লক্ষ বোন আমার বেইজ্জতি হয়েছে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, দুঃখের সাথে বলতে হয়, ওরা মানুষ না। ওরা মানুষ নামের অধম। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না কোথাও যে দুধের বাচ্চাকে কেউ হত্যা করে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না কোথাও যে বৃদ্ধ মহিলাকে কেউ হত্যা করে। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না যে এদেশের বৃদ্ধ মানুষকে হত্যা করে। যেখান দিয়ে গিয়েছে গ্রামকে

গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেকে হত্যা করেছে। আমি হুকুম দিয়ে ছিলাম বাংলার মানুষকে ২৫শে মার্চ রাত্রে। বাংলার মানুষ অস্ত্র ধরেছিল। বাংলার মানুষ যুদ্ধ করেছিল। এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন যদি আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ না করি অন্যায় করা হবে। আমার এক কোটি লোককে যদি সেদিন আশ্রয় না দিত, খাবার না দিত, আমার এক কোটি লোক না খেয়ে মারা যেত। আমার মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে করতে যখন তারা ইন্ডিয়াতে আশ্রয় নিল তখন জায়গা না দিলে আমার দেশের অবস্থা কী হতো আপনারা বুঝতে পারেন। সেই জন্য আমি ভারতের জনসাধারণ ও শ্রীমতী গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, ধ্বংসস্তূপ একটা দেশ। আমার দুঃখ হয় যে এত রক্তের পরেও যেন আমাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। এখনো মায়ের চোখের পানি শুকায় নাই, এখনো বিধবা বোনরা কাঁদে, এখনো ছেলেহারা মায়ের আর্তনাদ শোনা যায়। আর কিনা এত রক্তের দাগ দেওয়ালে দেওয়ালে এখনো দেখা যায়, এখনো মাঝে মাঝে আমি কবরস্থান খুঁজে পাই যেখানে আমার ছেলেদের হত্যা করে রাখা হয়েছে। চরিত্রের যে পরিবর্তন হয় নাই। এখনো চোর, এখনো গুণ্ডা, এখনো বদমাইশ, এখনো লুচ্চা এখানো ঘুষ, এখনো দুর্নীতি বাংলার মাটি থেকে যায় নাই। এত বড় দুর্ভাগা দেশও কেমন করে হতে পারে আমি বুঝতে পারি না। আমি যুবকদের কাছে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের তো আমি অস্ত্র দেই নাই, তোমাদের আমি আদর্শ দিয়ে ছিলাম, তোমাদের সংগ্রাম করতে বলেছিলাম, তোমরা সংগ্রাম করেছ দস্যুদের বিরুদ্ধে। তোমরা সংগ্রাম করেছ অস্ত্রের বিরুদ্ধে। তোমরা সংগ্রাম করতে পারো না এই বেইমান মোনাফেক মীর জাফর এই ঘুষখোর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে? পারবা। নিশ্চয় পারবা। আমি হুকুম দেবো। নিশ্চয় পারবা। প্রয়োজন হয় আমি হুকুম দেবো। বাংলার মানুষকে আমি শান্তিতে বাস করতে দিতে চাই। বাংলার মানুষ শান্তিতে বাস করতে চায়। বাংলার মানুষ সুখে বাস করতে চায়।

ভাইয়েরা বোনেরা, কিচ্ছু নাই। মনে রাখা দরকার আপনাদের। ভস্মীভূত একটা দেশ চোখের সামনে দেখছেন। কী ধ্বংস করে তারা দিয়ে গেছে! চালের গুদামে চাল নাই, কাপড় নাই, ঔষধ নাই, রেললাইন চলত না, পোর্ট ভাঙা, লক্ষ লক্ষ এতিম মিসকিন, দুই লক্ষ বোন বিধবা, হাজার হাজার পঙ্গু আমার মুক্তিযোদ্ধা, সিপাহীদের কাপড় নাই, কিচ্ছু নাই। এই নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওরা যাবার বেলায় এমন সর্বনাশ করেছিল এবং বলেছিল শেখ মুজিব বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু মনে রেখো বাংলাদেশ কোনদিন মাজা তুলে আর দাঁড়াতে পারবে না আমরা তাই করে যাবো। আল্লাহ্‌র মেহেরবানি, আপনাদের দোয়া, আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, রোজা রেখেছেন, মন্দিরে-মসজিদে দোয়া করেছেন, যার জন্য আমি জেল খানা থেকে বের হয়ে আসছি। আমি ঘুমাতে পারি না, আমি চিন্তায় পাগল হয়ে যাই। কোথায় চাল, কোথায় খাবার, এক কোটি ভারত থেকে ফিরে আসল। তাদের

ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোথায় রাখবো? কোথায় গুদামে খাবার আনবো? শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন কোত্থেকে দেবো? ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দিলাম। বকেয়া খাজনা সুদসহ মাফ করে দিলাম, লবণ ট্যাক্স মাফ করে দিলাম, মিউনিসিপালিটি ট্যাক্স মাফ করে দিলাম। মানুষের দেবার শক্তি নাই। আমি জুলুম করিয়া এই গরিবের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারলাম না। আমি মাফ করে দিলাম। কারণ গরিবের জন্য রাজনীতি আমি করেছি। ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন সাত থেকে আট কোটি মণ খাবার বিদেশ থেকে আমাকে আনতে হয়েছে। কিসে আসবে? জাহাজ কোথায়? পোর্টের অবস্থা কী? রেললাইন কোথায়? বাস কোথায়? ট্রাক কোথায়? জাহাজ কোথায়? কোত্থেকে আনবো? আনতে হয়েছে, ৬৫ হাজার গ্রামে পেটভরে খাবার দেবার পারি নাই । দুই বেলা আপনারা খাবার পান নাই। কিন্তু একটা মানুষ বাংলাদেশের না খেয়ে মরে নাই। যারা বলেছিল যে ৫০ লক্ষ লোক মারা যাবে, দুনিয়া বলেছিল, কিন্তু ইনশাল্লাহ্ মরে নাই। কষ্ট পেয়েছে। এখনো কষ্ট পাচ্ছে। আরো কষ্ট পাবে। সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পয়দা না করলে ভিক্ষা করে মানুষকে বাঁচানো যায় না। এই বৎসর এই বৎসরের জন্য আমাকে সোয়াশ' কোটি টাকার মতো খাবার কিনতে হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া। গতবার যুদ্ধ হয়েছে, ফসল হয় নাই। আগেরবার সাইক্লোন হয়েছে, এই সিরাজগঞ্জে বন্যা হয়েছিল, আমি আসছিলাম। তারপরের বার বৃষ্টি হলো না। ফসল যদি না হয় ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে, রোজ মরারে কে মারে? কোথা থেকে আনবো? পয়দা করতে হবে আপনাদের। তাহলে আপনারা খেতে পারবেন। রোজ ভিক্ষাও দেবে না কেউ আমাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, ভাইয়েরা আমার, স্বাধীনতা আনা যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমন কষ্টকর। এখনো বিদেশি শত্রুরা ক্ষান্ত হয় নাই। বাংলার মাটিতে আত্মকলহের চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে না যে সাত কোটি লোক আজ একভাবদ্ধ। ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, এইটা আমার বলতে হয় না। আমি খালি একটা কথা আমার বন্ধু-বান্ধবদের বলবো, যে দেখ, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। দেশের মানুষকে ভালোবাস। এই ভালোবাসার মধ্যে যেন স্বার্থ না থাকে। এতে দেশের মানুষের ভালোবাসা পাবা। বক্তৃতা করিয়া ভালোবাসা পাওয়া যায় না। মানুষের দুর্দিনে-দুঃখের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। তাহলেই মানুষকে মানুষ ভালোবাসে।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আমার শরীর অসুস্থ। কালকে আমি বগার মৃত্যুতে এমন ভেঙে গিয়েছি আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি আজকে মিটিং করেছি দুটো। রোজ মিটিং করতে হয় আমার। জ্বর ছিল। প্রোগ্রাম আমি নষ্ট করতে পারি না বলে আমি ফিরে আসছি। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। আর আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল আমার। আমাকে বাইটা খাওয়াইলেও বাংলার দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারবো না যদি আপনারা দেশের মানুষের জন্য কাজ না করেন আর সোনার মানুষ

পয়দা না করেন। আমি জানি আমার গ্রামের লোক বড় ভালো। আমি জানি আমার গ্রামের লোক বড় সুন্দর। তাদের কোনও স্বার্থ নাই। আমি চাই যে টাকা বিদেশ থেকে আনবো সেই টাকা যা আনবো এই সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ভাগ করে খাবে। শোষক আর বাংলার মানুষকে শোষণ করতে না পারে সেই আইন পাস করে দিয়েছি। শাসনতন্ত্রে লেখে দিয়েছি যে কোনদিন আর শোষকরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ্। দ্বিতীয় কথা আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোটে জনগণের প্রতিনিধিরা দেশ চালাবে এর মধ্যে কারো কোনও হাত থাকা উচিত নয়। তৃতীয় আমি বাঙালি। বাঙালি জাতি হিসেবে বাঁচতে চাই সম্মানের সঙ্গে। চতুর্থ আমার রাষ্ট্র হবে ধর্ম নিরপেক্ষ। মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে, বুদ্ধিস্ট তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। তবে একটা কথা হলো এই ধর্মের নামে আর ব্যবসা করা যাবে না।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আপনাদের কষ্ট আছে, আপনাদের দুঃখ আছে। আপনাদের পয়দা করতে হবে। না হলে আপনারা বাঁচতে পারবেন না। আজ আমার দেশের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়। আজও আমার কাপড় নাই, আজও আমার ঔষধ নাই, আজও আমার তেল নাই, আজও আমার পেট্রোল নাই। দুনিয়ার সব বিদেশ থেকে আনতে হয়। এদেশে কারখানা করে এটা পয়দা করতে হবে। বেকার সমস্যা দূর করতে হবে। কৃষি বিপ্লব করতে হবে। আমি দেখতে চাই যে এতটুকু জমি বাংলায় পড়ে না থাকে। সোনার বাংলা হবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নাই। এই জন্য সকলকে আমি অনুরোধ করবো আমার ভাইয়েরা চরিত্রের পরিরবর্তন অনেক প্রয়োজন রয়েছে। আর এই সোনার মাটিতে যদি ফসল উৎপাদন করতে পারি, খাদ্য আমাকে কোনদিন কিনতে হবে না। তবুও চেষ্টা করছি। এইবার এই গত বৎসর আপনাদের দোয়ায় সাড়ে তিনশ' কোটি টাকা বিদেশ থেকে আইনা এই বাংলাদেশকে বাঁচাতে হয়েছে আমার। আমি চাই আপনাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শ্রমিক ভাইদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন এই বাংলাদেশের যা কিছু সম্পদ এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের কোনও শোষকের জায়গা এই বাংলার মাটিতে নাই। আমি আপনাদেরকে আজকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের কাছে দোয়া নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আমি জানি আপনারা অনেক দূরের থেকে আসছেন। আমাকে আপনারা বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন ঝড়-বৃষ্টি মধ্যে তবে বৃষ্টি আমি চাইছিলাম মিটিং না হতো আমার আপত্তি ছিল না। আমি খালি বৃষ্টি চেয়েছিলাম যে আল্লাহ্ বৃষ্টি দে। আমার দেশটাকে বাঁচা। মনসুর সাহেব বলেছেন যমুনার ব্রিজ করা দরকার। আরে মিয়া তোমারে তো আমি ভার দিয়ে দিছি। যেখান থেকে টাকা পাও নিয়ে যমুনা ব্রিজ করে দাও। আমি রাজি। আমি তো হুকুম পরিষ্কার দিয়ে দিছি, মনসুর সাহেব যমুনা ব্রিজ কর। যেখান থেকে টাকা পাওয়া যায় যমুনা ব্রিজ আমি দেখতে চাই। ওটা বড় কথা না। ওটা করা দরকার। সময় লাগবে।

একশ' কোটি না অনেক কোটি টাকা লাগবে। তাই আল্লাহ্‌র মর্জি। সময় লাগবে। সময় লাগবে। আলাদিনের প্রদীপ আমার হাতে নাই। আমি বলবো দিল্লি হয়ে যাও, দিল্লি হয়ে যাবে না। কাজ করতে হবে। আমার পাবার কিছুই নাই। আমি সব পাইছি। আমার দেশ স্বাধীন হইছে। আমার ফ্ল্যাগ দুনিয়ায় উড়ে। ৯৯টা কান্ট্রি রিকগনিশন দিছে। বাংলার মানুষ মুক্ত হয়েছে। সম্পদ লুট করে খেতে পারবে না। এর চেয়ে শান্তি আমার আর কিছুই নাই। আমি এই শান্তি নিয়ে মরতে চাই।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা।

জয় বাংলা।



২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

কুড়িগ্রামের ভাই ও বোনেরা, আমি জানি যে অনেক দূরের থেকে আপনারা কষ্ট করে আসছেন। অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে কালকের থেকে এসে বসে আছেন, আপনারা আমাকে দেখতে চান তাই সামনের দিকে এগিয়ে আসতে চান সেটা আমি বুঝি। আপনাদের কাছে আমার বলার কী আছে, যখন আমি দেখি যে দূর-দূরান্ত থেকে আপনারা শুধু আমাকে একটু দেখবার জন্য ছুটে আসেন যে ভালোবাসা আপনারা জীবনভর আমাকে দিয়েছেন সেই ভালোবাসা যে কত বড় জিনিস যা জীবনে কেউ পেয়েছে কিনা কোনও নেতা পেয়েছে কিনা আমার জানা নাই।

কুড়িগ্রামের ভাইয়েরা-বোনেরা, গত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, যে অত্যাচার সহ্য করেছেন, যে গ্রামকে গ্রাম পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিল তখন এই কুড়িগ্রামের ভাইয়েরাও সাড়ে সাত কোটি মানুয়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান বর্বরদের বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ২৫ বৎসর পর্যন্ত পাকিস্তানের বর্বর শোষকরা আমার সোনার বাংলাকে লুট করে শেষ করে দিয়েছে, আমার সম্পদ লুট করেছে, আমার অর্থ লুট করেছে আমার যা কিছু লুট করেছিল তা লুট করেছে। তারপরে গত যুদ্ধের সময় আমার সমস্ত জ্বালিয়ে-পুড়ায়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, সব নিতে পারে কিন্তু বাংলার মাটি নেবার পারে নাই। সব নিতে পারে বাংলার সোনার মানুষকে ধ্বংস করতে পারে নাই, সব নিতে পারে বাংলার মানুষের আদর্শকে ধ্বংস করতে পারে নাই। ইনশাল্লাহ্ দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশ যখন মুক্ত হয়েছে পঙ্গপালের দলকে যখন আমারা শেষ করতে পেরেছি দুঃখ কষ্ট আমাদের আছে কারণ কিছুই নাই। জেল থেকে বের হয়ে এসে যখন আমি দেখলাম যে কিছুই নাই কী করে আমার সাড়ে সাত কোটি লোক বাঁচবে? কোথায় কাপড়, কোথায় তেল, কোথায় খাবার, কোথায় পেট্রোল, কোথায় ব্রিজ, কোথায় আমার মানুষের লাঙ্গল, কোথায় আমাদের গরু? যা যেখানে পেয়েছে সবকিছু শেষ করে দিয়ে গেছে। তবুও মানুষকে বাঁচতে হবে। কী করে যে আল্লাহ্ আপনাদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্যিই আমি বলতে পারি না। শুধু আল্লাহ্র মেহেরবানি ছিল তাই কোনমতে দু'মুঠো করে

এনে বাংলার গ্রামের কাছে এনে পৌছাতে পেরেছি। কোটি কোটি টাকার রিলিফ– একশ' কোটি টাকার রিলিফ এনে গ্রামে দিয়েছি। দুঃখ হয় চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। এখনো একদল লোক আছে যারা লুট করে খায়, রিলিফের মাল চুরি করে খায়। এদের আমি বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে চাই। ধ্বংস করতে চাই। এরা মানুষ না, এরা মানুষের অযোগ্য। এরা পশুর চেয়ে অধম। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষকে ভালো না বেসে মানুষের সেবা করা যায় না। মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে যদি কৃপণতা আর স্বার্থ থাকে সেই স্বার্থ নিয়ে মানুষকে ভালোবাসা যায় না। আর ভালোবাসা পাওয়াও যায় না। আমার দুঃখ হয় যে আজও পাকিস্তানি বর্বররা আমার তিন-চার লক্ষ বাঙালিকে আটকায়ে রেখেছে। তাদের ছাড়ছে না। তারা ৩০ লক্ষ লোকের জীবন নিয়েও শান্তি পায় নাই। আমি বারবার অনুরোধ করেছি। আমি বিশ্ব দুনিয়ার বিবেকের কাছে অনুরোধ করেছি। সমস্ত দুনিয়ার বড় বড় দেশের কাছে আমি অনুরোধ করেছি এবং বলেছি তোমরা আমার বাংলার মানুষকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করে দাও। তোমরা যখন এই যুদ্ধ হয় যখন আমার বাংলার মানুষকে হত্যা করে তখন তোমরা অনেকেই দেখেও দেখ নাই; কিন্তু এই সাউথইস্ট এশিয়ায় এই উপমহাদেশে শান্তি বজায় করতে হলে আমি শান্তিতে বাস করতে চাই। কারো সঙ্গে আমি দুশমনি করতে চাই না। আমি চাই আমার এই সোনার দেশের মানুষ কাজ করুক, খাক, কারো সাথে দুশমনি নাই। যদি আমার গায়ে এসে কেউ পড়ে, যদি আমাকে কেউ আঘাত করার চেষ্টা করে আমার দেশ এত ছোট নয়, মানুষ যতটুকু মনে করুক না কেন আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি লোক আমার দেশ দুনিয়ার অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমার মানুষ একতাবদ্ধ। আমার দেশ সংগঠিত। আমার দেশ দেশের জনসাধারণ যা আমি বলি তাই তারা শুনে। বাংলার মানুষকে নিয়ে ভুট্টো সাহেব আর খেলার চেষ্টা কোরো না। আপনাদের কাছে আমি আবেদন করবো যে আপনারা সত্য পথে চলবেন। ন্যায়ের পথে চলবেন। অন্যায়ের মোকাবেলা করবেন। দেশকে ভালোবাসবেন এবং দেশকে গড়বেন এবং আপনারা যদি পয়দা করতে পারেন তো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবেন। ভবিষ্যৎ আমরা যারা আছি আমাদের বয়স হয়েছে আমরা ভোগ করতে না পারি কিন্তু এমন কিছু করে যাই যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা আর মানুষের কাছে হাত পাততে না হয়, এরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। সোনার দেশ সোনার বাংলা হয়ে যায়।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।



১৮ মার্চ, ১৯৭৩

ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১ম সাধারণ নির্বাচনের পর
ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

আমার ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। যে আস্থা, যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে, আমার দলকে দেখিয়েছেন সে জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই সোহরাওয়ার্দী ময়দানে অনেক সভা আমি করেছি। আজও আপনাদের কাছে আসার সুযোগ পেয়ে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আপনারা এই ময়দান থেকে স্বাধীনতার আহ্বান শুনেছিলেন, আজ নতুন আহ্বান দেবার চাই আপনাদের কাছে, নতুন ডাক দেবার চাই, আপনারা স্বাধীনতা এনেছেন অনেক রক্তের বিনিময়ে। বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ভোগ করতে কোনদিন পারে নাই। দীর্ঘদিন বাঙালিরা অন্যের দ্বারা শাসিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে। জালেমরা বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়েছে। আজ স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ মা-বোন আজ আমার বিধবা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বাপ আমার ছেলেহারা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ছারখার হয়েছে। এত বড় অত্যাচার, এত বড় অবিচার, এত বড় জুলুম কোনও দেশে কোনদিন হয় নাই। তবুও বাংলার মানুষ একদিন বাঙালিদের কাপুরুষ বলত দুনিয়ার অনেকে। একদিন বলত, বাঙালিরা ভীরু, একদিন বলত বাঙালিরা মাজা খাড়া করে দাঁড়াতে জানে না। মানুষ হেসে হেসে বলত, একজন বিদেশি দেখলে বাঙালিরা পালিয়ে যেত। আজ গর্ব করে বলতে পারি বাঙালি কাপুরুষ নয়, আজ গর্ব করে বলতে পারি বাংলার ছেলে বুকের রক্ত দিয়ে, বাংলার বোন ইজ্জত দিয়ে, বাংলার কৃষক রক্ত দিয়ে, বাংলার শ্রমিক জান দিয়ে, বাংলার ছাত্র বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে বাঙালি জাতি ভীরু নয়। বাঙালি জাতি দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ, বাংলার পতাকা দুনিয়ায় উড়ে। স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আপনারা আমাকে জানেন, বাংলার এমন কোনও আন্দোলন হয় নাই যেই আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত থাকি নাই, বাংলার এমন কোনও দুর্দিন আসে নাই যেই দুর্দিনে আমি কারাবরণ করি নাই, বাংলার এমন কোনও ঘটনা ঘটে নাই যার সঙ্গে আমি সবসময় জড়িত ছিলাম না।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, স্বাধীনতার পরে যে অবস্থা ছিল সেই ইতিহাস আমি বারবার বলতে চাই না। আপনারা সব জানেন, সব বোঝেন। অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ব্যাংকে টাকা নাই, গুদামে খাবার নাই, অফিস আদালত বন্ধ, রাস্তাঘাট ধ্বংস, চারিদিকে হাহাকার, চারিদিকে শুধু হাহাকার। এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে চলে গেল, মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে গেল, যারা ছিল ত্রাসের রাজত্বে বাস করত, গ্রামে গ্রামে পালাত সেই ইতিহাস নাই বললাম। সেইদিন আপনারা আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। আমার সহকর্মীরা আমার হুকুম মতো সরকার গঠন করে বাংলার মানুষকে আমার নামে ডাক দিয়েছিল যে ডাক আমি দিয়ে গিয়েছিলাম। তারা সরকার গঠন করে তারা মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ার করে তারা এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কারাগার থেকে আমি ফিরে আসি, আপনারা আমার জন্য আমার মা-বোনেরা মসজিদে-মন্দিরে দোয়া করেছেন, আমার মা-বোনেরা রোজা রেখেছে। বাংলার মানুষ আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা জান দিয়েছে তার জন্য আমি আমার স্বাধীন মাটিতে ফিরে আসতে পেরেছি। আমাকে সরকার গ্রহণ করতে হলো। এমনভাবে গ্রহণ করতে হলো, একটা ভস্মীভূত দেশের উপরে সরকার নিতে হলো। চারিদিকে দেখি হাহাকার, চারিদিকে কিছুই নাই, তাই নিয়ে মানুষের সাত কোটি মানুষের ভার আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের গ্রহণ করতে হয়েছে। তারপরে শাসনতন্ত্র দিতে হলো। না হলে দেশ যদি শাসনতন্ত্র না পায় তাহলে সে দেশের মর্যাদা বাড়ে না। মানুষের দলিলের প্রয়োজন, গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে শাসনতন্ত্র দিয়ে নির্বাচন দেয়া হলো। আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না আপনারা জানেন, আপনারা আমাকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে বড় জিনিস কোনও মানুষ পেতে পারে না। আমি বাংলার গ্রামে গ্রামে গিয়েছি, বাংলার মানুষ ত্রিশ মাইল, চল্লিশ মাইল থেকে হেঁটে হেঁটে এসে রাত ভরে হেঁটে এসে আমাকে দেখতে এসেছে। আমাকে দেখতে চায়, আমাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। মানুষ দুনিয়ায় আর কী চায়? আজকে তারা আমাকে দোয়া করে, আমার জন্য তারা পরিশ্রম করে, যা বলি তাই শুনে এর চেয়ে বড় জিনিস দুনিয়ায় কিছুই হয় না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য যে আমি রাজনীতি করি না তা আপনারা জানেন, তবুও আমি নির্বাচন দিলাম, কারণ দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে বাংলার মানুষ শুধু রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করতে জানে না, বাংলার মানুষ আইন-শৃঙ্খলাকে শ্রদ্ধা করে। বাংলার মানুষ শাসনতন্ত্র দেবার জানে। বাংলার মানুষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত তার প্রতিনিধিদের দিয়ে দেশ শাসন করতে পারে। তাই নির্বাচন দেওয়া হলো। সমস্ত দল, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে এল। তাদের অধিকার দেয়া হলো। তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন, বাংলার জনগণের কাছে

আমি ও আমার পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নমিনেশন দিলাম। বাংলার মানুষ নিরঙ্কুশভাবে আওয়ামী লীগ ও আমাকে ভোট দিল। এ ভোট আমাকে বাংলার মানুষ দেয় নাই। এই জয় শেখ মুজিবুর রহমানের জয় নয়, এই জয় আওয়ামী লীগের জয় নয়, এই জয় নীতির জয়, এই জয় বাংলার ৩০ লক্ষ লোকের শহিদের রক্তের পরের জয়, এই জয় বাংলার জনগণের জয়, এই জয় বাংলার আদর্শের জয়, এই বাংলা বাংলার নীতির জয়।

বাংলার মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে, বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আপনারা জানেন স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। আজও আমার বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র চলছে আমরা তা জানি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র চলছে। যেই আদর্শের জন্য, যেই আদর্শকে ভিত্তি করে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যে আদর্শের উপরে জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে তাকে বানচাল করার জন্য চোরের দল অস্ত্র ব্যয় করে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করেছে। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে, দুনিয়া দেখেছে, যারা যেখানে ভোট দেওয়া সে সেখানে ভোট দিতে পেরেছে। যদি তাদেরকে ভোট না দিয়ে অন্য পার্টিকে দিয়ে থাকে সেই দোষ শেখ মুজিবুর রহমানের নয়, সেই দোষ আওয়ামী লীগের নয়। ভোট পেতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হয়, ভোট পেতে হলে মানুষের দুর্দিনে পাশে দাঁড়াতে হয়, ভোট পেতে হলে মানুষের দুঃখের দিনে মানুষের কাছে থাকতে হয়, ভোট পেতে হলে মানুষের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, ভোট পেতে হলে মানুষের দুঃখের দিনে মানুষকে ত্যাগ করতে হয় না। সেই জন্য মানুষ ভোট দেয়। স্বাধীন নিরপেক্ষ ভোট হয়েছে এ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ আপনাদের নিশ্চয় নাই। আপনাদের কেউ বাধা দেয় নাই ভোট দিতে কোথায় দেবেন না দেবেন, যদি কেউ বলে যে ভোট এই রকমের হয়েছে, ঐ রকমের হয়েছে তাদের আমি বলবো, হেরে গেলে এরকম কথা অনেকেই বলে। আমার একটা গল্প মনে পড়ে, বহুদিন গল্প বলি না আজকে একটা ছোট গল্প বলি। একজন ছিল খুব বেঁটে একটা ছোট মানে বামন প্রকৃতির লোক। সে বিয়ে করেছে একটা বউ, একটা জওয়ান বউ। মাঝে মাঝে সে রোজই অফিস থেকে লাফ দিয়া টেবিলের ওপর উইঠা বউয়ের চুল ধইরা আচ্ছামত কিলাত। একদিন আর বউ সহ্য করতে পারে না। বারবার বলছে আমাকে কেন মার, আমি কী করি। কিন্তু ঐ ছোট মানুষটার এত রাগ, পারুক আর না পারুক লাফ দিয়া টেবিলের উপরে উঠে, আর চুল ধরে আর পিটায়। বউ একদিন আর সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ একদিন একদম টান দিয়া টেবিল থেকে নামাইয়া নিচে ফেলে একেবারে স্বামীর মুখের ওপর শুয়ে কিলাচ্ছে। হইচই শুইনা পাশের লোকেরা দৌড়াইয়া আসে, আইসা দেখে যে, স্বামী নিচে আর স্ত্রী বইসা খুব কিলাচ্ছে। বউ বেচারি ওই দেখে তাড়াতাড়ি ঘুমটা দিয়া পালাইয়া গেল। তো জিজ্ঞাসা করে দাদা ব্যাপার কী? বলে, ব্যাপার আর কী রোজ রোজ গোলমাল করে আজকে তাই ফেলাইয়া দিলাম। তো দেখলাম ওরা আবার বলছে কী দেখলাম তুমি নিচে পড়ছ আর বউ নিচে বইসা মারতেছে ব্যাপারটা কী? বলে আমি নিচে বইসাই আমি কয়েকটা দিয়া দিলাম

আর কী করা যাবে। তো আমাদের মিয়ারা যখন ভোটে পারে নাই এখন খবরের কাগজের মারফতে এই কথাই বলে যে, ইলেকশন এই হয়েছে, ইলেকশন এই হয়েছে, ইলেকশন এই হয়েছে। দুনিয়ার সব দেশের সাংবাদিক এসেছে, আপনারা সব উপস্থিত আছেন, নির্বাচন দেখেছে, নির্বাচন হয়েছে, জনসাধারণ আমাকে ভোট দিয়েছে।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার, যাক, নির্বাচন না দিলেও ৫ বৎসর থাকতে পারতাম তা আপনারা জানেন। আপনারা আমার কাছে নির্বাচন চান, আপনারা আমাকে ভালোবাসেন আমি জানি। সেই ভালোবাসা যদি আমি যেদিন দেখবো যে আপনাদের নাই এক মুহূর্তও আমি ক্ষমতায় থাকবো না এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আপনারা থাকতে পারেন। ক্ষমতার জন্য আমি আমার জীবন বারবার দেবার চাই নাই।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, দেশের অবস্থা আপনাদের বিবেচনা করতে হবে। তাই আপনাদের কাছে আমার কিছু সময় নিয়ে বক্তৃতা করা দরকার। আপনারা জানেন, দেশের অবস্থা কী? আজকে ভিক্ষা করে দেশের খাদ্য সমস্যা সত্যিই খুব ভয়াবহ, গত বছর প্রায় ২৭ লক্ষ টন আট কোটি মণ খাবার বিদেশ থেকে আনছি এই বছরও প্রায় ২৫ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে আনতে হবে। আর বাংলাদেশের গরিব পাট বিক্রি করে, চা বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে তার থেকে প্রায় একশ' পঁচিশ কোটি টাকার মতো খরচ করে বিদেশ থেকে আমাকে খাবার কিনে আনতে হয়। রোজ মরারে কেউ মারে না। ভিক্ষুকের জাতিরে রোজ কেউ ভিক্ষা দেয় না। বিদেশ থেকে বন্ধু রাষ্ট্ররা জাতিসংঘ আমাকে সাহায্য করেছে গত বৎসর। এ বৎসরও আবেদন করেছি তোমরা খাবার দাও আমায়, আমার লোককে বাঁচাতে হবে। দুনিয়ায় চাল কিনতে পাওয়া যায় না, যেখানে পেতাম পয়সা যোগাড় করতাম চাল কিনে এনে আপনাদের খাওয়াতাম। কিন্তু চাল পাওয়া যায় না, যা আটা পাওয়া গেছে ১০ লক্ষ টন কিনছি। চাউলও কিছু যা পাওয়া গেছে তা কিনে ফেলা হয়েছে, এখনও চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন না করলে এ দেশের লোককে বাঁচানো যাবে না, কৃষক ভাইদের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করা হয়েছে। সেই জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে বলা হয়েছে প্ল্যান কর। আমাকে ৫ বৎসরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। না কোনও ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক বাংলাদেশে চলতে পারে না। আপনারা আমাকে জানেন, মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা ধোঁকা দেওয়ার মানুষ আমি নই। এখন এই খাদ্য আমাকে করতে হলে আমাকে সার আনতে হবে, আমাকে পাম্প আনতে হবে, আমাকে ছোট খাল কাটতে হবে। আমাকে ডিপ টিউবওয়েল বসাতে হবে। আমাকে সেখান থেকে শ্যালো টিউবওয়েল বসাতে হবে। বসাতে হবে, আনতে হবে, মানুষকে দিতে হবে। তারপরও বাংলার জনগণের কাছে আমি আবেদন করবো যে যা কিছু আছে মেহেরবানি করে একটু জমিও যেন পড়ে না থেকে। বাংলার গ্রামে গিয়ে দেখেছি আমি। প্রত্যেক বাংলার বাড়িতে মানুষ মুরগি পালত, হাঁস পালত, মরিচ গাছ লাগাত, পিঁয়াজ লাগাত, লাউ লাগাত, বেগুন লাগত। আজ যেন মানুষ তা ভুলে যাচ্ছে নানা অভিযোগ। আমি অনুরোধ করবো যেন এতটুকু জমি পড়ে না থাকে এবং

যেভাবে পারেন আপনাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে। আমরা শিগগিরই পাঁচশালা পরিকল্পনা প্ল্যান হয়েছে, জনগণের সাহায্য নিয়ে ঝাঁপায়ে পড়তে চাই। তা না হলে বাংলার মানুষকে বাঁচানো যাবে না। শ্রমিক ভাইদের কাছে আমি বলি, আমার দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যা কিছু পেয়েছি চেষ্টা করে আপনাদের আইনে যতটুক পর্যন্ত দাবি-দাওয়া সব না পারলেও কিছু কিছু আপনাদের আমি দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রোডাকশন যা ক্যাপাসিটি আছে মিলের যে প্রোডাকশন অনেক মিলেই আপনারা করতে পারছেন না বা করছেন না। না করলে প্রোডাকশন না করলে শেখ মুজিবুর রহমানকে বেটে খাওয়ালেও এক পয়সা দেবার উপায় নাই একথা আপনাদের মনে রাখা উচিত। প্রোডাকশন বাড়ান, বেতন নেন, বেশি বাড়ান, বেশি নেন, আরো বাড়ান, আরো নেন। উৎপাদন না হলে আপনারা পয়সা পাবেন না। আমি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে কলকারখানা, ব্যাংক-ইন্সুরেন্স আমরা জাতীয়করণ করেছি একটা টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে কে কত পারবে টাকা আদায় করে নেওয়ার। কিন্তু আগেও বলেছি এখনও বলছি, দুধ খা, গাইকে খাবার চেষ্টা কইরেন না। তাহলে দেশ বাঁচবে না। আমি আপনাদের ধোঁকা দেবো না। ইলেকশনের সময়ও ধোঁকা দেয় নাই। আপনাদের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। আপনারা বেতন নেন, আরো বাড়ান, আরো নেন, আরো বাড়ান আরো নেন আমার আপত্তি নাই। না পারলে যত প্রোডাকশন কম হবে আপনাদের বেতনও কমতে কমতে লকআউট হয়ে আপনাদের বাড়ি যেতে হবে। কারণ গরিব দুঃখিদের মনে রাখতে হবে এই সম্পত্তি কোনও ব্যক্তির নয়। এর আগে ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল, ভুল করলে চলবে না এই সম্পত্তি বাংলায় সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি, শ্রমিক ভাইদের সম্পত্তি, তার বাপের সম্পত্তি তার পড়শির সম্পত্তি, বাংলার জনগণের সম্পত্তি। এই জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারো নাই। সেই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো প্রোডাকশন বাড়ান, পয়সা নেন, সুখী হোন। শ্রমিক কর্মচারী ভাইয়েরা আমি আই সাই পয়সা না থাকলে আপনাদেরকে ১৫ থেকে ২৫ টাকা বাড়ায়ে দিয়েছি। পে-কমিশনার বসায়ে দিয়েছি। মিথ্যা ধোঁকা দেওয়ার মানুষ নই। এই এক মাস ,দুই মাসের মধ্যেই পে-কমিশন আর বিসিএসই কমিশনের রিপোর্ট বের হয়ে যাবে। তাকে আপনারা বাঁচার মতো পয়সা পেতে পারেন। মেহেরবানি করে ঘুষ-দুর্নীতি থেকে দূরে থাকেন। আমি পাগল হয়ে যাই যে মাল বিদেশে কেনবার দিই, যে মাল বিদেশ থেকে আমি আনি বাংলার মানুষের জন্য, যে মাল ভিক্ষা করে আনা হয় তার উপরে কিছু কিছু কর্মচারী, কিছু কিছু ব্যবসায়ী, কিছু কিছু আড়তদারি, কিছু কিছু মুনাফাখোরি মনে রাখবেন এইবার আমি লাস্ট বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। ঐ যে বলেছিলাম লাল ঘোড়া ২০ তারিখের পর থেকে বাংলার মাটিতে লাল ঘোড়া দৌড়াবে, আমি বলে দেবার চাই।

আমার মানুষকে আমি না খেয়ে মরতে দেবার পারি না। আমি পাগল হয়ে যাই যখন আমি দেখি আমার মানুষ না খেয়ে রয়েছে, যখন আমি দেখি আমার মানুষের গায়ে কাপড় নাই, যখন আমি গ্রামে যাই আমি দেখি আমার ছোট দুধের বাচ্চা কাঁদছে। আমি ক্ষমতার

জন্য রাজনীতি করি না। আমার স্বপ্ন সোনার বাংলা। আমি দেখতে চাই আমার মানুষ সুখী, আমি দেখতে চাই আমার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, আমি দেখতে চাই শোষণহীন সমাজ হোক, আমি দেখতে চাই সম্পদ সুষমও বণ্টন হোক এই আমার স্বপ্ন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম স্বাধীনতা পেয়েছি, সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছি, সোনার বাংলা দেখে আমি মরতে চাই। শোষকের স্থান বাংলার মাটিতে নাই। আমি ২০ তারিখ সময় দিয়েছি যার কাছে বন্দুক আছে, যার কাছে পিস্তল আছে মেহেরবানি করে জমা দেন। ২০ তারিখের পরে যার কাছে পাওয়া যাবে ৩ বৎসর বেশি ১৪ বৎসরের জেল-জরিমানা। ... ঐ যে কোর্টে গিয়ে বেল নিয়া বদমাইশি করবেন চলবে না। ধরবে, হাজির করবে, জেল দিবে জেলে পাঠাইয়া দেয়া হবে। বন্ধুগণ আইন পাস করে দুর্নীতি, ব্ল্যাক মার্কেটিং, ডাকাতি বন্ধ করা যায় না। জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এটা কোনও দিন হয় না। আমি আপনাদের কাছে সক্রিয় সমর্থন চাই। আমি আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে। জনগণ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমস্ত লোককে শেষ করে দিবে। পাশাপাশি চলবে সরকার চলবে জনগণ চলবে। গণআন্দোলনের মাধ্যমে যেয়ে এই দুর্নীতিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।

ছাত্র ভাইয়েরা, লেখাপড়া করেন। আপনাদের লজ্জা না হলেও আমার মাঝে মাঝে লজ্জা হয় যখন নকলের কথা আমি শুনি। ডিগ্রি নিয়ে লাভ হবে না। ডিগ্রি নিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। ডিগ্রি নিয়ে নিজের আত্মাকে ধোঁকা দেওয়া যায়। মানুষ হতে হলে লেখাপড়া করতে হবে। আমি খবর পাই বাপ-মা নকল নিয়া ছেলেদের মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে আসে। কত বড় জাতি উহু! জাতি কত নীচু হয়ে গেছে। পাকিস্তানি শোষকরা আমার সম্পদ নিয়ে যায় নাই। পাকিস্তানি শোষকের যে দুর্নীতি আমার দেশে ঢুকাইয়া দিয়ে গেছে যা বাংলার মাটিতে ছিল না। সম্পদ গেলে সম্পদ পাওয়া যায়, চরিত্র গেলে চরিত্র পাওয়া যায় না। ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, তাই আমি বলি লেখাপাড়া শেখেন। এডুকেশন কমিশনের পয়দা করা শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মানুষ পয়দা করতে হবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কামিয়াব করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তার মধ্য থেকে আমি বেকার পয়দা করতে চাই না। সেইজন্য এডুকেশন কমিশন করেছি, বলেছি তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেন। আমি এই ৫ বৎসর প্রোগামে নামতে চাই। বাংলার ছেলেমেয়ে মানুষ করতে চাই। বাংলার ছেলেমেয়ে জ্ঞানী করতে চাই না। নকল যদি করার চেষ্টা ভবিষ্যতে করেন আমি ছাত্র ভাইদের বলি ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলি আপনারা আন্দোলন গড়ে তুলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে সাহায্য চাবেন আমাদের কাছ থেকে পাবেন। যদি পুলিশ না পারে রক্ষীবাহিনী আসবে, রক্ষীবাহিনী না পারে বিডিআর আসবে, বিডিআর না আসে সামরিক বাহিনী আসবে। কিন্তু নকল বন্ধ করতে হবে বাংলার মাটি থেকে এইবারে। লজ্জায় মরে যাই, লজ্জায় মরে যাই যে আমার ডিগ্রি দুনিয়ায় কেউ কবুল করে নেয় না। কত বড় অধঃপতন হয়েছে আমার দেশের!

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি আপনাদের কাছে আর একটি কথা বলতে চাই, অনেকের অনেক কথা। আপনারা চারটা স্তম্ভকে ভোট দিয়েছেন– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা। একদল লোক আমি দেখেছি নির্বাচনের সময় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িক নয় তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু এটা শুধু রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটা শাসনতন্ত্রের মধ্যে লিখা রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনদিন আর হতে দেওয়া হবে না। বাংলার জনগণ তা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করবে। তার প্রমাণ গত নির্বাচন করবে। অনেক বড় বড় প্রগ্রেসিভ নেতা বড় বড় কথা বলেন আর সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করার চেষ্টা করেছেন। মিয়া সাহেবরা ভোট পান নাই। একদল আছেন বলেন সশস্ত্র বিপ্লব হবে। একদল আছেন অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করা হবে। তাদের আমি বলে দেবার চাই, স্বাধীন দেশে, গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেখানে রয়েছে কোনও দেশে কোনও যুগে সমস্ত কথাকে সহ্য করে না। আইন কোনদিন সহ্য করে না। এতকাল আমি সহ্য করেছি। কারণ অস্ত্র দেখাতে ক্ষমতা পুলিশ লাগে না, রক্ষীবাহিনী লাগে না, মিলিটারি লাগে না। বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলার জনগণ আমাকে যে ভালোবাসে তাদের হুকুম দিলেই অস্ত্র দেখায়ে দেবার তারা পারে। কিন্তু আইন আমি চাই না কেউ হাতে নেয়। কারণ অস্ত্রওয়ালা আমার জানা আছে।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, ৫ বৎসর আছে। কাজ করেন, দল করেন, আদর্শ প্রচার করেন, মানুষের দুঃখে দাঁড়ান, ৫ বৎসর পর দরকার হয় আগে আপনাদের দরকার হলে নির্বাচন হবে আপনারা আবার ভোট নিয়ে আমরা চলে যাবো। আপনারা ক্ষমতায় বসবেন। জনগণ ভোট দিবে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু বাজে কথা বলবেন না। বাজে কথা বহু শুনেছি আর শুনতে চাই না। জাতি আমার ওপর ভার দিয়েছে, জাতির উপরে আমার কর্তব্য রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা করা।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার, আমরা একটা কথা বলে দেবার চাই, আমাদের বৈদেশিক নীতি পরিষ্কার। কারো যেন কোন ভুল থাকে না, আমাদের বৈদেশিক নীতি হলো স্বাধীন, সক্রিয়, নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি। আমরা বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা co-existence এ বিশ্বাস করি। আমরা সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী যদি কোনও শক্তি কোনও দুঃখি মানুষকে শোষণ করে দুনিয়ার তাই দুনিয়ার শোষিত মানুষের পক্ষে বাংলার মানুষ জীবন ভরে দাঁড়াবে। আমরা সাউথ-ইস্ট এশিয়ার শান্তি চাই। আমরা সাব কন্টিনেন্টে শান্তি চাই। আমরা মিডল-ইস্ট এর দুঃখি মানুষের সমস্ত দুঃখি মানুষের সঙ্গে দাঁড়াবার চাই। কারণ আমরাও দুঃখি মানুষ। দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রকে আমি আবেদন করবো যে আপনারা মেহেরবানি করে আর অস্ত্র কারখানা বাড়াইবেন না। আর অস্ত্র বিক্রি কইরেন না, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর। বন্ধ করে ঐ অর্থ দুনিয়ার দুঃখি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, দেখবেন দুনিয়ায় দুঃখি মানুষ থাকবে না। বিশ্ব শান্তি না হলে গত দুইটা মহাযুদ্ধে দুনিয়ার যে সর্বনাশ

হয়েছে তাই দেখে আপনাদের বোঝা উচিত যুদ্ধ দিয়ে কোনও ফল হয় না, শান্তির মাধ্যমে সবকিছু হয়। তাই আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি। পাকিস্তানের সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমার বলা দরকার। পাকিস্তানিরা এখনো বাস্তব স্বীকার করেন নাই। আমার ৩ লক্ষ লোককে আটকিয়ে রেখেছে। তাদেরকে ছাড়ার প্রয়োজন মনে করছে না। আমার এখানে যে আড়াই লক্ষ পাকিস্তানি আছে তাদের আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তারা অপশন দিয়েছে পাকিস্তানে যাবার জন্য। আমার ৩ লক্ষ বাঙালিকে ছেড়ে দাও। দেড় লক্ষ নন-বেঙ্গলি বা বিহারি বলেন বাংলাদেশে অপশন দিয়েছে তারা বাংলার সিটিজেন, বাংলার নাগরিক। তাদের আমরা সমান অধিকার দেবো, বাংলার রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু যদি তা না করেন ভুট্টো সাহেব বিপদ আপনি ডেকে আনছেন। আপনার দেশে শান্তি নাই। আপনার দেশে শাসনতন্ত্র হয় নাই। আপনার দেশে নির্বাচন হয় নাই, পাঠানরা আজ বাঁচতে চায়। বেলুচরা আজ বাঁচতে চায়। সিন্ধুরা আজ বাঁচতে চায়। আপনি যদি দেশের বিপদ দেশের যে অবস্থা পরিবর্তন করেন, বাস্তবতাকে মেনে নেন দেখবেন, আমরা এই সাব-কন্টিনেন্টাল এই উপমহাদেশে আমরা শান্তি চাই, শান্তিতে বাস করতে চাই, কিন্তু চক্ষু রাঙাইয়া দুনিয়ায় ঘুরিয়া, প্রেশার দিয়া লাভ হইবে না। যারা যুদ্ধাপরাধী, যারা আমার মা– বোনকে হত্যা করেছে, যারা আমার এখানে জেনোসাইড করেছে তাদের বিচার আবারো বলছি বাংলার মাটিতে হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার, আমার যারা মেম্বার পার্লামেন্টে আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগ কর্মীদের আমি বলতে চাই, আমি যেমন জনগণের কাছে দাবি করি মেম্বার সাহেবদের মনে রাখা দরকার যে জনগণ ভোট দিয়েছে কয়েকটা আদর্শের জন্য, একটা হলো বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করতে হবে, দুটো হলো ৪টা স্তম্ভের ওপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা– এই ৪টা নীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। ৩য় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কারও উপরে Recommendation কারো জন্য তদবির কোনও মেম্বার করতে পারবেন না। এই দুঃখি মানুষের জন্য সেবা করতে হবে এই হোক আজকের দিনে আমাদের শপথ। এই বাংলার দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। বাংলাকে শোষণহীন সমাজ করতে হবে। সম্পদের সুষম বন্টন করতে হবে। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে যা আছে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। গত নির্বাচনে যারা বেইমানি করেছিল কয়েকজন জেলে আছে, কয়েকজনকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যারা আওয়ামী লীগের কর্মী, আওয়ামী লীগের নেতা, নির্বাচিত হয়েছেন দেশের মাটিকে ভালোবেসে দেশের মানুষকে ভালোবেসে কাজ করে যাবেন এই শপথ নিয়ে আজকে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এই শপথ আমাদের আজ দিতে হবে।

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার, আজকে দুঃখের একটা কথা না বলে আমি পারি না। এই নির্বাচনের আগে স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগের প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ সোয়া দুইশ'

কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে গফুরকে, হত্যা করা হয়েছে সুফিয়ানকে, হত্যা করা হয়েছে সগীরকে, হত্যা করা হয়েছে আমার কর্মীকে। কেবল যে আমি বাংলার প্রধানমন্ত্রী, কেবল যে আমাকে আইন-শৃঙ্খলা নিজেকে দেখতে হয়। না হয় আমি আওয়ামী লীগের কর্মী ২৫ বৎসর রাজনীতি করেছি। এই দেশে শক্তিশালী মার্শাল ল' দেয়া হয়েছে। মুসলিম লীগের অত্যাচার, জামায়েত ইসলামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার কর্মীকে হত্যা করার ক্ষমতা কারও ছিল না। শুধু আওয়ামী লীগের কর্মী নয় অন্যান্য দলেরও দু'একজন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং জনগণকে অনুরোধ করি আপনারা সংঘবদ্ধ হয়ে এই গুপ্তহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। দেখি কেমন করে এই গুপ্তহত্যা বন্ধ করা যায়। আমি আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করি।

ভাইয়েরা বোনেরা আমার, আমি পারবো না, স্বাধীন সোনার বাংলা আমি করতে পারবো না যদি দয়া করে সোনার মানুষ আপনারা আমাকে না দেন। যে যেখান পাবে সে যদি পকেটের থোয়, যে যেখানে পাবে সে যদি লুট করে, যে যেখানে পাবে সে যদি গরিবকে চুরি করে খায় তাইলে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না সোনার বাংলা গঠন করা। তাই আপনাদের কাছে আমি আবদেন করবো আজ এই বলে আবেদন করবো যে মেহেরবানি করে সোনার মানুষ পয়দা করেন। সোনার মানুষ হন, ইনশাল্লাহ্ সোনার বাংলা হবে। কষ্ট করতে হবে, দুঃখ করতে হবে। অনেক আপনাদের না খেয়ে কষ্ট করতে হবে, কাপড়ের অভাব হবে তাহলেও একদিন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সুখে বাস করতে পারবে যদি সোনার মানুষ তৈয়ার করতে পারেন। এ কথা বলে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনারা আর একবার যে কথা বললাম আমাকে ভোট দিয়েছেন আমার এই দাবির উপরে আপনাদের আস্থা আছে কিনা এবং আপনারা আমার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কিনা সোনার বাংলা করার জন্য এবং দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য মেহেরবানি করে দু'হাত তুলে আমাকে দেখাইয়ে দেন এবং শপথ নেন। দুহাত তুলেন।

বলেন, জয় বাংলা।

আর একটু জোরে হোক না, জয় বাংলা। জয় বাংলা।

দেন স্লোগান দেন আমার সঙ্গে–

আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ।

আপনাদের ঘরে ঘরে সংঘবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলুন এটাই আমি আশা করি।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।



১৯ শে আগস্ট, ১৯৭৩

ঢাকা

ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

সভাপতি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ছাত্রলীগের আমার ভাই ও বোনেরা, ছাত্রলীগের সম্মেলনে আমাকে আসতে হয়। আমার মনকেও আমি সান্ত্বনা দিতে পারি না যদি না আসি। একটি বিশেষ দিনে এই ছাত্রলীগের জন্ম হয়। সেদিনের কথা চিন্তা করা এখন কষ্টকর, সেই চিন্তা করতে পারবেন না। ১৯৪৮ সালের কথা। যেদিন ছাত্রলীগের জন্ম হয়, ফজলুল হক কামাল রুমে ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে ১৯৪৮ সালে। কোনও রাজনৈতিক দল তখন ছিল না বিরোধী দল। তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, শুধু বুঝতে পারি নাই আমরা আলোচনাও করেছিলাম। ১৯৪৭ সালে দেশ যখন বিভক্ত হয়েছিল যে বাংলাদেশকে শাসন করার জন্য, বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য, বাংলার মানুষকে বাজার করার জন্যে তথাকথিত স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে কলকাতা সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে ৫ নেতা মনে হয় আমার মনে নাই, ভুলে গেছি। পাঁচ জন ছাত্রনেতা যারা আমরা রাজনীতি করতাম বললাম আমাদের শেষ হয়ে গেছে, নতুন করে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ঢাকা ফিরে এলাম কলকাতা থেকে বিএ পাস করে প্রায় ২৬ বছর আগের কথা। ঢাকা ফিরে আসার পরে যখন দেখলাম যে, বাঙালি জাত শেষ হয়ে গেছে, বাঙালি জাত গোলাম হয়ে গেছে, বাঙালি জাত বাজার হয়ে গেছে, সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নামলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। ১৯৪৮-৪৭ সালে আমরা কিছু কিছু সংগ্রাম শুরু করলাম। ৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে ধারণা তা স্পষ্ট হয়ে গেল। ১৯৪৮ সালে তারা আমার ভাষা, আমার কৃষ্টির ওপর আঘাত করল। বাংলাভাষাকে ভুলিয়ে আমাদের উর্দু শেখানোর চেষ্টা করল। জিন্নাহ সাহেবকে ঢাকায় আনা হলো। এই রেসকোর্স ময়দান যখন নাম ছিল এখানে বক্তৃতা করে জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। তার বিরুদ্ধে কথা বলা তখন বড় সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল। মাথা থাকত কিনা জানতাম না। প্রতিবাদ করেছিলাম আমি ওখানে দাঁড়িয়ে, প্রতিবাদ করেছিল বাংলার ছাত্রসমাজ সেই যুগে, প্রতিবাদ করেছিল বুদ্ধিজীবী সমাজ। জনগণ তখন বুঝতে পারে নাই, আমাদের ওপর হলো

অত্যাচার। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ করে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। ৯ ঘটিকার সময় আমি গ্রেফতার হয়ে যাই, আমার সহযোগীরা গ্রেফতার হয়ে যায়। এরপরে ধাপে ধাপে আন্দোলন শুরু হয়, সেই ইতিহাস আপনারা জানেন। সেই দিনের কথা কল্পনা করতে পারবেন না, সেই দিনের কথা আপনারা বুঝতে পারবেন না আমার ছোট ভাইয়েরা। সেই দিন বড় দুঃখের দিন ছিল। সেই দিনের কথা বললে কী হতো আমাদের কথা আপনারা জানতেন না। রাস্তায় আমরা বেরোতে পারতাম না। বাংলায় কথা বলতে দিত না। পয়সা সাহায্য কেউ আমাদের করত না। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে পালিয়ে আমাদের আন্দোলন করতে হতো। বাঙালি জাতির বড় দুর্দিন তখন। তারা অক্টোপাসের মতো চারিদিকে বাংলাকে শেষ করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ছাত্র ভাই বোনেরা, সেই জন্য ছাত্রলীগের সম্মেলনের কথা মনে পড়লে আমাকে আসতে হয়। বহুদিন আমি বক্তৃতা করি না, বক্তৃতা করার ইচ্ছা আমার নাই। ছিল না, তবুও যখন ছাত্রলীগের কথা শুনলাম তখন আমাকে ওরাও আমাকে জোর করল। আমাকেও আসতে হলো। আমি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও। ৪৮, ৪৯-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালে আন্দোলন, '৫৮ সালের ফজলুল হক সাহেবের গ্রেফতার, এও ভুলে যাবেন না তখন আমিও জেলে ছিলাম। '৫৪, '৫২ সালে, '৫৮ সালের মার্শাল ল', আইয়ুব খানের চক্ষু রাঙানি, '৬২ সালের গ্রেফতার, '৬৬ সালের ৬ দফা, তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রাম, ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সেই ইতিহাস, সব ম্লান হয়ে গেছে স্বাধীনতার ইতিহাস। এত রক্ত কোনও দেশে কোনও যুগেও দেয় নাই। এই রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ বলেছিলাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু মুক্তি পেয়েছি কিনা জানি না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি কিনা জানি না। পাই নাই, কেন পাই নাই, অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে যাবার সময়। লুটপাট করে অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতি মুক্তি না আসা পর্যন্ত দেশের জনগণের মুক্তি আসতে পারে না। সে জন্য আমি আগেও বলেছিলাম আপনাদের কাছে স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীনতা পেয়েছি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাই নাই। স্বাধীনতা আসবে না যে পর্যন্ত না এ দেশের দুঃখি মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, যে পর্যন্ত না দুঃখি মানুষ অত্যাচার-অবিচারের হাত থেকে না বাঁচবে, যে পর্যন্ত না শোষণমুক্ত সমাজ না হবে, দুঃখি মানুষের অর্থের সুষম বণ্টন করতে না পার সেই পর্যন্ত আমার দেশের সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। আসে না। এই পথ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে হলে কঠোর পরিমাণ ত্যাগের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনার জন্য অধিক হারে পরিশ্রমের প্রয়োজন। রাতারাতি হয় না, কোনদিন হয় নাই। সোজা পথ নাই আন্দোলনের ধাম করিয়া নেতা হওয়া যায় না, যে নেতা ধাম করে নেতা হয় ধাম করে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে হতে হয়, আস্তে আস্তে আস্তে আস্তে হয়। অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক কাজের প্রয়োজন, অনেক শিক্ষার প্রয়োজন, একদিনে হয় না কোনও জিনিস, হতে পারে না। যারা তাড়াতাড়ি হবার চান তাড়াতাড়ি পড়ে যান, আমার

রাজনৈতিক জীবনে বহু দেখেছি। বহু নেতা দেখেছি, আমার কিছু সহকর্মীরা আছে, যারা আমার চেয়ে বড় নেতা করে নাম দিয়েছে গোটা রাস্তায়। দেখেছি আমার আন্দোলন দেখেছি এমন সহকর্মীরা নেতা আমাদের সাথে ছিলেন, কোথায় গেছেন? কীভাবে আছেন? কী করছেন? কোনও খবর নাই। কারণ তারাও চেয়েছিলেন তাড়াতাড়ি কিছু হওয়ার জন্য।

ভাইয়েরা-বোনেরা আমার, আজকে দেশের অবস্থা কী, এত জিনিসগুলো দরকার হয়ে পড়েছে আজ আমাদের। আমি অনেক সময় বলি যারা বেঁচে আছেন তারা দেখে আমি খুশি হয়েছি। আমি যদি আত্মসংযম করতে না পারি, যদি আত্মসমালোচনা করতে না পারি, যদি আত্মশুদ্ধি করতে না পারি, তাহলে অন্যকে বলার আমার কোনও অধিকার নাই। যখন আমি আমার আত্মসমালোচনা করত ভাই ও বোনেরা দিনভর এই পর্যন্ত কী করলাম। রাত্রে একবার চিন্তা করে মনে মনে ভেবো আজ কী ভালো করলাম কী মন্দ করলাম, পরদিনে দেখতে পাবা কী করতে পারি আর না পারি অনেক সংশোধন হবে।

ছাত্র ভাইয়েরা ও বোনেরা, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পোড়ো না। তোমরা আমার ছেলেরা তোমরা আমার ছেলের মতো। শাষণ করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। আমি তোমাদের শাসন করতে চাই সোহাগও করতে চাই। তোমাদের আত্মসমালোচনা কর, আত্মসংযম কর, তারপরে আত্মশুদ্ধি কর, তারপরে রাস্তায় নামো মানুষ বুঝবে, মানুষ ভালোবাসবে, মানুষ শ্রদ্ধা করবে, মানুষজন তোমাদের সাথে যোগ দিবে। নাইলে হবে না। আমার পূর্বসূরি লাঠি দিয়ে কারও কিছু করতে পারে নাই, ভালো কিছু করতে পারে নাই। ফলাফল সম্ভবপর নয়। আমি তিন বৎসর কিছুই দেবার পারবো না। আমার সাথে পাঁচ লক্ষ লোক হাত তুলে বলেছিল সেদিন আমাকে কিছুই চায় না। বলতে পারেন আমার কাছে আপনারা যে এদেশের মানুষ পায় নাই, আমি দেই নাই বুকে হাত দিয়ে। দেবার মতো অবস্থা থাকতে হবে। নিজেরাই বলেছিলেন আপনারা। এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করল, এক কোটি লোক দেশে ফিরে আসল, যে দুনিয়ার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরল, ত্রিশ লক্ষ লোক জান দিল, স্কুল-কলেজ ভেঙে ফেলল, চিটাগাং পোর্ট, চালনা পোর্ট ধ্বংস করা হলো, কল-কারখানা নষ্ট হয়ে গেল, তারপরে আমি কারাগার থেকে ফিরে আসলাম। লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার হয়ে গেল। লক্ষ ছেলের হাত নেই, পা নেই, লক্ষ লক্ষ মা বোন পিতাহারা ছেলে হারা হয়ে গেল। সে অবস্থা ভয়াবহ আপনাদের ইতিহাস এখন সেটা জানে। রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে যাকে আমরা গর্ব করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথানত করে স্বীকার করি। কত বছর পর্যন্ত রাশিয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। পরিণতিতে সেখানে বিপ্লব হয়েছে। সমাজতন্ত্রের রাস্তা ধরলে সোজা রাস্তায় হয় না অনেক কঠোর রাস্তা। এর ফল ভোগ করতে পারে অনেক বৎসর পরে, তাড়াতাড়ি হয় না। সোভিয়েত রাশিয়া ভোগ করতে পারে নাই। এখনও পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে তারা বলতে পারে না যে তারা সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে। এত সোজা না। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আমেরিকা দুনিয়ার এত উন্নত রাষ্ট্র সেখানে আজো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পায়, দুনিয়ার ইতিহাস দেখেন। আজ ১৯ মাস স্বাধীনতা পেয়েছে, রেললাইন ভাঙা, রাস্তা ভাঙা,

পুলিশ নাই, বিডিআর, মিলিটারি অর্ধেক নাই, রক্ষীবাহিনী নাই, ছাত্রদের স্কুল-কলেজ নাই, বই-খাতা নাই, গুদামে খাবার নাই, পোর্ট নষ্ট, সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। মিয়া বক্তৃতা করেন আল্লাহ্‌র কাছে শুকুর করা উচিত। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ ছিল না বাংলাদেশ একটা কলোনি ছিল। এখানে কোনও সরকার ছিল না, এখানে কোনও ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের অফিস ছিল না, এখানে কোনও ফরেন এফেয়ার্স, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের অফিস ছিল না, এখানে কোনও প্লানিং অফিস প্লানিং কমিশনের অফিস ছিল না, এখানে কোনও এক্সপোর্ট এর অফিস ছিল না, এখানে কোনও ইমপোর্টের অফিস ছিল না যা ছিল ২/৩ জন ৫ জন লোক নিয়ে, তাই নিয়ে সরকার দিতে হলো। ব্যাংকে কোনও পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। সাড়ে সাত কোটি লোক আমার বাংলাদেশে। আমরাও নিমক হারাম জাত। আমি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ। বাংলার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন দেশ নাই। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন সবই আমার বন্ধু রাষ্ট্র সেটা আমি দাবি করতে চাই। কিন্তু কাউকে আমি আমার সঙ্গে আমার এই জায়গায় হস্তক্ষেপ দিতে চাই না কেউ দেবে না। কিন্তু বড় আমরা, আজকে ভারতবর্ষকে আমরা গালি দেই অন্য কারণে নয়, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার জন্য কিছু লোক। কেন? আমি শেখ মুজিবুর রহমান এখানে বাংলার মাটিতে ছিলাম। আমি তো বক্তৃতা করি নাই আজ ৮ লক্ষ টন সেই আড়াই কোটি মণ খাবার ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরে আমাকে দিয়েছে। সেই জন্য মিসেস গান্ধীর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। নাইলে আমার বাংলার মানুষ বাঁচত না যুদ্ধের পরে। আড়াই কোটি মণ খাবার আমি তার কাছ থেকে আনছিলাম তার গুদামের স্টক থেকে। আর তারে গালায়ে চলেছি আমরা? কেন গাইলাব? সে আমার পাশের রাষ্ট্র সুখে থাকুক, আমি বাংলাদেশ সুখে থাকি। সে আমার ভাই আমি তার ভাই পাশিপাশি। যদি আমার কাজে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, আর তা কেমন করে বাধা দিতে হয় শেখ মুজিবুর রহমান তা জানে। কারো শক্তি নাই আমার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু মিছা মিছা মিছা মিছা ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া ঝগড়া করতে চাই না কোরো সঙ্গে। দুনিয়ার সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। দুর্দিনে সোভিয়েত আমাকে সাহায্য করেছে, দুর্দিনে ভারতবর্ষ আমাকে সাহায্য করেছে, দুর্দিনে অনেক কান্ট্রি আমাকে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ আমেরিকার জনগণ আমাকে সাহায্য করেছে, দুনিয়ার যত প্রগতিশীল মানুষ আছে আমাকে সাহায্য করেছে, সাহায্য করেছে অস্ট্রেলিয়া, জনসাধারণ অনেক জায়গায় মিলে করেছে। আমার বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে আমি সকলের কাছ থেকে বন্ধুত্ব কামনা করি। কারো সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই। আমি আমার ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল আমার লোক সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি, অস্ট্রেলিয়ার লোক সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ আর আয়তন ভারতবর্ষের আড়াই গুণ আর কানাডার লোক সংখ্যা ২ কোটি ২ লক্ষ আর ৪ লক্ষ ৪ হাজার মিলিয়ন স্কয়ার মাইল আর আমি হলাম ৫৪ হাজার। ৩২টা দেশের প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠক বসল। ভারতবর্ষের হলো ৫৬ কোটি আর আমার হলো সাড়ে সাত কোটি, লাইবেরিয়ার ৬ কোটি আর কোনটা দেড় লাখ, কোনটা

আড়াই লাখ, কোনটা ছয় সাত লাখ, কোনটা পনের লাখ, কোনটা চল্লিশ লাখ, কোনটা ত্রিশ লাখ। আমি হাসতে হাসতে কইলাম যে আমার সাত কোটি থেকে ৩ কোটি কমাইয়ে নিয়ে যান আর চার কোটি নিয়ে সাহায্য-টাহায্য আমি চাই না। সাহায্য আমি দেবার পারবো তিন বৎসর পরে। আমার সাড়ে সাত কোটি মুখ আমার এক মুঠ করে আটা দিলে সাড়ে সাত কোটি মুঠ আটা লাগে। কল-কারখানায় কাজ করত না, এখন কিছু শ্রমিক আছে ধন্যবাদ দিই কিছু কাজ করে, এরা একটু ভালো কাজ করে। যত আয় করবেন তত আপনাদের পয়সা দেওয়া হবে। আর যদি আয় না করবেন তালাবদ্ধ করে দেওয়া হবে সাফ সাফ কথা। ছাত্র ভাইয়েরা, দেশের অবস্থা ভালো না। চোরের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেছি। যে দিকে তাকাই আমি সে দিকে চোর দেখি চোর চোর চোর চোর। চোরের জ্বালায় আমি অস্থির। কার কথা বাদ দেবো যার কথা বাদ দেবো সেই। এ জন্য আমি তোমাদের বলেছিলাম দেখ আমি ভেবে-চিন্তে কথা বলি, আমি বাজে কথা বলি না। আমি বলেছিলাম সোনার মানুষ দাও সোনার বাংলা গড়তে পারবো, নইলে পারবো না, শেখ মুজিবুরকে বাইটা খাওয়াইলেও পারবো না। আফসোস তো সেখানেই আমার যে যেখানে পায় সে সেখানে চাটে। কত মানুষরে মারবো? কত মানুষ জেল দেবো? কত মানুষকে ঠিক করবো। এখানে আমাদের প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি করা। বাংলার ছাত্র সমাজ তোমরা পার। তোমাদের নিয়ে আমি স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলাম। তোমরা অনেকেই তখন জন্মগ্রহণ কর নাই। তোমাদের যারা আগে ছাত্রলীগ করত তারা গোপনে গোপনে জানত যে আমি কী চাই এবং তাদের বলে দিয়ে আন্দোলন করাতাম। ঐ আমাদের দৌড় স্বাধীনতার দৌড়। আমি তোমাদের আমি বলি তোমাদের আন্দোলন করতে হবে, সংগ্রাম শেষ হয় নাই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আগেও বলেছি এটা দেশ গড়ার সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র করতে হলে সমাজতন্ত্রে ডিসিপ্লিন দরকার। অনেকেই গেছ বিদেশ দেখে আইছ ডিসিপ্লিন কারে বলে। আমাদের সব শহর বিদেশি স্টাইল একই সঙ্গে বাংলাদেশে যুদ্ধ হয়েছে। আজ দুঃখের সাথে সেই কথা বলতে চাই, অনেকদিন মুখ খুলি নাই, আজ খুলতে চাই। কারণ আমাকে হয় প্রধানমন্ত্রীর গদি ছাড়তে হবে না হয় চরম আঘাত হানতে হবে বাংলাদেশে। এই বাংলাদেশে রাজনীতি করেছি, প্রধানমন্ত্রীর জন্য করি নাই তা তোমরা জান। বারবার প্রধানমন্ত্রীর অফার আমি পেয়েছি আমি নেই নাই; আমি ফাঁসির দড়ি নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি নেই নাই। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। আমি প্রধানমন্ত্রী কেন হবো? তোমাদের ঘরে ঘরে অস্ত্র তোমাদের পেটে খাবার নাই বিদেশ থেকে খাবার আনতে হবে। লক্ষ লক্ষ টন খাবার আনতে হবে। কোথা থেকে আসে? অনেকে বক্তৃতা করে আমাদের স্বাধীনতা নাই। স্বাধীনতা নাই বক্তৃতা করে এমনকি খবরের কাগজে উঠে। কোন স্বাধীন দেশে এ কথা উঠতে পারে না যে আমরা তারপর তাও খবরের কাগজে লেখা হয়। তারপরেও আবার আমাদের স্বাধীনতায় হাত দেয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বলতে হয় আমাদের মাঝে পাকিস্তান আসে, আমাদের মাঝে এসে ভারতবর্ষ আসে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এই সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি,

মানবতাবাদে বিশ্বাস করি, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি বলেই তা আমি শাসনতন্ত্র দিয়েছি, ইমার্জেন্সি কান্ট্রির মধ্যে রাখি নাই। যদি পাপ হয়ে থাকে জানি না পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে কি হবে না। আর যদি দেখি অমুক তারিখে যদি দাবি মানা না হয় অমুক তারিখে সশস্ত্র বিপ্লব করবো। এদেশে সরকার আছে কি নাই তারও কোনও খবর কাগজে লেখার অধিকার আছে কি নাই। আমি দুনিয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করি, তাদের যদি আঘাত করি, আঘাত করি নাই কারণ সময় আসতেছে। তারা মনে করেছেন আমাদের সমাজে কারো স্বাধীনতা নাই, যদি কেউ বলে বাংলাদেশের এই অংশ কেউ নিয়ে গেছে সেই পত্রিকা থাকার অধিকার আছে নাকি বাংলাদেশে? বেশি ভয় দেখাইয়া লাভ নেই। যারা আন্দোলনের ভয় দেখান তাদের মনে রাখা উচিত যে শেখ মুজিবুর রহমান এত দুর্বল! আন্দোলনের মধ্য পয়দা হয়েছে আর আন্দোলন দেখে ভয় পেয়ে যায়। যারা আন্দোলনের ভয় দেখান তার আন্দোলন দেখেন নাই। আমি আন্দোলনে পয়দা হয়েছি, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পয়দা হয়েছি, আন্দোলনের মাধ্যমে আমি শেষ হয়ে যাবো। বেশি ভয় দেখাইয়া লাভ নেই। মনে কইরেন না দেশের সব রাজনীতিক বনে ভাগছি আমরা। আমরা বুলেটের সঙ্গে রাজনীতি করেছি, স্বাধীনতা সংগ্রামে লিড দিয়েছে আমার পার্টি আমার জনগণ আমার জনসাধারণ; আমার কথায় দিয়েছে কারো কথায় দেয় নাই। আলবদর, আল শামসদের ক্ষমা করেছি। অনেকে বলে বঙ্গবন্ধু তুমি কঠোর হও, আমি ক্ষমা করেছি। এ যদি আমার পাপ হয়ে থাকে তাহলে এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে। কত লোক গেছিল বাংলাদেশ ছাড়িয়া, কে বাংলার গভর্নমেন্ট এর হুকুম মানছিল, কারা কারা ওখানে চাকরি করেছে, কারা কারা এখানে ব্যবসা করেছে? আমি জানি না? রেকর্ড নাই? আছে। কেন ক্ষমা করেছি? ওরা বাংলার মানুষ, ভেবেছিলাম স্বাধীনতার পরে এই রক্তের পরে, আর রক্ত আমি দেখতে চাই না। কিন্তু তাই কি হচ্ছে? হাজার হাজার কর্মী আমার মারা যাচ্ছে। যাদের কাছ থেকে আমি অস্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম তোরা অস্ত্র আমাকে ফেরত দে, আমারে অস্ত্র ফেরত দিয়েছে, আজ আমি রক্ষা করতে পারছি না। রাতের অন্ধকারে পিশাচ-এর দল তাদের হত্যা করছে। আবার যখন সে বলে মুজিব ভাই তুমি আমার অস্ত্র নিয়ে গেছ, আমার অস্ত্র ফেরত দাও। একটা অস্ত্র দাও দেখি আমার গায়ে কে হাত দেয়, আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমার কথায় তারা অস্ত্র দিয়েছে আর দুষ্কৃতিকারীরা রাতের অন্ধকারে সেই কর্মীদের হত্যা করে এবং তারা বাইরে আইসা গণতন্ত্রের কথা বলে আর ভেতরে যাইয়া অস্ত্র জোগাড় করে। আমরা জানি না বাংলাদেশ? বাংলাদেশের এমন কোনও মহকুমা নেই, বাংলাদেশের এমন কোনও থানা নেই, বাংলাদেশের এমন কোনও গলি নেই যার পাশে আমি একদিন দাঁড়াইয়া আন্দোলন করি নাই। আমার জীবনের যৌবন আমি কারাগারের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি বাংলার মানুষের জন্য। আজ জনগণের স্বাধীনতা নাই। সমাজতন্ত্র দেশে, বল কেমন কইরা স্বাধীনতা নাই।শুধু লুট-পাটের দুনিয়া। আজ পর্যন্ত রাষ্ট্র কায়েমে একটা গুলিও আমি ছাড়ি নাই, একটা হানড্রেড ফোরটি ফোর আমি দেই নাই।

ভাইরা, বাবারা, ছেলেরা, আমি জাতির পিতা, আমি বঙ্গবন্ধু। পে-কমিশন জীবন ভরে দেশে পে-কমিশন হয় নাই। বড় বড় শিক্ষাবিদদের দিয়া, গুণীজনদের দিয়া পে-কমিশন করে দিয়েছি। ... খাবার কিনতে হবে, তেল কিনতে হবে, কাপড় কিনতে হবে, ঔষধ কিনতে হবে, ইন্ডাস্ট্রির মাল কিনতে হবে, কারখানা করতে হবে আবার বেতন বাড়াতে হবে। টাকা আসবে কোথা থেকে? ট্যাক্স করে। কার ওপর ট্যাক্স করবো? এদেশের দুঃখি মানুষ? যার গায়ে কাপড় দেবার পারছি না আমি? যার পেটে খাবার নাই? যার ঘর ছাড়া আর কিছুই নাই। তাদের ওপর ট্যাক্স বসাইয়া আমার টাকা নিতে হবে? প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেব কিন্তু এই গরিবের ঘাড়ের ওপর ট্যাক্স বসাতে আমি আর পারবো না। যা আছে ভাগ করে খান। পে-কমিশন যা দিয়ে দিয়েছে তাই দিয়ে দিতে হবে গরিব যেন বাঁচে। যা যেখানে পেয়েছি তাই দিয়ে দিয়েছি। এটা আমি মানি না সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, আমার ছয় দফা, আমার পাঁচ দফা, আমার নয় দফা ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতে তোমাদের যা আসে তা দেবো। চাষ কর, উৎপাদন কর, চাষ কর, উৎপাদন কর। দশটার সময় অফিসে যাবে না তিনটার সময় সে যায়, আর খালি প্রস্তাব পাস করে মনে করছে সরকার কিছু কয় না ফ্রি স্টাইল। বঙ্গবন্ধু আছে, একবার কাইন্দা বলি, মাফ করবো তো। দোষ তো আমার আছেই। হাত ধরলেই মাফ কইরা দিই, কী করবো? আমারই ছেলেপেলে আইসা যদি কান্নাকাটি করে যে আমরা খুন করেছি মাফ করে দাও। এটাতো আমার দোষ হয়ে গেছে আমার বড় দোষ। এদেশে কী করে যে আমি উদ্ধার পাবো শুধুই ভাবতেছি। তাই ভাবতেছি ছেলেপেলেরে এমন না করে দিতে হয়, তোরা চালা আমি দেখি জাতির পিতা হইয়া। চালাইয়া দেখ্, রাষ্ট্র কীভাবে চালাতে হয় দেখাইয়া দে। আমি যখন ছিলাম না রাষ্ট্র তো চালাইছিস। আমি যখন ছিলাম না বন্দী ছিলাম তখন তো স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইছিস কাদের নিয়া, যুদ্ধ চালাইছিস, ওদের বলে দেই যে এভাবে এভাবে গভর্নমেন্ট চালা। ঠিক চইলে যাবে। ভদ্রলোকরা শুনবা তো না। যাদের কথা শুনছ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। ইয়াহিয়া, আইয়ুব খান ভাত্তা পিটাইয়া শুনাইছে। আমরা ভদ্রলোক কিনা শুনো না। বড় মসিবতে পড়ে গেছি। আমার টিচার ভাইয়েরা স্ট্রাইক করেছে। একটু দয়া কোরো বাবা দয়া কোরো। পে-কমিশন করেছি, এডুকেশন কমিশন করেছি। কীভাবে স্কুল-কলেজ চলবে, ট্রাস্টি বোর্ড হয়েছে। ডিটেল রিপোর্ট আসুক। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে কী এডুকেশন কমিশন সেই সমন্ধে একটা রিপোর্ট দিবে। বইসা বুইঝা বিবেচনা কইরা কত কলেজ থাকবে কত স্কুল থাকবে কত সরকারি এই বছর করতে পারবো বা ৮ বৎসরে কত করতে পারবো বা ১০ বৎসরে কত করতে পারবো ঠিকঠাক করে দেয়া হবে। গতবার ঠিক ঠিক পরীক্ষার তিনদিন আগে স্ট্রাইক নোটিশ দিল। এবারও ঠিক পরীক্ষার আগে স্ট্রাইক দিল। রেসপন্সিবিলিটি যেমন আমাদের আছে তেমনি আপনাদেরও আছে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা অনেকেই আমার সহকর্মী স্ট্রাইক-ফেস্ট্রাইক বাদ দেন। আপনারা ভুল করেছেন কেহ স্ট্রাইক কইরা আমার কাছ থেকে ওয়াদা নেবার পারে নাই, স্ট্রাইক-ফেস্ট্রাইক করিয়া আমার কাছ

থেকে ওয়াদা নেবার ফন্দি কেহ করে নাই। ভুল কথা! যখন আপনারা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেন, ইয়াহিয়া খান যখন আমার কবর খোড়ার আশে পাশে নিয়ে যায়, আমার মুখ দিয়া কথা বের করতে পারে নাই। কারণ মরার আগে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমি অপমান করতে দেবার চাই নাই। এগুলো মিলামিশা সকলে মনে করার উচিত যে মার পোড়ে না মাসির পোড়ে সে হল ডাইনি। আমার জন্য বাংলার মানুষের জন্য বেশি পোড়ে সে ডাইনি ছাড়া আর কিছুই না আমি বলতে বাধ্য হলাম। যা আছে সম্পদ বাংলার মানুষের এবং তাই ভাগ ভাগ কইরা মিইলা মিইশা খাইতে হবে। রাস্তা নেই ঘাট নেই, রেলওয়ে ব্রিজ এখন পর্যন্ত সারতে পারি নাই। চরিত্র এত জঘন্য খারাপ হয়ে গেছে যেই ধরি পকেটমাইর ধরি চোর-গুণ্ডা ধরি, লজ্জায় মরে যাই ছাত্রলীগের ছেলে ভাই বোনেরা। পুলিশ দিয়া নকল বন্ধ করতে হয় আমার এ কথা কার কাছে কবো মিয়া? এ দুঃখ! বলার জায়গা আছে মিয়া? তোমরা নকল বন্ধ কর। ছাত্রলীগ– ছাত্র ইউনিয়ন নিয়া সংগ্রাম পরিষদ করেছ, তোমরা গার্ড দিয়া নকল বন্ধ কর। তোমাদের আমি সাহায্য করি। পুলিশ দিয়া আমারে নকল বন্ধ করতে দিয়ো না তোমরা। পুলিশ দিয়ে আমি চোর সামলাব। ভাই ও বোনেরা আমার, আমি বলেছি যে সোজা রাস্তায় নাই সমাজতন্ত্রে। একদল লোক উঠেছে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেছে। জীবন ভরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করেছি। আপনারা বলে ছাত্র ভাইয়েরা তোমরা নাকি এদেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, মরেছে ৪টি আদর্শের জন্য। জাতীয়তাবাদ– যা তোমরা বিশ্বাস কর। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার হাওয়া তাই নিয়ে আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তোমরা তা বিশ্বাস কর। শোষণহীন সমাজ, সুষম বণ্টন, সম্পদের মালিক জনগণ। তোমরা তা বিশ্বাস কর। সোজা পথ নাই অনেক রাস্তা যেতে হবে।



১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ঢাকায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এই ভাষণ দেন।

... একদিনে পয়দা হয় নাই কোনদিনও, এর পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে। যখন আমরা জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ তো এমনি হয় নাই, ... অনেকে জাতীয়তাবাদ মানতে চায় না প্রথমে, পরে তা আবার মানছে। অনেকে বলেছে এটা বিপ্লবের পরিপন্থি। একদল বলেছে অন্যদল বলছে না পরিপন্থি না। এই অনেক আলোচনা হওয়ার পরে, অনেক শিক্ষা, অনেক আন্দোলন, অনেক রক্তারক্তির পরে ঠিক হয়েছে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন জাতীয়তাবাদ ন্যাশনালিজম প্রয়োজন। এ জন্য ন্যাশনালিজম, ডেমোক্র্যাসি এন্ড সোশালিজম। এটা আসমান থেকে পড়ে নাই, এটা গাছের মাধ্যমে গজায় উঠে নাই। বহুদিনের সংগ্রামে, বহু চিন্তা-ভাবনা, বহু ইতিহাস, বহু রক্ত, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে একটা দেশের ফিলোসফি অব লাইফ হয়। এ জন্য আমার দুঃখ যে, প্রিন্সিপল অব দ্যা স্টেট যা পুঁজিবাদ গ্রহণ করেছে, আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছে, যা যুবলীগ গ্রহণ করেছে, যা ছাত্রলীগ গ্রহণ করেছে, যা শ্রমিক লীগ গ্রহণ করেছে, যা কৃষক লীগ গ্রহণ করেছে, যা অন্য লীগরা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেরই কর্তব্য এটা সম্বন্ধে নীতিটা চিন্তা-ভাবনা করে দেখা। সব জিনিসের এক জিনিস, সব ফিলোসফির মিল এক জাগাতেই। সেটা কি জানো, একটা শোষণহীন সমাজ গড়ে সম্পদের সুষম বন্টন করা, যাতে দেশের দুঃখি মানুষ সুখে বাঁচতেছে এবং সেই কর্তব্যের ভার তোমাদের নিতে হবে। তোমাদের মানুষ হতে হবে।

ছাত্রলীগের কর্মী ভাইয়েরা, বোনেরা, তোমাদের কাছে আমার শুভেচ্ছা রইল। মানুষ হও। মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন, মানুষ হতে হবে, মানুষ যখন-তাই নাকি? এই তার পণ। কবিতাও ভুলে গেছি আমি আজকাল মনে থাকে না আমার, আগে মনে থাকত। আমাকে ভুলায়ে দিয়েছে এত প্রবলেমের ধাক্কায়।

তোমরা লেখাপড়া শেখো। তোমরা মানুষ হও। তোমরা সৎ পথে থাকো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা-তোমরা প্রতিবাদ করতে জান। অন্যায় আর ন্যায় পাশাপাশি চলতে পারে না। ... পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। একদিকে এটা চলবে, একদিকে ওটা

চলবে। তোমাদের আমি বলি, তোমরা পুণ্যবান হও এবং প্রথম কথা বলি, সব কিছু করতে পারবা যদি একটা জায়গায় ঠিক থাকে সে তোমার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য যে বিদেশি চক্র ভীষণভাবে বাংলাদেশে একটিভ হয়ে গেছে এবং টাকা খরচ করে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করতেছে তাদের সম্পর্কে প্রথমে হুঁশিয়ার হয়ে যাও। এমনও হতে পারে যে আমাদের চরম আঘাত করতে হতে পারে। আমি বারবার বলছি, বারবার বলছি, বারবার বলছি, এর অর্থ কী জানো? যেন তোমরা মেন্টালি প্রস্তুত থাকো।

বিশৃঙ্খলা, এটা করে দেবো, ওটা করে দেবো, যারে বড় না দেখি সে বড় সুন্দরী আর যার পাকে খাই নাই সে বড় রান্ধুনি– জানো? এরা ভুলে গেছে আমার সহকর্মীরা যারা আমার সাথে আছে, যাদের মন্ত্রী-টন্ত্রী বা পার্টি মেম্বার করছি বা যারা আজকে আমার সঙ্গে আজকে কাজ করছে ... আজ গণ ঐক্য করে যাচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি বা ন্যাপ বা ছাত্রলীগ ও ছাত্র এক হয়ে কাজ করেছে তারা। তারা বহু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আছে। বহু ত্যাগের মধ্যে আছে। ওরে পাগলা, আরে পাগল আমার বহু আছে ভাই, আমিও পাগল, ওরাও পাগল ...

আচ্ছা, শুধু তোমাদের বলি আজকে, যে তোমাদের এই স্বাধীনতাকে আরেকটা কথা, তোমার বৈদেশিক নীতিকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র আছে। বৈদেশিক নীতি যা করেছি তোমরা সকলে সব জানো। আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। আমরা বলেছি যে, ইন্ডিয়ান ওশানকে সাংক এরিয়া ঘোষণা করা হোক। আমরা এই যে, এই অঞ্চলের লোক, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, শিলং যতটুকু বলেছি আমরা। কিন্তু তারা শক্তি আছে, এরোপ্লেন আছে , তারা ঘাঁটি করতে চায়। আপনারা বিশ্ব শান্তি চান ঘাঁটি করেন কেন? আমাদের প্রতিবাদ রইল, আমরা দুর্বল হতে পারি, কিন্তু মনে রাখা দরকার, যে বিশ্ব জনমতের বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন বেশি দিন টিকতে পারে না। অস্ত্রের হুংকার দিয়ে তোমরা আমাদের এই দেশ এই যে আমাদের সাউথইস্ট এশিয়া, এশিয়া এবং আমরা কন্টিনেন্টাল কান্টিতে বাস করছি যারা আমরা ইন্ডিয়ান ওশানে বসবাস করি, আমরা যা চাই না তোমরা আবার চাপিয়ে দিচ্ছ কেন? আমরা এক ক্ষুদ্র পরিবার। এতে কিন্তু নই। আমরা– আমাদের ফরেন পলিসি ক্লিয়ার। একেবারে আয়নার মতো স্বচ্ছ। রোজ রোজ বক্তৃতা শুনি যে, আমরাই ইসলামী সম্মেলনে যোগদান ... আমরা এই করলে রিকগনিশন দিবো। আমরা ইসলামী সম্মেলনে– আমরা এইটটি পার্সেন্ট মুসলমান এদেশে বাস করি। আমাদের সেক্যুলার কান্ট্রি– তা হলেও আমরা ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করতাম। কিন্তু আমাদের উপরে বারগেনিং যে রিকগনিশন, এইটা কর, এইটা কোরো না, রিকগনিশন দিবো। বন্ধু চায়নারে বলবো নাম দেয়ার জন্য, তারপরে আস, জয়েন কোরো। ওসব কথা ভুলে যাও। তুমি আমারে রিকগনিশন কর না কর তাতে দেশের কিছু আসে যায় না। আমি তোমারে রিকগনিশন করি কিনা সেইটেই আজকে ভাববার বিষয়। আমি চাই, এই কন্টিনেন্টে, এই সাব– কন্টিনেন্টে শান্তি হোক। আমি শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তুমি অন্যায় অবিচার করে প্রেশার দিয়ে অন্যকে দিয়ে তুমি চাপায় দেবা। তুমি ভুল

করেছ। তুমি ইয়াহিয়ায় জেলখানায় বসেও শাসনতন্ত্র লিখেও আমার মুখ দিয়ে এক কথা বার করতে পারে নাই। তোমাদের জানা উচিত, তোমরা এহনও প্রকৃতপক্ষে চেনো নাই যে, শেখ মজিবর কী জিনিস। এ আমাদের নীতির পরীক্ষা, আর আমাদের ফরেন পলিসি চলবে। আমাদের এ ... পলিসি চলবে। এর মধ্যে আমাদের উত্থান-পতন, ঘাত- প্রতিঘাত আমাদের সহ্য করতে হবে এবং তোমাদের সে জন্য আজকে দেখবা, যে তোমাদের মধ্যে ঢুকেছে, আমাদের মধ্যে ঢুকেছে, সব জাগায় ঢুকেছে। আবার ঢুকার চেষ্টা করে, তোমাদের এই ইউনিটি ভাঙার চেষ্টা করে। সাবধান হও, সাবধান। তোমরা যখন দেশ সেবায় যাবা সত্যিকারের সুযোগ পাবা। তোমাদের ইউনিটি খুব প্রয়োজন। খবরদার আত্মকলহ কোরো না। যদি মুখের মধ্যে কিছু থাকে তবে আলোচনা করে নাও । যদি মনে কর কী আছে তবে জিজ্ঞাসা করে নাও। কিন্তু আত্মকলহ কোরো না। আত্মকলহ করলে যত বড় বড় বল ভাইঙে চুরমার হয়ে যাবা মিয়া। চেনবার উপায় নাই। কারণ, তোমাদের শত্রু দুর্বল নয় । এ শত্রু শুধু বাংলার মাটির শত্রু নয়। এ শত্রু দুনিয়ার অনেক শক্তিশালী শক্তি। সেই শত্রু এতদিন ধরে এখানে কাজ করছে। সে তোমাদের জিনিসটাকে শিখতে হবে। এ জন্য আগেই বলেছিলাম যে, তোমাদের কর্তব্য হোক, আমি যেন এই দেখে সুখী হবো, যে, ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান তোমরা সুন্দরভাবে গড়ে তোল। আমি দেখতে চাই যে, ছাত্রলীগের ছেলেরা যেন ফার্স্টক্লাস বেশি পায়। আমি দেখতে চাই, ছাত্রলীগের ছেলেরা যেন, ঐ যে কি কয়, নকল, ঐ পরীক্ষা না দিয়া পাস করা, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলো। আর আমাদের বলতে চান, যে বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি দেয় না, বাংলা দেয়। আমি তো স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দিছি মিয়া, আমার দায় কী হলো? অবাধ প্রশাসন, তোমরা দাবি করছ, দিয়ে দিছি, তা ইংরেজি দেয় না বাংলা দেয়, আমি দেবো কি মিয়া। গভর্নমেন্টের হুকুম আছে যে, বাংলায় করতে হবে, আমরা বাংলায় করি। তোমরা যাও বল, তোমরাই প্রক্সি দিয়েছ কেন বাংলায় কোশ্চেন করা হয় নাই। যাও, বলো, তারপরে আমার কাছে আসো। আমি কিন্তু কন্সটিটিউশনের মধ্যে রাখি নাই যে, এত বছর পরে ... . এই পুরানা আমলের চাল আমি দেই নাই। কারণ, আমি জানি, এই চাল বড় খারাপ চাল, যে পাঁচ বৎসর দশ বৎসর পরে আস্তে আস্তে ইংরেজি পরিবর্তন করিয়া বাংলা করিতে হইবে এই যদি কন্সটিটিউশনে আমি রাখতাম তাহলে পাঁচ বছর পরে আর বার বছর- আরো বারো বছর হয়ে যেত। সে জন্য কন্সটিটিউশনে করে দিছি আমরা যে, বাংলা স্টেট ল্যাংগুয়েজ বা আমাদের হোক, আমাদের জন্য। ইংরেজিকে চেঞ্জ করতে সময় লাগবে। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা- এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

ইংরেজিকে চেঞ্জ করতে সময় লাগবে। বহু ইংরেজি ওয়ার্ড আমারও আয়ত্তের বাইরে। আমি ইংরেজি বেশি রেফারেন্স করি। ইংরেজি ওয়ার্ড আমরা বাংলায় নিয়ে আসি। অভ্যাসই হয়ে গেছে। জাতি ছিলাম পরাধীন, ইংরেজি কতে কতে ইংরেজির অভ্যাস হয়ে গেছি। সময় লাগবে। তোমরা এহন- তোমাদের পক্ষে সুবিধা হয় বেশি। তোমরা ফটাফট ফটাফট বাংলায় চালায় যাও। আমাদের একটু- তবে আমরা চালাচ্ছি এখন। নোট-ফোট এখন

বাংলা ভাষায় লেখা হয়, চিঠি-পত্র বিদেশের যা যায় বাংলায়ই যায়, অন্যান্য কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি দিতে হলে বাংলা ভাষায়ই তা সব আমার কাছ থেকে যায়। কিছু কিছু আছে হতে সময় লাগবে। টাইপিস্ট পয়দা করতে হইছে কিছু তাও, টাইপিস্ট নেয়া হচ্ছে, চালাচ্ছে কোনমতে, করতেছি, তাতে তার কিছু সময় লাগবে করতে। তোমরা এই আমার কাছে বললা, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে না বলিয়া বটতলায়, আমতলায় বল, তাহলে সুবিধা হবে তোমাদের।

আমিও চাইতেছি না, আমিও চাইতেছি না। এখন ঠিক কর আমরা বসি নাই, আমি বলবো, অনুরোধ করবো বিশ্ববিদ্যালয়কে, নিশ্চয় তোমাদের কথা দিলাম, আমি উনাদের অনুরোধ করবো, যে মেহেরবানি করে এই কাজটা ভবিষ্যতে করিয়েন না।

আর একটা অভিযোগ আছে, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেয়া হয় নাই কেন। গাছের ফল টক– তা আমার দোষ? তোমরা যারা যারা বলছ এ দেশের যারা শিক্ষাবিদ ছিলেন তাদের নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করছি সব রিপোর্ট, তারা দেশের সামনে রিপোর্ট করতেছে। সব ক্যাচাল ওদের সাথে করতে চাইনে। এমন একটা শিক্ষা কমিশন আসুক তোমাদের মত নিয়ে, সকলের মত নিয়ে, যা দিয়ে মানুষ পয়দা করা যায় এবং যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট হবে আমার এ দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তা যেন অনেক বেশি মিল থাকে এবং এই জন্য তোমাদের শিক্ষা কমিশন কাজ করতেছে। তারা বইসা নাই। ভালো ভালো শিক্ষাবিদদের দিয়ে করা হয়েছে। কারণ, যতদিন সময় লাগবে বেশি-সেটা হবে আমার দোষ, অ্যা। ও, আবার বললাম দেখি সব দোষই, কমিশন করে দিছি, রিপোর্ট দিবে। রিপোর্ট দেয়ার পরে পয়সা দেবো যে কত পরিমাণে খরচ করা যায়। আগে চাল কিনবো, না আগে বই কিনবো বল।

বয়, বয়, আয় বয় না। আমার সাথে বয় না, একদিন শুধু। বয় যদি দৌড় না দিস, ওরে বাবারে বাবা এই যে দৌড় দিবি। টাকা হইল এই কয়টা চাল না কিইনা পারি না। অ্যা, ত্যাল না কিইনা পারি না। প্যাট্রোল না কিইনা পারি না। কাপড় না কিইনা পারি না। এই সব না কিইনা পারি না, ইন্ডাস্ট্রির-র' ম্যাটারিয়ালস না কিইনা পারি না। তো টাকা কয়টা মিয়া, কত দাও। এইটা গোপন খবর না, গিন্নি আমি খারাপ না। তবে কথা হতেছে এই যে, পকেটে কিছু নাই। দিতে আমি সকলকে পারি। কিন্তু দিয়ে ফেললে আমার যে খালি হাত বাড়াইতে হয়। জিয়াফত খাইছ, জিয়াফত? ভালো যে জিয়াফত করে ভালো যে খাবার দেয়, নাম যার– এই, ডিস্ট্রিবিউটরের নাম কী রে, খাদিমদার। খাদিমদার নাম করা কে জানিস। এই যে দেখো, এই যে পাশে থাকে না, খালি চামচটা বাড়ায়া তুলে নেয়। আর যে খাদিমদার এই বোঝে কম তাড়াতাড়ি খুশি করার জন্য বড় বড় চামচ উঠে উঠে মাল দেয়, ... খাওয়া শেষ। আমার দশা হইছে এই যে, নাই কিছু বেশি। খাল ভরাই করছি বুঝলে। ... আওয়ামী লীগের ঘরে এই কথাটা নাই। তোমাদের কাতুকুতু দিলাম। যে, কলেজ ছিল কয়ডা এই বিপ্লবের আগে। শিক্ষামন্ত্রী আছে নাকি? ... কয়ডা ছিল কলেজ? চারটে ছিল

৭টা হইছে। স্কুল– মাত্র আড়াই হাজার কইরা গেছে, তারপর গ্রামের স্কুল আমরা আবার ছয় হাজার স্কুল ন্যাশনালাইজ করছি। মানে সরকার নিয়ে নিছে। তারপরে টিচাররা, পড়াতে খালি কষ্ট হয়, চেষ্টায়-ফেষ্টায় ক্লাস নিতে পারে না। নিয়োগ টিয়োগ দিলাম। কষ্ট তো সত্যি, তাই না দিয়ে পারা গেল না। কিছু বাড়াতে হলো মাত্র দশ কোটি টাকা। যা হোক, আমি খাদিমদারতো ঠিকই এখান থেকে বাড়ি দিয়ে ওখানে, ওখান থেকে বাড়ি দিয়ে ওখানে। অবস্থা আমার ভালো না, বেশি ভালো না। তোমাদের করতে হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। খালি ঐটে করলেই হবে না, তুমি আর আমি গ্রামে গেলে যেন, গ্রামে যখন ছুটির সময় যাও, নেমে পড় না কেন, আমি বড় বাপের বড় ছেলে আমি বড় হয়ে গেছি। তরকারি কর, ফসল কর, কৃষিতে প্রোডাকশন কর, খাবার তুমি খাবা, আমি ভাত মাখিয়ে দেব না খাবার তোমরা যদি ফসল উৎপাদন না কোরো। তাহলে আজ থেকেই হোক, সাড়ে সাত কোটি লোক চুয়ান্ন হাজার স্কয়ার মাইল। ... আছে কোথায়। বাবা একটা ঘর বানছিল নি, ... বাড়ি বানাইছ নি মিয়ারা। বাবার হোটেলে খাও, বাবার হোটেলে থাক। একখান ভালো ঘর করছ, দালান করছ, কয়দিন লাগে? কয় মাস লাগে? কয় বৎসর লাগে? আর আমাদের যা সিমেন্টের অবস্থা তিন বৎসরের মধ্যে পারবোই না। আর একটা রাষ্ট্র মাত্র ২ বৎসর হয়েছে স্বাধীন হয়েছে, এটা করতে হবে ওটা করতে হবে, সম্ভবপর নয়। সাফ কথা। আমি বলছি তিন বৎসর দেবার পাবো না, এখন বলবো আরো অনেক দিন দেয়া যাবে না। দিছি, সব জায়গায়, প্রত্যেক খাতে পে-কমিশন করেছি। ভুল-শুদ্ধ হয়েছে, আবার কমিশনে বসায়ছি তা সংশোধন করার জন্য। ওয়েজ কমিশন করেছি। একটা বেতন বাড়ায় দেয়া হয়েছে। সব জায়গায় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা, আমি পারবো না। এক গরিব কৃষক যারা বাস করে শতকরা আশি ভাগ মানুষ। এরা বড় দুঃখ-কষ্টে বাস করে। এদের ওপর ট্যাক্স বসাইয়া আমি আমি এদেশের যারা ... পায় তাদের তেলো মাথায় আর তেল দিতে আমি পারবো না। বাংলার কৃষককে আমি ধ্বংস করতে পারি না। তাদের জানা উচিত। কারণ, টাকা পাইতে হলে ট্যাক্স বসাতে হবে এবং ট্যাক্স বসাতে গেলে এইটটি পার্সেন্ট কৃষকের ওপর বসে এবং কৃষককে মারিয়া, গ্রামের কৃষককে মারিয়া আমি শহরের কয়েকজন ভদ্দরলোককে পয়সা খাওয়াতে পারবো না।

আমি বাংলার দুঃখি মানুষের সাথে রাজনীতি করেছি, এদের জন্যে আমি জীবনভরে কষ্ট করেছি, এদের দোয়ায়, মা– বোনদের দোয়ায়, তোমাদের সংগ্রামে আমি বারবার জেল থেকে এবং ফাঁসি থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার যদি কিছু হয় আমি ওদের সাথে থেকে ওদের পাশে থেকে মরতে চাই এ সম্বন্ধে কোনও কিন্তু নাই।

এ সম্বন্ধে কারো যেন সন্দেহ না থাকে। তোমাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। মাঝে মাঝে পুনর্মিলন কোরো। পুনর্মিলন তোমরা এইভাবে না কইরা একটু ফুর্তি-টুর্তি কইরো। পুনর্মিলন হবে তো গান শুনাবা, একটু কী জানি কয় অন্য কিছু করবা তো একটু ফাংশন টাংশন করবা, এসব করণের কী দরকার? ওরে মিয়া, পুনর্মিলনী করণের দরকার

ছিল কি? একটু খাওয়া-দাওয়া ছোট-খাট যদি হয় তাও আমি আপত্তি করবো না। নাম হলো পুনর্মিলন, দাওয়াত করে নিয়েছ আমাদের, আমি করবো বক্তৃতা। তার মানে কি ... .? এখন বল কেমন লাগে? ভবিষ্যতে পুনর্মিলন যখন করবা সাংবাদিকদের ডাক আর আশিকদের ডাক, ছেলে-মেয়েরা তোমরা সমস্ত আছ, রমনা পার্কে জায়গা আছে ঘুইরা বেড়াও। খাওয়া-দাওয়া বেশি কোরো না, পয়সা-কড়ির অভাব আছে। চাল-ডালের দাম বাইড়ে গেছে অনেক বেশি, বিদেশ থেকে আনতে হয় আবার খাওয়াতে হয়। এ রকম পয়সা আবার বেশি খরচ কোরো না। অন্য কিছু ফাংশন ফুংশন কোরো, একটু, আমরা একটু শান্তিতে একঘণ্টা চুপ - ঘরের মধ্যে ঘুমাইলে অশান্তি, রাত্রে আসার বেশি অশান্তি, বিকেলে বসে অশান্তি, ২৪ ঘণ্টা অশান্তি, এখানে আইসে আবার অশান্তি। তুমি কও আসি কেন আমরা, এদের কাছে আসবই না এবার থেকে বলে দিলাম, যা। অ্যা, কেন আসব, আইসে তোমরা আবার পুনর্মিলনী পুনর্মিলনী কর, অ্যা। গান শুনবা, গান শুনবা? শুনবা গান, শুনবা? এ আসে নাই?

ছাত্রলীগের ভাই ও বোনেরা, কালকেই বলেছিলাম যে আমি তোমাদের সভায় যেতে পারবো না, আমার শরীর খুব একটা ভালো না। মনের অবস্থা ভালো না। তোমরা আনন্দ কর, এই দিন, তোমাদের দিন, তোমাদের দেখতে ইচ্ছা হয়, তোমাদের কথা শুনতে ইচ্ছা হয়। তোমরা কী চিন্তা কর,কী ভাব তাও আমার একটু জানা দরকার। বক্তৃতা উঠলে অনেক কিছুই আসে, অনেক কিছুই বলতে হয়। আজকে ছাত্রলীগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথাই অনেক বার বলা হয়েছে। সে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আটচল্লিশ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে সেই সময় বাংলার আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের জন্ম হয়। সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হয়। তরুণ আর প্রবীণ এক জিনিস নয়। বোধহয় তোমরা যারা আজ ছাত্রনেতা হয়েছ, যারা নতুন সম্পাদক হয়েছ, সেদিন বোধহয় তোমাদের জন্ম হয় নাই। সে বড় দুর্দিন। সে বড় ভারী ইতিহাস ছিল। তখন কোনও রাজনীতির প্রতিচ্ছবি বাংলাদেশে ছিল না। একমাত্র ছাত্রলীগের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন চালাতে হতো। তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুও হয় নাই। আর সাহায্য করার মতো লোকও আমাদের ছিল খুব কম। আর সভা করতে হলে আমাদের অনেক গোপনে গোপনে সেটা করতে হতো। আর এ রকম গরম বক্তৃতা করার পরে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা আলো দেখতে পারতাম না। কারাগারের মধ্যে দিন কাটাতে হতো। সে জন্যই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক হাসি-কান্না, অনেক দুঃখ-বেদনা, অনেক রক্ত, অনেক কারাগারে নির্যাতন, অনেক শোষণ, অনেক ইতিহাস, এই ছাত্রলীগের জীবনে অনেক দিন থেকে জড়িত রয়েছে, সেটা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। সুতরাং ভাইরা– মনটা ভালো না। শরীরটা ভালো নাই, বেশি বক্তৃতা করতে চাই না। বক্তৃতা অনেক করেছি, অনেকে আপনারা করেছেন আমার বক্তৃতা, শুনেছেন আমার বক্তৃতা। গত সম্মেলনে বক্তৃতা করেছি, তারপরে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বক্তৃতা করেছি, যুবলীগের সম্মেলনে বক্তৃতা করেছি, বক্তৃতা করেই চলেছি। কোথায় যেন একটি বাধা হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই দিনটি আমাকে

বেশি পীড়া দিচ্ছে। কাজেই তোমাদের কথা শুনি, প্রাণে একটি বলও মাঝে মাঝে আসে ভয় ও ভরসাও পাই। যে কথা আমি বলেছিলাম তোমাদের কাছে, যখন বক্তৃতা কর, নিশ্চয় বক্তৃতা করবা, বক্তব্য তো বাঙালিরা খুব ভালো পারে। সেটা অস্বীকার করবো না। তোমাদের ওপর এমন কোনও অসন্তুষ্ট হবো না। তোমাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে। অনেক রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা এসেছে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস তোমাদের চোখের সামনেই হয়েছে, তোমরা দেখেছ। কত রক্ত, কত কান্না, কত ধ্বংস এই স্বাধীনতার জন্যে। কোনও দেশ কোনদিন এত রক্ত দেয় নাই বাংলার মানুষ যা দিয়েছে। মাত্র দু'বৎসর আগে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। বিপ্লবের মধ্যে থেকে যে স্বাধীনতা আসে। তোমরা যারা আজ ছাত্র, কাল যুবক, তারপরে দেশের নেতা হবা। ইতিহাস জানা দরকার, ইতিহাস পড়া দরকার এবং সবচেয়ে বড় ইতিহাস হলো, যে নিজে কী করলাম সেটি হলো সবচেয়ে বড় ইতিহাস। আজ এ কথা তোমাদের যদি কেউ বলে, মাঝে মাঝে তোমরা বক্তৃতার মধ্যে– ছেলেমানুষ, আমরাও করতাম, হায় হায় এটা হারিয়ে ফেল, যে আমরা যে জায়গায় বলেছি, এই এই এই এই। ভালো– মন্দ দুনিয়ার সব জায়গায় আছে। যেখানে ভালো আছে সেখানে মন্দ আছে। যেখানে শান্তি আছে সেখানে অশান্তি আছে। না হলে শান্তি তোমরা বুঝবে কী করে। মন্দ না থাকলে ভালো কী করে বুঝবে। তাহলে পথ বেছে নিতে হবে এই মন্দ এই ভালো। মন্দ আছে বলেই ভালোর মর্যাদা মানুষ বোঝে। অশান্তি আছে বলেই শান্তির মর্যাদা মানুষ বোঝে। পৃথিবীর সব দিকে– সব দেশে বিপ্লবের পরে একটা শ্রেণী পয়দা হয়। সে শ্রেণী সুযোগ নেয়। আর যখন তোমাদের আমি বলেছিলাম, যে আজকে তোমাদের প্রয়োজন, তোমাদের যখন যেখানে দেখা গেছে যে, আজকে আমাদের আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।

ছাত্র ভাইয়েরা, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর। এতদিন ধরে বক্তৃতা তো অনেক কিছু বলা যায়। দেশটাকে গড়ার কাজ, হৃদয় ধ্বনিতে প্রাপ্ত। ইচ্ছা করে শোষণ করা হয়েছে। ইচ্ছে করে শত শত বৎসর বাঙালি জাতকে শোষণ করে শেষ করে দিয়ে গেছে। সে দেশটার রাতারাতি কিছুই করা যায় না। তাকে গড়তে হলে নতুন করে নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নতুন পণ নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এ কথা কেউ বলে না যে, বাংলার ছাত্র সমাজ সব খারাপ হয়ে গেছে। ছাত্ররা কারা তোমরা? যারা বলবে তাদেরই তো ছেলে আছে, তাদেরও তো মেয়ে আছে, তাদেরই ছোট ভাই আছে। সব খারাপ, কেউ কোনদিন বলে না। কেউ তা বলতে পারে না। যদি কেউ বলে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর চেয়ে ভালো ভার্সিটিটা কোথায় পাওয়া যাবে আমি জানি না, তাতে ভার্সিটি তাদের করে দেয়া হলো, পরীক্ষা দিল না। তিনি বললেন, পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলাম।

আবুল ফজল চায়। ডাক্তার আবুল ফজল চায়, কেউ কোনদিন, যেটা আমার জানা নাই সেটা অসম্মান করে। কী এমন কথাটা বললেন যে মানা উচিত। এ দিক থেকে যে তোমরা

ছাত্র-প্রতিষ্ঠান যেন কোনদিন গ্রহণ করতে না পারো। তোমাদের আপিল করেছিলাম, তোমাদের সাহায্য চেয়েছিলাম যে, নকল বন্ধ কর। তোমরা ছাত্রলীগ ছাত্র প্রতিষ্ঠানরা– আমি জানিয়া খুশি হয়েছিলাম, তোমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলা এবং আমরাও সাহায্য করেছিলাম। যার জন্য নকলটা অনেকটা বন্ধ করা গেছে। তেমনি এ দিকে তোমাদের খেয়াল দিতে হবে। না হলে বিরাট একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে। ... কর্তব্য ছাত্র-শিক্ষকের কাছে তা প্রথম কর্তব্য। না হলে কোথায় দাঁড়াবা তোমরা। আজ তোমাদের চিন্তা করতে হবে, সমস্যা কী? আর বক্তৃতা করতে আমার, সত্যি আমার বক্তৃতা করার মতো আমার মনের অবস্থা নাই। আমি আগেই বলেছিলাম, আমি পাঁচ মিনিট থেকে চলে আসবো। আজ বক্তব্য দিতে আমি পারবো না। কারণ তোমাদের কাছে বক্তৃতা আজ খুবই তোমাদের প্রয়োজন আছে। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তোমাদের এখন ক্লাস করা দরকার, আর শিক্ষা দরকার। তোমাদের মিটিং করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের আলোচনা করতে হবে। পরে তোমার সেখানে পরিষ্কার আলাপ করতে হবে যে, কেন এ সমস্যা হচ্ছে। কেন আজকের সমাজে দুর্নীতি বাড়ছে। কেন আজকের সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, কেন আজকে বিদেশি শত্রুরা বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে খেলছে, কেন আজকে পাঁয়তারা হচ্ছে বাংলার মাটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য। কেন আজকে বাংলার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। প্রথম কাজ করা উচিত, যে ক্ষমতার জন্য ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, যে ক্ষমতার জন্য তোমাদের প্রতিষ্ঠান পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম চালিয়েছে, যে ক্ষমতার জন্য তোমাদের দেশের মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে, যে ক্ষমতার জন্য তোমাদের দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, সরকারি কর্মচারীও অনেক আত্মত্যাগ করেছে সেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কারা আজ ষড়যন্ত্র করছে? দুঃখ তোমাদের আছে, কষ্ট তোমাদের আছে, দুঃখ তোমাদের থাকবে, কষ্টও তোমাদের থাকবে। ২ বৎসরে সোনার খনি হয়ে যায় না একটা দেশ। ২ বৎসরের মধ্যে সমাজ কর্ম হয় না। ২ বছর, দশ বৎসর, বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর, সমাজতন্ত্র হয় না। পঁচিশ বৎসর– সমাজতন্ত্র হওয়ার একটা কঠিন পথ রয়েছে। যে পথ বড় কঠিন পথ এবং সে পথে যেতে হলে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়। সেটা তোমাদের বুঝতে হবে এবং সেটায় তোমাদের আঘাত আসবে যে আঘাত তোমাদের মোকাবেলা করতে হবে। আজকে সে জন্যই দু'বৎসর হয়েছে স্বাধীনতার– তুমিও ক্ষমতা পেয়েছিলা। তীব্র বিশ্বাস ছিল, তীব্র উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম। এই স্বাধীনতার দুর্বল মুহূর্ত কখন আসে মানুষের মধ্যে? মানুষের অর্থ কষ্ট, মানুষের খাওয়ার কষ্ট, মানুষের কাপড়ের কষ্ট, তোমরা কেন ভুলে যাও, ব্যাকগ্রাউন্ড কী তামাদের? তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হোক যে, তোমরা আগে কলোনি ছিলা। এমন কোনও জিনিস নাই তোমরা সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট। তোমাদের খাবার– স্বয়ংসম্পূর্ণ তোমরা নও। তেল তোমাদের বিদেশ থেকে আনতে হবে। দাম বেড়ে গেছে। কাপড় তোমাদের বিদেশ থেকে আনতে হবে। খাবারটাও

বিদেশ থেকে আনতে হবে। কল-কারখানাও বিদেশ থেকে আনতে হবে। যে সমস্ত যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু বিদেশ থেকে আনতে হবে। কারণ তোমরা কলোনি ছিলা। এ বিদেশ থেকে আনে, বিলিয়ে দিয়ে দেশের মানুষকে বাঁচানো যাবে কী করে, যেখানে এক কোটি লোকদের ওপর দিয়ে এক অবস্থা দেশ ত্যাগ করে চলে গেল, যেখানে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হলো, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে গেল, যে রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে গেল, কল ধ্বংস হয়ে গেল। সেইখানে দুই বৎসরের মধ্যে সোনার সিংহাসন যারা চায় তারা সোনার সিংহাসন পাবে না, তারা যা পাবে সে আমার জানা আছে। কথা বললেই চলে না। আমার জীবনকে বাজি রেখে রাজনীতি করেছি, প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজনীতি করি নাই। আমার জীবনকে বাজি রেখে আমি রাজনীতি করেছি, বাংলার মানুষকে স্বাধীন করার জন্য, মুক্ত করার জন্য। এ জন্য এরা মানেও মানে নাই যে, কী আমি তা পালাম আর কি বা। পাওয়ার জন্য রাজনীতি করি নাই। আমি দেবার জন্য রাজনীতি করেছিলাম। আমাকে বাধ্য হতে হয়েছিল বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য। আজকে এরোপ্লেন চলে দেখ, সেদিন স্বাধীন হয়েছিল, একখান এরোপ্লেনও তোমাদের দিয়ে যায় নাই পাকিস্তানিরা। আজ দু'বছরে তোমাদের আটখানা এরোপ্লেন চলে। একখানা বোয়িংও নিয়ে এসেছে। একখানা জাহাজ তোমাদের দিয়ে যায় নাই পাকিস্তানিরা। আজ জাহাজ-বারখানা সমুদ্রগামী জাহাজ আজকে তোমার সমুদ্রে চলে। তোমরা চট্টগ্রাম পোর্ট আর চালনা পোর্ট ধ্বংস হয়েছিল এ পোর্ট এখন হয়ে গেছে বন্ধুদের সাহায্যে। তোমার রেললাইন ভাঙা ছিল, রেললাইন তোমারই হয়েছে। আজকে নতুন করে গড়া হতে পারে, সারানো হয়েছে। তোমার রাস্তার ওপর ছিল না, নতুন করে হয়েছে। তোমার ঢাকার শহরে আসলে বাসের মধ্যে মানুষ চোখে পরত না। আজ বাস হয়েছে। তোমরা ছেলেমানুষ। তোমরা দেখো নাই তো, রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মানুষ কাপড় পরেছে কিনা, দেখি আইস মানুষ খেয়েছে কিনা, যেটার জন্য কয় বার সেখানেই হয়েছে, বারবার সেখানে– মানে তোমার– ইন্টারন্যাল যুদ্ধ হয়েছে সেখানে। যাও দেখ, যাও দুঃখি মানুষদের সাহায্য কর। ইতিহাস পড় প্রতি বছরই, আড়াই বছরের বিপ্লবের ইতিহাস। বিপ্লব যেখানে হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই তা জেনেছ, তোমরা সংগ্রাম করেছ, তোমরা দেখেছ যে, কী তোমার দেশের অবস্থা। যাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে তারা বসে থাকতে পারবে তোমরা মনে করছ? ব্যাংক নিয়ে নিয়েছ। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিয়ে নিয়েছ। টেক্সটাইলস নিয়ে নিয়েছ। সবটাই নিয়ে নিয়েছ। সব ন্যাশনালাইজ করেছ। যাদের সম্পত্তি ছিল তারা বসে আছে? তারা চেষ্টা করবে না যে, এই সম্পদ ফেরত যাক। পাট। পাটের মধ্যে এক্সপোর্ট। আমরা দুনিয়ায় পাট এক্সপোর্ট করতে হবে। জাহাজ কয়টা ছিল, কারখানা কয়টা ছিল, কী করে কাজ করবো? দুর্নীতিকারী বলেছি, হ্যাঁ। দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে গেছে। এ দুর্নীতি কোনও সরকার বন্ধ করতে পারে না। এ দুর্নীতি বন্ধ করবে জনসাধারণ। এ দুর্নীতি বন্ধ করবে ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ-এর পিছনে লাগতে

হবে। না হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। সুখী হলাম তোমাদের কাছে যে, তোমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাও এবং সে জন্যই সংগ্রাম চালিয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে যারা সংগ্রাম করতে চাও তাদের উচিত হবে প্রথম আয়নার দিকে তাদের চেহারা দেখে নেয়া।

না হলে পারবা না ভাইরা আমার, পারবা না। কয়েকদিন পরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবা। পঁচিশ বৎসর, ১৯৪৮ সালে জেলে গেছি, আর এ পর্যন্ত রাজনীতি করেছি, বহু বড় নেতা, সহকর্মী আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ছেলে আমার সঙ্গে রাজনীতি করেছে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে কোথায় দুনিয়ায় মুছে গেছে তার হিসাব নাই। কারণ, সামনের দিকে আস্তে অগ্রসর হতে হয়। কদ্দুর যাওয়ার পরে তরতর করে যেমনি গাছটা লাফ দিয়ে উঠে চট করে ভেঙে যায়। যে গাছ আস্তে মজবুত করে ওঠে তা ভাঙতেও সময় লাগে। এ জন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে। ধর্মের বাতি টুপুস টুপুস জ্বলে, অধর্মের বাতি চট করে জ্বলে ফট করে নিভে যায়। সে জন্য আজকে, যে যাই বল, তোমাদের কাজ করতে হবে। ক্যাচাল কম করতে হবে। পারা যাবে না আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের। আজ কী হয়েছে। যখন কাজ আরম্ভ করবো তখন এটা সাবোটাজ। যখন রেললাইন চলবে সাবোটাজ। কেন? কারা করায় এগুলো? কে করায় এগুলো? আমাদের এই দাও, এই দাও, বঙ্গবন্ধু, তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে। যা চাও তাই, যা করতে বল তাই করবো। এ তিন বৎসর দেবো না। বলে কিছু চাই না। চায় নাই কেডা? আর দিই নাই কি? হিসাব হোক এক এক করে হোক, কত কোটি মণ খাবার আনা হয়েছে? কত কোটি টাকার কাপড় আনা হয়েছে? কত কোটি টাকার তেল আনা হয়েছে? কত টাকার কয়লা আনা হয়েছে? কয়খানা জাহাজ আনা হয়েছে? কত টাকা বেতন বাড়ানো হয়েছে? কত ইনভেস্ট করা হয়েছে? আমিওতো চাই। যখন আমার কাছে চাও আমি তো চাই। কী চাই? আমাকে প্রোডাকশন দাও? সব সাহেব হয়ে গেল, অমুক সাহেব হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, সেই জন্যই বিপ্লবের, প্রকাশ্য বিপ্লবের পরে এই ডেমোক্র্যাসি দেছে। আমি এককথা তোমাদের আগেই বলেছি, বহু আগে বলেছি, অ্যাসেম্বলিতে বলেছি, সমাজতন্ত্র মানে কী? শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমাদের করতে হবে। না হলে বাংলার মানুষ বাঁচতে পারে না। কোথায় আছ ঘুমাইয়া? চুয়ান্ন হাজার স্কয়ার মাইল। সাড়ে সাত কোটি লোক। আল্লাহ্‌র মর্জি এই দুই বছর আট কোটি, নয় কোটি হয়ে যাবে। তার মধ্যে প্রাণী কতটুকু। দু'হাজার মানুষ এক স্কয়ার মাইলে বাস করে। প্রোডাকশন দেবো না, বেতন দেবো। এই সেক্টরে আমাদের, আমি নাম বলতে চাই না, লোকসান হচ্ছে, লোকসান হচ্ছে, লোকসান হচ্ছে। ব্যাংকের থেকে টাকা নিয়া দেও, দেও, দেও। চেষ্টা করতে হবে প্রোডাকশন বাড়াও। তোমরা সুযোগ-সুবিধা নেও। প্রোডাকশন বাড়াবো না, লোকসান হবে, লোকসান হচ্ছে। কার সম্পত্তি? আমার সম্পত্তি? যে ন্যাশনালাইজড সম্পদ আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো ন্যাশনালাইজ করেছি

সম্পত্তিডা কার? আমার, তোমার, না বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের? যদি সাড়ে সাত কোটির সম্পত্তি হয়, তা সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঠকায়ে খাবার অধিকার তোমাদের দু'হাজার লোকদেরকে দিয়েছে? আজকে দিতে হবে। নিশ্চয় দেবো। দিতে হবে, যা আছে সম্পদ জনগণের সম্পদ। তারা ভাগ পাবে, তারা ভাগ করবে। কিন্তু কথা হলো এইডা যে, যখন চাবো যে, আমাকে দেও, তোমাকে বলতে হবে, তুমি আমার দেশকে কী দিয়েছ? যে কথা বলেছি তোমাদের কাছে আমি যে, আজকে দেশের যে অবস্থা ধরো, আজকের দুনিয়ায়– একটা, একটা জিনিস ধরে দেখো, যে আমরা দুনিয়ায় বোধহয় তেল যারা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি, শতকরা বোধহয় বিশ ভাগের বেশি হবে না যা আমরা ব্যবহার করি। আর শতকরা আশি ভাগ ব্যবহার করে ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো। কিন্তু এই যে তেলের দাম বেড়ে গেল, তার ইফেক্টটা পড়ল কার উপরে এসে? আমরা যে গরিব দেশগুলো তাদের ওপর এসে পড়ল। কারণ, তারা তো তেলের দাম বেড়ে গেছে, জিনিসের দাম বাড়ায় দেবে। আমার তো জিনিস কিনে আনতে হবে। সেই দামের ওপরত বেশি দাম দিয়ে আমাদের কিনতে হয়। আমাদের সমস্ত ইকোনোমির ওপর এমন একটা আঘাত এসেছে যে আঘাতে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোর মাজা ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হয়ে গেছে। সেই যে সুযোগ নিচ্ছে আমাদের যারা, এই স্বাধীনতাকে যারা মানতে পারে নাই, যারা সমাজতন্ত্র অর্থনীতিকে মানতে পারে নাই, একটা প্ল্যান– প্ল্যান ওয়েতে তারা প্রপাগান্ডা করতেছে। কি, যে জুট এক্সপোর্ট আপনারা কন্ট্রোল করলেন তা কি ভালো হলো, আমাদের হাতে আসলে আমরা তাড়াতাড়ি জুট এক্সপোর্ট করতে পারতাম, অনেক ইনকাম হতো। এই টাকে, এই যে জুট এক্সপোর্টটাকে গভর্নমেন্টের, সরকারের মাধ্যমে, ন্যাশনালাইজের মাধ্যমে করা হবে এইটিকে বানচাল করার জন্য লাগল ষড়যন্ত্র এবং তাদের প্রপাগান্ডা, তাদের পয়সা আছে, তাদের অর্থ আছে, তারা কাজ করা আরম্ভ করে দিল। কিন্তু আমার এখন অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু দুই বৎসর, এক বৎসর পরে লাইনে চলে আসবে, অসুবিধা হবে না । আর বিদেশে পয়সা রাইখে আর ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। এই জন্য তারা প্রপাগান্ডা আরম্ভ করল। আমি মনে করলাম, জেন্টলম্যান, দুই নাম্বারি। জুট এক্সপোর্ট ন্যাশনালাইজ করেছি। ওটা ন্যাশনালাইজড থাকবে যতদিন আমি আছি। ভুলে যাও, ও প্রপাগান্ডা করে লাভ নাই। কারণ, বাংলাদেশের মানুষের সম্পদ বাংলাদেশের মানুষই ভোগ করবে। কয়েকটা লোককে ভোগ করতে আমরা দিতে পারি না।

আজকে যে তোমরা বলছ, সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র, এখনো সমাজতন্ত্র হলো না। সমাজতন্ত্র কবে হবে, মানে আমাদের এদিকে কী হওয়া দরকার ছেলেরা, সমাজতন্ত্র একদিন, দুইদিন, এক বছর, দুই বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছরে আসে না। ... কী জানি কয় সোভিয়েত রাশিয়া বলে না, যে, আমরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছেছি। এত সোজা নয় এ রাস্তাটা। এ রাস্তা বড় কঠিন রাস্তা। ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে এগুতে হয় এবং

সে জন্য কঠিন পরিশ্রমের দরকার হয়। কঠিন ত্যাগের বড় প্রয়োজন হয়। তা হলেই তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবা। কষ্ট তোমাদের করতে হবে যে সেখানে পৌঁছতে হয়। আর সেই জন্যেই আজকে তোমাদের নিজেদের সমস্ত কান্ট্রির নীতিটাকে বুঝতে হবে। এ জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দদের উচিত, তোমরা যারা ছাত্রলীগের আগে যারা নেতা ছিলা, এখন যারা নেতা আছ, তোমাদের ক্লাস করা প্রয়োজন, কী পজিশন, রাজনীতির অবস্থা কী, অর্থনীতির অবস্থা কী, আমাদের প্রোগ্রামটা কী এবং কীভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি। আমাদের মধ্যে আত্মকলহ হতে পারে না, আমাদের মধ্যে আত্মকলহ হলে বিভেদকারীরা সুযোগ-সুবিধা পাবে। তোমাদের সময় নষ্ট হবে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ করিয়া আর অনেকে আসিয়া তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তোমাদের দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ফেলে। তোমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ হবে-ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী ভাইরা, তোমাদের কথা বলি, এ বড় দুঃখের প্রতিষ্ঠান। তোমাদের কথা আমি বলতে পারি। একটা কথা খালি বলতে পারি যে, কাজ-কর্মের উপরে আন্দোলন করবো, ট্যামপ্লেটের পয়সা নাই। মিটিং করার পয়সা নাই। তখন পনের টাকা, বিশ টাকা হলে ট্যামপ্লেট ছাপাতে পারতাম। এ বিশ টাকাই জোগাড় করতে পারি নাই। পকেটের দুই টাকা দিয়া বললাম, বয়রে ওয়াদুদ, এই দুই টাকা দিয়া কাগজ কিনে আইনে লেখা আরম্ভ কর, আমি বের হই সাইকেল নিয়া। এই সাইকেল নিয়া দশ টাকা নিয়া আইসা কই, ধর। আবার আমি লেখছি, এটি সেই প্রতিষ্ঠান। বহু ত্যাগ, বহু রক্ত, বহু মাইর, বহু জেল। ঢাকার জেলখানার দেওয়ালে দেওয়ালে ছাত্রলীগের কর্মীদের রক্তের দাগ আছে। কিন্তু কথা হলো এই, আজ তোমাদের খেয়াল করতে হবে রাজনৈতিক অবস্থা কী। স্বাধীনতার আগে কী কন্ডিশন ছিল? এখনকার কন্ডিশনটা কী? এখন অর্থনৈতিক পজিশনটা কী? এখন দেশের সামাজিক অবস্থাটা কী? আজকে এই জিনিসটা হয়। এটার বুদ্ধি একটা, ছোট ছোটভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে দেশের মানুষকে যদি সংঘবদ্ধ করতে না পার তাহলে দুর্নীতি বন্ধ করতে পারবা না। দুর্নীতি ভরে গেছে কেন? তারা কি আসমান থেকে আইছে? ঠিক, ও হিসেবেও যদি কই, সব কর্মচারী খারাপ নয়। সব ব্যবসায়ী খারাপ নয়। সব ছাত্র খারাপ নয়। সব রাজনীতিবিদ খারাপ নয়। সব জাগায় সব গ্রুপের মধ্যে কিছু কিছু দুর্নীতিবাজ সব জায়গাতেই থাকে এবং সুযোগ পেয়ে তারা ঢোকে। জীবনে, এই যে, যে কথা বক্তৃতা করলা, যে ছেলেটা ৪৮ বছরে মারা গেল, ফরেন সেক্রেটারি ছিল, কী করছে তোমরা জানো? রাতে নয়টায় ফোন করে তাকে অফিসে পাওয়া যেত। আর ... মধ্যে সে, ... মধ্যে যখন হার্টফেল করেছে, যখন সে অবস্থা খারাপ হয়ে হাসপাতালে গেছে, তখন কি অন্য কোনও চিন্তা নাই তার? ... মধ্যে তার বউর কথা চিন্তা করে নাই, যে তার বাচ্চার কথা চিন্তা করে নাই। ছেলের কথা তার ছেলে-মেয়ের কথা সে বলে নাই। ... বলেছে, তাড়াতাড়ি ফাইল নিয়ে আসো, গণভবনে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে হবে। এক্ষনি আমাকে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিয়ে দাও। কে কোথায় নোটটা নিয়ে আসো, এই করতে করতেই সে

মারা যায়। ডেভোটেড লোক সব জায়গাই আছে। আমার সঙ্গে ঊনপঞ্চাশ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঁচ নম্বর খাতায় এক সঙ্গে আমি জেলে ছিলাম তার সাথে। সে আমার সঙ্গে জেলে ছিল। যথেষ্ট কর্মী সেখানে। এর মধ্যেও আছে। সে জন্যই সব জায়গায় ভালো-মন্দ আছে। এদের আইসোলেট করতে হবে। আইসোলেট করিয়া আঘাত করতে হবে। আজ তোমাদের সমাজে কী অবস্থা হয়ে গেছে। কোথায় দুর্নীতি নাই আমারে বুঝায়ে বল। তুমিতো পাগল হয়েছ। সত্যি কথা, একটা কথা বলেছে, ও বলেছে যে, আমি যদি নিজে দুর্নীতি করি আর যদি বড় বড় বক্তৃতা করি কোন ব্যাটায় শুনবে? এবার মিয়া দেহ দেহি। সেই জন্য আমি তোমাদের বারবার বলি, আত্মসমালোচনা কোরো। আত্মসংযম কোরো। তারপর আত্মশুদ্ধি কোরো। না হলে হবে না কিছু। তোমাদের মানুষ হতে হবে। ছাত্র তোমরা থাকবা না। আজ তোমরা ছাত্রলীগ, ছাত্র-প্রতিষ্ঠান– মানে ছাত্র-আন্দোলন করতেছ। তোমাদের আর তিন বৎসর, চার বৎসর, পাঁচ বৎসর, দুই বৎসর পরে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে যাবা। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবা, কেউ সরকারি কর্মচারী হবা, কেউ তোমরা সেখানে ব্যবসায়ী হবা, কেউ তোমরা রাজনীতিবিদ হবা, কেউ পার্লামেন্টের মেম্বার হবা, কেউ মন্ত্রী হয়ে যাবা, কেউ প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবা। এখনো তোমাদের শিক্ষার সময়। এই সময়ে যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে না পার ভবিষ্যৎ জীবনে তোমরা তা পারবা না। তাই তোমাদের কাছে আমার অনেক আশা, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কোরো। বাবারা, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটু লেখাপড়াও কোরো। একটু লেখাপড়া কোরো। একটু মানুষ হও। স্বাধীন দেশ এক রকমের আর পরাধীন দেশ অন্য রকমের। স্বাধীন দেশে তোমরা যতই চুম্বক হও যা কিছুই কোরো না কেন তোমাদের রিসপন্সিবিলিটি একদিন নিতে হবে। এক গ্রুপ চলে যাবে, আরেক গ্রুপ আসবে। আরেক গ্রুপ চলে যাবে, আরেক গ্রুপ আসবে। দেশ স্বাধীন, দেশ স্বাধীন থাকবে। তবে যদি দেশের সেই অবস্থা, তোমার– একটা কথা তোমার-পরিষ্কার তোমাদের জানা দরকার। আমার নিজের ব্যক্তিগত কথা, আমি যেখানেই থাকি না কেন, একটা কথা তোমাদের মনে রাখা দরকার, সমাজতন্ত্র অর্থনীতির সঙ্গে কোনদিন আপোস হতে পারে না।

যে বাধা আসবে সে বাধা যদি মনে করি , এই বাধায় আমার দুঃখি মানুষের জন্য যে শোষণহীন সমাজ করবো এবং সেখানে সমাজতন্ত্র অর্থনীতির কর্মে যে বাধা আসে সেই বাধা দূর করার জন্য– সে বাধাকে উচ্ছেদ করার জন্য তোমাদের আমি ডাক দিতে পারি। সেই চরম ডাকের জন্য তোমরা প্রস্তুত থেকো। তোমরা আমাকে চেনো, চেনো, বেশি চেনো না। আমি– আমি যে কথাটা বলি ভেবে-চিন্তেই বলি। আমি যেডা করি ভেবে-চিন্তেই করি। এই দেশের দুঃখি মানুষের পাশে থাইকা আমি রাজনীতি করেছি। ওদের সঙ্গে আমার জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। ঐ কারাগারের মধ্যে, ঐ রাস্তার মধ্যে, ঐ সাইকেলে, ঐ রিক্সায়, ঐ দোকান থেকে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে, ঐ অমুক জায়গায় রাত্রে আমার

পুলিশের লাইনের মধ্যে, আমি জেলখানার কয়েদিদের সঙ্গে, জেলখানার সেপাইদের পাশে– এমন জায়গা নাই আমার জীবন কাটে নাই এবং সেই জন্য আমি প্রতিটা মানুষের সমস্যা বুঝি এবং সেই জন্যই আমার তাদের সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং তা করতে হলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তোমার বাংলাদেশে রাখতে হবে। চারটে স্তম্ভ যা দিয়েছি এই স্তম্ভকে বুঝতে চেষ্টা কোরো। গণতন্ত্র কী? গণতন্ত্র মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। গণতন্ত্র মানে অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করিবো নয়। গণতন্ত্র মানে রাত্রে গোপনে হত্যা করা নয়। গণতন্ত্র মানে রাত্রে ডাকাতি করিয়া পরের দিন আইসা বলা, বিপ্লব করিয়া আসিলাম, তা নয়। ...

[এই সুদীর্ঘ ভাষণটি শুরুতে এবং শেষে অস্পষ্ট রেকর্ড এবং রেকর্ডে পাওয়া না যাওয়ায় সামান্য শুরু এবং শেষের সামান্য অংশ ছাপানো গেলো না।]



১৮ আগস্ট, ১৯৭৪

ঢাকা

বন্যা কবলিত জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

এ ভাষণ বাঙালি জনগণের জন্য, আজ আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। বাংলার গ্রাম বন্যায় কবলিত। বাংলাদেশের উনিশটি জেলার মধ্যে সতেরটি জেলা আজ বন্যা কবলিত। ঘরে-ঘরে বন্যায় দুর্গত মা-বোনদের হাহাকার। অনেক দুঃখি মানুষের ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি সব বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। অনেকে বন্যার পানিতে ডুবে মারা গেছেন। যারা বেঁচে আছেন তারা একটু আশ্রয়, একমুঠো অন্নের আশায় হাত বাড়িয়ে আছেন। আপনাদের প্রতি আমার মন চলে গেছে। যারা মারা গেছেন তাদের পরিবার- পরিজনকে সান্ত্বনার আমার ভাষা নাই। যারা বেঁচে আছেন তাদের যে কোনও মূল্যে বন্যার কবল থেকে বাঁচাতে হবে। এবারের বন্যা এক মহা জাতীয় দুর্যোগ। কিন্তু এ দুর্যোগ যত বড় হোক তাকে সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। অতীতে আমার ডাকে আপনারা যেমন সাহসের সঙ্গে বড় বড় বিপদের মোকাবেলা করেছেন এবারও তেমনি ঐক্যবদ্ধভাবে বিপদে মোকাবেলা করবেন এটাই আমার একান্ত কামনা। বন্ধুগণ, এবারের বন্যার বিপদের কথা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে চাই না। আমরা প্রত্যেকেই এ বিপদের ভুক্তভোগী। এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় যদিও আমরা এখনো জরুরি অবস্থা ঘোষণা করি নাই। তবে এক প্রকার জরুরি অবস্থাই। জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার মতো মনোভাব নিয়ে বিপন্ন মানুষকে রক্ষার জন্য আমরা সমস্ত নিয়োগ করেছি। আমাদের সমস্যা খুব কিন্তু সামর্থ্যের সবটুকু আমরা বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে কাজে লাগিয়েছি। সমস্যাটি বিরাট- তা আপনাদের কাছে বলার অপেক্ষা রাখে না। রাস্তা এবং রেল লাইন ঢুকে গেছে, কোথাও বেশি সাহায্য পাঠাবো এমন উপায় নাই। বিমান বা হেলিকপ্টার করে খাদ্য পৌঁছিয়ে দিলেও তা রাখার মতো গুদাম নাই। অধিকাংশ জায়গায় গুদাম ঘরে পানি ঢুকেছে। বন্যা দুর্গত মানুষ এক ফোঁটা খাবার পানি পাবে তার উপায় নাই। এমনকি টিউবয়েল ডুবে গেছে। স্কুল-কলেজ, সরকারি ডাকঘর, থানা কোনও কিছুই বন্যার ছোবল থেকে রক্ষা পায় নাই। তবুও আমরা হতাশ হই নাই। প্লেন-হেলিকপ্টার দিয়ে যতটা সম্ভব খাদ্য নিক্ষেপ ও বণ্টনের

অভিযান চলেছে। নৌকা, স্টিমার, গাদাবোট, ওয়াগন সবকিছু আজ নিয়োগ করা হয়েছে দুর্গত এলাকায় খাদ্য-রিলিফ পাঠানোর কাজে।

পরীক্ষিত কর্মীবাহিনী বন্যা দুর্গতদের সেবার কাজে নেমে পড়েছেন। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব আমরা তা চেষ্টা করছি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারাও আমাদের কাজে সাহায্য এবং সহযোগিতা করুন। যে যা পারেন তাই নিয়ে বিপন্নদের পাশে এসে দাঁড়ান। বন্যার রূপ ধরে যে বিরাট জাতীয় দুর্যোগ আমাদের সামনে উপস্থিত তাকে আপনাদের কাছে ছোট করে দেখাতে আমি চাই না। বন্যা নেমে গেলেও বিপদ রয়েছে। কারণ, বন্যায় এবারের সকল ফসল প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিপদের পর বিপদ। শুধু আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাই, ধৈর্য ধারণ করুন। সাহস হারাবেন না। এ বিপদে হতাশ না হয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে যে কোনও অবস্থা মোকাবেলার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। সেই যে আমার ডাকে আপনারা বহুবার সংগ্রামে নেমেছেন। এই সংগ্রাম থেকে আমরা একটা শিক্ষাই পেয়েছি যে, বিপদকে মোকাবেলা করাই আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ।

ভাইয়েরা আমার, স্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু থেকে আমরা একটা নয়, অনেক বিপদের মোকাবেলা করেছি। পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে বাংলাদেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ গড়ে তোলার কাজ শেষ না হতেই দেখা দিয়েছিল খাদ্যের অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি। অনেকে বিদেশি পত্রিকায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ এত বিপদের ধাক্কা সামলাতে পারবে না। দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষে লাখো লাখো লোক মারা যাবে। কিন্তু আপনারা জানেন, এ দুর্ভিক্ষ আমরা সাধ্যমত মোকাবেলা করেছি। খাদ্যের অভাবের পর, সাইক্লোন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বারবার স্থানীয়ভাবে বন্যা, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তেল সংকট, তেল সংকটের দরুন দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা বাংলাদেশের গায়ে এসে লেগেছে। আমি জানি না পৃথিবীর আর কোনও নতুন স্বাধীন গরিব দেশ আমাদের মতো একটার পর একটা এত বিপদ এক সঙ্গে সামাল দিতে পেরেছে কিনা। আমরা সব বিপদ সামলাতে পেরেছি কিনা আমি জানি না। আপনাদের সহযোগিতার ফলে মরিয়া হয়ে আমরা অনেক বিপদ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। কিছুটা সফলও হয়েছিলাম। সেই সময় এসেছে ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যা আমাদের সব প্ল্যান– প্রোগ্রাম, গঠনমূলক কাজ বানচাল করে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরে বত্রিশ মাসে আমরা যতটা এগিয়েছিলাম এই বন্যা আমাদের ততটা পিছিয়ে দিয়েছে। তবু আমি বলবো, আপনারা হতাশ হবেন না। স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আপনারা যেমন আমার ডাকে আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন আজো তেমনি এগিয়ে আসুন এই বিপদ মোকাবেলা করার জন্য। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি তাহলে বিপদ যত বিরাট হোক, ইনশাআল্লাহ্ আমরা তাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো।

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন, আমি মিথ্যা ওয়াদা করার লোক নই। ক্ষমতার রাজনীতি আমি করি না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আমি কাউকে দেই না। তাই স্বাধীনতার পর আমি আপনাদের কাছে তিন বৎসর সময় চেয়েছিলাম। আমাদের সামনে তখন ছিল পাহাড় সমান সমস্যা। পাকিস্তানিরা বাংলাদেশকে একটা বাজার হিসেবে ব্যবহার করেছে। সব জিনিস আমাদের আমদানি করতে হয়। অথচ স্বাধীনতার পরে আমাদের সরকারি তহবিল ছিল শূন্য। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুই ছিল না। কল-কারখানা ছিল অচল। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ছিল ভাঙা। আজ যে ভয়াবহ বন্যা বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে পেরেছে তা পঁচিশ বৎসরের অবহেলার ফল। আপনারা জানেন অতীতে বাংলাদেশে ঝড়-বন্যায় হাজার হাজার লোক মারা গেলেও পাকিস্তানি শাসকরা বলতেন, এটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আমরা কী করবো। আসলে ২৫ বৎসর তারা কিছুই করে নাই। পাকিস্তানে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ওয়ারট্রাক, ... বাঁধ বেঁধেছেন। সিন্ধু অববাহিকায় নতুন নতুন বাঁধ হয়েছে। বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই। এমনকি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করা হয় নাই। সাতাশ বছরের বন্যা সমস্যা আরো জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বিপুল অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া এই সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র ৩২ মাসে একটা গরিব দেশের ৫ হাজার সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর নয়। আপনারা বিবেচনা করুন, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ৩২ মাসের মধ্যে বিশ্বের ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি। জাতিসংঘেও আমরা আসন লাভ করতে চলেছি। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আগে আমাদের অর্থনীতির অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল হয়ে এসেছিল। আমরা আশা করেছিলাম, নতুন কোনও বিপদ না এলে খাদ্য ঘাটতি, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে আমরা সরকারি গুদামে যথেষ্ট খাদ্য মজুদ রাখতে পারবো। কিন্তু এ সময়ে ঝড়-বন্যায় বারবার ছোবল, এল মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আমরা আরব ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে গেছিলাম। কিন্তু তেল সংকটের ধাক্কা থেকে আমরা রেহাই পাই নাই। তেল সংকটের ফলে একদিকে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, অন্যদিকে আমাদের অর্থনীতির ওপর হয়েছে ভয়াবহ চাপ। চাপ সামাল দিতে না দিতেই এসেছে সর্বনাশা বন্যা। বলতে গেলে আবার আমরা চারদিক থেকে অনেকগুলো বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেশকে যারা ভালোবাসেন, তাদের সকলের কাছে আজ আমার আবেদন, এগিয়ে আসুন। বিপন্ন মানবতা আপনাদের ডাকছে। তাতে আমাদের সকলের সাড়া দেয়া কর্তব্য।

ভাই ও বোনেরা, সমস্যা আমাদের একটা নয়, অনেক। অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শত্রুরাও আমাদের কম ক্ষতি করে নাই। গত ৩২টা মাসে আমরা যতটা সাফল্য লাভ করতে পারতাম সমাজ শত্রুদের তৎপরতায় আমরা তা পারি নাই, এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নাই। সরকারের নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করে ঘুষখোর, দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিরা, কালোবাজারি, চোরাকারবারিরা এদেশের দুঃখি মানুষের দুঃখ আরো বাড়িয়েছে।

এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বেসামরিক প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর সম্মিলিত অভিযানে আমরা যথেষ্ট ফলও পেয়েছিলাম। সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফার্মিস করের ব্যবস্থা করে সমাজপতিদের নির্মূল করার চির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের অনুন্নত জনতার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মানবতার জঘন্য শত্রু এই সমাজের দ্রোহীরা যাতে আবার মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সেই দিকে আমাদের সকলের নজর দেয়া কর্তব্য। আমরা দেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য মানুষের যতটুকু সাধ্য আমরা তা চেষ্টা করছি। আমাদের এই চেষ্টায় আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা দরকার। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে বিপন্ন মানবতার সেবায় এগিয়ে আসবেন। পরস্পরের দোষ না খুঁজে আসুন আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শত্রুর কামানের গর্জনকে আমরা ভয় পাই নাই। এবারও ঝড়, বন্যা, বিপদ দেখে আমাদের হতাশ– আমরা হতাশ হবো না। এই দারুণ দুর্দিনে সাহসের সঙ্গে ... আগায়ে নামতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, পরস্পরকে সাহায্য করি, তাহলে কোনও বিপদ আমাদের জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করতে পারবে না। অতীতে আমরা পরাজিত হই নাই। ইনশাআল্লাহ্, বর্তমানেও আমরা পরাজিত হবো না।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি জানি, আজ আপনারা নানা সংকটে জর্জরিত। জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বাড়ার পরে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন। বন্যা-কবলিত এলাকার ভাই-বোনেরা, আমি জানি, আপনারা কী নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন কী দুঃসহ মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনাদের প্রতিটা দিন অতিবাহিত হচ্ছে, তাও আমার অজানা নয়। আল্লাহ্ আপনাদের সবর করার শক্তি দান করুক। তবে তা নিশ্চিত থাকুন, আমি আপনাদের পাশে রয়েছি। যখন সরকারে ছিলাম না তখন আমি আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আজো আপনাদের পাশে আছি। দেশ-বিদেশ, যেখান থেকে যতটুকু এনে মানুষের পক্ষে করা সম্ভব তার কোনও ত্রুটি আমি করবো না। আর শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এই দাম বাড়ায় এমনকি উন্নত দেশগুলোর জনগণের জীবনও আজ বিড়ম্বিত। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পর পৃথিবীতে শুরু হয়েছে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আমরা আমদানিকারী দেশ। প্রতিটা জিনিস আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ অবস্থায় বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার ধাক্কা আমাদের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমি আপনাদের কাছে বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার একটা তুলনামূলক হিসাব দিচ্ছি। ১৯৭১ সালে সিমেন্টের আন্তর্জাতিক দাম ছিল প্রতি টন প্রায় ২ ডলার। অর্থাৎ প্রায় ১৬০ টাকা। ১৯৭৪ সালে তা হয়েছে প্রায় ৭০ ডলার মানে ৫৬৬০ টাকা। গম ছিল প্রতি টন প্রায় ৯০ ডলার তার অর্থ ৭২০ টাকা। এখন প্রায় ২৪০ ডলার তার অর্থ ১৯২০ টাকা। ১৯৭১ সালে প্রতি টন চাউলের দাম ছিল প্রায় ১২০ ডলার, ৯২৬ টাকা। এখন তা প্রায় ৪৫০ ডলার তার মানে ৩৬০০ টাকা। খাবার তেলের দাম ছিল প্রতি টন প্রায় ৩৫০ ডলার, তার অর্থ ২৮০০ টাকা। এখন তা প্রায় ৯০০ ডলার অর্থ ৭২০০ টাকা। পেট্রোলের

দাম ছিল প্রতি ব্যারল দেড় ডলার থেকে তিন ডলার, আঠারো টাকা থেকে চব্বিশ টাকা। এখন তা হয়েছে ১১ ডলার থেকে ১৭ ডলার। মানে ৫০ টাকা থেকে ১২৪ টাকা। জাহাজের মাল ভাড়া শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বেড়ে গেছে। এই যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা সেখানে বাংলাদেশের মতো একটি নব্য স্বাধীন দরিদ্র দেশের অবস্থা কী দাঁড়ায় আপনারাই একবার ভেবে দেখুন। মাত্র ৩২ মাসে সকল সমস্যা সমাধানের কোনও জাদু-মন্ত্র আমার হাতে নাই এবং সহজ রাস্তাও নাই। আজ আমাদের সামনে বাঁচার একমাত্র পথ সকলের– সকলকে কাজ করতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে। ভোগ-বিলাস ত্যাগ করতে হবে। সমাজ শত্রুদের রুখে দাঁড়াতে হবে। অর্থহীন সমালোচনা করে সমস্যার সমাধান হবে না। আসুন আমরা সমালোচনা ছেড়ে আজ কাজ করি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি।

বন্ধুগণ, আজ আমার মন দুঃখ ও বেদনায় ভরা। বন্যার পানিতে ১৭টি জেলা ডুবেছে। বন্যা দুর্গত এলাকা দেখতে গিয়ে আমি দেখেছি, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। এই কোটি কোটি বিপন্ন মানুষের একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা, একমুঠো অন্নের ব্যবস্থা এবং বন্যা শেষ হলে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যে কত কষ্টকর তা আপনারা নিজেই বিবেচনা করতে পারেন। তবে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো এবং আমাদের কোনও বিশ্রাম নাই। এই কোটি কোটি মানুষকে, বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা একটি বিরাট দায়িত্বের কাজ তা আপনারা ভালোভাবেই জানেন। এই কাজে জনগণের এবং সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার। বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। নগদ অর্থ, সাহায্য হিসাবে ঔষধ, তৈরি খাবার, কাপড় দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করা শুরু হয়েছে। ওদের তুলনায় এ সাহায্য খুব কম, তাও আমি জানি। দেশ-বিদেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের অভিযান আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকটি আশ্রয় শিবিরের জন্য সাহায্য দেবার চেষ্টা করছি। বন্যার পর চাষি ভাইরা যাতে তাড়াতাড়ি আবার ধান বুনে ফসল করতে পারেন সে জন্য কৃষি বিভাগ এবং আমার বিশেষ ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য দিয়েছি। দরকার হলে আরো দেয়া হবে। মহামারীর ঔষধ, মেডিকেল ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্যের অভাব মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছেন। বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করার জন্য দেশের অনেকেই আমার ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করেছেন। বাইরের দুনিয়ার কাছ থেকেও বিশেষ সাড়া পাওয়ার আশা আমি রাখি। বাংলাদেশের দুঃখ-বিপদের দিনে জাতিসংঘসহ অনেক বন্ধু দেশ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অতীতে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা ও মানবতার সাহায্যে এবার তারা এগিয়ে আসবেন এ আশা এবং এ বিশ্বাস আমি করতে পারি।

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, একটা কথা আজ আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, জনগণের দুর্দশাকে মূলধন করে যারা মুনাফা লুটে সেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবার,

মজুতদার ব্যবসায়ীদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। রিলিফ বণ্টন নিয়ে কোনও ছিনিমিনি খেলা বরদাশত করা হবে না। ক্ষুধার্ত মানুষের গ্রাস যারা কেড়ে নেয় তারা মানুষ নয়, মানুষরূপী পশু। আপনারা আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। আমি এ পশুদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে চাই। কিন্তু জনগণের সাহায্য ছাড়া এ সম্ভবপর নয়। তাই জনগণের সাহায্য আমি কামনা করি। আমরা আজ এক মহা বিপদের মোকাবেলা করছি। যারা দেশকে ভালোবাসেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসেন, তারা বিপন্ন মানুষদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসুন, এটাই আমি অনুরোধ করবো। সামরিক, অসামরিক সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীর প্রতি আমার আহ্বান ও নির্দেশ, তারা যেন সৎপথে থেকে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কর্তব্য পালন করেন এবং দুর্গত মানুষের সেবা করে যান। আজ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এক লক্ষ্যে, এক প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, বন্যায় যারা মারা গেছেন তাদের আত্মার শান্তির জন্য মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায়, মঠে প্রার্থনা করুন। আর যে কোটি কোটি লোক আজ জলবন্দী তাদের নেপথ্য বিপদ মুক্তির জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে মোনাজাত করুন। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ যেন আমাদের সহায় হোন।

আসুন, আর্তমানবতার সেবায় এবং দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য আমরা একযোগে কাজ করে যাই। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।



১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ঢাকা

ঢাকার সাভারে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর চতুর্থ দলের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

স্বাধীনতার পরে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি হয়। যারা আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল, যারা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল তাদের নিয়ে এই রক্ষীবাহিনীর জন্ম হয়। দেশের তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, সময় মতো দেশ মাতৃকা রক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনীর ও নৌবাহিনীর সঙ্গে মিলে তোমাদের কাজ করতে হবে। তোমাদের মানুষকে সেবা করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মা-বোনের রক্তে এ বাংলার স্বাধীনতা এসেছে। অনেক মা-বোন বেইজ্জতি হয়েছে। অনেক দুধের বাচ্চা শহিদ হয়েছে। রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি। দরকার যদি হয় রক্ত দিয়ে হলেও এই স্বাধীনতাকে আমাকে রক্ষা করতে হবে।

জোয়ান ভাইরা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এ হবে তোমাদের ব্রত। মানুষকে ভালোবেসো, মানুষের সেবা কর। বাংলাদেশের দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য বাংলার জনগণের পাশে থেকে তোমরা কাজ কোরো। যখন তোমাদের হুকুম হবে গ্রামে-গ্রামে যাবার তখন তোমরা কোনও নিরাপরাধের ওপর অত্যাচার কোরো না। দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকো। তোমরা আমার কথা পূর্বে শুনেছ, এখনো শোন, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাই তোমাদের কাছে আমার আবেদন, তোমাদের কাছে আমার আদেশ, যেখানে যাবা মানুষকে ভালোবাস। মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে যেয়ো। যেখানে অন্যায়-অবিচার দেখবে কঠোরভাবে দমন করবে আর দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করবে। তাতে মানুষও তোমাদের ভালোবাসে। মাত্র ৩২ মাস হলো স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা। আমরা অনেককে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। তেমনি যারা অন্যায় করেছে তাদেরও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনা হয়েছে বিদেশিদের চক্রান্তে, তারা আজ দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছে।

কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাদের সকলকে নানা কষ্টের মধ্যে নানা অসুবিধার মধ্যে সামান্য সময়ের মধ্যে তোমরা এবং তোমাদের কমান্ডারেরা যেভাবে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করেছে তাতে আমার বুক আজ গর্বে ভরে উঠেছে।

তোমাদের আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা।



৬ নভেম্বর ১৯৭৪

কায়রো

মিশরের কায়রোতে এক ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মহাত্মনবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই ঐতিহাসিক কায়রোতে মিশরীয় ও আরব ... জনসাধারণের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। মিশরের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ আমাকে, আমার মন্ত্রী সভার সদস্যদের যে সাদর ও হৃদ্যতাপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত। আমার বাংলাদেশের জনসাধারণ সম্পর্কে আপনার ... জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়ার ব্যাপারে মিশরের সরকার ও জনগণের সক্রিয় সমর্থনের কথা। সম্প্রতি সর্বনাশা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আপনাদের সাহায্য আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মিশর ও বাংলাদেশ একই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজতন্ত্র ও জোট নিরপেক্ষতার অভিন্ন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের পরিবেশকে করেছে নিকটতর। আমাদের উভয় দেশের জনসাধারণকে আপন ভাইয়ে পরিণত হয়ে ঔপনিবেশিকের বিরুদ্ধে একাযোগে করতে হবে কঠোর সংগ্রাম। আমাদের প্রতিবেশী সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে গভীর নৈকট্য একান্ত প্রয়োজন। জোট নিরপেক্ষতার প্রতি ... একদল মানুষের ওপর অন্য এক দল রাজনীতিক দলের আধিপত্য অবসানের লক্ষ্যে ... সকল মানুষ স্বীয় সম্ভাবনা ...। একমাত্র তাদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের মানুষের তথা সারা বিশ্বের শান্তি সম্প্রসারণে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমাদের ওপর আপনি যে বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আগ্রহ দেখিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা করি। উভয় দেশের বর্তমান সমস্যাবলি নিষ্পত্তির প্রশ্নে আমরা সর্বাধিক অবদান রেখেছি। ঐ স্বাভাবিককরণের প্রশ্নে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের সঙ্গে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ সকল আরব দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুলভ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর বাংলাদেশের সরকার ও জনসাধারণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতিটি আরব স্বার্থকে আমরা নিজেদের

স্বার্থ বলে মনে করে থাকি। আরব ভাইদের সাথে আমাদের গভীর সংহতির সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ... যুদ্ধের সময়। সেদিন বাংলাদেশের জনসাধারণ আরব বিশ্বের সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল।

মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মিশরের জনগণ আপনাদের প্রেসিডেন্টের দৃঢ়স্থায়ী নেতৃত্বে দুর্বৃত্ততা ... খতম করে দিয়েছে আমরা মিশরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই। যে রকম সাহসিকতা আত্মবিশ্বাস ও দূরদৃষ্টির সাথে জাতিকে বিজয়ের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে সৃষ্টি করেছেন এই দেশের ইতিহাসে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, ইসরাইলি আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের পূর্ণ জাতীয় মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের, আপনাদের ... সংগ্রামে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। আমরা বিশ্বাস করি সত্য, ন্যায় আপনাদের কাছে, আপনাদের বিজয় অবধারিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা আত্মনিয়ন্ত্রণ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সংগ্রামরত মানুষের প্রতি আমাদের সার্বিক সমর্থনের কথা আজও এখানে আবারও আমি ঘোষণা করতে চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশটির সকল মানুষের অবিচ্ছেদ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও ... না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় আমাদের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক পুনঃগঠন ও উন্নয়ন প্রচেষ্ঠা বিশ্বব্যাপী ... উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়েছে। আরও ব্যাহত করেছে এ বৎসরের প্রলংয়করী বন্যা, বাংলাদেশের জনসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের সাথে এ বিশ্ব পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে, আমরা সুনিশ্চত বন্ধুদের সহায়তায় ও শুভেচ্ছায় আমরা এই পরিস্থিতি উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়। আমাদের জনগণের জন্য গড়ে তুলতে পারব এক উন্নত ভবিষ্যৎ।

মি. ভাইস প্রেসিডেন্ট, এটা আমাদের জন্য গভীর সন্তোষের কথা যে বিগত বছরগুলোতে মিশর ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমোন্নতি করেছে। বন্ধুত্ব সহযোগিতার এই বন্ধন আগামী দিনগুলোতে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য আপনার অব্যাহত বন্ধুত্বপূর্ণ আগ্রহের প্রশংসা আমরা না করে পারি না। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা যে আপনারা যে সহানুভূতি-সহায়তা দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। মহাত্মনবৃন্দ, আপনাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার সাদত, ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর সু-স্বাস্থ্য, সুখময় দীর্ঘজীবন, মিশরের জনগণের অব্যাহত উন্নতি সুখ-সমৃদ্ধি ও মিশর ও বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব কামনা করে আমি আপনার কাছে বিদায় নেবার চাই।

খোদা হাফেজ।



৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

ঢাকা

ঢাকায় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মাননীয় সভাপতি, কমরেড... , কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, ভদ্রমহিলাগণ এবং আমাদের বিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আপনাদের কংগ্রেসে দুকথা বলার জন্য সে জন্য সত্যিই আমি আপনাদের আবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে আপনারা আপনাদের কংগ্রেস করতে পারছেন। পঁচিশ বৎসরের আন্দোলনে আপনাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত এবং আমার সহকর্মীদের যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন তারা আমরা দেখেছি যে, কী দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কী অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে আপনাদের কাজ করতে হয়েছে। কারাগারে বন্দী ছিলাম। যতদিন ছিলাম দেখেছি শত শত কর্মী কমিউনিস্ট পার্টির বছরের পর বছর কারাগারের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। আমাদের সহকর্মী আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পার্টির কর্মীরা বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী রয়েছে। কোনদিন আপনাদের সুযোগ দেয়া হয় নাই। আপনাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হয় নাই। আপনাদের পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে আপনাদের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে। যা বাংলাদেশের ইতিহাস করুন ইতিহাস। প্রগতিশীল যে কোনও দলের লোক হলে তাদেরকে অত্যচার-অবিচার, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। বোধহয় ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের কমিশনে যখন গভর্মেন্ট হয়েছিল তখন বোধহয় কমিউনিস্ট পার্টি সূর্যের আলো দেখেছিল, আর কোনদিন সূর্যের আলো পায় নাই। আজ আপনারা স্বাধীন, বাংলাদেশের বুকে আপনাদের কংগ্রেস হয়েছে। এ স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনারা দান করেছেন, আপনাদের পর্যায়ে প্রার্থীরা হয়েছে, বাংলার মানুষের পথে দাঁড়িয়ে আপনারা সংগ্রাম করেছেন, এখানে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। আমি জানি, বস্তুত আমি জানি যে, অনেক সময় ১৯৬২-৬৩ সাল তার আগে, অনেক সময় রাতের অন্ধকারে যখন জেল থেকে বের হয়ে এসেছি, তখন গোপনে কমরেড মনি সিংহের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে অনেকবার।

কারগারে নির্জন প্রকোষ্ঠে যখন ছিলাম তখনও অনেককে, আপনাদের কংগ্রেসের, সঙ্গে বছরের পর বছর আমাদের কাটাতে হয়েছে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। আপনাদের জানবার বুঝবার সুযোগ পেয়েছি। আপনারা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। যে ইতিহাস কংগ্রেস প্রধান বললেন, বিদেশি শত্রুদের সহায়তায় পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলার বুকে যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল নাইবা বললাম আপনারা ভালো করেই জানেন। আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হতো, আপনারা মনে অসন্তুষ্ট হবেন না যে, যারা আজকে আপনারা এখানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য– সদস্য আছেন তাদের বলতে চাই না, যে ততদিন আমি এই সমস্তর যে মালিক আর আপনাদের আত্মঅনুকূল যারা আপনাদের পিছনে দাবি করছে তারা বিদেশি শত্রুদের সাহায্য নিয়ে শোষককুলের সেবা দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে বানচাল করার চেষ্টা করছিল। তাদের খেলা আজো বন্ধ হয় নাই। শত্রুকে আমরা চিনি, শত্রুকে আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদকে আমরা চিনি, সাম্রাজ্যবাদকে আমরা জানি, শোষকদের আমরা চিনি, শোষকদের আমরা জানি। তাদের চেহারা আমাদের সামনে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু এদের চিনতে কষ্ট হয়। যারা প্রগতির নামে, যারা সমাজতন্ত্রের নামে, যারা গণতন্ত্রের নামে প্রগতিকে আঘাত করে, সমাজতন্ত্রকে আঘাত করে, জাতীয়তাবাদকে আঘাত করে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে আঘাত করে ওদের চিনতে আমদের কষ্ট হয়। বলতেই হয় সবচেয়ে বড় শত্রু যে কোনও দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে, স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি, যে যখন আপনারা সংগ্রামে এগিয়ে গেছেন ২৫শে মার্চ মাস, যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম স্বাধীনতার জন্য আপনারা সব কিছু ভুলে গিয়ে বাংলার মানুষ আপনারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে। তখনও তারা প্রগতির নামে দেশের ভিতরে থেকে পাকিস্তানের দালালি করতে দ্বিধাবোধ করে নাই। আমি জানি না মাঝে মাঝে আমার চোখে কনফিউশন এসে যায়, যে মার্কসবাদ, লেলিনবাদ বলে, শোষণগণ বলে শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতাকরণ প্রক্রিয়া বানচাল করতে চায় তারই সবচেয়ে বড় শত্রু না সাম্রাজ্যবাদ যে চিনতে পাই সেই বড় শত্রু, মাঝে মাঝে আমার মধ্যে কনফিউশন এসে যায়। আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন মাটিতে আপনারা কংগ্রেস করেছেন, করছেন, আপনাদের কর্মপন্থা আপনারা গ্রহণ করবেন। আপনারা যে সমস্ত.. আমি কথা বলতে চাই না, কংগ্রেস প্রধান বলেছেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তার পরের, পূর্বে যে, আমরা একটা কলোনি ছিলাম এবং স্বাধীনতার সময় শত্রুরা আমাদের ক্ষতি করে যায় তাতে স্বাধীনতার পরে আমাদের কী কী কষ্ট এবং আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তা আপনারা জানেন, তা আপনারা বোঝেন। আপনাদের আমি এ জন্য মোবারকবাদ জানাই যে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের যে, তারা সমস্ত বিপদ সংকেত বুঝতে পেরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এবং যে প্রগতিশীল নীতি আমরা গ্রহণ করেছি তাতে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন এ জন্য আমি তাদের মোবারকবাদ জানাই।

স্বাধীনতা অর্জন করা কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়ে কম কষ্টকর নয়। স্বাধীন হওয়ার পরে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে দেখা গেছে দুনিয়াতে, যে কুচক্রী মহল দূরে থাকে না। তারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করে এবং কাউন্টার ... বলা হয় যা তারা করে থাকে। পাকিস্তানের এবং দেশি-বিদেশি শোষকচক্র এদেশের পৃষ্ঠে বসে থাকে নাই তারাও চেষ্টা করছে দেশের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তারাও দেশের মধ্যে অভাবে রয়েছে, দেশের মধ্যে অভিযোগ রয়েছে, মানুষ এক দুঃখি মানুষ খাবার পায় না, কৃষক আজ দুঃখি। চুয়ান্ন হাজার স্কয়ার মাইল, বাংলাদেশের অভাব-অভিযোগ রয়েছে। আমরা সে সমস্ত শুনেছিলাম, অভাব-অভিযোগের গোলাম ছিলাম, ২৪ বৎসর পাকিস্তানের গোলাম ছিলাম। তার পরে আমাদের ধ্বংসস্তূপ। স্বাধীনতার পরে যারা বিপ্লবের পরে ২৪ বছরের ইতিহাস দেখেন ... ইতিহাস দেখেন যেগুলো আপনারা ইস্ট জার্মানির ইতিহাস দেখেন। এমনকি আপনারা ওয়েস্ট জার্মানির অবস্থা দেখেন, জাপানের অবস্থা দেখেন, দেখেছেন স্বাধীনতার সংগ্রামের পরে বা যুদ্ধের পরের অবস্থা কী হয়। আমাদের অবস্থাও কোনও অংশে ভালো ছিল না। খারাপ খারাপ। লক্ষ লক্ষ আমাদের বেকার, ধনীদের সংখ্যা আমাদের কম, কলকারখানা আমাদের এখানে করা হয় নাই। দুনিয়া থেকে সবকিছু আমাদের বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। এরপরে আমাদের লোকদের রক্ষা করতে হবে দুর্বৃত্তের হাত থেকে। সে জন্য আমাদের অনেক কিছুই করতে হয়। তবে কথা হলো এই এই সুযোগে বিদেশি চক্র মাথায় ওঠার চেষ্টা করে। এই জন্যই আমি বলি যে, আজকে আমি ডাক দিয়েছিলাম, আওয়ামী লীগ, যে পার্টি সংগ্রাম করেছে, যে পার্টি নেতৃত্ব দিয়েছিল তার সঙ্গে ন্যাপ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যা ... ভূমিকা পালন করেছেন দেশের সংগ্রামে যোগদান করেছেন তারা সংঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং দেশের দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হওয়াকে কর্তব্য মনে করে আমি ডাক দিয়েছিলাম। আপনারা সকলে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন সে জন্য আপনাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আর রাজনীতি আমরা ঘোরা পথে রাজনীতি একটু কম বুঝি। যেটা বিশ্বাস করি সেই পথ অবলম্বন করেছি। এটা শুধু আমার বিশ্বাস নয় যে পার্টির আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। আজ আপনাদের সামনে আমরা শাসনতন্ত্র দিয়েছি এর মধ্যে কোন গোলমালের কথা সেখানে নাই। আমরা চারটে নীতির উপরে নির্ভর করে আমি চারটে নীতিকে আমরা মেনে নিয়েছি। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ। আমি আনন্দিত এ জন্য আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিই, যে আপনারা চার নীতিতে বিশ্বাস করে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হয়েছেন সে জন্য অভিনন্দন না দিয়ে পারি না। আমাদের বৈদেশিক নীতি পরিষ্কার, আমরা ... বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াই। আমরা বেআইনিভাবে অত্যাচারিত লোকের সাথে আছি, আমরা ভিয়েতনামের অত্যাচারিতদের পিছনে– সাথে আছি। আমরা আরব দেশের দুঃখি মানুষের পাশে আছি। কারণ আমরা দুঃখি। আমরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে স্বাধীনতা এনেছি। যেখানে যে দেশের

দুঃখি মানুষ তার স্বাধীনতা তার ছেলেরা সংগ্রাম করে বাংলার মানুষ বাংলার সন্তান তাদের সাথে থাকবে। তাদের সন্তানদের তারা সাহায্য করবে।

আমরা কারো সঙ্গে দুশমনি করতে চাই না। আমরা ছোট দেশ। আমরা নন এলাইন ... বিশ্বাস করি। আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ার একটা দেশ। আমরা ... সাবকন্টিনেন্টাল সাউথ এশিয়াতে আছি।

আমাদের দেশের দিকে অনেকের নজর থাকে। আমরা কারো নজরে পড়তে চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি। আমাদের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করুক আমরা সেটা চাই না। আমরা কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। এটা আমাদের নীতি পরিষ্কার। আজ দুনিয়াতে অনেক কথা অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু আমি যেটা মনে করি আরেকটা কনফারেন্সে আমি যা বলেছিলাম, যে, দুনিয়া দুইভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা শোষক, আরেকটা শোষিত। শোষিতের পক্ষে যারা থাকে আর শোষকের পক্ষে যারা থাকে তারা কে তারা কারা সে কথা দুনিয়ার মানুষ জানে, আমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। সে জন্য আমি মনে করি, যে আমাদের পথ একদম পরিষ্কার এবং আমরা সেই রাস্তা ধরে চলছি। সমাজতন্ত্র আমাদের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র না হলে এই দেশের দুঃখি মানুষের বাঁচবার উপায় নাই। আমরা শোষণহীন সমাজ চাই, আমরা সম্পদের সুষম বণ্টন চাই।

আমাদের সহকর্মী ভাইরা, আপনাদের কাছে কথা আছে। সমাজতন্ত্রের রাস্তা সোজা রাস্তা নয়। সমাজতন্ত্র করতে হলে যা দরকার আমরা পয়দা করতে পেরেছি কিনা এ সমস্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। আজকে আমাদের সে জন্য ... পয়দা করতে হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের রাস্তায় আমরা যে পদক্ষেপটা নিয়েছি এ থেকে আমরা পিছাতে পারি না। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সমাজতন্ত্রের নামে যাকে ইংরেজিতে ... বলা হয় যাকে অ্যাডভ্যানসরিজ বলা হয়। তারা আজ দেশের মধ্যে মাথা তোলার চেষ্টা করছে বিদেশিদের সাহায্যে। কিন্তু তারা ভুল করেছে, বাংলাদেশ অত্যন্ত ছোট। বাংলার মানুষ অত্যন্ত জাগ্রত। বিদেশের অর্থ, বিদেশের অস্ত্রে বাংলাদেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির চেষ্টা করলে বাংলার মানুষ কীভাবে তার প্রতিবাদ করতে হয় তা জানেন এবং তার প্রমাণ তা নিশ্চয় ভবিষ্যতে পাবে। তাদের ফিলোসফি কোত্থেকে পেয়েছে আমি জানি না। এ ফিলোসফিতে কোনদিন দুনিয়ায় বিপ্লব হয় নাই। এটা ডাকাতি হতে পারে। এরা খুনি হতে পারে। রাতের অন্ধকারে একজনের গলা কাটতে পারে। রাতে একজনের বাড়িতে ডাকাতি করতে পারে। রাতে দেখা যাচ্ছে অ্যাটাক করতে পারে। তাতে বিপ্লব হয় না। এটা কলোনিজম। এরা দুনিয়া থেকে পচে গেছে। এরা ফিলোসপি ফেল করে গেছে। তারপরেও যে কোত্থেকে বুদ্ধি পেয়েছে কোন প্রগতিশীলদের কাছে বুদ্ধি পেয়েছে সেটা তাদের আমি নাই বা বললাম। কিন্তু সেই বুদ্ধিতে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তার ভবিষ্যৎ ইতিহাস আমি বলতে পারি না। তবে বাংলার মাটিতে সুবিধা হবে না আমার মনে হয়। কারণ, এই মাটিতে আমি তো বহুকাল রাজনীতি করেছি।

এই মাটি আমি চিনি। আমি তাদের কাছে ছাত্র ইউনিয়নের সভায়ও বলেছি, এখনও বলছি, ও পথ ভালো না। বিপ্লব এভাবে হয় না। দেশের জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না। বাংলার কৃষক মজদুরকে বাদ দিয়ে দেশের কৃষক মজদুরকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ঘরে বসে আলোচনা করলে বিপ্লব হয় না। বিপ্লব করতে হলে তার রাস্তা আছে। যে রাস্তা অনেক কঠিন রাস্তা এবং অনেক দিনের প্রয়োজন হয়। একদিনে হয় না। ২৫শে মার্চ আনতে ২৫ বৎসর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এক দিনে আসে নাই। যারা জানেন ইতিহাস, যারা দেখেছেন ইতিহাস, যারা পড়েছেন ইতিহাস তারা জানেন যে বিপ্লব করতে হলে কী করণীয় প্রয়োজন হয়। রাতের অন্ধকারে কাঁধে অস্ত্র যোগাড় করে চোরের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়া গলা কাটিলেই বিপ্লব করা যায় না।

তারা ডাকাত বা খুনি হয়। যাক সে সব কথা, পরিষ্কার কথা, আমরা সোশ্যালিজমের দিকে যাবার, সোশ্যালিজম এত সোজা না। আমরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি যাতে ভবিষ্যতে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। সে পদক্ষেপ নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। বাধা আমাদের আসবে। যাদের কাছ থেকে আমরা সম্পদ নিয়েছি যারা এখানে সম্পদ ফেলে গেছে তাদের দালালরা বিদেশি শত্রুরা তারা আজকে চেষ্টা করছে আমাদের এই সমাজতান্ত্রিক ইকোনমিকে বানচাল করার জন্য। যাতে সাবোটাজ হয়। যাতে প্রোডাকশন কম হয়। যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, মানুষের কষ্ট হয়। আপনাদের করতে হবে, আপনাদের নজর দেয়া। কারণ সমাজতন্ত্র আজকে করতে হলে শ্রমিক শ্রেণিকে এগিয়ে আসতে হবে এবং শ্রমিক শ্রেণিকে মোর ডিসিপ্লিনড হতে হবে। বাংলার কৃষক কিন্তু অত্যন্ত ভালো। বাংলার কৃষকদের আপনারা বুঝাতে পারেন তারা চায় যত পয়দা করতে হয় তার সুযোগ-সুবিধা পেলে তারা পয়দা করবে এবং তারা এগিয়ে এসেছে। তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের সকলকে। যাতে বাংলার মানুষ বাংলার কৃষক আজকে আর শোষিত না হয় এবং তাদের সম্পদে তাদের সম্পদ তারা ভোগ করতে পারে এবং যাতে তাদের সম্পদ সুষম বন্টন হয় সে দিকে আপনাদের নজর দিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি বাংলার কৃষক আপনাদের সাথে থাকবে আপনাদের সংগ্রামে। বাংলার শ্রমিক তাদের দোষ দিয়ে লাভ নাই। বাংলার শ্রমিকদের দোষ দিয়ে যারা বক্তৃতা দেয় শুনি একমত নই। আমি নিজে দেখেছি নিজে কারখানায় গিয়ে আমি নিজে তাদের সাথে মিশে, তারা কাজ করতে চায়। আমি আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না আমি সোজা কথা বলি যদি কিছু সংখ্যক আমার দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছেন তারা আর কিছু শ্রমিক নেতারাই গোলমাল সৃষ্টি করেন শ্রমিকদের আমি দোষ দিবার পারবো না।

এই দিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে। আশা রাখতে হবে, তারা কাজ করতে চায়। তারা উৎপাদন করতে চায়। তারা বাঁচতে চায়, তারা বুঝতে চায়। তো তাদেরও ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে, সেদিকে আপনাদের নজর দিতে হবে। সোশ্যালিজমের রাস্তা এত সোজা নয়। এ বড় কঠিন রাস্তা। আর যেখানে, আমি সেদিন বলেছিলাম বোধ হয় ছাত্র ইউনিয়নের সভায়, যে সোশ্যালিজম যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই শ্রমিক ইউনিয়নও আজ কত বৎসর

হয়ে গেছে সোশ্যালিজমে পৌঁছতে পারে নাই। এখনও ঘাত প্রতিঘাতে অগ্রসর হচ্ছে নতুন নতুন তাদের পন্থা নিতে হচ্ছে। এটা তো সোজা রাস্তা নয়। এ রাস্তা কঠিন রাস্তা। আর আপনারা সাড়ে ৭ কোটি লোক দুশো বৎসর সোয়া দুইশ' বৎসর গোলাম, যুদ্ধে আপনাদের শেষ হয়ে গেছে, বিশ মাসের মধ্যে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে যারা আশা করে তারাও পাগলা গারদে বাস করছে, যারা ভরসা করে তারাও পাগলা গারদে বাস করছে, যারা ওয়াদা করে তারাও পাগলা গারদে বাস করছে। কারণ এত তাড়াতাড়ি কিছুই দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের হাতে চাল নাই। আমরা একটা সিস্টেম নিয়েছি, যে সিস্টেমে আমাদের কোনও অসুবিধা হতো না যদি সোশ্যালিজম না দিতাম। আজকে আমরা হুকুম দিয়ে দিতাম সব চালাও, সব কর দেখতেন কী অবস্থা হতো, কোনদিন জমা হতো না। কিন্তু যে অবস্থা যাচ্ছে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কী করতে হতো? যদি আমরা বিপ্লবের পরে যদি এখানে এসে শোষকগোষ্ঠীর হাতে দিয়ে দিতাম সমস্ত অর্থনীতি তাহলে এখানে আবার আমাকে আবার কী জানি কয় বিপ্লব করতে হতো। তাতে উপায় ছিল না। কিন্তু যখন আমাকে আঘাত করতে হয়েছে, বুঝে শুনে আঘাত করেছি। না এদের আর লুটতে দেয়া যাবে না। চাবি কাঠিটা হাতে নিয়ে নিতে হবে। ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, ইন্ডাস্ট্রি, ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট যতদূর পারা যায় হাতে নিয়ে নাও। কষ্ট হবে, দুঃখ হবে, এক্সপেরিয়েন্স নাই। আমাদের কী জানি কয় ক্যাডার নাই। কষ্ট হবে কিন্তু, মানুষের কষ্ট হবে ভবিষ্যতে, একদিন অদূর ভবিষ্যতে সোশ্যালিজমের ফল আজকে ভোগ করা যায় না। ১০ বৎসর, ২০ বৎসর, ২৫ বৎসর পর ভোগ করা যায়। এই যে মানুষকে বুঝতে হবে যারা সোশ্যালিজমে বিশ্বাস করে যারা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে, না বুঝলে উপায় নাই। সোজা রাস্তা হয় না। সে জন্য সে পথ আমাদের ছাড়তে হবে এবং আমরা বাঙালি, আমরা বাংলা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। এ সম্বন্ধে কিন্তু নাই। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র অর্থ লাইসেন্স নয়। আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা কারো নাই। নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা নাই। যখন শাসনতন্ত্রে আমাদের ৪টা স্তম্ভ রয়েছে তার বিরুদ্ধে কখনো কথা বলার ক্ষমতা নাই। একদিকে সমাজতন্ত্রের কথা বলবো, আরেক দিকে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলবো। একদিকে বিশ্ব শান্তির কথা বলবো, আরেক দিকে গোপনে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলাবো বুঝি না ভাই।

আমি খুব কনফিউজড হয়ে যাই, এ আমি বুঝি না। আমার কাছে মাথার মধ্যে আপনারা বড় বড় ফিলোসফাররা আছেন, বড় বড় নেতারা আছেন, অনেক পড়ালেখা করেছেন, আপনারা বুঝতে পারেন, আমি অতখানি বুঝি না। আমি সোজা বুঝি যে সাম্প্রদায়িক আর সমাজতন্ত্র পাশাপাশি পথ চলতে পারে কেমন করে আমি জানি না। আমি শিখি নাই। আমার রাজনীতি জীবনে আমার শিক্ষা হয় নাই এ পর্যন্ত। আমার সহকর্মীদেরও হয় নাই। আপনাদের আজ সমাজতন্ত্রের কথা বলবে আর সাম্প্রদায়িকতার কথা বলবে বাংলার মাটিতে আমি মনে করি আপনাদের সকলেরই উচিত। কারণ, আমাদের দেশের মানুষ

ধর্মভীরু। তাদের ঐ স্লোগান দিয়া বলে নাই স্লোগান দিয়া কিছুটা তাদের-ই করা যায়। তাদের খারাপ পথে নেয়া যায়। যখন দেখে যে কোনমতে মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারছে না তখন তারা সাম্প্রদায়িক স্লোগান দেয়া আরম্ভ করে।

বিপ্লবী ভাইরা আমার, দুঃখ হয় সেখানে আমার তথাকথিত বিপ্লবী ভাইরা আমার। সে জন্য আপনারা মাফ করবেন বলেছিলাম যে, আপনারা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, বাঙালি কমিউনিস্ট পার্টির আপনারা সদস্য। আপনারা কমিউনিস্ট পার্টির মনোপলি আপনাদের নাই বলে মনে হচ্ছে আমার। কারণ এত কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে গোপনে এত কমিউনিস্ট আর এত সোশালিস্ট পার্টি আর এত প্রোগ্রেসিভ পার্টি হয়ে গেছে যে মুসিবতে পড়ে গেছি আমরা। হ্যাঁ, তবে আমরা এটুকু বুঝি যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের নীতির মিল আছে। আমরা সোজাসুজি একপথে চলছি সেই জন্য আপনাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, আমার মনে হয় জনাব মার্কসের মার্কসবাদ বিপদে পড়ে গেছে।

যে তাকে নিয়ে আপনারা আমরা এমন টানাটানি শুরু করে দিয়েছি যে তার কোনও আর সীমা নাই। কত যে মার্কসবাদী বাংলাদেশে হয়েছে তার কোনও সীমা নাই। এ গ্রুপ, ও গ্রুপ, ও গ্রুপ, এ থিওরি ও থিওরি, আবার মধ্যে কংগ্রালাজিম আবার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র আবার বিদেশি শক্তির সঙ্গে স্বাধীনতার আঘাত করার চেষ্টা। আমরা বিপদে পড়ে গেছি বুঝতে পারি না বলে কনফিউজড হয়ে যাই। তবে এখন চিনতে পেরেছি এ জন্য যে, আপনারা যখন পরিষ্কার ৪ স্তম্ভ সমর্থন করেছেন, ... আপনারা সোশ্যালিজম করছেন তখন মনে হচ্ছে যেন তারপরে যারা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি যারা সোশালিজম করেছে তারা যখন আমাদের দিকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে দুর্দিনেও দাঁড়িয়েছিল আজও দাঁড়াইছে, সেদিকে আপনার দেখে একটু ভালো ভালো মনে হয়। এর মধ্যে আপনারাই বোধ হয় একমাত্র রেজিস্ট্রেশন পেতে পরেন। আমি মাঝে মাঝে আমি একটু কনফিউজড হয়ে যাই।

যাই হোক আপনাদের ফিলোসপির ব্যাপার। আপনারা ফিলোসপি করেন আমার আপত্তি নাই। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমরা অত ফিলোসপি বুঝি না। সোজা কথা বুঝি, সোজা কাজ করি, সে পথে চলছি। আপনাদের আমি মোবারকবাদ জানাই সেই জন্য আপনারা আছেন। কিন্তু আমার প্রচুর দুঃখ হয়, ভারতের বিরুদ্ধে আমি কথা বলবো। কেন ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলবো। ভারতের নাম নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। আমি কেন ভারতের কথা বললে মানুষ শুনবে সে জন্য ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। খুব দুঃখ হয় আমার এ কথায় যে ভারত আমার প্রতিবেশী। কালকে খবরের কাগজে দেখলাম এ কয়েকদিন আগে পার্লামেন্টে উত্তরে ভারত গভর্নমেন্টের উত্তরে বলা হয়েছে যে, প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি টাকা আমার বাংলাদেশের মানুষ যখন পাকিস্তানের মাইরের চোটে টিকতে না পেরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল সাড়ে তিনশ' কোটি টাকার সম্পদ তাদের খাওয়াতে হয়েছে ভারতবর্ষকে। যে জন্য আজকে ভারতবর্ষ আজকে সাফার করছে। আজ আট লক্ষ টন খাবার

বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা পরে দিয়েছে। তারা আমার বন্ধু রাষ্ট্র, তারা আমার দুর্দিনের বন্ধু। আজকে আমি এ কথা আমি আমেরিকার বন্ধুত্ব চাই, আমি ফ্রান্সের বন্ধুত্ব চাই। আমি গ্রেট ব্রিটেনের বন্ধুত্ব চাই। আমি জাপানের বন্ধুত্ব চাই। আজ আমি দুনিয়ার সব দেশের বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভারত আমার বন্ধু। তার বিরুদ্ধে আমার কথা বলতে হবে। সোভিয়েত আমার বন্ধু, তার বিরুদ্ধে আমার প্রপাগান্ডা করতে হবে। সে কথা আমি বুঝতে পারি না। আমার বন্ধু আমার বন্ধু পুরানো ভালো শাড়ি নতুন ভালো। কী বলেন? মাফ করবেন।

বন্ধুত্ব আমি চাই, সেটা আমার বন্ধু। আমি সবার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমি আমেরিকার সাহায্য নিয়েছি। আমাকে দেও, সোভিয়েতও আমেরিকার সাহায্য নিয়েছিল বিপ্লবের পরে। আমি সবার সাহায্য নিচ্ছি সাহায্য দাও আমাকে। আমি আমার দেশ গড়তে চাই। সবার সাথে বন্ধুত্ব চাই। আমার ফরেন পলিসি ... . ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি। আমার বন্ধুত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করলে সেখানে আমার বন্ধুত্ব রাখবো, বন্ধুত্ব আমার থাকবে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমি করতে চাই। কারো সাথে আমি দুশমনি করতে চাই না। এ হলো আমার বাংলাদেশ সরকারের পলিসি। কিন্তু আজকে একদল লোক হয়েছে তাদের স্লোগান হলো ওই একটা যে, আমরা কারো পকেটে চলে গেছি আমরা সোভিয়েতের পকেটে চলে গেছি, আমরা ভারতের পকেটে চলে গেছি, যে দেশ ৩০ লক্ষ লোকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সে দেশ কারো পকেটে যেতে পারে না সেটা মনে রাখা দরকার।

আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই যে আমার বন্ধুরা আমাদের কোনও কাজে এসে কোনদিন ইন্টারপ্রেয়ার করেছে সেটা আমি দেখি নাই। আমরা বন্ধুত্ব সকলের সঙ্গে চাই। সকলের সঙ্গে দুনিয়ার সব কান্ট্রির সাথে বন্ধুত্ব চাই। আমরা নন এলায়েন্স ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি। আমাদের পলিসি ক্লিয়ার। এর মধ্যে কিন্তু-ফিন্তু নাই কিন্তু। কিন্তু তারা আজকে বাংলাদেশের মধ্যে আপনার ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা তো অন্য কিছু নয়। কমিউনিজম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা, আর কিছু না। আপনারা কি মনে করেন যে বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা হবে। আমার বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িক নয়। বাজে কথা। এরা ভুলে গেছে যে, পাকিস্তানিরা দুনিয়ার যত সাম্প্রদায়িক ভাষা ছিল সব ভাষা ব্যবহার করে তার পরে অস্ত্র এনে তারপর সৈন্য এনে বাংলার মানুষকে দাবাতে পারে নাই। বাংলার মানুষকে ভুল পথে নিতে পারে নাই। তাদের ফিলোসফি ভুল হয়ে যাবে। এখন তো শুধু বক্তৃতা করবি, পাকিস্তানি অস্ত্র তো পাবি না। পাকিস্তানের সৈন্য তো পাবি না। আর চায়না থেকেও এরোপ্লেনে করে অস্ত্রতো আনবে না। তাহলে তাদের সুবিধা হবে না সাম্প্রদায়িকতা করে ও রাস্তা ছেড়ে দাও ভাই ও রাস্তা খারাপ। সাম্প্রদায়িক মানুষ সংকীর্ণ মানুষ, নীচু মানুষ। কোনও প্রকৃতিকে বিশ্বাস করতে পারে না। এ জন্য সাম্প্রদায়িকতা বাংলার মাটি থেকে মুছে ফেলতে হবে। কেননা, আমরা তো সেটা বলি না।। যখন আমরা বলি আমরা সেক্যুলার আমরা সেক্যুলার কান্ট্রি। যখন আমরা বলি ধর্ম নিরপেক্ষতা। তখন তো আমরা

বলি যে প্রত্যেকে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ আমরা বলি। তো আমরা তো বলি প্রত্যেকটা মানুষের ধর্ম কর্ম করার অধিকার আছে। তাদেরকে আমরা বাধা দিবো না, মুসলমান তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম কর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান তার ধর্ম কর্ম পালন করবে, বৌদ্ধ তার ধর্ম কর্ম পালন করবে, তারা করবে। কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। একজনের ধর্মে অন্যজন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এটা আমাদের ক্লিয়ার আছে। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সে জন্য আমার ভাইয়েরা আমার আমি বক্তৃতা করছি বেশি সময়, আজকে আমার বাংলার মানুষ দুঃখি মানুষ বাংলাদেশে অভাব অভিযোগের অভাব নাই। আমাদের সব কিছুই আজকে আমাদের নতুন করে গড়তে হবে। আমরা সে জন্য আজকে আমাদের বাংলার যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলার কৃষক ছাত্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলার মজদুরকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলার বুদ্ধিজীবীকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন শপথ নিয়ে নতুনভাবে দেশকে গড়ার। কারণ, যে রাস্তা আমাদের পরিষ্কার রাস্তা আমরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে চাই। কঠিন রাস্তা যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, জাতীয়তা বিশ্বাস করে, ধর্ম নিরপেক্ষতা বিশ্বাস করে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের কাজে অগ্রসর হোক সেটা আমি কামনা করি। আপনাদের এই কংগ্রেস সাফল্যমণ্ডিত হোক এই কামনা করে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম।



৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

ঢাকা

ঢাকার পিলখানায় বাংলাদেশ রাইফেলস-এর তৃতীয় দলের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

বাংলাদেশ রাইফেলসের ভাইয়েরা, আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদের ডিরেক্টর সাহেবকে ও কর্মচারীবৃন্দকে যে আমাকে সুযোগ দিয়েছে আপনাদের কাছে আসার এবং দুকথা বলার।

বাংলাদেশ রাইফেলস এর জোয়ান ভাইয়েরা এবং কর্মচারীবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয় আপনার ইতিহাস জানেন। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের কথা আপনাদের সকলের স্মরণে আছে। এ বাহিনী নতুন বাহিনী নয়। এ কীর্তি অনেক দিন পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন, বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ জানে, যে পাকিস্তানের বর্বরবাহিনী যেদিন বাংলার মানুষের ওপর আঘাত হেনেছিল, বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছিল। সেদিন আমার মনে আছে ২৫শে মার্চ তারিখে এই ঐতিহাসিক পিলখানার ওপর তারা আক্রমণ চালায়। তারা আক্রমণ চালায় রাজারবাগ, তারা আক্রমণ চালায় বিশ্ববিদ্যালয়। তারা আক্রমণ চালায় আমার বাসভবনে। সেদিন আমি যখন পিলখানায় কনটাক্ট করার চেষ্টা করি আমি দেখতে পাই যে তারা পিলখানার ওপর আঘাত হেনেছে– চরম আঘাত।

আমি বাধ্য হয়ে এই বাংলাদেশ রাইফেলের চট্টগ্রাম বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করি। সেখানে আমার মেসেজ পাঠিয়ে দেই। তারা সেই মেসেজ বাংলার গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়ে দেয়।

আপনারা জানেন সেদিন এই বাংলার রাইফেল বাহিনীর জোয়ানরা এবং কর্মচারীরা বঙ্গ জাতিদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য বাংলার জন্মভূমি রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শত শত শহিদ হয়েছিল এই রাইফেল বাহিনীর জোয়ানরা এবং কর্মচারীরা। শুধু মাতৃভূমিকে তারা ভালোবেসেছিল। তারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যে ইতিহাস আজকে এমন পর্যায়ে এসেছে

যে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ আজ দুনিয়াতে স্থান পেয়েছে। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। যে জাতি স্বাধীনতা পায় না সে জাতি স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। সে দেশের ইজ্জত থাকে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা অভিশাপ দেয়। রাইফেল বাহিনীর সাথে সাথে আমার বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ছেলেরা আমার মুক্তিযোদ্ধারা, আমার ছাত্র, যুবক, কিশোর, শ্রমিকরা যে অস্ত্র ধরেছিল মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন। আজ আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক। আজ আমি গর্বিত। আজ সত্যই আজ আপনাদের দিকে ফিরে আমার বুক বড় হয়ে যায়। আজ আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি যে, আজ আমার দেশের পতাকা ওড়ে জাতিসংঘের আকাশে, আজ আমার পতাকা ওড়ে দুনিয়ার একশটা দেশে। আজ আমি স্থান পেয়েছি বাঙালি জাতি হিসাবে গর্ব করতে পারি।

আমার জোয়ান ভাইয়েরা, তিন বছর হতে চলেছে স্বাধীনতা পেয়েছি। কত রক্ত, কত দুঃখ, কত কান্না এ বাংলার মাটিতে। আজ আমার মানুষ দুঃখি। আজ তারা না খেয়ে কষ্ট পায়। আজ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে প্রায়। তারপরে ইনফ্লেশনের যুগে আজ বহুদিন ... । আমাদের সর্বস্ব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্বরবাহিনী যাবার আগে সর্বস্ব ধ্বংস করেছিল। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু কোন সম্পদ রেখে যায় নাই। ...



১৯ জানুয়ারি ১৯৭৫

চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে এই ভাষণ দেন।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রধান, বিএমএ'র কমান্ডার, আমার ক্যাডেট ভাইয়েরা, আপনারা সকলেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বহুকাল সংগ্রাম করেছিলাম যে বাংলাদেশে মিলিটারি একাডেমি হোক, কিন্তু আমরা পারি নাই তখন। আজ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই জন্যই আজ বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি স্থাপিত হয়েছে। আমি স্মরণ করি সেই সমস্ত শহিদ ভাইদের যারা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে। আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি স্মরণ করি বাংলার ৩০ লক্ষ লোক যারা রক্ত দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছে। আজ সত্যিই গর্বে আমার বুক ভরে যায়। এই জন্যই বাংলাদেশের মালিক আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ। সেই জন্যই সম্ভব হয়েছে আজ আমার নিজের মাটিতে একাডেমি করা।

সৈনিক ভাইয়েরা, আজ তোমরা তোমাদের ট্রেনিং শেষ করলা। এক পর্যায়ের শেষ আরেক পর্যায়ে শুরু। তবে এ পর্যায়ে দায়িত্ব অনেক বেশি। আজ তোমরা দেশ রক্ষা করতে সামরিক বাহিনীর কর্মচারী হতে চলেছ। জাতির ওপর তোমার দায়িত্ব, জনগণের ওপর তোমার দায়িত্ব, দেশের ওপর তোমার দায়িত্ব এবং যে সমস্ত সৈনিকদের তোমরা আদেশ-উপদেশ দেবার কাজ করবা তাদের ওপর দায়িত্ব। তোমার কমান্ডারের ওপর তোমার দায়িত্ব, তোমার নিজের ওপর তোমার দায়িত্ব। তোমাদের দায়িত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা না হলে জীবনে মানুষ হতে পারবা না। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনও জাতি জীবনে বড় হতে পারে না। আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করবো। আজ এই একাডেমির আমাদের কিছুই নাই ধরতে গেলে। আমরা সামান্য কিছু নিয়ে শুরু করেছিলাম। অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। সবকিছু তোমাদের আমরা দিতে পারি নাই। ... আমি তো দেবার চাই। আমার ছেলেদের এই শক্তি আছে যে কোনও দেশের যে কোনও সৈনিকের সঙ্গে তারা মোকাবেলা করতে পারে। তবে একদিনে কিছুই হয় না। এই ৩ বৎসর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি। যতটুকু

দরকার চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। এমনকি নিজে চেষ্টা করেও যোগাড় করি এদিক-ওদিক থেকে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ... বাঙালিরা নাকি যুদ্ধ করতে জানে না এবং সেই জন্যই তারা বাঙালিদের সৈন্যবাহিনীতে নিত না। আমার মনে আছে বহু আগে আইয়ুব খান যখন কমান্ড ইন-চিফ ছিলেন তিনি গোপনে সার্কুলার দিয়েছিলেন যে বাঙালিদের ২% এর বেশি যেন নেওয়া না হয়। বাঙালিরা যুদ্ধ করতে জানে না পাকিস্তানের সৈন্যরা বাংলার মাটিতে দেখে গেছে যে কেমন করে বাঙালিরা যুদ্ধ করতে পারে, এবং মুক্তিবাহিনীর ভয়ে তো তাদের বড় বড় শক্তিওয়ালা-ভুঁড়িওয়ালাদের জান শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা বাঙালিরা আর ... হতে পারি; কিন্তু আমরা কাপুরুষ নই। আমি আমার মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে পারি। যুগ যুগ ধরে বাঙালির পরাধীন ছিল। ২০০ বৎসর ইংরেজের আমরা পরাধীন ছিলাম, ২৫ বছর পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু দল ছলে-বলে-কৌশলে আমার বাংলার মাটিকে দখল করে শোষণ করেছিল। বাঙালিদের স্থান ছিল না। যাওয়ার সময় অপমান করা হতো, আমার নিজের জানা আছে যখন আমি এইখান দিয়ে কোনও সময় গাড়ি নিয়ে পাস করেছি সমস্ত শরীর আমার জ্বলে উঠত। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে দুশমনদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। অনেক ব্যথা, অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক জুলুম, অনেক মামলার আসামি, অনেক কারাগারে নির্যাতন; আমি শুধু নই হাজার হাজার কর্মী সহ্য করে বাংলার মাটিকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছে। তোমাদের কাছে একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখা দরকার, দেশ যখন আমার আছে, মাটি যখন আমার আছে বাংলার সোনার মানুষ যখন আছে যদি আমরা সোনার ছেলে পয়দা করতে পয়দা করতি পারি আজ ইনশাল্লাহ্ আমার যে স্বপ্ন সোনার বাংলা তা একদিন হবে। আমি দেখে না যাবার পারি কিন্তু ইনশাল্লাহ্ তা হবে, ইনশাল্লাহ্ বাংলার সম্পদ আর কেউ লুট করে নেবার পারবে না। বাংলার মাটিতে বাংলার সম্পদ থাকবে, বাংলার মানুষ ভোগ করবে, যে জাতির ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিতে পারে স্বাধীনতার জন্য সেই জাতি দরকার হলে কোটি লোকে জীবন দেবে বাংলার স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য। ছেলেরা আমার, তোমরা নতুন জীবনে যাচ্ছ। মনে রেখ, তোমরা এক একজন সামরিক কর্মচারী যাদের নিচেই থাকবে সৈনিক বাহিনী, তাদের কাছে অনেক শেখার আছে, তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের জানতে হবে, তাদের দুঃখের সময় দাঁড়াতে হবে, তাদের পাশে থাকতে হবে, মনে রেখ শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে, তুমি যখন শাসন করবা সোহাগ করতে শেখো, তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িও, তাদের ভালোবেসো, কারণ তোমার হুকুমে সে জীবন দিবে, তোমাকে শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। সে শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে তোমাকে শৃঙ্খলা শিখতে হবে, নিজকে সৎ হতে হবে, নিজ দেশকে ভালোবাসতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে এবং চরিত্র ঠিক রাখতে হবে। তা না হলে কোনও ভালো কাজ করা যায় না। মনে রেখ আজ তোমরা আমার প্রথম ক্যাডেট বাংলাদেশের মিলিটারি একাডেমি, তোমাদের দেখবে ভবিষ্যৎ ছেলেরা যারা আসবে, তোমাদের কাছে তারা শিখবে, আমার মুখ কালা কোরো না, কারণ দেশের মুখ কালা কোরো

না, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখ কালা কোরো না। তোমরা আদর্শবান হও, সৎ পথে থেক। মনে রেখ মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন। মাঝে মাঝে অমানুষ হয়ে যাই। এত রক্ত দেয়ার পরে যে স্বাধীনতা এনেছি চরিত্রের পরিবর্তন অনেকের হয় নাই। এখনো ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারি, মুনাফাখোরি বাংলার দুঃখি মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে। দীর্ঘ ৩ বৎসর পর্যন্ত এদের আমি অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি, হুমকি দিয়েছি চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনি; কিন্তু আর না। বাংলার মানুষের জন্য জীবনের যৌবন আমি কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছি। এ মানুষের দুঃখ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। কাল যখন আমি আসতেছিলাম ঢাকা থেকে এত দুঃখের মধ্যে না খেয়ে কষ্ট পেয়েছে, গায়ে কাপড় নাই। কত অসুবিধার মধ্যে তারা বাস করতেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখবার জন্য। আমি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি তোমরা আমাকে এত ভালোবাস কেন? কিন্তু সেই দুঃখি মানুষ দিনভরে পরিশ্রম করে, তাদের গায়ে কাপড় নাই, পেটে খাবার নাই, তাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত নাই, লক্ষ লক্ষ বেকার। পাকিস্তানিরা সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। কাগজ ছাড়া আমার কাছে কোনও কিছু রেখে যায় নাই। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে আমাকে আনতে হয়। আর এই চোরের দল আমার দুঃখি মানুষের সর্বনাশ করে লুটতরাজ করে খায়। আমি শুধু এমারজেন্সি দেই নাই। এবার প্রতিজ্ঞা করেছি, ২৫ বৎসর এই পাকিস্তানি জালেমদের বিরুদ্ধে জিন্নাহ থেকে আরম্ভ করে নুর মুহম্মদ চৌধুরী, মুহম্মদ আলী, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বুকের মধ্যে সাহস নিয়ে সংগ্রাম করে থাকতে পারি আর আমার ৩০ লক্ষ লোকের জীবন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি তা হলে পারবো না? নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ্ পারবো এই বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতিবাজ, এই ঘুষখোর, এই মুনাফাখোরি, এই চোরাচালানদের নির্মূল করতে হবে। আমিও প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, তোমরাও প্রতিজ্ঞা নাও বাংলার জনগণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর। আর না, ধৈর্যের সীমা হারিয়ে ফেলেছি। এজন্য জীবনের যৌবন নষ্ট করি নাই এইজন শহিদরা রক্ত দিয়ে যায় নাই যে কয়েকটা চোরাকারবারি, মুনাফাখোর, ঘুষখোর দেশের সম্পদ বাইরে বাইর করে দিয়ে আসে। জিনিসের দাম গুদাম করে মানুষকে না খাইয়ে মারে, উৎখাত করতে হবে বাংলার বুকের থেকে এদের। দেখি কতটুকু টিকতে পারে। চোরের শক্তি বেশি না ইমানদারের শক্তি বেশি সেইটাই এখন প্রমাণ হয়ে যাবে। অন্যায়ের কাছে কোনদিন মাথানত করি নাই। বারবার পাকিস্তানিরা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছে, বারবার বুকটান করে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। কারণ আল্লাহ্ আমার সহায় ছিল, বাংলার জনগণের আমার দোয়া ছিল। এখনো সেই দোয়া আছে। ইনশাল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য, তোমাদের সহানুভূতি, তোমাদের কাজ, দেশের জনগণের ভালোবাসা আর এই বাংলার মানুষের সহযোগিতায় এই দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করতে হবে। আর একদল আছে যারা বিদেশি অর্থে বাংলার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে চায়, রাতের অন্ধকারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে যারা বিদেশি আদর্শ বাংলার মাটিতে চালু করতে চায় তাদের বাংলার মাটিতে স্থান হবে না। মনে

রেখ তোমরা, তাদের শেষ বাংলার মাটি থেকে শেষ করতে হবে। কেমন করে একটা লোক নিজেদের দেশের মাতৃভূমিকে বিক্রি করতে পারে পয়সার লোভে ভাবতে আমি শিহরিয়া উঠি। তোমরা মনে রেখ আমার ছেলেরা জীবনে তোমরা যে কাজে নেমেছ উপরের যারা তোমায় হুকুম দেবে তোমরা ওয়াদা করলা এখনি তাদের হুকুম মানতে হবে, তুমি যদি তাদের হুকুম না মান নিচে যারা তোমার আছে তারা তোমার হুকুম মানবে না। সে জন্যই তোমাকে হুকুম মানতে হবে। আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী আসতে পারে অনেক, প্রধানমন্ত্রী যেতে পারে অনেক। আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কথা বলছি না, আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি। কারণ জাতির পিতা একবারই হয়, দু'বার হয় না। প্রধানমন্ত্রী অনেক হবে, অনেক আসবে, প্রেসিডেন্ট অনেক হবে, অনেক আসবে। তো সেই হিসেবে আমি তোমাদের ভালোবাসি তোমরা জানো। তোমরা সৎ পথে থেক, মাতৃভূমিকে ভালোবাস। মনে রেখ যেন তোমাদের মধ্যে পাকিস্তানের মেন্টালিটি না আসে। তোমরা পাকিস্তানের সৈনিক নও, তোমরা বাংলাদেশের সৈনিক। তোমরা হবা আমার পিপলস আর্মি, তোমরা পেশাদার বাহিনী নও। তোমরা শুধু সামরিক বাহিনী নও। তোমাদের দরকার হলে নিজে উৎপাদন করে খেয়ে তোমাদের নিজকে বাঁচতে হবে। এটা হবে আমার জনগণের বাহিনী, এটা হবে পিপলস আর্মি। এটা পাকিস্তানের পেশাদারি আর্মি হবে না। এদিকে তোমাদের খেয়াল রাখা দরকার আর যেখানে অন্যায় অবিচার দেখবা চরম আঘাত করবা, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা, গুরুজনকে মেনো, সৎ পথে থেকো, শৃঙ্খলা রেখো তাহলে জীবনে মানুষ হতে পারবা। একথা তোমাদের ভুললে চলবে না। ইনশাল্লাহ্ আমি গর্বিত, আমি যখন আমার সামরিক বাহিনীকে স্মাগলিং বন্ধ করার হুকুম দিলাম। আমি নিশ্চয় আজ গর্ব করে বলতে পারি ২৫ বৎসরে যে স্মাগলিং বন্ধ করতে পারে নাই; কিন্তু ইনশাল্লাহ্ এই বার শতকরা ৯৫ ভাগ স্মাগলিং আমার সামরিক বাহিনী বন্ধ করতে পেরেছে বিডিআর এর সাহায্য নিয়ে। তাদের জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন। মনে রেখ, জনগণ কারা, তোমার বাপ তোমার ভাই। তোমাদের যে মায়না আসে কোথেকে আসে? সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী যারা এখানে আছেন তাদের সকলের বেতন আসে বাংলার দুঃখি মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে। তোমরা তাদের মালিক নও। তোমরা তাদের সেবক। তাদের অর্থে তোমাদের সংসার চলবে, তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখ, তাদের ভালোবাসতে শিখ। নিশ্চয় যেখানে অন্যায় হবে সেখানে দমন করবা; কিন্তু নিরাপরাধ লোকের যেন অন্যায় না হয় এদিকে খেয়াল রেখ। তোমাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। আজ তোমরা বুঝতে পারবা কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার মনে কী আনন্দ তোমাদের আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কেননা আমি কোনদিন ভাবিই নাই। আগরতলায় যখন আমি বন্দী ছিলাম; আমি ভাবি নাই যে তোমাদের এভাবে দেশ হবে। বাংলার মিলিটারি একাডেমি হবে তা আমি দেখে যাবো এটা আমি ভাবি নাই। তবে এটা হবে এ বিশ্বাস আমার ছিল; কিন্তু দেখে যাবো এ আমি ভাবি নাই। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে দেখাইছে, আরো দেখতে চাই, সে কী জান? সোনার বাংলা

দেখতে চাই। আরো দেখতে চাই, কী জান? দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চাই। আরো দেখতে চাই, এদেশের দুঃখি মানুষ পেট ভরে ভাত খাক, গায়ে কাপড় পড়ুক, অত্যাচার-অবিচার জুলুম বন্ধ হয়ে যাক এইটি আমি দেখতে চাই। এই জন্য সকলের কাছে আমার আবেদন আইজ তোমাদের এই প্লাটফর্ম থেকে সামরিক বাহিনী-বেসামরিক বাহিনী জনগণ সকলকে আবেদন করবো, সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরো আর দেশ গড়ার কাজে আত্ম-নিয়োগ কোরো। কাজ করবো না পয়সা দাও। ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, কলকারখানায় কাম করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর লাফালে চলবে না, লাফানো আমি আর এলাও করবো না। তিন বৎসর করেছি আর নয় কারণ দেশের সম্পদ না বাড়ালে দেশের মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই আজকে এই একাডেমি তোমাদেরকে অনেক কষ্ট হয়েছে আমি জানি। অনেক দুঃখের মধ্যে তোমাদের শিখতে হয়েছে। তোমাদের কমান্ডারদের বহু কষ্ট করে তোমাদের শিখাতে হয়েছে, অনেক অসুবিধা তোমাদের আছে, একদিন হয় না, তোমরা জান যারা পুরানা এখানে সামরিক বাহিনীর লোকেরা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে '৪৭ সালে বাংলাদেশ কী ছিল। সেই যুগে আমার টাকা দিয়ে পাকিস্তানিদের একাডেমি করেছিল তাও বা অবস্থা ১০ বৎসর পর্যন্ত কী ছিল। আমি নিশ্চয় আনন্দিত যে ৩ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু বন্দোবস্ত আমি আমার সামরিক বাহিনীর জন্য করতে পেরেছি সকলের জন্য করতে পেরেছি। অনেক দিন লাগে, একটা একাডেমি একদিনে গড়ে তোলে না, অনেক প্রয়োজন। ইনশাল্লাহ্ হবে, ভালোভাবে হবে। এমন হবে যে দুনিয়ার মানুষ দেখতে আসবে আমার একাডেমিকে এ বিশ্বাস আমি রাখি। তোমাদের কাছে আমার শুভেচ্ছা রইল। আমার আদেশ তোমরা মনে রেখ, আমার স্নেহের আবেদন তোমরা মনে রেখ। আমি তোমাদের দোয়া করবো, বাংলার জনগণ তোমাদের দোয়া করবে, বাংলার জনগণ তোমাদের দোয়া করবে, তোমরা আমার ফার্স্ট ব্যাচ। তোমরা কাল থেকে আমাদের সরকারি অফিসার হয়ে যাবা। তোমরা আদর্শ সৃষ্টি কোরো, যাতে তোমাদের যারা ফলো করে আসবে তারা যেন আদর্শবান হয়। তোমাদের ওপর আমার এই বিশ্বাস আছে। আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমি আমার চিফ-স্টাফকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমি কমান্ডারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা ইনস্ট্রাক্টর আছে তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর যারা সহযোগিতা করেছে তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ্ স্বাধীন দেশে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এই স্বাধীনতা নিশ্চয় থাকবে, কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তবে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যদি বাংলার দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে না পারি, সেই জন্য তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল সৎ পথে থেকো। খোদা নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করবে। বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।

ধন্যবাদ।



২০ জানুয়ারি, ১৯৭৫

ঢাকা

ঢাকায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মিসেস হুইট ল্যাম, মহাত্মনবৃন্দ, ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের দেশে আপনাদের প্রথম সফর উপলক্ষে আমি নিজে ও বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে, মিসেস হুইট্ ল্যাম ও আপনার প্রতিনিধি দলের সদস্যদের স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের জনগণ সর্বদায় অস্ট্রেলিয়ার জনগণ ও তাদের মহান নেতৃবৃন্দকে পরম শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে দেখে এসেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণ যখন বেঁচে থাকার তাগিদে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, সেই অমানিশার দিনগুলোতে এ দেশের জনগণ অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রভূত সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছে। বলাবাহুল্য অস্ট্রেলিয়া কেবল বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি মহান দেশ নয়, অস্ট্রেলিয়ার জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা, সৃজনশীলতা, মহানুভবতা সর্বজন বিদিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার মাঝেই অস্ট্রেলিয়ার এই মহান গুণাবলি প্রতিভাত। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। সম্প্রতি ডারউইন শহরের ওপর যে ধ্বংসলীলা নেমে আসে এতে বাংলাদেশের জনগণ সবিশেষ মর্মাহত। খুব বেশিদিনের কথা নয় আমরা অনুরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ায় কী হতে পারে তা আমরা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারি। ডারউইন এ সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি আমরা গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছেন সে সম্পর্কে আমরা অবহিত। এই পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এই যে, অস্ট্রেলিয়ার ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ও তার প্রতিবেশী তথা এশীয় দেশসমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ এলাকার দেশসমূহের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে, এই জন্য তো ... .আপনি অস্ট্রেলিয়া ও এ দেশসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বলাবাহুল্য, নীতির ক্ষেত্রে এটা সুদূরপ্রসারী অভিনন্দনযোগ্য এবং

আপনার দূরদর্শিতার ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিশ্বের সর্বাপেক্ষা স্বল্পোন্নত এলাকা। বহু শতাব্দীর প্রগতি আমাদের পাশ কাটিয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে দুর্ভাগ্যবশত এই অঞ্চল কতিপয় প্রধান প্রধান সংঘর্ষ এলাকায় পরিণত হয়েছে। এই উদ্দিষ্ট দিনগুলির ক্ষতিপূরণ ও সমৃদ্ধি ও প্রগতি সূচিত করার জন্য আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন শান্তি ও স্থিতিশীলতা। এই মহান লক্ষ্য অর্জনে অস্ট্রেলিয়া গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে। সত্যিই আনন্দের কথা আপনাদের মহান দেশ এই দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আমার যে বিশ্বাস বাংলাদেশে আপনার সফর কেবল আমাদের দুটি দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের সুসংহত ও সুদৃঢ় করবে না বরং বৃহত্তর আঞ্চলিক সহযোগিতা, শান্তি, সমৃদ্ধি স্থাপনের কাজে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে আমার দেশ এখন এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। আমাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজ সমাধা হওয়ার পূর্বেই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে। ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার আগেই আমাদের গুরুতর খরা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করতে বাধ্য হই। এছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি খাদ্য শস্যসহ সকল প্রকারের ভোগ্যপণ্য ও শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের অবিশ্বাস্য হারে মূল্য বৃদ্ধি এবং জাহাজে পরিবহন ভাড়া বেড়ে যাওয়াতে আমাদের সম্পদ যখন এক দুঃসহ চাপের সৃষ্টি হয়েছে। এ দু'বছরে আমাদের আমদানি ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও আমাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্য আনুপাতিক হারে বাড়েনি। গত বছর আগস্ট মাসে সর্বনাশা বন্যায় আমাদের অসুবিধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বৎসর দেশের এক বিরাট এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এ সব ঘটনাবলি আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে মন্থর করে দেয়। এর ফলে আমাদের জনগণকে বিরাট দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এখনও তা অব্যাহত আছে। তবে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই, বাঙালি জাতির সাহস ধৈর্যের সঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে। বাঙালিরা সুদীর্ঘ এবং গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সম্প্রতি ও একানুগত্য সমৃদ্ধ জাতি। তারা কঠোর পরিশ্রমী, ও দেশপ্রেমিক। এই দেশ বহুদিন ধরে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার আমরা হয়েছি। কিন্তু আমাদের অদম্য মনোবল তাতে কোনদিন ভেঙে পড়েনি। আজ আমরা যে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি তা নিশ্চয়ই সাময়িক। কঠোর পরিশ্রম, আত্ম-উৎসর্গ, আত্মবিশ্বাস ও জাতি হিসেবে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে আমরা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবো। বিগত কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে যে মূল্যবান সাহায্য আমরা পেয়েছি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশকে তার উন্নয়নে এসব দেশ নিয়মিতভাবে সাহায্য দান অব্যাহত রাখার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অস্ট্রেলিয়া তার অন্যতম। এতে আমরা আশ্বস্ত। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে আগামী দিনগুলোতে আমাদের কল্যাণে ব্যাপারে এই বন্ধু সুলভ আগ্রহ অব্যাহত থাকবে। এ সাহায্য

বর্তমান অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও আমরা এ সম্পর্কে সচেতন যে আমার নিজের প্রচেষ্টার ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। এ উদ্দেশ্যে আমার সরকার আমাদের সমগ্র জনশক্তি ও বৈষয়িক সম্পত্তি নিয়োজিত করেছেন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিল্পায়ন, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বাণিজ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। বিগত তিন বছরে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে অব্যাহত উন্নতি হয়েছে, তাতে আমরা আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের পাটজাত পণ্যের ওপর থেকে সর্ব প্রকারের আমদানি শুল্ক রহিত করে আপনি এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ গঠনমূলক ও সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপনি এটাই প্রমাণ করেছেন যে আপনার সরকার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি, অত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আপনাদের সহানুভূতিশীল মনোভাব শুধু কথায় নয় কাজেও প্রতিফলিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ... শান্তি, প্রগতির অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ১৯৭১ সালের ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় নিয়োজিত আমার দেশ। এ জন্য বাংলাদেশ ধৈর্যের সাথে এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এই অঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য ইতিমধ্যে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। দেশের বিরূপ মনোভাব, যুদ্ধাপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শান্তি ও ঐক্যের স্বার্থে আমরা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রত্যাহার করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাকিস্তান আমাদের এই ঔদার্য্যের এখনও অনুরূপভাবে কোনও সাড়া প্রদান করে নাই। কতিপয় বিষয় শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায় সঙ্গত ও সুষম বণ্টন এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত ৬৩ হাজার পাকিস্তানি পরিবারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন। আমরা আশা করি এই অঞ্চলের জনগণের কল্যাণের ব্যাপারে শান্তি ও মৈত্রের যথাযথ গুরুত্ব পাকিস্তান স্বীকার করবে এবং গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে আমাদের উদ্যোগে সাড়া দিবে। দীর্ঘকালের ঘৃণা ও সংঘর্ষের নীতির ফলে শান্তি মৈত্রী স্থাপনের কাজে আমাদের প্রচেষ্টায় বিশ্বের শান্তিকামী সকল দেশ আমাদের সমর্থন করবে। সে সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অধিকারী। অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় বাংলাদেশও একটি শান্তি প্রিয় জাতি। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমরাও ভারত মহাসাগর এলাকাকে শান্তি এলাকায় পরিণত করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছি। এটা খুবই উৎসাহের কথা যে দুনিয়ার শক্তিবর্গের থেকে ভারত মহাসাগর এলাকাকে মুক্ত রাখার উদ্যোগের প্রতি অস্ট্রেলিয়াও সমর্থন দান করেছে। এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই

শান্তি ও স্থিতিশীলতা এই একই লক্ষ্য অর্জনে একযোগে কাজ করে যাওয়ার একটি দৃঢ় ভিত্তি আমরা খুঁজে পাবো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আজ আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা কত যে আনন্দিত তা আবার আমি উল্লেখ করতে চাই। একজন বন্ধুর উপস্থিতি সবসময় অত্যন্ত খুশির ব্যাপার। আমরা আপনাকে আমাদের পরম বন্ধু বলে গণ্য করি । আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশে আপনার অবস্থান আনন্দের হোক এ কামনা করি।

মহাত্মনবৃন্দ, ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, এখন অস্ট্রেলিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ... হুইট ল্যাম অস্ট্রেলিয়ার বন্ধু সুলভ জনগণের স্বাস্থ্যপানে আমার সঙ্গে যোগদানের জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

(ভাষণটি প্রথমে তিনি ইংরেজি এবং পরে বাংলায় দেন। এইখানে বাংলা ভাষণটির শ্রুতিলিখন প্রকাশ হলো।)



২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫

ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে এই ভাষণ দেন।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ আমাদের শাসনতন্ত্রের কিছু অংশ সংশোধন করতে হলো। আপনার মনে আছে যখন শাসনতন্ত্র পাস করা হয় তখন আমি বলেছিলাম যে হাউসের পক্ষ থেকে, এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় এই সংবিধানের পরিবর্ধন-পরিবর্তন করা হবে। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন যে যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। ২০০ বৎসরের ইংরেজদের শাসন, ২৫ বৎসরের পাকিস্তানিদের শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে দিয়েছিল। ২৫ বৎসর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, হাজার হাজার কর্মী, নেতা এবং জনসাধারণ শুধু কারাবরণ করে নাই, তাদের অনেককে জীবনদান করতে হয়েছিল। শোষকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু তাদের আঘাত আমাদের ওপর বারবার এসেছে। তারপরে চরম আঘাত তারা আনে, সেই আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত আনতে হয়। দুনিয়ায় যদি আপনারা দেখেন, নিশ্চয় আপনি বলবেন স্পিকার সাহেব, আমরা যে আওয়ামী লীগ পার্টি এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছি কোনদিন আমরা আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হই নাই। ক্ষমতার লোভে আমরা রাজনীতি করলে আমিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম আর এই নেতৃবৃন্দ অনেক মন্ত্রী অনেক পদ পেত। কিন্তু আমরা চেয়েছি একটা শোষণমুক্ত সমাজ, আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমরা চেয়েছিলাম এ দেশের দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য। এই জন্য স্পিকার সাহেব, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা ক্ষমতায় এসেছি বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছি। আমি যখন কারাগারে বন্দী ছিলাম আমার সহকর্মীরা এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে তারা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন বাহিনীকে। নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো ভারতবর্ষের জনসাধারণ এবং সামরিক

বাহিনীকে এবং তার সরকারকে। তারা আমাদের সাহায্য করেছিল। ১ কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে চলে যায়, কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়, তবুও আমরা চেষ্টা করেছিলাম, এদেশের যারা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালোবাসতে চান নিশ্চয় তারা কাজ করবেন এবং তাদের এটা কর্তব্য রয়েছে। কোনও দেশে কোনও যুগে বিপ্লবের পরে ক্ষমতা দখল করে কোনদিন এইভাবে মানুষের সম্পূর্ণ অধিকার অন্যান্য দলকে সুযোগ-সুবিধা দেয় নাই, আমরা দিয়েছিলাম, তার প্রমাণ আমাদের শাসনতন্ত্র। আপনি জানেন স্পিকার সাহেব, কী দেখছি আমরা? ৩ বৎসর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি। আপনারা জানেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশ ত্যাগ করে গেল তারা দেশে ফিরে আসল। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমরা একটা সরকার দিয়েছিলাম সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সরকার। যেখানে আমাদের কাগজের নোট ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। ব্যয় করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না অথবা আমাদের গোল্ড ছিল না। যা ছিল পাকিস্তানিরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর সে কথা যারা করেছে তারাই বুঝতে পারে অন্যরা বুঝতে পারে না। বিপ্লবের পরে দেখা গেছে অনেক দেশে যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেছে আর আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তা থেকে রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে। কতটুকু পেরেছি না পেরেছি জানি না, শুধু এইটুকু বলতে পারি আমাদের কর্তব্য পালন করতে আমরা ত্রুটি করি নাই।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আজ আপনারাই অ্যাসেম্বলি সংসদে ৪ জন সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে। এর আগে যারা ছিল তাদেরও আগে হত্যা করা হয়েছে। তারাও সংসদের মেম্বার ছিলেন। হত্যা করা হয়েছে গাজী ফজলুর রহমানকে, হত্যা করা হয়েছে রুহুল হককে, হত্যা করা হয়েছে মুসা মাস্টারকে এমনকি যা কোনদিন আমাদের দেশে আমরা কখনো শুনি নাই যে ঈদের নামাজ পড়তেছে ঈদের নামাজে এসে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের হত্যা করা হয়েছে যারা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তাদের হত্যা করা হয়েছে যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল, তাদের হত্যা করা হয়েছে যারা ২৫ বৎসর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারা নির্যাতন ভোগ করেছিল, অত্যাচার সহ্য করেছিল। কোনও রাজনৈতিক দল যাদের আমরা অধিকার দিয়েছিলাম একটা দিন তারা কনডেম করেছিল এদের বিরুদ্ধে? না তারা কনডেম করে নাই। তারা মুখে বলেছেন তারা অধিকার চান, মিটিং করেছেন, সভা করেছেন পার্টি করতে দেওয়া হয়েছে। কী করছেন তারা? তারা বলেছেন যে আমাদের যে সংবিধানে আছে যে ভোটের অধিকারের মাধ্যমে তোমরা সরকার পরিবর্তন করতে পারবে এ ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম বা ইলেকশন ৩ মাসের মধ্যে আমরা দিয়েছি, জনগণ ভোট না দিলে সেটা আমরা দায়ী নই। তখন তারা

বলেছেন, এই সরকারকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করতে হবে। মুখে বলেছে তারা, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে এবং সেই অস্ত্র দিয়ে। আর যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিয়েছি তাদের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা করেছে শৃগাল কুকুরের মতো ঘরের মধ্যে যেয়ে। আমরা দেখেছি, প্রত্যেকটি দেশের নিয়ম আছে, যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয় অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হয়। Liberty is a responsibillity একথা ভুললে চলবে না। কিন্তু রেসপনসিবিলিটি নেবো না আর সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে গোজামিল সৃষ্টি করবো, জনগণের মধ্যে যেয়ে তারা অন্য কথা বলবে এবং তারপরে তারা অস্ত্র যোগাড় করবে, রাতের অন্ধকারে মানুষকে হত্যা করবে, সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা করবে এদরেকে উৎখাত করতে হবে। আমি যদি বলতাম আপনারা উৎখাত করবেন আর আমাদের যেই শক্তি আছে সেই দিয়ে আমরা দুই মিনিটের মধ্যে উৎখাত করতে পারি আপনাদের; তবুও আমরা অধিকার দিয়েছি। আজকে আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ... এখানে অর্থ আছে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়, এখানে তারা বিদেশিদের দালাল হয়। আমরা আজকে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি সে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে দেওয়া হবে না এবং তাদের মনে রাখা দরকার যারা আমরা ২৫ বৎসর যুদ্ধ করে মাথানত না করে বাংলার স্বাধীনতা এনে, এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারো নাই। অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র ইয়াহিয়া খান নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন কোনদিন তাদের কাছে আমরা মাথানত করি নাই। আজ আমাদের সত্যিই আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, তো আমরা কী নিয়ে শুরু করেছিলাম? ভুললে চলবে কেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা দেশ, লোকসংখ্যা কত বেশি এখানে, ৫৪ স্কয়ার মাইল, ২৫ বৎসর সমস্ত সম্পদ পাকিস্তানিরা নিয়ে গেছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, এখানে কোনও রেললাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এখানে পোর্ট ধ্বংস হয়ে গেছিল। ... এখানে কমিউনিকেশন নাই, এখানে প্লেন নাই, এখানে গুদামে খাবার নাই, তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট মানুষের আছে, কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে যে পর্যন্ত দেশ গঠন করা না যাবে। আজ নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব গেল; কিন্তু এই ৩ বছরে না হলেও ... কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি সমস্ত মিলে ... । নন প্রজেক্টে, প্রজেক্টে। দুনিয়ার বন্ধু রাষ্ট্ররা আমাদের সাহায্য করেছে। আমরাও এ পর্যন্ত খরচ করেছি এদেশের মানুষের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা। আর আমাদের যে আয় প্রায় নয়শ' থেকে এক হাজার কোটি তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি। ফুড আমাদের কিনতে হয়। আমাদের ফুড কিনতে হয় কত আমাদের এখন নানারকম কাজ। মানুষ না খেয়ে মরে যায়, আমরা যখন

স্বাধীনতা পেলাম তারপর থেকে বাংলাদেশে হলো ফ্লাড। ... যে জিনিস কিনতাম এক টাকা দিয়ে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা নিয়ে, যে জিনিস কিনতাম ১০০ টাকা দিয়ে কিনতাম সেই জিনিস ২০০ টাকা দিয়ে। আমাদের জিনিসের যা বিক্রি করলাম তার ন্যায্যমূল্য আমরা পেলাম না। ধরে নিলাম আমরা যারা অনুন্নত দেশ এ কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়। কারণ আমাদের শোষণ করেই তারা বড় লোক হয়, তাদের কাছ যখন আমাদের জিনিস আনতে হয় তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয় আর আমাদের যখন বিক্রি করি তখন দাম আমরা পাই না এই অবস্থার মধ্যে দেশ চলছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়ার ঘুরতে হয়েছে। খাবার দুনিয়া থেকে আনতে হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পৌছাতে হয়েছে। শুধু আমরা না সমস্ত দুনিয়ার যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল এক ভয়াবহ বন্যা। যে বন্যা এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কিনা সন্দেহ আছে। না ছিল খাবার। ৫ হাজার ৭শ' লঙ্গরখানা করা হলো এবং সেখানে আপনাদের রিলিফ অপারেশন চালানো হলো। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেদের কাছে যাই ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ৫০ হাজার লোক না খেয়ে মরে গেল, এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, গায়ে তাদের কাপড় নাই। আমি জীবনভরে তাদের জন্য সংগ্রাম করেছি, ওদের পাশে পাশে রয়েছি, কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি, আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। কিন্তু ওদের দুঃখ দূর করার জন্য আমি বলেছি স্পিকার সাহেব এই হাউসে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে যারা বড় বড় অর্থশালী লোক যারা বিদেশিদের ভোট কেনার জন্য পয়সা দেয় তাদের গণতন্ত্র নয় শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা না বহুদিনের গণতন্ত্রের কথা আমাদের এবং সেই জন্য আজকে আমাদের সংবিধান পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমরা আজকে আমাদের কঠোর কর্তব্য পালন করেছি। আজ আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি এদেশের মানুষের না খেয়ে কষ্ট পায়, গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাতে হারিকেন জ্বালাতে পারে না, নানা অসুবিধার মধ্যে চলছে।

স্পিকার সাহেব, আমরা আমাদের কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি, আজ যারা আজকে আমরা শিক্ষিত এমএ পাস করেছি বিএ পাস করেছি। স্পিকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুঃখি বাংলার গ্রামের জনসাধারণ তারাই অর্থ দিয়েছে আমাদের লেখাপড়া শেখার একটা বড় অংশ, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন পড়ে পাস করেছেন আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি আজ যারা লেখাপড়া শিখছেন তাদের একটা তাদের একটা লেখাপড়ার অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়, দেয় বাংলার দুঃখি জনসাধারণ। কী তাদের ফেরত দিয়েছি? তাদের আমি দিতে পেরেছি কতটুকু? তাদের কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি। তবে আজকে

আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। একজন ডাক্তার যখন ডাক্তার হয়, একজন ডাক্তারকে ডাক্তারি পাস করাতে বাংলার দুঃখি মানুষ দুঃখি মানুষ না হলেও ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে না হলেও ১ লক্ষ টাকা খরচ করে। এ রকম অনেক টাকা প্রত্যেকটা মানুষ দিচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষিত করতে, দেশের দুঃখি মানুষের এদের পেটে খাবার নাই তাদের অর্থে এদের লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। আজকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে কী আমি দিলাম তাদের? কতটুকু তাদের ফেরত দিয়েছ? যার অর্থে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ, যার অর্থে তুমি আজ বড় বড় গ্র্যাজুয়েট হয়েছ, যার অর্থে তুমি আজ ডাক্তার হয়েছ, যার অর্থে তুমি সাইন্টিস্ট হয়েছ, যার অর্থে তুমি আজ মানুষ হয়েছ। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হয়েছ, যারা লেখাপড়া শিখতেছ তাদের প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্য একটা অংশ বাংলার দুঃখি জনগণ দেয়। সেইটাই সরকারের টাকা এবং সেই সরকারের টাকা এখানে ব্যয় করা হয়। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে আমরা কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি, আমরা কতটুকু তাদের দিয়েছি। শুধু আমাদের দাও; কে দেবে? বাংলার দুঃখি জনগণ? তোমরা কী করেছ এটা স্পষ্ট, আজ আত্মসমালোচনার দিন প্রয়োজন রয়েছে। দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে না হলে দেশ রক্ষা করা যাবে না, আজ এবার প্রত্যেককে এটা বুঝতে হবে যে আজ আমি আমার কী কর্তব্য পালন করেছি। দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি যে আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছ, তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো যে শিক্ষা দিয়েছে বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী ফেরত দিয়েছ বাংলার দুঃখি মানুষকে। যে দুঃখি মানুষ না খেয়ে মরে যায়। লোকজনের কাপড় নাই, লোকজন কাপড় পরতে পারে না, রাস্তা নাই, ঘাট নাই, তাদের তোমরা কী দিয়েছ, এ প্রশ্ন আজও থেকে গেছে, আজকে বহুদিন পর্যন্ত বারবার বলেছি আজকে করাপশনের কথা বলা হয়। এ বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে, করাপশন আমরা বাংলার কৃষক করে না, করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না, করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ যারা আজকে স্কুল-কলেজ লেখাপড়া করেছি আজ যেখানে যাবেন করাপশন দেখবেন আর দেখবেন সেখানে আমাদের রাস্তা করতে গেলে করাপশন করে। ফুড কিনতে যান করাপশন, মিনিস্ট্রিতে যান করাপশন, বিদেশে যান করাপশন। তারা কারা? আমরা যে ফাইভ পার্সেন্ট শিক্ষিত সমাজ আমরাই হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ পিপল। আর আমরাই করি বক্তৃতা আমরাই লিখি খবরের কাগজে। আমরাই যেখানে এই করি। আত্মসমালোচনার দিন এসেছে, এভাবে চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে তারপর কবরে যেতে হবে কিছুই সে নিয়ে যাবে না। তবুও মানুষ ভুলে যায় কী করে কাজ চলতে পারে, দুঃখ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে বহুদিন পর্যন্ত, এদেশের ধ্বংসলীলায় জ্বলে মরে গেছি বহুদিন পর্যন্ত, আপোস করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে। মাথানত করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে। জীবন ভরে সংগ্রাম করেছি আর এই দুঃখি মানুষ কষ্ট করে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে, তাদের জন্য বিদেশ থেকে

খাবার আনবো সেই খাবার চুরি করে খাবে, অর্থ আনবো সেই অর্থ চুরি করে খাবে, টাকা আনবো তা বিদেশে চালান দেবে বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে স্পিকার সাহেব– এই প্রতিজ্ঞায় আমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। আজকে কী? আজ আমাদের কী অবস্থা? আজ আমাদের পপুলেশন আজকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, আজ আমরা শ্রমিক আন্দোলন করবো। কী করবো? কারখানায় কাজ হবে না, কারখানায় প্রোডাকশন না বাড়ালে ভিক্ষুকের জাতির কোনও ইজ্জত আছে, দুনিয়ায় জীবনভরে ভিক্ষা পাওয়া যায় ... স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেই জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে হবে। কাজ করবো না ফাঁকি দেবো, অফিসে যাবো না ফাঁকি দেবো। ফ্রি স্টাইল, ফ্রি স্টাইল মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে ১০টার সময় যাওয়ার কথা বলে ১২টার আগে যাবো না, ৫টায় যেতে হলে ৩টায় ফিরে আসতে হবে। কারখানায় কাজ করবো না, পয়সা দিতে হবে, আমার শরীর আজকে খারাপ না আমার শরীর কাজ করতে চায়, আমার কৃষকরা কাজ করতেছে। এগিয়ে গেছে। আমরা বাধা সৃষ্টি করি। আমরা ষড়যন্ত্র করি। আমরা যারা যারা আজকে বড় বড় এখানে আছি তারাই এ সমস্ত করে। তারা কারা? এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ, যাদের পেটের মধ্যে দুই অক্ষর বুদ্ধি ঐ বাংলার দুঃখি মানুষের পয়সায়। তারা ভুলে যায়। কথা হলো আমি কী দিলাম আমি কী পেলাম। বারবার বলেছি আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযম এর প্রয়োজন, আজকে আমার আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, না হলে দেশকে ভালোবাসা যায় না দেশের জন্য কাজ করা যায় না এবং দেশের উন্নতি করা যায় না, কলে কারখানায়, ক্ষেত খামারে আমাদের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না। কী করে আপনি করবেন? যদি ধরেন ২০ লক্ষ টন খাবার যদি রিলিফ হয় কমপক্ষে কত হয়? ৫৪০ লক্ষ মণ। গড়ে ৫৪০ লক্ষ মণ আনতে হয় বিদেশ থেকে। কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়? ২০-৩০ লক্ষ টন আমাদের আনতে হয়েছে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ থেকে এই ৩ বৎসরে। বিদেশ থেকে বন্ধু রাষ্ট্ররা সাহায্য করেছে, ত্রাণ দিয়েছে, লোন দিয়েছে, আনতেছি, খাবার-দাবার এর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কদ্দিন দেবে? মানুষ বাড়তেছে। বৎসরে ৩০ লক্ষ লোক আমার বাড়ে। আজকে আমাদের পপুলেশন প্ল্যানিং করতে হবে পপুলেশন কন্ট্রোল করতে হবে। তা না হলে ২০ বৎসর পরে ... কোটি লোক হয়ে যাবে ২৫ বৎসর পরে। ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল বাঁচতে পারবেন না। যেই ক্ষমতায় থাকুন বাঁচার উপায় নাই। আজকে পপুলেশন কন্ট্রোল আমাদের করতে হবে নইলে আমাদের এক্সপ্লোশন হবে বাংলাদেশে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে না হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না এবং পুরো বাংলাদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। বিশৃঙ্খলা জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছি আমরা। ফ্রি স্টাইল। এটা হবে না ওটা হবে না। যাকে অ্যারেস্ট করবো অমুক পার্টির লোক, ওরে অ্যারেস্ট করবো অমুক পার্টির লোক। খবরের

কাগজে বিবৃতি হঠাৎ ... ১০০ টাকা থেকে দুইশ' টাকা হয়ে গেল, খবরের কাগজে ছাপায় দিল। যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব, যেখানে দুনিয়ার কাছে সবকিছু কিনতে হয়, আমরা কলোনি ছিলাম। আমরা কোন জিনিসে সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট না, আমরা কাপড়ে সাফিসিয়েন্ট না, আমরা তেলে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না, আমার র-ম্যাটেরিয়াল কিনতে হবে। ... আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানিদের। আমাদের সবকিছু পরিশোধ করতে হবে সবকিছু আনতে হবে। কোথায় পাবেন বৈদেশিক মুদ্রা? আপনারা ভিক্ষা ঝুলিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে। ইনকাম করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না জাতির হিসেবে তাদেরও ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুকের জাতিদের নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে। সংশোধন কোনকিছু করি নাই স্পিকার সাহেব। যারা জীবন ভরে সংগ্রাম করেছে একথা কখনো মনে করে না জনগণের ভোট-অধিকার আমরা কেড়ে নিয়ে নিছি। নো, জনগণ জানে এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। যে প্রেসিডেন্ট হবে তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে। তবে এইটুক যে রাস্তা করতে গেলে আজকে আমার বিচার বিভাগ, জাস্টিস ডিলেইট, জাস্টিস ডিনাইট, ইউ হেভ টু মেক ডিনাইড, ইউ হেভ টু মেক ইট কমপ্লিট চেঞ্জ এবং সিস্টেমগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে। ইজি মানুষ বিচার চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়। সব কিছুর পরিবর্তন চাই। কলোনিয়াল পাওয়ার এর রুল নিয়ে দেশ চলতে পারে না। কলোনিয়াল পাওয়ারে দেশ চলতে পারে না, নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ স্বাধীনভাবে শাসন করতে হবে। এখানে জুডিশিয়াল সিস্টেমে অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কল-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে প্রোডাকশন বাড়াও। নিশ্চয় তোমরা তার অধিকার পাবা। কাজ করবা না পয়সা নেবো এটা হবে না। কার পয়সা নেবা গরিবের? পেটে ভাত আছে তার? কাপড় আছে তার? তার বুকে মারবো আমি পারবো না। তোমাদের কাজ করে প্রোডাকশন করতে হবে। ক্ষেতে খামারে কাজ করে প্রোডাকশন করতে হবে কোন জমি পড়ে থাকতে পারবে না? আমার এখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। জানি আমাদের অসুবিধা আছে, বন্যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। ... আমাদের কথা কি আজ শোষণহীন সমাজ করতে হবে এরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকের কিছু নয়। আপনি মেম্বার ছিলেন স্পিকার সাহেব আপনি জানেন এই দল।

স্পিকার সাহেব, এই দল এই সংগ্রামে সংগ্রাম করেছে। কারো কাছে আপোস করে নাই, মাথানত করে নাই। আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারি, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমাদের আত্মা বিক্রি করতে হবে। এদের অধিকারের নামে আমাদের ফ্রি স্টাইল ছেড়ে দিতে হবে। কখনো না, কোনও সময়ে কোনও যুগে তাদের দেয় নাই। এদের

বাংলার মাটি থেকে যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারি করে, দুর্নীতি করে মানুষকে পয়সা দেয় মাইনা দেয় তোমার সংসার চালায় তাদের কাছে তোমরা পয়সা খাও, মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। কোনও সরকারি কর্মচারী মন্ত্রী হয় প্রেসিডেন্ট হয় আমরা যারা আছি তারা জনগণের সেবক। আমরা মাস্তান নই এই মেন্টালিটি আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। কারণ তাদের পয়সায় আমাদের সংসার চলে, তাদের পয়সার আমাদের রাষ্ট্র চলে, তাদের পয়সায় আজ আমার অ্যাম্বেসি চলে, তাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, তাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি। তাদের জন্য কী করলাম এইটাই আজ বড় জিনিস, আমি চাইতে পারি না। আমি গিয়েছি কুমিল্লা পর্যন্ত আর তাদেরকে প্রশ্ন করছি তোমরা না খেয়ে মরছ। খাবার চাল নাই। গায়ে তোমাদের কাপড় নাই কী জন্য আমাকে দেখতে এসেছ, কী জন্য আমকে এত ভালোবাস আমিত বুঝতে পারি না। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক, আমি মনে হয়, আমি সহকর্মীদের কাছে বারবার বলেছিলাম যে আমার কাজ করেছি তোমরা এবার আমাকে এবার ছুটি দাও। জনগণের কাছে বলেছি আমাকে আমি বহুদিন ২৫ বৎসর পর্যন্ত আমি ১৯৪৮ সালে যখন আমি বাচ্চা মানুষ তখন আমি জেলে গেছি তখন থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই– রাজনীতি করেছি। অত্যাচার-অবিচার যা সহ্য করেছি তা বাদ দেন। কত লোক আমার চেয়ে অনেক আগে মারা গেছে। আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ করেছে এই দেশের ...। কিন্তু করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে করেছি, কিন্তু দেশে খেলা হয়ে গেছে, বাজার নিয়ে খেলে, দাম নিয়ে খেলে, দেশে অসুবিধা হলে গোপনে যাইয়া লেখে দেয় ছাপাইয়া দেন আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। ফ্রিস্টাইল চলে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে– এভাবে চলতে পারে না, এখানে ফ্রি স্টাইল চলে না, প্রোডাকশন করতে হবে, ক্ষেতে খামারে উৎপাদন করতে হবে, মানুষ হতে হবে। ছাত্রসমাজের লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে, জনগণ টাকা দেয় তাদের মানুষ হবার জন্য, মানুষ হতে হবে– আমরা যেন পশু না হই, আমরা যেন মানুষ হই, কী পার্থক্য আছে জানোয়ারের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে? কামড়ায়ে ধরে খেয়ে ফেলায়ে দেয় একটা জানোয়ার আর আমি মানুষ দুঃখিদের পয়সা নিয়ে তাদের না খাইয়ে মারি। কী পাথর্ক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে? যদি মনুষ্যত্ব আমি হারায়ে ফেলি তাইলে মানুষ কোথায়? প্রথমে আমাকে মনুষ্যত্ব আনতে হবে তারপরে আমি মানুষ হব। না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? বিকজ আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে আর মনুষ্যত্ব যদি আমি হারিয়ে ফেলি তখন তো আমি মানুষ না। আমরা মনুষ্যত্ব হারায়ে ফেলিয়েছি। আমি সকলের কাছে আবেদন করবো, আমি দেশবাসীদের কাছে আবেদন করবো আজ এই শাসনতন্ত্র আজকে আমাকে লিখতে হয়। আজ আপনারা আমাকে এই কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না, প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে আপনারা

দিয়েছিলেন কম দুঃখ না আমার। আপনাদের সঙ্গে হাউসে থাকবো না, এটা কম দুঃখ না আমার। স্পিকার সাহেব, তবুও আজকে পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রের। কারণ একটা সুষ্ঠু শাসন এদেশে কায়েম করতে হবে। যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অত্যাচার-অবিচারকে বাধা দিতে পারে। চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই, দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড রেভল্যুশন, সেকেন্ড রেভল্যুশন আমাদের, এই রেভল্যুশনের অর্থ দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। এর অর্থ অত্যাচার-অবিচার নিজেদের বন্ধ করতে হবে। আমি তাই স্পিকার সাহেব আপনার মাধ্যমে দেশবাসী দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলবো যারা দেশকে ভালোবাস, চারটি প্রিন্সিপাল ভালোবাস। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সেকুলারিজম ধর্ম নিরপেক্ষতা। আর আসো, কাজ কোরো, দরজা খোলা, সকলকে নেবো যারা এই ধর্মকে বিশ্বাস কর তাদের প্রত্যেক কন্ট্রিবিউশন কোরো, আসো, কাজ কোরো, দেশকে রক্ষা কোরো, দেশকে বাঁচাও, মানুষকে বাঁচাও, মানুষের দুঃখ দূর কোরো আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকাবারিদের উৎখাত কোরো। আর একটা দল তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমরা, কোনও দেশে করে নাই, স্পিকার সাহেব আপনি তো ছিলেন। কোনও দেশের ইতিহাসে নাই, পড়েন গিয়ে ইতিহাস। বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা এদেশের মানুষকে হত্যা করেছে তাদের কোনও দেশে কোনও যুগে ক্ষমা করে নাই, শুধু আমরা করেছিলাম।

বলেছিলাম দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ কোরো, স্বাধীনতা রক্ষা কোরো। কিন্তু এখনো অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা এখনো গোপনে বিদেশের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করতেছে। তারা মনে করেন খবর রাখি না। এত বড় আজকে বেইমান, মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে। এরা মনে করেছে তাদের কেউ ধরতে পারে না। কোথায় সিরাজ শিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, ধরতে পারবো না যারা ঘুষ খান, ধরতে পারব না যারা বিদেশের পয়সা খান? ধরতে পারবো না যারা পয়সা লুট করেন? ধরতে পারবো না যারা ব্ল্যাক মেইলিংয়ে আছেন? নিশ্চয় ধরতে পারবো, সময় প্রয়োজন। পাপ একদিন ধরা দেবেই। এটা মিথ্যা হতে পারে না, আজ কোন দুনিয়ার পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে, পাপ চলে পাপের দিকে। Right and wrong cannot live together,you should not forget it, আজ তাদের কাছে ক্ষমা করেছিলাম তারাই গ্রামে গ্রামে আমাকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাদের কাছে অধিকার দেওয়া হয় স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য। কোনও দেশ দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম মাফ। মাফ যদি হজম করা না করা যায় তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে তাও আমরা জানি। আজ দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যদিও আজকে আমরা নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি, ... এটাও একটা গণতন্ত্র– ফ্যাসিবাদি গণতন্ত্র। জনগণের ভোট অধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ

বাংলার মাটিতে কোনদিন আসতে পারবে না আমরা এলাও করবো না। বাংলাদেশকে ভালোবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসব না, বাংলার জনগণকে ভালোবাসব না বাংলার কোনও কিছুকে ভালোবাসব না, এতদিন পর্যন্ত ফ্রি স্টাইল। যার যা ইচ্ছে তার তা দেখে। এ এই নামে বাংলাদেশকে ডাকে, এ ওই নামে ডাকে। বাংলাদেশের নাম বলতেই তারা বয়কট করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকা, যেমন নাই ঘুষখোর, চোরাকারবারি, জালেমদের, দুর্নীতিবাজদের যারা ঐ সমস্ত সন্ত্রাসবাদী যারা মনে করে ভুলে যান ভুলে যান ভুলে যান বাংলার মাটি আমি জানি।

স্পিকার সাহেব, এই রাত্রিবেলা দুইজনকে মাইরা বিপ্লব করা যায় না। ... ১০ টাকা মারলাম, ৫ টাকা মারলাম তাতে বিপ্লব হয় না। এটা ডাকাতি হয় এটা খুন হয়। যদি মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করা হয়। বাগেরহাটে এক জায়গায় ৪ ভাইয়ের ৩ ভাইকে খুন করা হয়, এটা কী? এটা কী পলিটিক্যাল ফিলসফি? এই ফিলসফি দুনিয়ায় পঁচা-গান্ধা ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষেপ হয়ে গেছে, এই ফিলসফিতে কোনদিন দেশের মুক্তি আসতে পারে না এবং কোনদিনও সংশোধন হতে পারে নাই। এটা কেন আমি তো আন্দোলনের মধ্যে জন্ম, আমি তো আন্দোলনের মধ্যে মানুষ। আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি। ফ্রিস্টাইল ... বিদেশি যারা আছেন এখানে আমাদের মেয়েরা গোপনে দুই বোতল মদ খাওয়াইয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা গ্রুপ খুলে দেওয়া হয়। এরা মনে করেন খবর রাখি না। হ্যাঁ খবর রাখি। কেউ সরাতে পারবে না ইনশাল্লাহ্ আমরা বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক সময় যে আমরা যেখানে কমিউনিকেশন নাই যেখানে কিছু নাই সেখানে দেখা দিয়েছি পুরা দুনিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা গ্রামে ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচাবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। ... .। আমরা কোনদিন স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছে ... আমরা মেজরিটি স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি এই গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনীতিতে স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছি। আজ আমরা আমি নেভি এয়ারফোর্স রক্ষীবাহিনী পুলিশ বিডিআর আমরা সমস্ত অর্গানাইজ করেছি। আমরা কী নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আপনি যে বসে আছেন স্পিকার সাহেব এই অ্যাসেম্বলিতে কী ছিল আমাদের? বলেন কী দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। আজকে এই অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না বলে এই আমাদের পরিবর্তন দরকার। কিন্তু এই পরিবর্তন করে দেশের মুক্তি আসে না, দুঃখি মানুষের দিন কাল পরিবর্তন না হয় এবং সেই জন্য আজকে শুধু আমরা এখানে উপস্থিত আছি যারা জনগণের প্রতিনিধি জনগণের ভোটের মাধ্যমে এসেছি আমাদের কর্তব্য জাতিবর্ণ নিবিশেষে দলমত বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি স্পিকার সাহেব যারা নতুন জীবন শুরু করবো আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করবো। কেন করতে পারবো না? পহেলা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমার ঘরে বসে ৩/৪ জন জননী সমস্ত বাংলার মানুষের ... চালায় নাই। একটা চুরি হয় নাই। একটা ডাকাতি হয়

নাই। জোয়ান ছেলেরা কাজ করেছে। নতুন জীবন শুরু করতে, নতুন উদ্দীপনা শুরু করতে হবে, মানুষকে উন্নয়ন করতে হবে। মানুষ ভালো বাংলার মানুষের মতো ভালো কোথাও নাই। বাংলার গরিব ভালো, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হই তাইলে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ আর যত গোলমালের মূলে এই তারাই যত অভদ্র লোক তারাই, কারণ তারা ... শ্রেণী তারা লেখাপড়া করেন তারা কাগজে লেখেন তারা এখানে করেন তারা ওখানে করেন। এই অবস্থায় দেশ চলতে পারে না। স্পিকার সাহেব সেই জন্যই সংবিধানকে আমাদের এমেন্ড করতে হয়েছে। এখন আমাদের আসলে কাজ কী? এক. দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমাদের সামনে কাজ কী? যতটুকু পারি আমাদের করতে হবে। চেষ্টা করে দেখি যতটুকু পারি করতে হবে। আমাদের দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকাবারি, মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে আমাদের নিজেরা একত্রিত হয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কী করতে হবে? আমাদের কাজ করতে হবে আমাদের জাত ইউনাইটেড হতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ যে হৃদয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল সেই প্রাণ সেই মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে দেশের মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য, ... স্পিকার সাহেব। যাদের মনে এই আছে যারা দেশকে ভালোবাসেন সকলকে আমি আহ্বান করবো আসুন দেশ গড়ি আসুন দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আসুন আমরা দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা করতে না পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপে দেবে। মাননীয় স্পিকার আজ বড় দুঃখ, এই হাউসে আমি লিডার ছিলাম ... ... । এখন আমি হয়তো ... এই সিটে আমি বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমাকে আমার মেম্বারশপিটা কেড়ে নিয়ে গেছে আমি আর মেম্বার থাকতে পারলাম না। আমাকে তারা প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে। আমি সিস্টেম পরিবর্তন করি, কিন্তু দেশটাকে বাঁচাতে পারব না, যদি আপনারা শিক্ষা না করেন এবং আপনাদের নিঃস্বার্থভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলন সেই সংগ্রাম আর না করেন শুধু অন্যায় অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যত বড় কাজে দেশ গড়ার কাজে প্রশাসনের দিকে তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই এই নিয়ত করবো চলুন আমরা অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবো, খোদা আমাদের সহায় আছে। এত বড় দূরদর্শী এত বড় শক্তিশালী এত বন্দুক এত কামান এত মেশিনগান এত সৈন্য পাকিস্তানি সৈন্য এত বড় শক্তিশালী জেনারেল আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মুহম্মদ আলী বাংলার মানুষকে অত্যাচার করেছিল তারা তাদের বন্দুক দিয়া তার মধ্যে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত যদি তাদের উৎখাত করতে পারি তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর তাদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারবো না এ বিশ্বাস আমি করি না। সবাই মিলে আপনারা নতুন প্ল্যান নতুন উদ্যোগ নিয়ে খোদাকে হাজের নাজের করে যদি আত্মসমালোচনা করে আত্মসংযম করে আত্মশুদ্ধি করে যদি আপনাদের

কাজে অগ্রসর হন তাইলে জনগণ আপনাদের সঙ্গে আছে। আমার বিশ্বাস আছে জনগণ আপনারা যা বলবেন তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাল্লাহ্ আমি কামিয়াব হবো। আপনাদের সবাইকে আমি মোবারকবাদ জানাই আমি আপনাদের অফকোর্স। আমার পার্টি, পার্টি আমার করতে হবে পার্টি আমার আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বড় দুঃখের দিন আপনাদেরকে জানিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে এই ক্ষমতা সুখ নয়। এই বড় কষ্ট এই বড় কষ্ট এই ক্ষমতা। এটাকে তবুও আমাদের আজ কাজ করতে হবে।

স্পিকার সাহেব, আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই, আপনাকে ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, যারা কর্মচারী আছে তাদেরকে ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই, আমিও আপনাদের একজন এবং একজন হিসেবে থাকবো এবং আমি আপনাদের মধ্যে থাকবো এবং আপনাদের নিয়ে কাজ করবো। আমাদের মন্ত্রী থাকবে, সব থাকবে, কাজ করলে কোনও অসুবিধা হবার কারণ নাই। কথা হলো এই সবচেয়ে বড় কাজ ...।

ইনশাল্লাহ্ আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।
জয় বাংলা।



৮ মার্চ ১৯৭৫

টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দেন।

... টাঙ্গাইলের ভাইয়েরা, রাতারাতি কোনও কিছু পৃথিবীতে হয় না। সবকিছুর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। ... টাঙ্গাইলের জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরত্ব দেখিয়েছে সে জন্য টাঙ্গাইলের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। আমি জেলখানা থেকে বের হয়ে এসে আমি এখানে আসি। ...টাঙ্গাইলের জনসাধারণ জানে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল। কোনও জাতি কোনদিন ত্যাগ ছাড়া বড় হতে পারে না। বাংলার মানুষও ত্যাগ দেখিয়েছে। ত্রিশলক্ষ লোকের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলার কৃষক, বাংলার ছাত্র, বাংলার বিডিআর, বাংলার পুলিশ, বাংলার রাইফেলস, বাংলার আর্মি সাড়া দিয়েছিল যখন আমি ডাক দিয়েছিলাম। পাকিস্তানিরা পঁচিশ বৎসর বাংলার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। ৭ই মার্চ আমি বাংলার মানুষকে ডাক দিয়েছিলাম। ২৫শে মার্চ বাংলার মানুষকে হুকুম দিয়েছিলাম। বাংলার মানুষ অস্ত্র ধরেছিল। আপনারা জানেন, টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার রাস্তায় একটা ব্রিজ ছিল না। ... এক পয়সা বৈদেশিক মুদ্রা পাই নাই ... । আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে ভারতবর্ষ, বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় আরম্ভ হল আমাদের ... এক বছর বন্যা। তারপরে হলো ... খাবার নাই। জিনিসের দাম বেড়ে গেল ...। বেশি দামে কিনতে হয়। গ্রামের মানুষ না খেয়ে আছে। তাদের গায়ে কাপড় নাই। ... একদল চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী যারা বাংলার মানুষকে হত্যা করে। যারা কালোবাজারি, যারা ঘুষখোর, যারা বাংলাদেশের মানুষকে কষ্ট দেয়, ... তাদের আমি অনুরোধ করেছি, ভাই বলেছি, বাবা বলেছি তোমরা এ কাজ ছেড়ে দাও। শহিদদের আত্মা শান্তি পাবে না। তোমরা মানুষ হয়ে যাও। বাংলার মানুষকে ভালোবাসো। ... বিদেশ থেকে কোটি কোটি মণ খাবার আনতে হয়। এক দুই মণ না কোটি কোটি মণ। এই বছর আমাকে আনতে হবে চার থেকে সাত কোটি মণ খাবার। কোত্থেকে আনবো? কে দেবে? ভিক্ষা করে আনতে হবে। ভিক্ষুকের জাতের কোনও ইজ্জত নাই। ভিক্ষা করে আনলে সম্মান থাকে না। ... তবু আনতে হবে।

মানুষকে বাঁচাতে হবে। তারপরও একদল আছে আমি বিদেশ থেকে খাবার আনি, জাহাজে করে আনতে হয়। গ্রামে গ্রামে পাঠাতে হয় ... তারা চুরি করে খায় ... আজ সাবধান করে দিতে চাই চোরের সাত দিন সাধুর একদিন। এবার ক্ষমা করি নাই। বঙ্গবন্ধু মাফ করে দাও। আমি মাফ করি। বাংলার কৃষক, বাংলার যুবক, বাংলার শ্রমিক ... সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ... বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ দুঃখ দূর হয়ে যাবে যদি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়। ...

অনেক কলেজ করেছি। এই চার বছরে এত কলেজ করেছি দুনিয়ার কোনও দেশে হয়তো তা অসম্ভব। তারা মানুষকে মানুষ করতে চায়। আমার ছেলেদের মানুষ করতে চাই। তাই ছেলেরা নকল আর চলবে-টলবে না। ... লেখাপড়া শেখো। মানুষ হও। ... লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়, যখন শুনি ... করতে নকল সাপ্লাইয়ের জন্য। এদিকে আপনাদের মনে রাখা দরকার যে আমরা মানুষ পয়দা করবো, নিজে যদি অমানুষ হই তো মানুষ পয়দা করবো কী করে? আর দুঃখ হয় আমার এই জন্য যে বাংলার কৃষক ঘুষখোর বা দুর্নীতিবাজ নয়। বাংলার মজদুর আমার দুর্নীতিবাজ নয়। আর আমরা শতকরা পাঁচজন লোক শিক্ষিত। আমরা হলাম সব থেকে বেশি দুর্নীতিবাজ। খুন খারাবির মধ্যে, স্মাগলিংয়ের মধ্যে, ডাকাতি, চাঁদাবাজির মধ্যে ... । ভালো লোক আছে। অবশ্যই ভালো লোক আছে। না হলে আজকে আমি পারতাম না। আজ তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ ভাই আপনারা কাজ যদি না করেন আমার পক্ষে সম্ভব না ভাই। শেখ মজিবরকে বাইটা খাওয়ালেও সোনার বাংলা হবে না। সোনার বাংলা করতে পারবো না যদি সোনার মানুষ আপনারা আমাকে না পয়দা করে দেন। তবে আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা মানুষ করার চেষ্টা করেন। খালি লেখাপড়া দিয়ে পাস করলেই মানুষ হয় না। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সেই মানুষ হয়। সেই জন্যে আমি চাই মনুষ্যত্ব ফিরে আসুক। আজ দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হয় যে আজকে যারা আমরা অনেকে দুর্নীতিবাজ হয়ে গেছি। তারপর আমরা দুর্নীতিবিরোধী বক্তৃতা করি। লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় আমার। আমি অনুরোধ করবো যে আত্মশুদ্ধি করে ... মানুষ হও। তাহলে মানুষকে মানুষ করতে পারবা। আমার অনুরোধ ভাইয়েরা যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চাই। উৎপাদন বাড়াতে হবে।

ছেলেরা, খালি লেখাপড়া করলে শিক্ষা হয় না। মাঠে কাজ কোরো বাবাদের সাথে। বাবারা লুঙ্গি পইরা ধান বেইচা, পাট বেইচা কলেজে পাঠায়। ওই কষ্টের টাকা দিয়া প্যান্ট পরো। প্যান্টটা খুলে লুঙ্গি পরে মাঠে নামো। কাজ শেখো। ভুলে যাও। অনেক সময় বলে আহারে, ছেলেটা আমার বিএ পাস করছে, মেট্রিক পাস করছে, চাকরি পায় না। লেখাপড়া না শিখালে মাঠে-ঘাটে কাজ করতেও পারত। তা না। বি.এ পাস করে, এম.এ পাস করে সমস্ত বসে খায়। মানুষ মাঠে কাজ করে। কাজ করে যারা খায়, ইজ্জত থাকে। চাকরির থেকে তার সম্মান অনেক বেশি। আমাদের সমাজে ব্রিটিশ আমলের যে কলোনিয়াল, যে একটা ইয়ে আছে সেটি এখন পর্যন্ত দূর হয় নাই। আমরা কাজ করলে আমাদের সম্মান চলে

যায়। আমরা বোঝা টানলে আমাদের সম্মান চলে যায়। আমরা মাটি কাটলে আমাদের সম্মান চলে যায়। আমরা রিক্সা চালালে আমাদের সম্মান চলে যায়। সম্মানই যদি দিতে হয়, ঐ রিক্সাওয়ালা সম্মানী। সম্মানই যদি দিতে হয়, ঐ কৃষক যে মাঠে কাজ করে সে সম্মানী। সম্মানই যদি দিতে হয়, তাহলে যে কাজ করে খায় সে সম্মানী। ... এ জন্য আমি চাই মাঠে-ঘাটে যে যেখানে আছেন, আপনারা পয়দা করেন। ফসল উৎপাদন করেন। ভিক্ষা করে জাত বাঁচতে পারে না। ভিক্ষা যে করে তার ইজ্জত নাই। আমি ভিক্ষুকের মতো চাইয়া খাইতে চাই না। দ্বিতীয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। না হলে এই যে মাঠ-টাঠ দেখেন, এগুলো কিছু থাকবে না। বৎসরে ত্রিশলক্ষ লোক যদি বাংলাদেশে বাড়ে তাহলে কুড়ি বৎসর পরে বাংলাদেশের মানুষ মানুষকে খাবে। ধান তো দূরের কথা ফসলের দানা পর্যন্ত থাকবে না। সেই জন্য আজকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আপনারা শিক্ষিত যে যেখানে আছেন, যারা যেখানে আছেন, মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করবেন। আর তৃতীয়, যদি জাতীয় ঐক্য চান, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলে যারা আছেন বাংলার মাটিতে ছাত্র, যুবক, কৃষক, মজদুর সব এক হবেন এবং একটা কথা এক হয়ে আপনারা দেশের কাজ করেন। একটা মানুষ, আপনারা কেন দুর্নীতি করেন আমাকে বুঝায়া বলেন তো। আজ হোক, কাল হোক, এই যে কথা বলেছি, এই যে আপনারা বসে আছেন, কেউ কি বলতে পারেন বুকে হাত দিয়ে যে কাল সকালে আমি বেঁচে থাকবো? ওটা আল্লাহ্‌র হাতে আপনার মৃত্যু। আজও মরতে পারি। একঘণ্টা পরেও মরতে পারি। তাহলে কেন আপনারা দুর্নীতি করবেন? মরার সময় কী নিয়ে যাবা? কতটুক মাটি আর কয় হাত কাপড়। এছাড়া তো কিছু সঙ্গে যাবে না। না যাবে? তাহলে কেন দুর্নীতি করবেন? রাত্রে যদি চিন্তা করেন যে আজ ঘুমের মধ্যে আমরা মরতে পারি তাহলে আর দুর্নীতি করতে পারবেন না। হুজুর, আপনি এখানে একটা কথা বলেছেন যে, পুরুষদের কথা বলেছেন। হুজুর আপনি জানেন না যে আমি যখন ডাক দিয়েছিলাম, মানুষ সব জায়গায় ভালো মন্দ থাকে। সমস্ত জায়গায়ই ভালো মন্দ থাকে। কিন্তু আপনি যদি রাজারবাগ দেখতেন, আর পিলখানা বিডিআরের ফাঁড়ি দেখতেন, আর আমার আর্মি ক্যান্টনমেন্ট যেখানে বাঙালিরা থাকে দেখতেন, দেখতেন রাজারবাগে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত থ্রি নট থ্রি বন্দুক দিয়া আমার হুকুম মতো পুলিশ যুদ্ধ করছে পাকিস্তান বাহিনীর সামনে। ছত্রিশ জন সেনা মারা যায়। এরাও বাংলার ছেলে। এরাও বাংলার মানুষ। এদের আমি ভালোবাসি। আমার কথায় এরাও জীবন দিয়েছে। বিডিআর দিয়েছে, রক্ষীবাহিনী দিয়েছে, ছাত্র দিয়েছে, যুবক দিয়েছে। মানুষ ভালো-মন্দ দুনিয়ার সব জায়গায়ই থাকে। পাহারা? মৃত্যু তো আল্লাহ্‌র হাতে। কিছু করার নাই। এটা যখন সময় আসবে, এটা আমার কাছে বলে লাভ কী? আমি তো তিনবার আমাকে ফাঁসি দেবার নেছে। আমি তো মাথা নত করি নাই। আমি তো আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করি নাই। আর করলে আমি আইয়ুব খানের আগরতলা কেস থেকে আসতে পারতাম না আর ইয়াহিয়া খানের জেল থেকে আসতে পারতাম না। আর আমার দরজার কাছে কবর কইরা আমার

মাথা কিনতে পারে নাই। ফাঁসি দেবার দিন ঠিক করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বাঁচায় এনেছে। বোধহয় এই বাংলাদেশের দুঃখি মানুষের দোয়ায় আমি বেঁচে আসছিলাম। এই বাঙালিদের কোটি কোটি দোয়ায় আমি বেঁচে আসছিলাম। সে জন্য আমি জানের ভয় করবো কেন? আমি জানি তো যে কোনও সময় আমি মরতে পারি। অন্তত আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, আমার জানের ভয় সবচেয়ে কম। কারণ আমি আল্লাহ্ ওপর বিশ্বাস করি এবং মনে করি মৃত্যু যখন আসবে তখন কেউই রুখতে পারবে না।

এই যে আমি আসলাম রাস্তা দিয়ে, আমি নয়টায় রওনা হয়েছি, আমি পৌনে তিনটায় এখানে আসছি। হাজার হাজার লোক দুইপাশ দিয়ে। আমি তো তাদের মধ্যে দিয়ে আসলাম। ভয়-টয় আমি করি-টরি খুব কম। তবে, রাষ্ট্রপতি হলে কিছুটা ফর্মালিটি আছে। ওটা তো আমাকে মানতেই হয়। না করলে অন্যায় হয়। ওদেরও কিছু কর্তব্য আছে। ওদের পালন করতে হয়। ওদের ডিউটি আছে। যদি বাই চান্স কিছু হয়ে যায়, ওদেরই চাকরি যাবে। আর কেউতো কাছে বোমাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওদের কিছু কর্তব্য আছে সেখানে। যাই হোক, আমি খুশি হয়েছি যে, মাওলানা সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি আমার মুরব্বি। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। এ কলেজ উনি অনেক কষ্ট করে করেছিলেন। আমার জানা আছে। আমাকে উনি বলেছিলেন পার্লামেন্টের কাছে টাকা আনতে। আমি এনে দিয়েছিলাম। তাই দিয়ে কলেজ তিনি শুরু করেন। আর আজও এ কলেজে উনি এসেছেন। সমস্ত টাঙ্গাইলের নেতৃবৃন্দ, আপনাদের রেজিস্টার মান্নান সাহেবসহ যা আছেন, সকলে বলেছিলেন যে, হুজুরের ইচ্ছা আমরা পূরণ করছি। কাগমারিতে হোক, টাঙ্গাইল শহরের ওপর না হোক, এটাও শহরের ওপর হয়ে যাবে। আমার আপত্তি নাই। সে জন্য সকলেই দাবি করতে পারে যে, সকলেরই মত আছে এই কাগমারিতে কলেজকে সরকারি কলেজ করা। কারণ মাওলানা সাহেব সুখী হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করা আমার কর্তব্য। তিনি আমার মুরব্বির মতো। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভক্তি করি। আমি বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। এক কামরায় মাসের পর মাস জেল খেটেছি। আমি নিশ্চয়ই এ কলেজে বহু টাকা খরচ হবে। হোক। আমার শুভেচ্ছা রইল। আর আমি আশা করি যে এই কলেজ থেকে যেন মানুষ পয়দা হয়। আমি আশা করি এই কলেজ যেন টাঙ্গাইলবাসীর একটা গর্বের বস্তু হয়। যেখান থেকে সোনার মানুষ পয়দা হয়। না হলে আমি সোনার বাংলা করতে পারবো না। আপনারা সুখে থাকেন। আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আমি বক্তৃতা করলাম। আমি আসতে পারতাম না। আমার আব্বা খুব অসুস্থ খুলনাতে। সেখান থেকে আমি কালকে আসছি। এখান থেকে আমার খুলনা যাওয়ার কথা। জানি না হেলিকপ্টার রাজি হবে কি না। তবু আসছি কারণ বহুদিন আপনাদের সাথে দেখা হয় না। আপনারা আমাকে দোয়া করেন আল্লাহ্ যেন ... রাখে। আর আমার চারটা কথা মনে রাখেন।

এক– দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ।

দুই– ক্ষেতে, খামার, কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে হবে।

তিন– ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে।

চার– জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে।

কিন্তু-টিন্তু নাই। ফ্রি স্টাইল আর চলবে না। বহুদিন ফ্রি স্টাইল চলছে। বহুদিন যার যা ভালো লাগছে তাই করছে। চলবে না বেশিদিন। ওটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে এবং চেষ্টা হবে। কারণ জনগণ আমাকে ভালোবাসে আমি জানি। তাই আপনাদের কাছে আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনারা আমাকে মাফ করবেন। আমি খুব ক্লান্ত।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা।

এবং সকলকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি।

জয় বাংলা।

[এই ভাষণটির রেকর্ডের অস্পষ্টতার কারণে শুরুতে খানিকটা অংশ প্রকাশ হলো না।]